প্রকাশক : মোঃ জিল্লুর রহমান জিলানী

সুনান আবূ দাউদ

(২য় খণ্ড)

তাহক্বীক্ব

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ ও টীকা সংযোজনে

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

দাওরা হাদীস, এম.এম.'আরাবিয়্যাহ; এম.এ (ফার্স্ট ক্লাস);
এম. ফিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুনান আবূ দাঊদ (২য় খণ্ড)

তাহক্বীক্ব : আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদক : আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

সম্পাদনায় : শায়খ মুহাম্মাদ 'আব্দুল ওয়ারিস মাদানী
লিসান্স, মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ, সৌদী আরব
মুবাল্লিগ, রাবিতা 'আলাম ইসলামী, সৌদী আরব

প্রকাশনায় : আল্লামা আলবানী একাডেমী
যোগাযোগ : ০১৮৩২৮২৫০০০
০১১৯৯১৪৯৩৮০

প্রকাশক : মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান জিলানী (লন্ডন প্রবাসী)

প্রথম সংস্করণ
দ্বিতীয় প্রকাশ জুন, ২০১৩

অঙ্গসজ্জায় ঃ সাজিদুর রহমান

শুভেচ্ছা মূল্য : ৬০০ টাকা মাত্র

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং দরূদ ও সালাম জানাই প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

সহীহ ও যঈফ **সুনান আবূ দাউদ** (২য় খণ্ড) প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। গ্রন্থখানি প্রকাশ ও সম্পাদনায় যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাদের সকলকেই উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!

সম্মানিত পাঠকদের প্রতি গ্রন্থখানির অনুবাদ এবং এতে উপস্থাপিত তথ্যে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানালে তা সাদরে গ্রহণের অঙ্গীকার রইল।

বিনীত

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

প্রকাশকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের জন্য, যিনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। সলাত ও সালাম জানাই প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের প্রতি।

অতি প্রয়োজনীয় হাদীস গ্রন্থ সহীহ ও যঈফ **সুনান আবূ দাউদ** (২য় খন্ড) প্রকাশ করতে পেরে আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। মুসলিম ভাই ও বোনেরা গ্রন্থখানি পাঠের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ সুগমের চেষ্টা করবেন, এটাই আমার কাম্য।

এই নেক কাজে অনুবাদক ও সম্পাদকসহ যারাই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা রইলো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন– আমীন!

বিনীত

প্রকাশক ঃ **মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান জিলানী**

৩৯৬ গুনি লেইন, (লন্ডন) এস, ই, নাইন থ্রি. টি. কিউ

সূচীপত্র

فهرس

Contents

Contents

Contents

বিশেষ সংযোজন

সহীহ ও যঈফ

সুনান আবূ দাঊদ

(২য় খণ্ড)

١٤٢– باب النُّهُوضِ فِي الْفَرْدِ

অনুচ্ছেদ- ১৪২ ঃ বিজোড় রাক'আতের পরে দাঁড়ানোর নিয়ম

٨٤٢– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، – يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ – عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي . قَالَ قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ كَيْفَ صَلَّى قَالَ مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ إِمَامَهُمْ وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى قَعَدَ ثُمَّ قَامَ .

– صحيح : خ .

৮৪২। আবূ ক্বিলাবাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ সুলায়মান মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস ﷺ আমাদের মাসজিদে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায়ের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ যে পদ্ধতিতে সলাত আদায় করতেন তা তোমাদেরকে দেখাতে চাই।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি আবূ ক্বিলাবাহকে বললাম, তিনি কিভাবে সলাত আদায় করতেন? জবাবে তিনি বললেন, আমাদের শায়খ 'আমর ইবনু সালামাহ (রহঃ)-এর সলাতের অনুরূপ, যিনি তাদের ইমাম ছিলেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, তিনি প্রথম রাক'আতের শেষ সাজদাহ্ হতে মাথা উঠানোর পর একটু বসতেন, অতঃপর উঠে দাঁড়াতেন।[৮৪২]

সহীহ ঃ বুখারী।

٨٤٣– حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي . قَالَ فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ .

– صحيح .

[৮৪২] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ যে তা'লীম দেয়ার উদ্দেশে লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করে, হাঃ ৬৭৭, এবং অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ কিভাবে যমীনের উপর ভর করবে, হাঃ ৮২৪, এছাড়াও হাঃ ৮০২, ৮১৮), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ সাজদাহ্র জন্য তাকবীর বলা, হাঃ ১১৫০), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ উঠার সময় দু' হাতের উপর ভর দিয়ে উঠা, হাঃ ৬৮৭) আবূ ক্বিলাবাহ হতে।

৮৪৩। আবূ ক্বিলাবাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ সুলায়মান মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস ﷛ আমাদের মাসজিদে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এখন সলাত আদায় করবো, কিন্তু সলাত আদায়ের উদ্দেশে নয়। বরং রসূলুল্লাহ ﷺ-কে যেভাবে সলাত আদায় করতে দেখেছি তা তোমাদেরকে দেখাতে চাই।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি প্রথম রাক'আতের দ্বিতীয় সাজদাহ্ হতে মাথা উঠানোর পর একটু বসতেন।[৮৪৩]

সহীহ।

٨٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا .

- صحيح : خ .

৮৪৪। মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস ﷛ সূত্রে বর্ণিত। তিনি দেখেছেন যে, নাবী ﷺ সলাতের বিজোড় রাক'আত সমূহে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দাঁড়াতেন না।[৮৪৪]

সহীহ ঃ বুখারী।

١٤٣- باب الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ১৪৩ ঃ দু' সাজদাহ্র মাঝখানে বসা

٨٤٥ -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ . فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ . قَالَ قُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم .

– صحيح : م .

৮৪৫। ইবনু জুরাইজ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ জুবাইর ত্বাউস থেকে শুনে আমাকে বলেছেন যে, আমরা ইবনু 'আব্বাস ﷛-কে দু' সাজদাহ্র মাঝে দু' পায়ের গোড়ালির উপর পাছা

[৮৪৩] পূর্বেরটি দেখুন।

[৮৪৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সোজা হয়ে বসা, হাঃ ৮২৩), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সাজদাহ্ হতে উঠার পদ্ধতি, হাঃ ২৮৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, মালিক ইবনু হুওয়াইরিসের হাদীসটি হাসান ও সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, হাঃ ১১৫১) হুশাইম হতে।

রেখে বসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন, এটি সুন্নাত। ত্বাউস বলেন, আমরা বললাম, আমরা এরূপ করাকে পায়ের জন্য কষ্টকর মনে করি। জবাবে ইবনু 'আব্বাস ﷺ বললেন, এরূপ করা তোমার নাবীর ﷺ সুন্নাত।[৮৪৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٤٤ - باب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ- ১৪৪ ঃ রুকূ' হতে মাথা উঠানোর সময় যা বলবে

٨٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ " .

- صحيح : م .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ . قَالَ سُفْيَانُ لَقِينَا الشَّيْخَ عُبَيْدًا أَبَا الْحَسَنِ بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ " بَعْدَ الرُّكُوعِ " .

৮৪৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রুকু' হতে মাথা উঠিয়ে বলতেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, মিলউস-সামাওয়াতি ওয়া মিলউল আরদি ওয়া মিলউ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু"।[৮৪৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সুফয়ান ও শু'বাহ হাদীসটি 'উবাইদ আবুল হাসান হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে "রুকূ'র পরে" কথাটি উল্লেখ নেই। সুফয়ান সাওরী বলেন, আমরা শায়খ 'উবাইদ আবুল হাসানের সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনিও তাতে 'রুকুর পরে' কথাটি উল্লেখ

---

[৮৪৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, দু' পায়ের উপর ইক্বআ করা জায়িয সম্পর্কে), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ ইক্বআ করার অনুমতি, হাঃ ২৮৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ), আহমাদ (হাঃ ২৮৫৫), ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ দু' পায়ের উপর ইক্বআ করা বৈধ, হাঃ ৬৮০) সকলে আবূ যুবাইর হতে।

[৮৪৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে কি পাঠ করবে), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ মাথা উঠানোর পর কি বলবে, হাঃ ৮৭৮), আহমাদ। সকলেই আ'মাশ হতে।

করেননি। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, শু'বাহ (রহঃ) আবূ 'ইসমাহ হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি 'উবাইদ হতে এ হাদীস বর্ণনার সময় "রুকুর পরে" কথাটি উল্লেখ করেন।

٨٤٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ " . قَالَ مُؤَمَّلٌ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ " . زَادَ مَحْمُودٌ " وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ " . ثُمَّ اتَّفَقُوا - " وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " .

– صحيح : م .

قَالَ بِشْرٌ " رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . لَمْ يَقُلْ مَحْمُودٌ " اللَّهُمَّ " . قَالَ " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " .

৮৪৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলার পর বলতেন "রব্বানা লাকাল হামদ মিলউস-সামায়ি"। (বর্ণনাকারী মুআম্মালের বর্ণনা মতে) "মিলউস সামাওয়াতি ওয়া মিলউল আরদি ওয়া মিলউ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু, আহলুস সানায়ি ওয়াল মাজদি আহাক্কু মা ক্বলাল 'আবদু, ওয়া কুল্লুনা লাকা 'আবদুন লা মা-নি'আ লিমা আ'ত্বাইতা"।

বর্ণনাকারী মাহমুদের বর্ণনায় এ বাক্যটিও রয়েছে ঃ "ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা"। অতঃপর সমস্ত বর্ণনাকারী এ বাক্যটি বলার বিষয়ে একমত ঃ "ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল-জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।"[৮৪৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

বর্ণনাকারী বিশর বলেন, নাবী ﷺ কেবল "রব্বানা লাকাল হামদ" বলতেন। মাহমুদের বর্ণনায় "আল্লাহুম্মা" শব্দটি নেই। তিনি শুধু "রব্বানা লাকাল হামদ" এর কথা উল্লেখ করেছেন।

[৮৪৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে কি বলবে), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ দাঁড়িয়ে কি বলবে, হাঃ ১০৬৭), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মাথা উঠানোর পর যা বলবে, হাঃ ১৩১৩), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ মুসল্লীর সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলা, হাঃ ৬১৩) সকলে একাধিক সানাদে সাঈদ ইবনু 'আবদুল 'আযীয হতে।

٨٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

- صحيح : ق .

৮৪৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বললে তোমরা বলবে ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ"। কেননা যার এ উক্তি ফিরিশতাদের উক্তির সাথে একই সময়ে উচ্চারিত হবে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৮৪৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ لاَ يَقُولُ الْقَوْمُ خَلْفَ الإِمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَكِنْ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .

- حسن مقطوع .

৮৪৯। 'আমির (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুক্তাদীগণ ইমামের পিছনে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলবে না, বরং বলবে "রব্বানা লাকাল হামদ"।[৮৪৯]

হাসান মাক্বতূ'।

١٤٥- باب الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ১৪৫ ঃ দু' সাজাদাহ্র মাঝখানে দু'আ

٨٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلاَءِ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي " .

- حسن .

৮৫০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ দু' সাজদাহ্র মাঝে এ দু'আ পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়া 'আফিনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুক্বনী"।[৮৫০]

হাসান।

---

[৮৪৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ বলার ফাযীলাত, হাঃ ৭৯৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তাসমী' এবং তাহ্মীদ)।

[৮৪৯] সহীহ আবু দাউদ।

١٤٦– باب رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الرِّجَالِ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৪৬ ঃ ইমামের পিছনে সলাত আদায়কালে মহিলারা সাজদাহ্ হতে মাথা কখন উঠাবে

٨٥١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ مَوْلًى، لأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ " . كَرَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ .

– صحيح .

৮৫১। আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের (নারীদের) মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে বিশ্বাসী, তারা যেন পুরুষদের মাথা উঠানোর পূর্বে নিজেদের মাথা উত্তোলন না করে। কেননা পুরুষদের সতর দেখা নারীদের জন্য অপছন্দীয়।[৮৫১]

সহীহ।

١٤٧- باب طُولِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ১৪৭ ঃ রুকূ' হতে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো এবং দু' সাজদাহ্র মাঝে দীর্ঘক্ষণ বসা সম্পর্কে

٨٥٢– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

– صحيح : ق .

---

[৮৫০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ দু' সাজদাহ্র মাঝে কি বলবে, হাঃ ৮৯৮), তিরমিযী (অধ্যায়ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ দু' সাজদাহ্র মধ্যবর্তী সময়ে কি বলবে, হাঃ ২৮৪, ২৮৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব)।

[৮৫১] আহমাদ, হুমাইদী (হাঃ ৩২৭) যুহরী হতে।

৮৫২। আল-বারাআ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহর ﷺ সাজদাহ্, রুকূ' ও দু' সাজদাহ্র মধ্যবর্তী বৈঠক প্রায় একই সমান হতো।[৮৫২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨٥٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَامٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ .

- صحيح : م، خ مختصراً .

৮৫৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যেমন সংক্ষেপে অথচ পূর্ণাঙ্গভাবে সলাত আদায় করতেন, আমি এরূপ সলাত অন্য কারো পিছনে আদায় করিনি। রসূলুল্লাহ ﷺ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলার পর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমাদের মনে হতো যে, তিনি ভুলে গেছেন। অতঃপর তিনি তাকবীর বলে সাজদাহ্ করতেন এবং দু' সাজদাহ্র মধ্যবর্তী সময়ে এতো দীর্ঘক্ষণ বসতেন যে, আমাদের মনে হতো তিনি দ্বিতীয় সাজদাহ্র কথা হয়তো ভুলে গেছেন।[৮৫৩]

সহীহ ঃ মুসলিম, বুখারী সংক্ষেপে।

٨٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ - دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلاَةِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ وَسَجْدَتِهِ وَاعْتِدَالَهُ فِي الرَّكْعَةِ كَسَجْدَتِهِ وَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسَجْدَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَرَكْعَتَهُ

---

[৮৫২] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ পূনার্ঙ্গরূপে রুকূ' ও ই'তিদাল করা, হাঃ ৭৯২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতের রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা)।

[৮৫৩] আহমাদ, বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ বাচ্চার কান্নার আওয়ায শুনে সলাত সংক্ষেপ করা, হাঃ ৭০৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ইমামদের প্রতি সলাত সংক্ষেপ করার নির্দেশ)।

وَاعْتِدَالَهُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

– صحيح : م .

৮৫৪। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-কে সলাতরত অবস্থায় দেখি। আমি তাঁর ক্বিয়ামকে রুকূ' ও সাজদাহ্র অনুরূপ পেলাম। তাঁর রুকূ' তাঁর সাজদাহ্র সমান এবং দু' সাজদাহ্র মাঝখানের বৈঠক, অতঃপর সাজদাহ্ করা, অতঃপর সালাম ফিরানো পর্যন্ত বৈঠক প্রায় একই সমান পেয়েছি।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুসাদ্দাদ বলেন, তাঁর রুকূ' এবং দু' রাক'আতের মধ্যবর্তী ই'তিদাল, তাঁর সাজদাহ্ ও দু' সাজদাহ্র মাঝে বসা, দ্বিতীয় সাজদাহ্ এবং সালাম ফিরানোর পর লোকদের দিকে মুখ করে বসা- সবই প্রায় একই সমান ছিল।[৮৫৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٤٨ – باب صَلاَةِ مَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ- ১৪৮ ঃ যে ব্যক্তি রুকূ'তে স্বীয় পিঠ সোজা করে না

٨٥٥ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .

– صحيح .

৮৫৫। আবূ মাসউদ আল-বাদ্‌রী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রুকূ' ও সাজদাহ্তে পিঠ সোজা করে না তার সলাত যথেষ্ট নয়।[৮৫৫]

সহীহ।

---

[৮৫৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতের রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা), নাসায়ী (সাহু, হাঃ ১৩৩১), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাদ, হাঃ ১৩৩৪), আহমাদ।

[৮৫৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যে ব্যক্তি রুকূ' ও সাজদাহয় পিঠ সোজা করে না, হাঃ ২৬৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, আবূ মাসউদ আনসারীর হাদীসটি হাসান ও সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাত আরম্ভ করা, হাঃ ১০২৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতের রুকূ', হাঃ ৮৭০), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে রুকূ' করে না, হাঃ ১৩২৭), আহমাদ, হুমাইদী (হাঃ ৪৫৪) সকলেই আবূ মা'মার হতে একাধিক সানাদে।

٨٥٦- حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ " . ثُمَّ قَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي . قَالَ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ " فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلاَتِكَ " . وَقَالَ فِيهِ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ " .

- صحيح : ق .

৮৫৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে সলাত আদায় করলো এবং এসে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করলো। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালামের জবাব দিয়ে বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং আবার সলাত আদায় করো, তুমি সলাত আদায় করোনি। লোকটি ফিরে গিয়ে আগের মত সলাত আদায় করে এসে নাবী ﷺ-কে পুনরায় সালাম দিলো। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালামের জবাব দিয়ে বলেন ঃ তুমি গিয়ে আবার সলাত আদায় করো, কারণ তুমি তো সলাত আদায় করোনি। এভাবে লোকটি তিনবার সলাত আদায় করলো। অতঃপর লোকটি বললো, ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এর চাইতে উত্তমরূপে সলাত আদায় করতে পারি না। কাজেই আমাকে সলাতের পদ্ধতি শিখিয়ে দিন। তখন নাবী ﷺ বলেন ঃ তুমি সলাতে দাঁড়ানোর সময় সর্বপ্রথম তাকবীরে তাহরীমা বলবে। তারপর তোমার সুবিধানুযায়ী কুরআনের আয়াত পাঠ করবে, অতঃপর শান্তি ও স্থিরতার সাথে রুকূ' করবে, অতঃপর রুকূ' হতে উঠে সোজা হয়ে

দাঁড়াবে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে সাজদাহ্ করবে। এরপর প্রশান্তির সাথে বসবে। এভাবেই তোমার পুরো সলাত আদায় করবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ নাবী ﷺ সর্বশেষে তাকে বললেন ঃ তুমি এভাবে সলাত আদায় করলে তোমার সলাত পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে। আর এর কোন অংশ আদায়ে ত্রুটি করলে তোমার সলাতও ত্রুটিপূর্ণ হবে। এতে আরো রয়েছে, নাবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি সলাত আদায় করতে চাইলে প্রথমে উত্তমরূপে উযু করে নিবে।[৮৫৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨٥٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَجُلاً، دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ " . يَعْنِي مَوَاضِعَهُ " ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ " .

- صحيح .

৮৫৭। ‘আলী ইবনু ইয়াহইয়াহ (রহঃ) হতে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলো। অতঃপর তিনি পূর্ববতী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি তাতে বলেন ঃ নাবী ﷺ বললেন ঃ উযুর অঙ্গসমূহ উত্তমরূপে না ধুলে সলাত পূর্ণ হবে না। উযুর পর তাকবীরে তাহরীমা বলে হাম্‌দ ও সানা পড়ে কুরআন হতে যা ইচ্ছে হয় তিলাওয়াত করবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে এমনভাবে রুকূ‘ করবে যেন তার জোড়াসমূহ স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করে। অতঃপর “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্” বলে স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলে এমনভাবে সাজদাহ্ করবে, যাতে শরীরের জোড়াসমূহ স্ব-স্ব স্থানে

[৮৫৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সলাতসমূহে ইমাম ও মুক্তাদীর কুরআন পাঠ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে, হাঃ ৭৫৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ প্রত্যেক রাক‘আতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতের বৈশিষ্ট্য, হাঃ ৩০৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত আরম্ভ করা, অনুঃ প্রথম তাকবীর ফারয, হাঃ ৮৮৩) সকলে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে।

যথারীতি অবস্থান করে। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে এবং পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে সাজদাহ্তে যাবে, শরীরের জোড়া সমূহ প্রশান্তি লাভ না করা পর্যন্ত সাজদাহ্তে অবস্থান করবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে সাজদাহ্ হতে মাথা উঠাবে। কোন ব্যক্তি যখন এরূপে সলাত আদায় করবে, তখনই তার সলাত পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে।[৮৫৭]

সহীহ।

٨٥٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ " . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ " ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ " . قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ " جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ " . فَوَصَفَ الصَّلاَةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ " لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ " .

- صحيح .

৮৫৮। রিফা'আহ ইবনু রাফি' ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে উযু না করলে কারও সলাত শুদ্ধ হবে না। সুতরাং সে তার মুখমন্ডল এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে, মাথা মাসাহ করবে এবং উভয় পা গোড়ালীসহ ধুবে। অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বলে হাম্দ পাঠ করে কুরআন হতে যে অংশ সহজ মনে হয় তিলাওয়াত করবে। অতঃপর হাম্মাদের হাদীসের অনুরূপ। তিনি ﷺ বলেন ঃ আল্লাহু আকবার বলে কপাল মাটিতে লাগিয়ে সাজদাহ করবে এমনভাবে যেন শরীরের জোড়াসমূহ স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করে ও প্রশান্তি পায়। এরপর তাকবীর বলে সোজা হয়ে পাছার উপর ভর দিয়ে বসবে এবং পিঠ সোজা রাখবে। এরূপে তিনি

[৮৫৭] আহমাদ (৪/৩৪০)।

Contents

চার রাক'আত সলাতের নিয়ম শেষ পর্যন্ত বর্ণনা দেন। এ পদ্ধতিতে সলাত আদায় না করলে তোমাদের কারো সলাতই পরিপূর্ণ হবে না।[৮৫৮]

সহীহ।

٨٥٩- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ " . وَقَالَ " إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى " .

– حسن .

৮৫৯। রিফা'আহ ইবনু রাফি' ﷺ হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি সলাত আদায়ে দাঁড়ালে ক্বিবলাহমুখী হয়ে আল্লাহু আকবার বলে সূরাহ ফাতিহা এবং কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করবে। অতঃপর রুকূ'তে তোমার দু' হাত দু' হাঁটুর উপর রাখবে এবং পিঠ লম্বা করে রাখবে। তিনি আরো বলেন ঃ তুমি সাজদাহ্ করলে তাতে কিছুক্ষণ অবস্থান করবে এবং সাজদাহ্ হতে মাথা উঠানোর পর তোমার বাম উরূর উপর বসবে।[৮৫৯]

হাসান।

٨٦٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلاَتِكَ فَكَبِّرِ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ " . وَقَالَ فِيهِ " فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ " .

– حسن .

---

[৮৫৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতের বৈশিষ্ট্য, হাঃ ৩০২, ইমাম তিরমিযী বলেন, রিফা'আহ ইবনু রাফি'র হাদীসটি হাসান), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ সাজদাহ্তে যিকর করার অনুমতি সম্পর্কে, হাঃ ১১৩৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ উযু, হাঃ ৪৬০), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যে ব্যক্তি রুকূ' ও সাজদাহ্ পূর্ণরূপে আদায় করে না, হাঃ ১৩২৯) সকলে হাম্মাম হতে।

[৮৫৯] এটি গত হয়েছে (হাদীস নং ৮৫৭)।

৮৬০। রিফা'আহ ইবনু রাফি' ﷺ নাবী ﷺ হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেন ঃ তুমি সলাত আদায়ে দাঁড়িয়ে মহা মহীয়ান আল্লাহর নামে তাকবীর বলবে। এরপর কুরআনের যে অংশ তোমার জন্য সহজ তা তিলাওয়াত করবে। তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি সলাতের প্রথম বৈঠকে প্রশান্তির সাথে বসবে এবং এ সময় তোমার বাম পা বিছিয়ে দিবে, অতঃপর তাশাহ্হুদ পড়বে। অতঃপর আবার দাঁড়ালে উপরোক্ত নিয়মেই সলাত শেষ করবে।[৮৬০]

হাসান।

٨٦١–حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ " فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ " . وَقَالَ فِيهِ " وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ " .

– صحيح .

৮৬১। রিফা'আহ ইবনু রাফি' ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ﷺ বলেছেন ঃ মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী উযূ করো, তারপর শাহাদাত পাঠ করো। তারপর দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলার পর কুরআনের মুখস্ত অংশ পাঠ করো। অন্যথায় আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করো। তাতে আরো রয়েছে ঃ এর থেকে কিছু বাদ দিলে তুমি তোমার সলাতকে ত্রুটিপূর্ণ করলে।[৮৬১]

সহীহ।

٨٦٢– حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ . هَذَا لَفْظُ قُتَيْبَةَ .

– حسن .

---

[৮৬০] ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ তাত্ববীক্ব সম্পর্কে, হাঃ ৫৯৭, এবং হাঃ ৬৩৮)।

[৮৬১] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সলাত আদায়কারীর ইক্বামাত দেয়া, হাঃ ৬৬৬), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতের বৈশিষ্ট্য, হাঃ ৩০২), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৫৪৫) সকলে ইসমাঈল ইবনু জা'ফার হতে।

৮৬২। 'আবদুর রহমান ইবনু শিব্‌ল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন কাকের ঠোকরের মত (তাড়াতাড়ি) সাজদাহ্ করতে, চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বাহু বিছাতে এবং উটের ন্যায় মাসজিদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে।[৮৬২]

হাসান।

٨٦٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّاد، قَالَ أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُود فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلاَة، رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِد فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْه وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْه حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْه حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هَذِهِ الرَّكْعَةِ فَصَلَّى صَلاَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي .

- صحيح .

৮৬৩। সালিম আল-বার্‌রাদ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির আল-আনসারী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম, আমাদেরকে রসূলুল্লাহর ﷺ সলাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন তিনি আমাদের সামনে মাসজিদে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহু আকবার বলে সলাত আরম্ভ করলেন। তিনি রুকূ'তে স্বীয় দু' হাত দু' হাঁটুর উপর রাখেন এবং তাঁর আঙ্গুলগুলো হাঁটুর নীচের অংশে রাখেন আর দু' হাতের কনুইদ্বয় ফাঁকা রাখেন, এমতাবস্থায় শরীর স্থির হয়ে যায়। এরপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে সোজা হয়ে দাঁড়ান। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে সাজদাহ্‌তে যান এবং দু' হাতের কনুইদ্বয় ফাঁকা রেখে এমনভাবে সাজদাহ্ করেন যে, তাঁর সমস্ত শরীর স্থির হয়ে গেলো। অতঃপর সাজদাহ্ থেকে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে বসেন। তিনি আরো এক রাক'আত অনুরূপভাবে আদায় করেন। এভাবে তিনি চার রাক'আত

[৮৬২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বীক্ব, অনুঃ কাকের মত ঠোকর মারা নিষেধ, হাঃ ১১১১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মাসজিদের কোন একটি স্থানকে নির্ধারণ করে নেয়া, হাঃ ১৪২৯), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ১৩২৩), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ সাজদাহ্‌তে কাকের মত ঠোকর মারা নিষেধ, হাঃ ৬৯২)।

সলাত আদায় করার পর বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবেই সলাত আদায় করতে দেখেছি।[৮৬৩]

সহীহ।

١٤٩ – باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُتِمُّهَا صَاحِبُهَا تَتِمُّ مِنْ تَطَوُّعِه "

অনুচ্ছেদ- ১৪৯ ঃ নাবী ﷺ-এর বাণী ঃ কারো ফার্‌য সলাতে ত্রুটি থাকলে তা তার নাফ্‌ল সলাত দিয়ে পূর্ণ করা হবে

٨٦٤ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ خَافَ مِنْ زِيَادٍ أَوِ ابْنِ زِيَادٍ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا قَالَ قُلْتُ بَلَى رَحِمَكَ اللَّهُ . قَالَ يُونُسُ أَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاَةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلاَةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ ".

– صحيح .

৮৬৪। আনাস ইবনু হাকীম আদ্-দাব্বী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি যিয়াদ অথবা ইবনু যিয়াদের ভয়ে মাদীনাহ্য় চলে আসেন এবং আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه-এর সাথে সাক্ষাত করেন। আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه আমাকে তাঁর বংশ পরিচয় দিলেন এবং আমিও আমার বংশ পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে বলেন ঃ হে যুবক! আমি কি তোমার কাছে হাদীস বর্ণনা করব না? জবাবে আমি বলি ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! বর্ণনাকারী ইউনুস বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এ হাদীস সরাসরি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। নাবী ﷺ বলেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন মানুষের 'আমালসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের সলাত সম্পর্কে হিসাব নেয়া হবে। তিনি বলেন ঃ আমাদের মহান রব্ব ফিরিশতাদের বান্দার সলাত সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করবেন, দেখো তো সে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছে নাকি তাতে কোন ত্রুটি রয়েছে? অতঃপর বান্দার সলাত

[৮৬৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ রুকূ'তে দু' হাতের আঙ্গুলগুলো রাখার স্থান, হাঃ ১০৩৬), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ'. হাঃ ১৩০৪), আহমাদ।

পূর্ণাঙ্গ হলে পূর্ণাঙ্গই লিখা হবে। আর যদি তাতে ত্রুটি থাকে তাহলে মহান আল্লাহ ফিরিশতাদের বলবেন, দেখো তো আমার বান্দার কোন নাফ্‌ল সলাত আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে তিনি বলবেন ঃ আমার বান্দার ফার্‌য সলাতের ঘাটতি তার নাফ্‌ল সলাত দ্বারা পরিপূর্ণ করো। অতঃপর সকল আমলই এভাবে গ্রহণ করা হবে (অর্থাৎ নাফ্‌ল দ্বারা ফার্‌যের ত্রুটি দূর করা হবে)।[৮৬৪]

সহীহ।

٨٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سَلِيطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ .

৮৬৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।[৮৬৫]

-حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ " ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ " .

- صحيح .

৮৬৬। তামীম আদ্-দারী ﷺ হতে রসূলুল্লাহর ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণিত। তিনি ﷺ বলেন ঃ অতঃপর যাকাতের হিসাবও অনুরূপভাবে নেয়া হবে। অতঃপর অন্যান্য আমলের হিসাবও অনুরূপভাবে গ্রহণ করা হবে।[৮৬৬]

সহীহ।

---

[৮৬৪] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সর্বপ্রথম বান্দার সলাতের হিসাব নেয়া হবে, হাঃ ১৪২৫), আহমাদ।

[৮৬৫] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সর্বপ্রথম বান্দার সলাতের হিসাব নেয়া হবে, হাঃ ১৪২৬), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সর্বপ্রথম বান্দার সলাতের হিসাব নেয়া হবে, হাঃ ১৩৫৫), আহমাদ। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে।

[৮৬৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সর্বপ্রথম বান্দার সলাতের হিসাব নেয়া হবে, হাঃ ১৪২৬), দারিমী (সর্বপ্রথম বান্দার সলাতের হিসাব নেয়া হবে, হাঃ ১৩৫৫), আহমাদ।

تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

রুকূ‘ ও সাজদাহ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ

١٥٠– باب وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ১৫০ ঃ দু’ হাত দু’ হাঁটুর উপর রাখা

٨٦٧– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، – قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَاسْمُهُ وَقْدَانُ – عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، فَعُدْتُ فَقَالَ لاَ تَصْنَعْ هَذَا فَإِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ .

– صحيح : ق .

৮৬৭। মুস‘আব ইবনু সা’দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কালে আমার দু’ হাত দু’ হাঁটুর মাঝখানে রাখলে তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু আমি পুনরায় এরূপ করলে তিনি আমাকে বলেন ঃ এরূপ করো না, কেননা পূর্বে আমরাও এরূপ করতাম; কিন্তু আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয় এবং আমাদের হাঁটুর উপর হাত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।[৮৬৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨٦٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

– صحيح : م .

৮৬৮। ‘আলক্বামাহ ও আসওয়াদ হতে ‘আবদুলাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ রুকূ‘র সময় যেন তার দুই বাহু রানের উপর বিছিয়ে রাখে এবং দু’ হাত একত্রে মিলিয়ে

[৮৬৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ দু’ হাঁটুর উপর হাতের কব্জি রাখা, হাঃ ৭৯০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ তা রহিত হওয়া সম্পর্কে, হাঃ ১০৩১)।

রাখে। কেননা (এখানো) আমি যেন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর আঙ্গুলগুলো বিচ্ছিন্নভাবে রাখতে দেখছি।[৮৬৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥١– باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

অনুচ্ছেদ ১৫১ ঃ রুকূ' ও সাজদাহ্‌র দু'আ

٨٦٩– حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، – الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى، – قَالَ أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ – عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ " . فَلَمَّا نَزَلَتْ } سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى { قَالَ " اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ " .

– **ضعيف** : الإرواء .

৮৬৯। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ফাসাব্বিহ বিস্‌মি রব্বিকাল 'আযীম' কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা এটা রুকূ'তে পাঠ করবে। অতঃপর 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' এ আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি বলেন, তোমরা এটা সাজদাহ্‌তে পাঠ করবে।[৮৬৯]

দুর্বল ঃ ইরওয়া।

٨٧٠– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، -يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ – عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، – أَوْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ – عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، بِمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ قَالَ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ " . ثَلاَثًا وَإِذَا سَجَدَ قَالَ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ " . ثَلاَثًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ أَنْ لاَ تَكُونَ مَحْفُوظَةً .

– **ضعيف** .

[৮৬৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ রুকূ' অবস্থায় উভয় হাত হাঁটুর উপর স্থাপন করা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, হাঃ ৭১৯), আহমাদ (হাঃ ৩৫৮৮)।

[৮৬৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ'র তাসবীহ, হাঃ ৮৮৭), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ'তে কি বলবে, হাঃ ১৩০৫), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৬০০), ইবনু হিব্বান (হাঃ ৫০৬), হাকিম, বায়হাক্বী, ত্বায়ালিসি। ইমাম হাকিম বলেন, সহীহ। কিন্তু ইমাম যাহাবী বলেন, সানাদের ইয়্যাস অপরিচিত। শায়খ আলবানী একে যঈফ বলেছেন ইরওয়াউল গালীল হা/৩৩৪।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ انْفَرَدَ أَهْلُ مِصْرَ بِإِسْنَادِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ وَحَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ .

৮৭০। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তাতে আরো রয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ'তে 'সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম ওয়া বিহামদিহী' তিনবার বলতেন এবং সাজদাহ্তে 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা ওয়া বিহামদিহী' তিনবার বলতেন।[৮৭০]

দুর্বল।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'বিহামদিহী' শব্দটি নিয়ে আমরা সন্দিহান।

٨٧١–حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ أَدْعُو فِي الصَّلاَةِ إِذَا مَرَرْتُ بِآيَةِ تَخَوُّفٍ فَحَدَّثَنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُسْتَوْرِدٍ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . وَفِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ وَلاَ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ .

– صحيح : م .

৮৭১। হুযাইফাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করেছেন। তিনি রুকূ'তে 'সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম' এবং সাজদাহ্তে 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' পাঠ করতেন এবং কুরআন তিলাওয়াতকালে তিনি কোন রহমাতের আয়াতে পৌঁছলে সেখানে থেমে রহমাতের দু'আ করতেন এবং কোন 'আযাবের আয়াত তিলাওয়াতকালে সেখানে থেমে 'আযাব থেকে পরিত্রান চাইতেন।[৮৭১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৮৭০] এটি পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে এবং এর সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে।

[৮৭১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ ক্বিরাআত দীর্ঘ করা মুস্তাহাব), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ' সাজদাহ্র তাসবীহ, হাঃ ২৬২, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ দু' সাজদাহর মাঝে কি বলবে, হাঃ ৮৯৭), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ'তে কি বলতে হয়, হাঃ ১৩০৬), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত আরম্ভ, হাঃ ১০০৭), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৫৪৩)।

٨٧٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ " .

– صحيح : م .

৮৭২। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ সাজদাহ্ এবং রুকূ'তে 'সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার্ রূহ্" বলতেন।[৮৭২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٨٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ - قَالَ - ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ " . ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ - ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً .

– صحيح .

৮৭৩। 'আওফ ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সলাত আদায়ে দাঁড়ালাম। তিনি সূরাহ বাক্বারাহ্ তিলাওয়াতের সময় কোন রহমাতের আয়াতে পৌঁছলে তথায় থেমে রহমাত চাইতেন এবং যখন কোন আযাবের আয়াতে পৌঁছতেন, তখন সেখানে থেমে আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অতঃপর তিনি ক্বিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকূ'তে অবস্থান করেন এবং তাতে "সুবহানা যিল্ জাবারূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল 'আযমাতি" পাঠ করেন। অতঃপর তিনি ক্বিয়ামের সমপরিমাণ সময় সাজদাহ্তে অবস্থান করেন এবং তাতেও উক্ত দু'আ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি (দ্বিতীয় রাক'আতে) দাঁড়িয়ে সূরাহ্ আলে-'ইমরান তিলাওয়াত করেন। অতঃপর (প্রত্যেক রাক'আতে) একটি করে সূরাহ তিলাওয়াত করেন।[৮৭৩]

সহীহ।

---

[৮৭২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ' ও সাজদাহ্তে কি বলতে হয়), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বীক্ব, হাঃ ১০৪৭), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৬০৬)।

[৮৭৩] তিরমিযী 'শামায়িলি মাহমুদিয়্যাহ, হাঃ ২৯৮), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বীক্ব, হাঃ ১০৪৭), আহমাদ।

٨٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، مَوْلَى الأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ - ثَلاَثًا - ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ " . ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ يَقُولُ " لِرَبِّيَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ " رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي " . فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوِ الأَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةُ .

- صحيح .

৮৭৪। হুযাইফাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রাতে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সলাত আদায় করতে দেখলেন। এ সময় তিনি ﷺ তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলার পর 'যুল-মালাকূতি ওয়াল জাবারূতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল 'আযমাতি' পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সূরাহ্ বাক্বারাহ তিলাওয়াত শুরু করেন এবং তাঁর রুকূ' ছিলো ক্বিয়ামের সমপরিমাণ সময়। তিনি রুকূ'তে 'সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম, সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম' পাঠ করেন। অতঃপর রুকূ' হতে মাথা উঠিয়ে প্রায় রুকূ'র সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন এবং এ সময় "লি-রব্বিয়াল হাম্‌দ" পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ্য় গিয়ে তাতে ক্বিয়ামের অনুরূপ সময় অবস্থান করেন এবং এ সময় 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' পাঠ করেন। অতঃপর সাজদাহ্ হতে মাথা উঠিয়ে দু' সাজদাহ্র মাঝে সাজদাহ্য় অবস্থানের সমপরিমাণ সময় বসে থাকেন এবং এখানে তিনি 'রব্বিগফিরলী' পাঠ করেন। এরূপে তিনি চার রাক'আত সলাত আদায় করেন এবং এ সলাতে সূরাহ আল-বাক্বারাহ, সূরাহ আলে-'ইমরান, সূরাহ নিসা এবং সূরাহ মায়িদাহ্ অথবা সূরাহ আন'আম তিলাওয়াত করেন।[৮৭৪]

সহীহ।

[৮৭৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বীক্ব, অনুঃ দু' সাজদাহ্র মাঝে দু'আ, হাঃ ১১৪৪), আহমাদ, তিরমিযী 'শামায়িলি মাহমুদিয়্যাহ (হাঃ ২৬২)।

١٥٢– باب فِي الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫২ ঃ রুকূ‘ ও সাজদাহ্য় যা পাঠ করবে

٨٧٥–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ، ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ " .

– صحيح : م .

৮৭৫। আবু হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বান্দা সাজদাহ্র সময়ে মহান আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে। কাজেই এ সময় তোমরা অধিক পরিমাণে দু‘আ পাঠ করবে।[৮৭৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٨٧٦–حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَشَفَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيهِ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ " .

– صحيح : م .

৮৭৬। ইবনু ‘আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ (অসুস্থকালে) স্বীয় হুজরার পর্দা উঠিয়ে দেখলেন, লোকেরা আবূ বাক্‌র ﷺ-এর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ হে লোকেরা! নবুওয়্যাতের কিছুই অবশিষ্ট নেই, তবে মুসলিমরা যে নেক স্বপ্ন দেখবে তা ব্যতীত। তিনি আরো বলেন ঃ আমাকে রুকূ‘ ও সাজদাহ্তে কুরআন পড়তে নিষেধ করা

---

[৮৭৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ‘ ও সাজদাহ্তে কি বলতে হয়), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বীক্ব, হাঃ ১১৩৬), আহমাদ।

হয়েছে। সুতরাং তোমরা রুকূ‘ অবস্থায় রব্বের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো এবং সাজদাহ্তে বেশি করে দু‘আ পড়ার চেষ্টা করো। আশা করা যায়, তোমাদের দু‘আ ক্ববূল হবে।[৮৭৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٨٧٧–حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " . يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

– صحيح : ق .

৮৭৭। ‘আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ রুকূ‘ ও সাজদাহ্তে বেশি করে এ দু‘আ পড়তেন ঃ “সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী”। তিনি এভাবে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন।[৮৭৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨٧٨– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ " . زَادَ ابْنُ السَّرْحِ " عَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ " .

– صحيح : م .

৮৭৮। আবূ হুরাইরাহ্ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সাজদাহ্তে এ দু‘আ পড়তেন ঃ “আল্লাহুম্মাগফিরলী যামবী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জুল্লাহু ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু।” ইবনুস সারহ এ বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন ঃ “আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু।”[৮৭৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৮৭৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ‘ ও সাজদাহ্তে ক্বিরাআত পাঠ নিষেধ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ স্বপ্নের তা‘বীর, হাঃ মুসলিমের নেক স্বপ্ন দেখা, হাঃ ৩৮৯৯), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ‘ ও সাজদাহ্তে ক্বিরাআত পাঠ নিষেধ, হাঃ ১৩২৫), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বতীক্ব, হাঃ ১০৪৪), ইবনু খুযাইমাহ (৫৪৮)।

[৮৭৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ রুকূ‘র দু‘আ, হাঃ ৭৯৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ‘ ও সাজদাহ্তে কি লতে হয়), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বতীক্ব, হাঃ ১০৪৬)।

[৮৭৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ‘ ও সাজদাহ্তে কি বলতে হয়), ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ সাজদাহ্র দু‘আ, হাঃ ৬৭২)।

٨٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، – رضى الله عنها – قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ " أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " .

– صحيح : م .

৮৭৯। ‘আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিছানায় না পেয়ে তার খোঁজে মাসজিদে গিয়ে সেখানে তাঁকে সাজদাহ্রত দেখতে পেলাম। এ সময় তাঁর দু' পায়ের পাতা খাড়া ছিল। তিনি এ দু‘আ পড়ছিলেন ঃ "আউযু বিরিদাকা মিন্ সাখাতিকা ওয়া আ‘উযু বিমা‘আফাতিকা মিন ‘উকুবাতিকা ওয়া আ‘উযুবিকা মিনকা লা উহসী সানায়ান ‘আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা ‘আলা নাফসিকা।"[৮৭৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥٣- باب الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৫৩ ঃ সলাতের মধ্যে দু‘আ করা সম্পর্কে

٨٨٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ " . فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ " .

– صحيح : ق .

[৮৭৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ‘ ও সাজদাহ্তে কি বলতে হয়), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ দু‘আ, অনুঃ নাবী ﷺ যেসব বস্তু হতে আশ্রয় চাইতেন, হাঃ ৩৮৪১), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১৬৯), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৬৫৫)।

৮৮০। 'উরওয়াহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। 'আয়িশাহ্ ﵂ তাঁকে অবহিত করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে এ দু'আ পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযাবিল ক্বরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগরাম।" তখন এক ব্যক্তি বললো, মাগরাব (ঋণ) হতে অধিক পরিমাণে আশ্রয় প্রার্থনার কারণ কি? জবাবে তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হলে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং ওয়াদাহ্ করলে তা ভঙ্গ করে।[৮৮০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨٨١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ تَطَوُّعٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لأَهْلِ النَّارِ " .

– ضعيف .

৮৮১। 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লাহ ﵁ হতে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে নাফ্ল সলাত পড়ছিলাম। তখন আমি তাঁকে এ দু'আ পড়তে শুনেছি ঃ "আ'উযুবিল্লাহি মিনান্নার ওয়া ওয়াইলুল লি-আহলিন্নার।"[৮৮১]

দুর্বল।

٨٨٢–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلاَةِ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ " لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا " . يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

– صحيح : خ .

৮৮২। আবূ সালামাহ্ ﵁ হতে আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে আমরা সলাতে দাঁড়ালাম। সলাতের মধ্যেই এক বেদুইন বললো ঃ 'হে

---

[৮৮০] বুখারী (অধ্যায় ঃ ইক্বামাত, অনুঃ সালামের পূর্বে দু'আ, হাঃ ৮৩২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতে কোন বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে)।

[৮৮১] মুসলিম, আহমাদ।

আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ ও আমার উপর রহমাত বর্ষণ করুন এবং আমাদের সাথে অন্যদের উপর রহমাত করবেন না।' রসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরিয়ে ঐ বেদুইনকে বললেন ঃ তুমি প্রশস্ত বস্তুকে সংকীর্ণ করে ফেলেছো। অর্থাৎ মহান আল্লাহ রহমাত প্রশস্ত।[৮৮২]

সহীহ ঃ বুখারী।

٨٨٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَرَأَ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } قَالَ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ خُولِفَ وَكِيعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ أَبُو وَكِيعٍ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا .

৮৮৩। ইবনু 'আব্বাস ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল 'আ'লা" তিলাওয়াত করলে বলতেন ঃ "সুবহানা রব্বিকাল আ'লা।"[৮৮৩]

সহীহ।

٨٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } قَالَ سُبْحَانَكَ فَبَلَى فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَحْمَدُ يُعْجِبُنِي فِي الْفَرِيضَةِ أَنْ يَدْعُوَ بِمَا فِي الْقُرْآنِ .

– صحيح .

৮৮৪। মূসা ইবনু আবূ 'আয়িশাহ্ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার বাড়ির ছাদে সলাত আদায় করতেন। তিনি যখন কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করতেন ঃ "তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?" তখন জবাবে বলতেন, "সকল পবিত্রতা তোমারই জন্য, অবশ্যই আপনি সক্ষম।" পরে লোকেরা তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি

---

[৮৮২] বুখারী (অধ্যায় ঃ আদব, হাঃ ৬০৮০), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মাটিতে পেশাব থাকলে, হাঃ ১৪৭), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতে কথা বলা, হাঃ ১২১৫), আহমাদ।

[৮৮৩] আহমাদ (হাঃ ২০৬৬)। আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ।

রসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে এরূপ শুনেছি। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম আহমাদ বলেছেন, ফারয সলাতের দু'আয় আমি কুরআনের আয়াত পড়া পছন্দ করি।[৮৮৪]

সহীহ।

١٥٤– باب مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ- ১৫৪ ঃ রুকূ' ও সাজদাহ্য় অবস্থানের পরিমাণ সম্পর্কে

٨٨٥– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَتِهِ فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقُولُ " سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ " . ثَلاَثًا .

– صحيح .

৮৮৫। সা'দী ﷺ হতে তাঁর পিতা অথবা তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সলাতরত অবস্থায় দেখেছি। তিনি রুকূ' ও সাজদাহ্তে "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" তিনবার পড়ার সমপরিমাণ সময় অবস্থান করতেন।[৮৮৫]

সহীহ।

٨٨٦– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاَثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ " .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ .

৮৮৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রুকূ'তে গিয়ে যেন কমপক্ষে তিনবার বলে ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম"

---

[৮৮৪] ত্বায়ালিসি, বায়হাক্বী, ত্বাবারানী। হাদীসটির বহু শাওয়াহিদ বর্ণনা আছে। যা সূয়ূতী দুররে মানসূর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

[৮৮৫] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদের সা'দীকে চেনা যায়নি। হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন, তাকে চেনা যায়নি এবং তার নাও জানা যায়নি।

এবং সাজদাহ্তে গিয়ে যেন তিনবার বলে ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" আর এটাই সর্বনিম্ন পরিমাণ।[৮৮৬]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ বর্ণনাটি মুরসাল। কেননা 'আওন 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ -এর সাক্ষাত পাননি।

٨٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ { وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ } فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا { أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ } فَلْيَقُلْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ { لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ } فَانْتَهَى إِلَى { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } فَلْيَقُلْ بَلَى وَمَنْ قَرَأَ { وَالْمُرْسَلاَتِ } فَبَلَغَ { فَبِأَىِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ } فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ " . قَالَ إِسْمَاعِيلُ ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَى الرَّجُلِ الأَعْرَابِيِّ وَأَنْظُرُ لَعَلَّهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَتَظُنُّ أَنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً مَا مِنْهَا حَجَّةٌ إِلاَّ وَأَنَا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَجْتُ عَلَيْهِ .

– ضعيف : المشكاة ٨٦٠ .

৮৮৭। আবূ হুরাইরাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ "ওয়াত ত্বীন–ওয়ায যাইতূণ"-এর "আলাইসাল্লাহু বি-আহকামিল হাকিমিন" বলার সময় তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই বলে ঃ "বালা ওয়া আনা 'আলা যালিকা মিনাশ শাহিদীন"। এমনিভাবে কেউ "লা উক্বসিমু বি-ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি"-এর শেষ আয়াত "আলাইসা যালিকা বি-ক্বাদিরীন 'আলা আই য়ুহইয়াল মাওতা" পাঠ করার সময় যেন অবশ্যই বলে ঃ "বালা।" আর যে ব্যক্তি "সূরাহ মুরসালাত" তিলাওয়াত করবে এবং তার "ফাবি-আইয়ি হাদীসিন বা'দাহু য়ুউমিনূন" আয়াতটি পাঠ করবে, সে যেন অবশ্যই বলে ঃ "আমান্না"।

বর্ণনাকারী ইসমাঈল বলেন, অতঃপর আমি আরবের ঐ বেদুইন বর্ণনাকারীকে দেখতে যাই তার বর্ণনাটি সঠিক কিনা জানার জন্য। তখন বর্ণনাকারী আমাকে বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র!

---

[৮৮৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ' ও সাজদাহ্র তাসবীহ, হাঃ২৬১, ইমাম তিরমিযী বলেন, এর সানাদ মুত্তাসিল নয়, কেননা 'আওন ইবনু মাসউদের সাক্ষাৎ পাননি), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ রুকূ' ও সাজদাহ্র তাসবীহ, হাঃ ৮৯০)।

তুমি মনে করছো আমি হাদীস ভুলে গিয়েছি? আমি ষাটবার হাজ্জ করেছি এবং প্রত্যেক হাজ্জে আমি কি ধরনের উটের উপর আরোহণ করেছি, তা এখনও আমার স্মরণ আছে।[৮৮৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৮৬০।

٨٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ، رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ . قَالَ فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ .

– ضعيف : المشكاة ٨٨٣ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قُلْتُ لَهُ مَانُوسٌ أَوْ مَابُوسٌ قَالَ أَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَيَقُولُ مَابُوسٌ وَأَمَّا حِفْظِي فَمَانُوسٌ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ رَافِعٍ . قَالَ أَحْمَدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

৮৮৮। আনাস ইবনু মালিক ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহর ﷺ ইন্তিকালের পর এ যুবক অর্থাৎ 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয ছাড়া কারো পিছনেই রসূলুল্লাহর ﷺ সলাতের অনুরূপ সলাত আদায় করিনি। তিনি বলেন, আমরা তাঁর রুকূ'তে দশবার এবং সাজদাহ্তে দশবার তাসবীহ পড়ার হিসাব করেছি।[৮৮৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৮৮৩।

١٥٥ – باب فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

অনুচ্ছেদ- ১৫৫ ঃ কেউ ইমামকে সাজদাহ্রত পেলে কি করবে?

٨٨٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ، وَابْنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

---

[৮৮৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ তাফসীরুল কুরআন, অনুঃ সূরাহ ত্বীন হতে, হাঃ ৩৩৪৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান), আহমাদ। এর সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক বেদুইন ব্যক্তি রয়েছে।

[৮৮৮] আহমাদ, নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ সাজদাহ্তে তাসবীহ পাঠের সংখ্যা, হাঃ ১১৩৪)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ওয়াহাব ইবনু মা'নুস সম্পর্কে ইবনু কাত্তান বলেন, মাজহুলুল হাল।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ " .

– حسن .

৮৮৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সলাতে এসে আমাদেরকে সাজদাহ্ অবস্থায় পেলে সাজদাহ্য় চলে যাবে। তবে এ সাজদাহ্কে (সলাতের রাক'আত) গণ্য করবে না। যে ব্যক্তি রুকূ' পেলো সে সলাত পেয়েছে।[৮৮৯]

হাসান।

١٥٦– باب أَعْضَاءِ السُّجُود

অনুচ্ছেদ- ১৫৬ ঃ সাজদাহ্র অঙ্গসমূহ

٨٩٠–حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ " . قَالَ حَمَّادٌ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم – أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا .

– صحيح : ق .

৮৯০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে (হাম্মাদের বর্ণনায় রয়েছে) তোমাদের নাবীকে ﷺ সাতটি অঙ্গ দ্বারা সাজদাহ্ করতে আদেশ করা হয়েছে। তিনি সলাতের অবস্থায় চুল ও কাপড় মুষ্ঠিবদ্ধ করতে (বাঁধতে) নিষেধ করেছেন।[৮৯০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨٩١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ " . وَرُبَّمَا قَالَ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ .

– صحيح : ق .

---

[৮৮৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সাতটি অঙ্গে সাজদাহ্ করা, হাঃ ৮০৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সাজদাহ্র অঙ্গ সাতটি)।

[৮৯০] পূর্বেরটি দেখুন।

৮৯১। ইবনু 'আব্বাস ﵄ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি, অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ তোমাদের নাবীকে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সাজদাহ্ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৮৯১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، -يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ " .

- صحيح : م .

৮৯২। 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ যখন বান্দা সাজদাহ্ করে, তখন তার সাথে তার শরীরের সাতটি অঙ্গও সাজদাহ্ করে। (যেমন), তার মুখমণ্ডল, দু' হাতের তালু, দু' হাঁটু এবং দু' পা।[৮৯২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٨٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ قَالَ " إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا " .

- صحيح .

৮৯৩। ইবনু 'উমার ﵄ হতে মারফূ'ভাবে বর্ণিত। তিনি ﷺ বলেছেন ঃ মুখমণ্ডলের ন্যায় দু' হাতও সাজদাহ্ করে। তোমাদের কেউ মুখমণ্ডল (কপাল) যমীনে রাখার সময় যেন অবশ্যই তার দু' হাতের তালু যমীনে রাখে এবং যমীন থেকে মুখমণ্ডল উঠানোর সময় যেন দু' হাতও উঠায়।[৮৯৩]

সহীহ।

---

[৮৯১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সাজদাহ্‌র অঙ্গ সাতটি), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সাজদাহ, হাঃ ৮৮৫), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সাজদাহ্ সম্পর্কে, হাঃ ২৭২), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, হাঃ ১০৯৩), আহমাদ (হাঃ১৭৬৪), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৬৩১)।

[৮৯২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ সাজদাহ্‌তে দু' হাত রাখা, হাঃ ১০৯১), আহমাদ (হাঃ ৪৫০১), ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ সাজদাহ্‌তে দু' হাত মাটিতে রাখা, হাঃ ৬৩০)।

[৮৯৩] ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ মুক্তাদী ইমামকে সাজদাহ্ অবস্থায় পেলে, হাঃ ১৬২২)।

١٥٧- باب السُّجُود عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৫৭ : নাক ও কপালের সাহায্যে সাজদাহ্ করা

٨٩٤-حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُئِيَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ .

– صحيح : ق .

৮৯৪। আবূ সাঈদ খুদরী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের পর তাঁর কপাল ও নাকের উপর মাটির দাগ দেখা যায়।[৮৯৪]

সহীহ : বুখারী ও মুসলিম।

٨٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، نَحْوَهُ .

৮৯৫। 'আবদুর রাযযাক্ব হতে মা'মার সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।[৮৯৫]

١٥٨- باب صِفَة السُّجُود

অনুচ্ছেদ- ১৫৮ : সাজদাহ্‌র পদ্ধতি

٨٩٦- دَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ .

– ضعيف .

৮৯৬। আবূ ইসহাক্ব ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বারাআ ইবনু 'আযিব ﵁ আমাদের কাছে সাজদাহ্‌র পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর দু' হাত মাটিতে রাখেন এবং হাঁটুর

---

[৮৯৪] পূর্বের হাদীস দেখুন।

[895] আবূ দাউদ।

উপর ভর করে (সাজদাহ্‌তে) পাছা উঁচু করে রাখেন, অতঃপর বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে সাজদাহ্‌ করতেন।[৮৯৬]

দুর্বল।

٨٩٧–حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ " .

– صحيح : ق .

৮৯৭। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাজদাহ্‌তে ভারসাম্য বজায় রাখবে এবং তোমাদের কেউ যেন কুকুরের ন্যায় দু' হাতকে যমীনে বিছিয়ে না দেয়।[৮৯৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨٩٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ .

– صحيح : م .

৮৯৮। মায়মূনাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ সাজদাহ্‌তে স্বীয় দু' হাত এতোটা ফাঁকা রাখতেন যে, কোন বকরীর বাচ্চা এর নীচ দিয়ে যেতে চাইলে চলে যেতে পারতো।[৮৯৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٨٩٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ الَّذِي، يُحَدِّثُ بِالتَّفْسِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

– صحيح .

---

[৮৯৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বীক্ব, অনুঃ সাজদাহ্‌র বৈশিষ্ট্য, হাঃ ১১০৩), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৬৪৬)।

[৮৯৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাতের ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ মুসল্লী তার মহান রব্বের সাথে চুপি চুপি কথা বলে, হাঃ ৫৩২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সাজদাহ্‌তে ভারসাম্য রক্ষা করা)।

[৮৯৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বীক্ব, হাঃ ১১০৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সাজদাহ, হাঃ ৮৮০), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ১৩৩১)।

৮৯৯। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ-এর সলাতরত অবস্থায় আমি তাঁর পিছন দিয়ে চলে আসি এবং এ সময় আমি তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখতে পাই। কারণ তিনি তাঁর দু' হাত প্রসারিত করে রেখেছিলেন।[৮৯৯]

সহীহ।

٩٠٠-ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا أَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأْوِيَ لَهُ .

– حسن صحيح .

৯০০। রসূলুল্লাহর ﷺ সহাবী আহমার ইবনু জায' ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদাহ্তে তাঁর দু' বাহুকে পার্শ্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন এবং এ অবস্থা দেখে আমাদের করুণা সৃষ্টি হতো।[৯০০]

হাসান সহীহ।

٩٠١- ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ " .

– ضعيف .

৯০১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সাজদাহ করার সময় যেন স্বীয় দু' হাত কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে না রাখে এবং দু' উরু যেন মিলিয়ে রাখে।[৯০১]

দুর্বল।

---

[৮৯৯] আহমাদ (হাঃ ২৪০৫)। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ।

[৯০০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সাজদাহ, হাঃ ৮৮৬), আহমাদ।

[৯০১] ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৬৫৩)। এর সানাদে দাররাজ দুর্বল।

١٥٩- باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৫৯ ঃ প্রয়োজনে এ বিষয়ে শিথিলতা

٩٠٢- ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ اشْتَكَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا انْفَرَجُوا فَقَالَ " اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ " .

_ ضعيف .

৯০২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর সাহাবীগণ নাবী ﷺ-এর কাছে তাদের সমস্যার কথা জানান যে, সাজদাহর সময় তারা হাতকে বগল থেকে এবং পেটকে উরু থেকে আলাদা করে রাখলে এতে তাদের কষ্টবোধ হয়। নাবী ﷺ বললেন ঃ এক্ষেত্রে তোমরা হাঁটুর সাহায্য নাও।[৯০২]

দুর্বল।

١٦٠- باب فِي التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১৬০ ঃ কোমরে হাত রাখা ও ইক্ব'আ করা

٩٠٣- ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلَى خَاصِرَتَىَّ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلاَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ .

- صحيح .

৯০৩। যিয়াদ ইবনু সুবাইহ আল-হানাফী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবনু 'উমারের পাশে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করি এবং আমি আমার কোমরের দু' পার্শ্বের উপর দু' হাতের ভর করি। সলাত শেষে তিনি আমাকে বললেন ঃ এটা হচ্ছে সলাতের শূলী। এমনটি করতে রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।[৯০৩]

সহীহ।

---

[৯০২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সাজদাহ্র সময় কিছুতে ভর দেয়া, হাঃ ২৮৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব), আহমাদ।

[৯০৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত আরম্ভ করা, হাঃ ৫৮৩৬)।

١٦١–باب الْبُكَاءِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৬১ ঃ সলাতে কান্নাকাটি করা

٩٠٤– حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، – يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ – أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، – يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ – عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ صلى الله عليه وسلم .

– صحيح .

৯০৪। মুত্বাররিফ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করছিলেন এবং এ সময় তাঁর বুক থেকে যাঁতা পেষার আওয়াজের ন্যায় কান্নার আওয়াজ হচ্ছিল।[৯০৪]

সহীহ।

١٦٢– باب كَرَاهِيَةِ الْوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৬২ ঃ সলাতের মধ্যে ওয়াস্ওয়াসা ও বিভিন্ন চিন্তা আসা অপছন্দনীয়

٩٠٥– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، – يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ – عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

– حسن .

৯০৫। যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ উত্তমরূপে উযু করে নির্ভুলভাবে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৯০৫]

হাসান।

---

[৯০৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতে কান্নাকাটি করা, হাঃ ১২১৩), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ সলাতে কান্নাকাটি করার দলীল, হাঃ ৯০০)।

[৯০৫] আহমাদ।

٩٠٦–حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " .

– صحيح : م .

৯০৬। ‘উক্ববাহ ইবনু ‘আমির আল-জুহানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ উত্তমরূপে উযু করে একাগ্রচিত্তে খালিস অন্তরে দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[৯০৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٦٣– باب الْفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৬৩ ঃ সলাতে ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়া

٩٠٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِيِّ، – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَحْيَى وَرُبَّمَا قَالَ – شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلاَّ أَذْكَرْتَنِيهَا " .

قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ كُنْتُ أُرَاهَا نُسِخَتْ .

– حسن .

٩٠٧– وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمسَوَّرُ بْنُ يَزِيدَ الأَسَدِيُّ الْمَالِكِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

---

[৯০৬] এটি গত হয়েছে (১৬৯)।

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأُبَىٍّ " أَصَلَّيْتَ مَعَنَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَمَا مَنَعَكَ " .

– صحيح .

৯০৭। মিসওয়ার ইবনু ইয়াযীদ আল-মালিকী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করি। সলাতের ক্বিরাআতে তাঁর পঠিত আয়াতের অংশ বিশেষ ভুলবশত ছুটে গেলে সলাত শেষে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি অমুক অমুক আয়াত ছেড়ে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দাওনি কেন? সুলাইমানের বর্ণনায় রয়েছে ঃ আমি ভেবেছিলাম, তা মানসূখ হয়ে গেছে।

হাসান।

ইবনু 'উমার ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ কোন এক সলাতে ক্বিরাআত পাঠে আটকে গেলেন। সলাত শেষে তিনি উবাই ইবনু কা'বকে বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে সলাত আদায় করেছো? তিনি বললেন, হাঁ। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাকে কিসে বাঁধা দিয়েছে (আমাকে আয়াত মনে করিয়ে দিতে)? [৯০৭]

সহীহ।

١٦٤– باب النَّهْىِ عَنِ التَّلْقِينِ

অনুচ্ছেদ- ১৬৪ ঃ সলাতে ক্বিরাআতের ভুল শোধরানো নিষেধ

٩٠٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَلِيُّ لاَ تَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ " .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا .

৯০৮। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে 'আলী! তুমি সলাতের মধ্যে ইমামের ভুল শোধরাবে না। [৯০৮]

দুর্বল।

---

[৯০৭] বুখারী 'ইমামের পিছনে ক্বিরাআত (হাঃ ১৯৪), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৬৪৮)।

[৯০৮] এর সানাদ দুর্বল। সানাদে হারিস আল-আ'ওয়া রয়েছে। হাফিয বলেন, তার হাদীসে দুর্বলতা আছে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হারীসের কাছ থেকে আবূ ইসহাক্ব কেবল চারটি হাদীস শুনেছেন। তাতে এ হাদীসটি নেই।

١٦٥– باب الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৬৫ ঃ সলাতের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে

٩٠٩– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ، يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ " .

– ضعيف .

৯০৯। আবূ যার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাতের মধ্যে বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত এদিক সেদিক না তাকায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহর দৃষ্টি তার দিকে থাকে (বা আল্লাহ তার সামনেই থাকেন)। পক্ষান্তরে যখন সে এদিক সেদিক তাকায়, তখন মহান আল্লাহ তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।[৯০৯]

দুর্বল।

٩١٠– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، – يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ – عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، – رضى الله عنها – قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " إِنَّمَا هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ " .

– صحيح : خ .

---

[৯০৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, হাঃ ১১৯৪), আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন, সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত প্রকাশ করেন। শায়খ আলবানী একে যঈফ বলেছেন। তিনি বলেন, এর সানাদে আবুল আহওয়াস হলেন যুহরীর শায়খ। তিনি অজ্ঞাত। যুহরী ছাড়া কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি। হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন, আবুল আহওয়াস মাক্ববুল। তার থেকে যুহরী ব্যতীত কেউ বর্ণণা করেননি।

৯১০। ‘আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সলাতের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এটাতো শাইত্বানের ছোঁ মারা, সে বান্দার সলাতের কিছু অংশ ছোবল মেরে নিয়ে যায়।[৯১০]

সহীহ ঃ বুখারী।

١٦٦– باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

অনুচ্ছেদ- ১৬৬ ঃ নাক দিয়ে সাজদাহ্ করা

٩١١–حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُئِيَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ .

– صحيح : ق .

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَقْرَأْهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ .

৯১১। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা লোকদেরকে নিয়ে জামা‘আতে সলাত আদায়ের পর রসূলুল্লাহর ﷺ কপালে ও নাকে মাটি লেগে থাকতে দেখা যায়।[৯১১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٦٧– باب النَّظَرِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৬৭ ঃ সলাতের মধ্যে কোন দিকে দৃষ্টি দেয়া

٩١٢– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، – وَهَذَا حَدِيثُهُ وَهُوَ أَتَمُّ – عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، – قَالَ عُثْمَانُ - قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِيهِ

---

[৯১০] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সলাতের অবস্থায় কোন দিকে তাকানো, হাঃ ৭৫১), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ সলাতরত অবস্থায় কোন দিকে দৃষ্টি দেয়া, হাঃ ৫৯০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতের অবস্থায় কোথাও তাকানোর ব্যাপারে কঠোরতা, হাঃ ১১৯৬), আহমাদ।

[৯১১] বুখারী ও মুসলিম। এটি গত হয়েছে হাদীস নং ৮৯৪।

نَاسًا يُصَلُّونَ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ إِلَى السَّمَاءِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - فَقَالَ " لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ يَشْخَصُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ - قَالَ مُسَدَّدٌ فِي الصَّلاَةِ - أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ " .

– صحيح : م .

৯১২। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, কিছু লোক আকাশের দিকে দু' হাত উঁচু করে সলাত আদায় করছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি ﷺ বললেন ঃ যেসব লোক আকাশের দিকে তাকিয়ে সলাত আদায় করে তারা যেন এরূপ করা হতে বিরত থাকে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি তাদের নিকট আর ফিরে আসবে না।[৯১২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٩١٣–حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ " . فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ " لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ " .

– صحيح : خ .

৯১৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ লোকদের কি হলো যে, তারা সলাতের অবস্থায় তাদের চোখ (আকাশের দিকে) উঁচু করছে? অতঃপর তিনি এ বিষয়ে কঠোর ভাষায় বললেন ঃ তাদেরকে এরূপ কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া হবে।[৯১৩]

সহীহ ঃ বুখারী।

٩١٤– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَقَالَ " شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ " .

– صحيح : ق .

---

[৯১২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতে দৃষ্টি উঁচু করা নিষেধ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতে খুশু, হা ১০৪৫)।

[৯১৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সলাতের অবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা, হাঃ ৭৫০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতরত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো নিষেধ, হাঃ ১১৯০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতে খুশু, হাঃ ১০৪৪)।

৯১৪। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ নক্শা করা কাপড় পরিধান করে সলাত আদায়ের পর বললেন ঃ এ কাপড়ের কারুকার্য আমাকে সলাত থেকে অমনোযোগী করেছে। তোমরা এ কাপড়খানা আবূ জাহ্মের নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য কারুকার্যবিহীন চাদর নিয়ে এসো।[৯১৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩١٥–حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، – يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ – قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ وَأَخَذَ كُرْدِيًّا كَانَ لأَبِي جَهْمٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَمِيصَةُ كَانَتْ خَيْرًا مِنَ الْكُرْدِيِّ .

– حسن .

৯১৫। 'আয়িশাহ ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ﷺ আবূ জাহমের কাছ থেকে কুরদী চাদর নিলেন। অতঃপর বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনার নকশা খচিত চাদরটি এ কুরদী চাদরের চাইতে উত্তম ছিলো।[৯১৫]

হাসান।

١٦٨– باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ১৬৮ ঃ এ বিষয়ে অনুমতি সম্পর্কে

٩١٦–حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ – عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي السَّلُولِيُّ، – هُوَ أَبُو كَبْشَةَ – عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ – يَعْنِي صَلاَةَ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ .

– صحيح .

---

[৯১৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সলাতের অবস্থায় কোন দিকে তাকানো, হাঃ ৭৫২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ ছবি অংকিত কাপড় পরে সলাত আদায় মাকরূহ)।

[৯১৫] ইবনু হাজার এটি ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করে এটিকে কেবল আবূ দাউদের দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

৯১৬। সাহল ইবনু হানযালিয়্যাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা ফাজ্‌র সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলে রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করতে লাগলেন এবং সলাতের অবস্থায়ই তিনি গিড়ি পথের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ গিরিপথ পাহারা দেয়ার জন্য রাতে এক অশ্বারোহীকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। (সেজন্যই তিনি সেখানে দৃষ্টি ফিরাচ্ছিলেন)।[৯১৬]

সহীহ।

١٦٩- باب الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৬৯ ঃ সলাতের অবস্থায় যে কাজ জায়িয

٩١٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

- صحيح : ق .

৯১৭। আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কন্যা যাইনাবের মেয়ে উমামাহকে কাঁধে নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। তিনি ﷺ সাজদাহর সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দাঁড়ানোর সময় উঠিয়ে নিতেন।[৯১৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا

- صحيح : خ مختصراً .

---

[৯১৬] বায়হাক্বী, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৪৮৭)।

[৯১৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতরত অবস্থায় কন্যা শিশুকে কাঁধে বহন করা, হাঃ ৫১৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতের অবস্থায় বাচ্চাকে কোলে নেয়া বৈধ)।

৯১৮। আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ বলেন, একদা আমরা মাসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কন্যা যাইনাবের মেয়ে উমামাহ বিনতু আবুল 'আস ইবনু রবী'কে কাঁধে করে নিয়ে আমাদের কাছে আসেন। তখন উমামাহ শিশু ছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কাঁধে নিয়ে সলাত আদায় করেন। তিনি ﷺ রুকূ' করার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দাঁড়ানোর সময় তাকে আবার কাঁধে উঠিয়ে নিতেন। তিনি এভাবে সলাত আদায় শেষ করেন।[৯১৮]

সহীহ ঃ বুখারী সংক্ষেপে।

٩١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا .

- صحيح :م .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةُ مِنْ أَبِيهِ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا .

৯১৯। 'আমর ইবনু সুলায়মান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ ক্বাতাদাহকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ উমামাহ বিনতু আবুল 'আসকে কাঁধে নিয়ে লোকদের সলাতে ইমামতি করেছেন। তিনি যখন সাজদাহ করতেন তখন তাকে নামিয়ে রাখতেন।[৯১৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মাখরামাহ তার পিতা থেকে কেবল একটি হাদীস শুনেছেন।

٩٢٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلاَةِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلاَلٌ لِلصَّلاَةِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ عَلَى عُنُقِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُصَلاَّهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ

[৯১৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আদব, হাঃ ৫৯৯৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতের অবস্থায় বাচ্চাকে কোলে নেয়া বৈধ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ শিশুদের মাসজিদে নেয়া, হাঃ ৭১০)।

[৯১৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসজিদ, অনুঃ সলাতের অবস্থায় বাচ্চাকে উঠিয়ে নেয়া বা কোলে নেয়া বৈধ), আহমাদ।

فيه قالَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا قَالَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ .

– ضعيف .

৯২০। রসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবী আবূ ক্বাতাদাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যুহর কিংবা 'আসরের সলাত আদায়ের জন্য রসূলুল্লাহর ﷺ অপেক্ষায় ছিলাম। বিলাল ﷺ তাঁকে সলাতের জন্য আহবান করলে তিনি ﷺ উমামাহ বিনতু আবুল 'আসকে কাঁধে নিয়ে আমাদের নিকট আসেন। অতঃপর তিনি ﷺ ইমামতির জন্য তাঁর জায়গায় দাঁড়ালেন এবং আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। উমামাহ তখনও তাঁর কাঁধেই ছিলো। অতঃপর তিনি ﷺ তাকবীর বললে আমরাও তাকবীর বললাম। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ'র ইচ্ছা করলে তাকে নিচে নামিয়ে রুকূ' ও সাজদাহ্ করতেন। অতঃপর সাজদাহ্ থেকে উঠার সময় তাকে পুনরায় কাঁধে উঠিয়ে নিতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি রাক'আতেই এরূপ করেন এবং এভাবেই তিনি সলাত শেষ করেন।[৯২০]

দুর্বল।

٩٢١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ " .

– صحيح .

৯২১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সলাতরত অবস্থাতেও কালো সাপ ও কালো বিচ্ছুকে হত্যা করবে।[৯২১]

সহীহ।

٩٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا بُرْدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

---

[৯২০] এর সানাদ দুর্বল। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। পূর্বে হাদীসটির অন্য সানাদ ও মুতাবা'আত গত হয়েছে ইবনু ইসহাক্বের অর্থগতভাবে।

[৯২১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ সলাতের অবস্থায় সাপ বিচ্ছু হত্যা করা, হাঃ ৩৯০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতের মধ্যে সাপ বিচ্ছু হত্যা করা, হাঃ ১২০১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সাপ মারা সম্পর্কে, হাঃ ৩২৪৫), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সাপ মারা, হাঃ ১৫০৪), আহমাদ।

صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَحْمَدُ - يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ - قَالَ أَحْمَدُ - فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلاَّهُ . وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ .

- حسن .

৯২২। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে দরজা বন্ধ করে সলাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় আমি এসে দরজা খুলতে বললে তিনি হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে পুনরায় সলাতে রত হলেন। হাদীসে একথাও রয়েছে যে, দরজাটি ক্বিবলাহর দিকে ছিলো।[৯২২]

হাসান।

١٧٠- باب رَدِّ السَّلاَمِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৭০ ঃ সলাতরত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া

٩٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ " إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً " .

- صحيح : ق .

৯২৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহর ﷺ সলাতরত অবস্থায়ই আমরা তাঁকে সালাম দিলে তিনি এর জবাব দিলেন। পরবর্তীতে আমরা বাদশা নাজ্জাশীর কাছ থেকে ফিরে এসে তাঁকে সলাতের অবস্থায় সালাম দিলে তিনি এর জবাব না দিয়ে (সলাত শেষে) বললেন ঃ সলাতের মধ্যে অবশ্যই জরুরী কাজ আছে।[৯২৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩٢٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

---

[৯২২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, হাঃ ৬০১, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, হাঃ ১২০৫)।

[৯২৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ মানাক্বিবুল আনসার, অনুঃ হাবশায় হিজরাত, হাঃ ৩৮৭৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতে কথা বলা হারাম)।

وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ " . فَرَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ .

– حسن صحيح .

৯২৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সলাতের অবস্থায় সালাম দিতাম এবং আমাদের জরুরী কথাবার্তাও বলতাম। পরবর্তীতে আমি (হাবশা থেকে) ফিরে আসার পর তাঁকে সলাতের অবস্থায় সালাম করলে তিনি এর জবাব দিলেন না। ফলশ্রুতিতে আমার মনে নতুন ও পুরাতন বহু চিন্তার উদ্ভব হলো। অতঃপর সলাত শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "মহান আল্লাহ যখন ইচ্ছে নতুন নিদের্শ প্রদান করেন। মহান আল্লাহর নতুন নির্দেশ হচ্ছে, সলাতের অবস্থায় কথা বলা যাবে না।' অতঃপর তিনি আমার সালামের জবাব দেন।[৯২৪]

হাসান সহীহ।

٩٢٥– حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَابِلٍ، صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً . قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ .

– صحيح .

৯২৫। সুহাইব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহর ﷺ সলাতরত অবস্থায় আমি তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম করলে তিনি ﷺ হাতের ইশারায় সালামের জবাব দেন।[৯২৫]

সহীহ।

٩٢٦– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَرْسَلَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ

---

[৯২৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতে কথা বলা, হাঃ ১২২০)।

[৯২৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ সলাতে ইশারা করা, হাঃ ৩৬৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান)।

فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ " مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي " .

– صحيح : م .

৯২৬। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বনু মুসত্বালিক্ব গোত্রের কাছে প্রেরণ করলেন। সেখান থেকে ফিরার পর আমি তাঁকে উটের পিঠে সলাত আদায় করতে দেখে তাঁকে সম্বোধন করে কথা বললে তিনি ﷺ হাতের ইশারায় আমার কথার জবাব দিলেন। আমি পুনরায় কথা বললে তখনও তিনি ﷺ হাতের ইশারায় জবাব দিলেন। আমি তাঁকে কুরআন পড়তে শুনছিলাম। তিনি রুকূ' ও সাজদাহ্ ইশারায় আদায় করছিলেন। অতঃপর সলাত শেষে তিনি আমাকে বললেন ঃ আমি তোমাকে যে কাজে প্রেরণ করেছিলাম সেটার খবর কি? আমি সলাতের অবস্থায় ছিলাম বিধায় তোমার সাথে কথা বলি নাই।[৯২৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٩٢٧– حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ الدَّامَغَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ – قَالَ – فَجَاءَتْهُ الأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي . قَالَ فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ يَقُولُ هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ . وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ .

– حسن صحيح .

৯২৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায়ের জন্য কুবার মাসজিদে আসলেন। এমতাবস্থায় আনসারগণ এসে তাঁর সলাতের অবস্থায়ই তাঁকে সালাম দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি বিলালকে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সলাতের অবস্থায় তাদের সালামের জবাব কিভাবে প্রদান করতে দেখেছেন?

[৯২৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতে কথা বলা হারাম), আহমাদ।

বিলাল ﷺ বললেন, এভাবে। বর্ণনাকারী জা'ফার ইবনু 'আওন তার হাতের তালু নীচের দিকে এবং পিঠ উপরের দিকে করে তা দেখিয়ে দিলেন।[৯২৭]

হাসান সহীহ।

٩٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ غِرَارَ فِي صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيمٍ " . قَالَ أَحْمَدُ يَعْنِي فِيمَا أُرَى أَنْ لاَ تُسَلِّمَ وَلاَ يُسَلَّمَ عَلَيْكَ وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلاَتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ .

- صحيح .

৯২৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি ﷺ বলেন ঃ সলাতে এবং সালামে কোন লোকসান নেই।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আমার মতে এর অর্থ হচ্ছে ঃ তুমি কাউকে সালাম প্রদান করলে সে এর জবাব না দিলেও তোমার কোন ক্ষতি বা লোকসান নেই। বরং ধোঁকা বা ক্ষতি হলো, কোন ব্যক্তির সন্দিহান মন নিয়ে সলাত শেষ করা।[৯২৮]

সহীহ।

٩٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ - أُرَاهُ رَفَعَهُ - قَالَ " لاَ غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلاَ صَلاَةٍ " .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَلَى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৯২৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, এ হাদীসটি মারফূ'। তিনি বলেন, সালাম এবং সলাতে কোন ক্ষতি নেই।[৯২৯]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু ফুযাইল এটি ইবনু মাহদীর শব্দে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এটিকে মারফূ' করেননি।

---

[৯২৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ সলাতে ইশারা করা, হাঃ ৩৬৮, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ)।

[৯২৮] হাকিম (১/২৬৪)। ইমাম হাকিম বলেন, মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[৯২৯] এর পূর্বেরটি দেখুন।

١٧١- باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৭১ ঃ সলাতরত অবস্থায় হাঁচির উত্তর দেয়া

٩٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، -الْمَعْنَى - عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ يُصَمِّتُونِي - فَقَالَ عُثْمَانُ - فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُّ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - بِأَبِي وَأُمِّي - مَا ضَرَبَنِي وَلاَ كَهَرَنِي وَلاَ سَبَّنِي ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَحِلُّ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ هَذَا إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ " . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ . قَالَ " فَلاَ تَأْتِهِمْ " . قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ . قَالَ " ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدُّهُمْ " . قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ . قَالَ " كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ " . قَالَ قُلْتُ جَارِيَةٌ لِي كَانَتْ تَرْعَى غُنَيْمَاتٍ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ إِذِ اطَّلَعْتُ عَلَيْهَا إِطْلاَعَةً فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْهَا وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظُمَ ذَاكَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ " ائْتِنِي بِهَا " . قَالَ فَجِئْتُهُ بِهَا فَقَالَ " أَيْنَ اللَّهُ " . قَالَتْ فِي السَّمَاءِ . قَالَ " مَنْ أَنَا " . قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ " .

- صحيح : م .

৯৩০। মু'আবিয়াহ ইবনুল হাকাম আস-সুলামী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সলাত আদায় করি। সলাতের অবস্থায় লোকজনের মধ্যকার এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে জবাবে আমি ইয়ারহামুকাল্লাহ বলায় সকলেই আমার প্রতি (রাগের) দৃষ্টিতে তাকালো। তখন আমি মনে মনে বললাম, তোমাদের মাতা তোমাদেরকে হারাক। তোমরা আমার দিকে এভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছো কেন? মু'আবিয়াহ বলেন, সকলেই রানের উপর সজোরে হাত মেরে শব্দ করতে থাকলে আমি বুঝতে পারি যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাইছে। বর্ণনাকারী 'উসমানের বর্ণনায় রয়েছে ঃ আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছিলো, তখন (অনিচ্ছা) সত্ত্বেও আমি চুপ হলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শেষ করলেন- আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! তিনি আমাকে প্রহার করলেন না, রাগ করলেন না এবং গালিও দিলেন না। তিনি ﷺ বললেন ঃ সলাতের অবস্থায় তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াত ব্যতীত কোন কথা বলা মানুষের জন্য বৈধ নয়। অথবা রসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ বলার বললেন। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সদ্য জাহিলিয়্যাত ছেড়ে আসা একটি সম্প্রদায়। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিয়েছেন। আমাদের মধ্যকার কতিপয় ব্যক্তি গণকের নিকট যায়। তিনি ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাদের নিকটে যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আমাদের মধ্যকার কতিপয় লোক পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ণয় করে। তিনি ﷺ বললেন ঃ এটা তাদের মনগড়া কাজ, এরূপ (কুসংস্কার) যেন তাদেরকে তাদের কাজ থেকে বিরত না রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আমাদের মধ্যকার এমনও কিছু লোক আছে যারা রেখা টেনে ভাগ্য নির্ণয় করে। তিনি ﷺ বললেন ঃ নাবীগণের মধ্যকার একজন নাবী রেখা টানতেন। সুতরাং কারো রেখা তাঁর নাবীর মত হলে সঠিত হতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আমার এক দাসী উহুদ ও জাওয়ানিয়ার আশেপাশে বকরী চরাচ্ছিলো। আমি দেখলাম যে, বাঘ এসে সেখান থেকে একটি বকরী নিয়ে গেছে। আমিও তো আদম সন্তান। কাজেই আমিও তাদের মত দুঃখ পাই। কিন্তু আমি তাকে জোরে একটি থাপ্পর দিলাম। এ কথাটি রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গুরুত্ববহ মনে হওয়ায় আমি তাঁকে বললাম, আমি কি তাকে মুক্ত করে দিবো? তিনি ﷺ বললেন ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। আমি তাকে নিয়ে এলে তিনি ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কোথায়? সে জবাবে বলালো, আকাশে। তিনি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে জবাবে বললো, আপনি আল্লাহর রসূল! তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে আযাদ করে দাও। কারণ সে ঈমানদার মহিলা।[৯৩০]

সহীহ।

[৯৩০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ স্লাতে কথা বলা হারাম), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতে কথা বলা, হাঃ ১২১৭), আহমাদ, মালিক।

٩٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُلِّمْتُ أُمُورًا مِنْ أُمُورِ الإِسْلاَمِ فَكَانَ فِيمَا عُلِّمْتُ أَنْ قَالَ لِي " إِذَا عَطَسْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَإِذَا عَطَسَ الْعَاطِسُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَقُلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ " . قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللَّهَ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ رَافِعًا بِهَا صَوْتِي فَرَمَانِي النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ حَتَّى احْتَمَلَنِي ذَلِكَ

فَقُلْتُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ بِأَعْيُنٍ شُزْرٍ قَالَ فَسَبَّحُوا فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ قَالَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ " . قِيلَ هَذَا الأَعْرَابِيُّ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي " إِنَّمَا الصَّلاَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ " . فَمَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ أَرْفَقَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

– ضعيف .

৯৩১। মু'আবিয়াহ ইবনুল হাকাম আস-সুলামী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসার পর আমাকে ইসলামের কিছু বিষয় শেখানো হলো। আমাকে তখন এটাও শেখানো হয়েছিল যে, তুমি হাঁচি দিলে "আল্হামদুল্লিাহ" বলবে। আর অন্য কাউকে হাঁচি দেয়ার পর 'আল্হামদুল্লিাহ' বলতে শুনলে তুমি বলবে, "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (অর্থ ঃ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন)। তিনি বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সলাত আদায় করছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং "আলহামদুল্লিাহ" বললো। তখন আমি উচ্চস্বরে বললাম, "ইয়ারহামুকাল্লাহ"। এতে উপস্থিত সকলেই আমার দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকালো। তাতে আমিও রাগান্বিত হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা আমার দিকে এভাবে চোখ ঘুরিয়ে দেখছো কেন? বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা সুবহানাল্লাহ বললো। সলাত আদায় শেষে নাবী ﷺ-বললেন, (সলাতের মধ্যে) কে কথাবার্তা বলেছে? বলা হলো, এই গ্রাম্য লোকটি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নাবী ﷺ আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, সলাতে কুরআন পাঠ ও আল্লাহর স্মরণ করা হয়। কাজেই সলাতরত অবস্থায় তোমার তা-ই করা উচিত। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাইতে অধিক নম্র ও বিনয়ী শিক্ষক আর কখনো দেখিনি।[৯৩১]

দুর্বল।

---

[৯৩১] বায়হাক্বী 'সুনান' ২/২৪৯) আবূ দাউদ সূত্রে, বুখারী 'খালকু আফ'আলুল 'ইবাদ' (৬৭) এবং 'জুযউল ক্বিরাআত খালফাল ইমাম' (৬৮) সকলে ফুলাইহ হতে।

١٧٢ - باب التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ-১৭২ ঃ ইমামের পিছনে আমীন বলা প্রসঙ্গে

٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ { وَلاَ الضَّالِّينَ } قَالَ " آمِينَ " . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ .

- صحيح .

৯৩২। ওয়াইল ইবনু হুজর ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সলাত আদায়কালে সূরাহ ফাতিহার শেষে) রসূলুল্লাহ ﷺ যখন "ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পড়তেন তখন তিনি সশব্দে আমীন বলতেন।[৯৩২]

সহীহ।

٩٣٣ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَهَرَ بِآمِينَ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ .

- حسن صحيح .

৯৩৩। ওয়াইল ইবনু হুজর ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সলাত আদায় করেছেন। তাতে তিনি সশব্দে "আমীন" বলেছেন। তিনি ডানে ও বামে এভাবে সালাম ফিরিয়েছেন যে, আমি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখেছি।[৯৩৩]

হাসান সহীহ।

٩٣٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَلاَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } قَالَ " آمِينَ " . حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ .

- ضعيف .

---

[৯৩২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ আমীন বলা প্রসঙ্গে, হাঃ ২৪৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সশব্দে আমীন বলা, ৮৫৫), আহমাদ (৪/৩১৬), দারাকুতনী (১/৫/৩৩৪) ওয়ায়িল ইবনু হুজর এর হাদীস।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ জেহরী ক্বিরাআতের সলাতে সূরাহ ফাতিহা শেষে ইমাম সশব্দে আমীন বলবে।

[৯৩৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ আমীন বলা প্রসঙ্গে, হাঃ ২৪৯)।

৯৩৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (সলাত আদায়কালে সূরাহ ফাতিহার শেষে) যখন "গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পড়তেন তখন এমন জোরে "আমীন" বলতেন যে, প্রথম কাতারে তাঁর নিকটবর্তী লোকেরা তাঁর এ "আমীন" বলা শুনতে পেতো।[৯৩৪]

দুর্বল।

٩٣٥ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَالَ الإِمَامُ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } فَقُولُوا " آمِينَ " . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

– صحيح : ق .

৯৩৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, সলাতে ইমাম যখন পড়বে "গাইরিল মাগদূবি" 'আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" তখন তোমরা "আমীন" বলবে। কেননা যার কথা (আমীন বলা) ফিরিশতার কথার সাথে সাথে উচ্চারিত হবে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।[৯৩৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩٣٦ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " آمِينَ " .

– صحيح : ق .

৯৩৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (সলাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠের পর) ইমাম যখন "আমীন" বলবে তখন তোমরাও "আমীন" বলবে। কেননা যে ব্যক্তির আমীন বলা মালায়িকাহ (ফিরিশতার) আমীন বলার সাথে মিলবে তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ

---

[৯৩৪] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সশব্দে আমীন বলা, হাঃ ৮৫৩), । যাওয়ায়িদে রয়েছে ঃ এর সানাদে আবূ 'আবদুল্লাহকে চেনা যায়নি। আর বিশর ইবনু রাফি'কে ইমাম আহমাদ দুর্বল বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, সে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে।

[৯৩৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ মুক্তাদীর সশব্দে আমীন বলা, হাঃ ৭৮২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত)।

ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব (র) বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (সূরাহ ফাতিহা শেষে) "আমীন" বলতেন।[৯৩৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩٣٧ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ بِلاَلٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ تَسْبِقْنِي " بِآمِينَ " .

– ضعيف .

৯৩৭। বিলাল ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার আগে "আমীন" বলবেন না। (রসূলুল্লাহ ﷺ এর সূরাহ ফাতিহা পাঠ শেষ হয়ে যেতো অথচ তখনও বিলালের (রাঃ) পড়া শেষ হতো না। তাই তিনি এ কথা বলতেন)।[৯৩৭]

দুর্বল।

---

[৯৩৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ইমামের সশব্দে আমীন বলা, হাঃ ৭৮০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তাসবীহ, তাহমীদ ও আমীন বলা) উভয়ে মালিক হতে।

ফায়িদাহ ঃ হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস ইমামের আমীন বলার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। ইবনু 'আবদুল বার 'আত-তামহীদ' গ্রন্থে (৭/১৩) বলেন, এটিই হচ্ছে অধিকাংশ মুসলিমের বক্তব্য, তাদের মধ্যে মাদীনাহ্বাসীদের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালিকও একজন।

উল্লেখ্য, 'আমীন' বলার পক্ষে ১৭টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে- (রওযাতুন নাদিয়্যাহ ১/২৭১)। তন্মধ্যে 'আমীন' আস্তে বলার পক্ষে শু'বাহ হতে একটি হাদীস এসেছে। কিন্তু শু'বাহর হাদীসটি দুর্বল, মুযতারিব এবং সহীহ হাদীসসমূহেরও বিরোধী। ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য ইমামগণ শু'বাহর হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। তাই সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত জেহরী ক্বিরাআতের সলাতে সশব্দে 'আমীন' বলার বিশুদ্ধ সুন্নাতের আমল করাই উত্তম।

মুক্তাদীর সশব্দে আমীন বলা ঃ

(ক) 'আত্বা (রহঃ) বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) সশব্দে 'আমীন' বলতেন। তাঁর সাথে মুক্তাদীদের 'আমীন' -এর আওয়াজে মাসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠত। [সহীহুল বুখারী তা'লীক্ব, (১/১০৭) পৃঃ; ফাতহুল বারী হা/৭৮০-৭৮১, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব, হাদীস সহীহ]

(খ) আবূ রাফি' বলেন ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) মারওয়ান ইবনু হাকামের আযান দিতেন। ... মারওয়ান যখন ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন বলতেন তখন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) দীর্ঘ আওয়াজে 'আমীন বলতেন। [বায়হাক্বী (২/৫৯) সহীহ সানাদে]

(গ) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ ইহুদীরা তোমাদের সবচেয়ে বেশি হিংসা করে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন' বলার কারণে। (আহমাদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ, ত্বাবারানী। এ হাদীস মুক্তাদীর সশব্দে আমীন বলার অন্যতম প্রমাণ)

এছাড়া আবূ দাউদের আলোচ্য (৮৩৫-৮৩৬ নং) হাদীস দু'টিও মুক্তাদীর সশব্দে আমীন বলা প্রমাণ করে।

কতিপয় মাসআলাহ ঃ

(১) মুক্তাদী ইমামের আগে 'আমীন' বলবেন না বরং ইমামের 'আমীন' বলার সাথে সাথে 'আমীন' বলবেন।

(২) জেহরী ক্বিরাআতের সলাতে ইমাম যদি সশব্দে 'আমীন' না বলেন, কিংবা নীরবে বলেন, তবুও মুক্তাদী সশব্দে 'আমীন' বলবেন।

(৩) যদি কেউ 'আমীন' বলার সময় জামা'আতে যোগদান করেন, তবে তিনি প্রথমে 'আমীন' বলে নিবেন ও পরে চুপে চুপে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করবেন। (সলাতুর রাসূল (সাঃ) পৃঃ ৬০-৬১, ও অন্যান্য)

٩٣٨ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِد، قَالاَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ صُبَيْحِ بْنِ مُحْرِزٍ الْحِمْصِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو مُصْبِحٍ الْمَقْرَائِيُّ، قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ - وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ - فَيَتَحَدَّثُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ فَإِذَا دَعَا الرَّجُلُ مِنَّا بِدُعَاءٍ قَالَ اخْتِمْهُ بِآمِينَ فَإِنَّ آمِينَ مِثْلُ الطَّابَعِ عَلَى الصَّحِيفَةِ . قَالَ أَبُو زُهَيْرٍ أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِأَىِّ شَىْءٍ يَخْتِمُ قَالَ " بِآمِينَ فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجَبَ " . فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى الرَّجُلَ فَقَالَ اخْتِمْ يَا فُلاَنُ بِآمِينَ وَأَبْشِرْ . وَهَذَا لَفْظُ مَحْمُودٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَقْرَاءُ قَبِيلٌ مِنْ حِمْيَرَ .

- ضعيف .

৯৩৮। আবূ মুসাব্বিহ আল-মাকরাঈ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ -এর সাহাবী আবূ যুহাইর আন-নুমাইরী ﷺ এর নিকট বসতাম। তিনি সুন্দর সুন্দর হাদীস শুনাতেন। একবার আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি দু'আ করতে থাকলে তিনি বললেন, তুমি 'আমীন' বলে দু'আ শেষ করবে। কেননা (দু'আর শেষে) "আমীন" বলা (গ্রন্থ বা) চিঠিতে সীলমোহর করার মত। অতঃপর আবূ যুহাইর ﷺ বলেন, এ বিষয়ে আমি তোমাদেরকে একটি ঘটনা জানাতে চাই। এক রাতে আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বের হই। অতঃপর আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হই যিনি কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করছিলেন। নাবী ﷺ থামলেন এবং তার দু'আ শুনলেন, অতঃপর বললেন, যদি সে শেষ করে তাহলে তার জন্য (জান্নাত) অবধারিত। উপস্থিত লোকদের একজন বললো, কিসের দ্বারা সে দু'আ শেষ করবে? নাবী ﷺ বললেন, 'আমীন' বলে। কেননা যদি সে "আমীন" বলার উপর দু'আ শেষ করে তাহলে তার দু'আ কবূল হয় (অথবা সে নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নেয়)। এরপর নাবী ﷺ -কে প্রশ্নকারী লোকটি দু'আরত ব্যক্তির নিকট গিয়ে বললো, হে অমুক! তুমি আমীন বলে দু'আ শেষ করো এবং (জান্নাত লাভের

---

[৯৩৭] আহমাদ (৬/১২, ১৫), বায়হাক্বী 'সুনান' (২/২৩), হাকিম (১/২১৯) বামাম হাকিম বলেন, এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি। যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ডঃ সাইয়্যিম মুহাম্মাদ সাইয়্যিদ বলেন ঃ বরং সানাদটি দুর্বল। সানাদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) হয়েছে। আবূ 'উসমান হাদীসটি বিলাল হতে শুনেননি।

ও দু'আ কবূলের) সুসংবাদ গ্রহণ করো। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আল-মাকরাঈ হলো হিম্‌য়ারের একটি গোত্র।[৯৩৮]

দুর্বল।

١٧٣ – باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ -১৭৩ ঃ সলাতরত অবস্থায় হাততালি দেয়া

٩٣٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ " .

– صحيح : ق .

৯৩৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সলাত আদায়কালে ইমামের কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে) পুরুষ (মুক্তাদীরা) সুবহানাল্লাহ বলবে আর নারী (মুক্তাদীরা) হাতের উপর হাত মেরে শব্দ করবে।[৯৩৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩٤٠ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ – رضى الله عنه – فَقَالَ أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ . فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ

---

[৯৩৮] আবূ দাউদ এতে একক হয়ে গেছেন। মুনযিরী একে 'আত-তারগীব' গ্রন্থে (১/৩৩০) বর্ণনা করেছেন। এর সানাদে সুবাইহ ইবনু মুহরিয সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ মাক্ববূল।

[৯৩৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অনুঃ সলাতে মহিলাদের হাত তালি দেয়া, হাঃ ১২০৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতরত অবস্থায় ইমামকে সতর্ক করতে হলে পুরুষ মুক্তাদীরা সুবহানাল্লাহ বলবে এবং মহিলা মুক্তাদীরা হাত তালি দিবে) উভয়ে সুফয়ান হতে।

قَالَ " يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا فِي الْفَرِيضَةِ .

– صحيح : ق .

৯৪০। সাহল ইবনু সা'দ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ বানী 'আমর ইবনু 'আওফ গোত্রের বিবাদ মীমাংসার জন্য সেখানে যান। এমতাবস্থায় সলাতের ওয়াক্ত হলে মুয়াযযিন আবূ বাক্‌র ﵁ এর নিকট এসে বললেন, আপনি কি লোকদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করবেন? আবূ বাক্‌র ﵁ স্বীকৃতি দেয়ায় সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলো এবং আবূ বাক্‌র ﵁ সলাত শুরু করলেন। ইতিমধ্যে লোকদের সলাতরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ এসে পৌঁছলেন এবং কাতার ভেদ করে সামনের কাতারে দাঁড়ালেন। এমতাবস্থায় লোকেরা হাততালি দিয়ে শব্দ করতে লাগলো। কিন্তু আবূ বাক্‌র ﵁ সলাতরত অবস্থায় কোন দিকেই খেয়াল করতেন না। অতঃপর যখন লোকদের হাততালি অত্যধিক হলো আবূ বাক্‌র ﵁ খেয়াল করলেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখতে পেলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ ইশারা করে তাকে স্বীয় স্থানে থাকতে বললেন। কিন্তু আবূ বাক্‌র ﵁ দু' হাত উঠিয়ে রসূলুল্লাহর এ নির্দেশের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং পিছনে সরে কাতারে শামিল হন। ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ অগ্রসর হয়ে সলাত আদায় করালেন। সলাত শেষে তিনি আবূ বাক্‌র ﵁-কে বললেন, হে আবূ বাক্‌র! আমি নির্দেশ দেয়ার পরও তুমি সলাতের ইমামাত করলে না কেন? জবাবে আবূ বাক্‌র ﵁ বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিতিতে আবূ কুহাফার পুত্রের ইমামাত শোভনীয় নয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে বললেন, কি ব্যাপার! আমি দেখলাম, তোমরা সকলেই হাতের উপর হাত মেরে অধিক শব্দ করেছো। সলাতে কিছু ঘটলে (ইমামের কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে) "সুবহানাল্লাহ" বলা উচিত। কেননা কেউ "সুবহানাল্লাহ" বললে ইমাম সেদিকে লক্ষ্য করবে। আর হাততালি দেয়াটা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য।[৯৪০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ নিয়ম শুধু ফারয সলাতের বেলায় প্রযোজ্য।

---

[৯৪০] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অনুঃ কিছু ঘটলে সলাতে হাত উত্তোলন করা, হাঃ ১২১৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত) উভয়ে আবূ হাযিম হতে।

٩٤١ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ لِبِلاَلٍ " إِنْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " . فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ قَالَ فِي آخِرِهِ " إِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فِي الصَّلاَةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ " .

– صحيح : خ .

৯৪১। সাহল ইবনু সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এর কাছে বানী 'আমর ইবনু 'আওফ গোত্রের লোকদের সংঘর্ষের সংবাদ পৌছলে তিনি তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার জন্য যুহর সলাতের পর সেখানে যান। তিনি বিলাল ﷺ-কে বললেন, আমার ফিরে আসার পূর্বেই 'আসর সলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে আবূ বাক্রকে লোকদের সলাতে ইমামাত করতে বলবে। অতঃপর 'আসর সলাতের ওয়াক্ত হলে বিলাল ﷺ আযান দিলেন। এরপর ইক্বামাত দিয়ে আবূ বাক্রকে (ইমামাত করার) আদেশ করলে আবূ বাক্র সামনে অগ্রসর হলেন। বর্ণনাকারী হাদীসের শেষাংশে বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, সলাতে কোন কিছু ঘটলে পুরুষরা "সুবহানাল্লাহ" বলবে এবং নারীরা হাততালি দিবে।[৯৪১]

সহীহ ঃ বুখারী।

٩٤٢ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ قَوْلُهُ " التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ " . تَضْرِبُ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى كَفِّهَا الْيُسْرَى .

– صحيح مقطوع .

৯৪২। ঈসা ইবনু আইয়ূব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নারীদের হাততালি দেয়া' কথাটির অর্থ হলো, তারা ডান হাতের দুই আঙ্গুল বাম হাতের তালুর উপর মারবে।[৯৪২]

সহীহ মাক্বতু'।

[৯৪১] অনুরূপ অর্থের হাদীস বুখারী (অধ্যায় ঃ আহকাম, হাঃ ৭১৯০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, হাঃ ৭৯২), আহমাদ (৫/৩৩২) সকলে হাম্মাদ ইবনু যায়িদ হতে।
[৯৪২] সহীহ মাক্বতূ'।

١٧٤- باب الإِشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭৪ ঃ সলাতের মধ্যে ইশারা করা প্রসঙ্গে

٩٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّويَةَ الْمَرْوَزِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلاَةِ .

- صحيح .

৯৪৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ সলাতরত অবস্থায় ইশারা করতেন।[৯৪৩]

সহীহ।

٩٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ " . يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ " وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعُدْ لَهَا " . يَعْنِي الصَّلاَةَ .

- ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ وَهَمٌ .

৯৪৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (সলাতে ইমামের কোন ত্রুটি হলে) পুরুষরা "সুবহানাল্লাহ" বলবে এবং মহিলারা হাততালি দিবে। কেউ যদি সলাতরত অবস্থায় এরূপ ইশারা করে যদ্দ্বারা নির্দিষ্ট কোন অর্থ বুঝায় তবে সে উক্ত সলাত পুনরায় আদায় করবে।

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি সন্দেহমূলক।[৯৪৪]

---

[৯৪৩] আহমাদ (৩/১৩৮), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/২৬২০), দারাকুতনী (২/৮৪)। 'আত-তা'লীকুল মুগনী' রচয়িতা বলেন ঃ এটি সুনান সংকলকগণ ভিন্ন সূত্রে সহীহ সানাদে দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন।

[৯৪৪] এর সনাদে মুহম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদও একে দুর্বল বলেছেন এই বলে ঃ এই হাদীসটি সন্দেহজনক।

١٧٥– باب فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭৫ ঃ সলাতরত অবস্থায় পাথর কুচি সরানো

٩٤٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، – شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ – أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى " .

– ضعيف .

৯৪৫। আবূ যার ﷺ নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ সলাতে দাঁড়ালে তার সামনে আল্লাহর রহমাত থাকে। সুতরাং এ সময় মুসল্লী যেন পাথরকুচি (ইত্যাদি) সরাতে ব্যস্ত না হয়।[৯৪৫]

দুর্বল।

٩٤٦ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الْحَصَى " .

– صحيح : ق .

৯৪৬। মু'আইক্বীব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, সলাতরত অবস্থায় তুমি পাথরকুচি সরাবে না। যদি সরাতেই হয় তবে কেবল একবার পাথরকুচি সরিয়ে জায়গা সমান করতে পারো।[৯৪৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৯৪৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ সলাতের মধ্যে পাথর টুকরা অপসারণ করা মাকরূহ, হাঃ ৩৭৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতরত অবস্থায় পাথর কুচি অপসারণ, হাঃ ১১৯০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতের মধ্যে পাথরের টুকরা অপসারণ, হাঃ ১০২৭)। সানাদের আবুল আহওয়াসকে চেনা যায়নি। হাফিয বলেনঃ মাক্ববূল।

[৯৪৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অনুঃ সলাতরত অবস্থায় কংকর সরানো, হাঃ ১২০৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতরত অবস্থায় পাথর-কুচি সরানো এবং মাটি সমান করা মাকরূহ)।

١٧٦– باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

অনুচ্ছেদ-১৭৬ ঃ কোমরে হাত রেখে সলাত আদায়কারী সম্পর্কে

٩٤٧ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ .

– صحيح : ق .

৯৪৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায়কালে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো, পেটের পার্শ্বদেশে হাত রাখা।[৯৪৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٧٧– باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى عَصًا

অনুচ্ছেদ-১৭৭ ঃ লাঠিতে ভর দিয়ে সলাত আদায়কারী সম্পর্কে

٩٤٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، قَالَ قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قُلْتُ غَنِيمَةٌ فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةَ قُلْتُ لِصَاحِبِي نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لاَطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلاَتِهِ فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا . فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلاَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ .

– صحيح .

৯৪৮। হিলাল ইবনু ইয়াসাফ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন (শাম দেশের) রাক্কাহ নামক শহরে যাই তখন আমার বন্ধুদের একজন আমাকে বললেন, আপনি কি নাবী ﷺ -

---

[৯৪৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অনুঃ সলাতে কোমরে হাত রাখা, হাঃ ১২২০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ)।

এর কোন সাহাবীর সাক্ষাত পেতে আগ্রহী? আমি বললাম, এটা তো আমার জন্য গনীমাতস্বরূপ। অতঃপর আমাদেরকে ওয়াবিসাহ ﷺ-র নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। আমি আমার সাথীকে বললাম, প্রথমে আমরা তাঁর বেশভুষা দেখবো। আমরা দেখলাম, তিনি মাথার সাথে লেপটে থাকা দুই কানবিশিষ্ট একটি টুপি এবং রেশম ও পশমের তৈরি ধূসর রংয়ের কাপড় পরিধান করেছেন। তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। আমরা সালাম দেওয়ার পর তাকে (লাঠিতে ভর দিয়ে সলাত আদায় সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, উম্মু-ক্বাইস বিনতে মিহ্সান ﷺ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স বেশী হলো এবং তাঁর শরীরের গোশত ঢিলা হয়ে গেল তখন তিনি তাঁর সলাতের স্থানে একটি লাঠি রাখতেন এবং তার উপর ভর করে সলাত আদায় করতেন।[৯৪৮]

সহীহ।

١٧٨– باب النَّهْيِ عَنِ الْكَلاَمِ، فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭৮ ঃ সলাতরত অবস্থায় কথা বলা নিষেধ

٩٤٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ فَنَزَلَتْ { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ .

– صحيح : ق .

৯৪৯। যায়িদ ইবনু আরক্বাম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ সলাত আদায় অবস্থায়ই তার পাশের ব্যক্তির সাথে কথা বলতো। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "তোমরা আল্লাহর একান্ত অনুগত হয়ে (সলাতে) দাঁড়াও" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ঃ ২৩৮)। এ আয়াতে আমাদেরকে সলাতে চুপ থাকতে আদেশ দেয়া হয় এবং কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়।[৯৪৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৯৪৮] হাকিম (১/২৬৪-২৬৫), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/২৮৮)। ইমাম হাকিম বলেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন। আলবানী তার 'সহীহ' গ্রন্থে (৩১৯) বলেন, হাদীসটি সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে নয়, যেমনটি হাকিম দাবী করেছেন।

[৯৪৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অনুঃ সলাতে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া, হাঃ ১২০০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতে কথা বলা হারাম)।

١٧٩– باب فِي صَلاَةِ الْقَاعِدِ

অনুচ্ছেদ-১৭৯ ঃ বসে সলাত আদায় করা

٩٥٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلٍ، – يَعْنِي ابْنَ يِسَافٍ – عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ " . فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ " صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ " . وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ " أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ " .

– صحيح : م .

৯৫০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি বসে (নাফ্ল) সলাত আদায় করলে তা অর্ধেক সলাত আদায় হিসেবে ধর্তব্য। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি বসে সলাত আদায় করছেন। এ দৃশ্য দেখে আমি আমার মাথায় হাত রাখলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর! তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আপনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি বসে (নাফ্ল) সলাত আদায় করলে তা (দাঁড়িয়ে) অর্ধেক সলাত আদায়ের সমতুল্য। অথচ আপনি বসে সলাত আদায় করছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আমি তাই বলেছি। কিন্তু আমি তোমাদের কারো মত নই।[৯৫০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٩٥١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ " صَلاَتُهُ

[৯৫০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ নাফ্ল সলাত দাঁড়িয়ে এবং বসে আদায় করা জায়িয), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ বসে সলাত আদায়কারীর উপর দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর ফাযীলাত, হাঃ ১৬৫৮), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত অনুঃ বসে সলাত আদায়, হাঃ ১৩৮৪), মালিক (অধ্যায় ঃ জামা'আতে সলাত আদায়, অনুঃ দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর ফাযীলাত, হাঃ ১৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বসে সলাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে, হাঃ ১২২৯) ভিন্ন সানাদে।

قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا وَصَلاَتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا " .

– صحيح : خ .

৯৫১। 'ইমরান ইবনুল হুসাইন ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে কারো বসে সলাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তার বসে সলাত আদায়ের চাইতে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় উত্তম। তার বসে সলাত আদায় দাঁড়িয়ে সলাত আদায়ের অর্ধেক এবং তার শুয়ে সলাত আদায় বসে সলাত আদায়ের অর্ধেক।[৯৫১]

সহীহ ঃ বুখারী।

٩٥٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ كَانَ بِيَ النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ " .

– صحيح : خ .

৯৫২। 'ইমরান ইবনুল হুসাইন ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পাঁজরে ব্যথাজনিত রোগ ছিল। আমি নাবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে, তাতে সক্ষম না হলে বসে আদায় করবে এবং তাতেও সক্ষম না হলে শুয়ে সলাত আদায় করবে।[৯৫২]

সহীহ ঃ বুখারী।

٩٥٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي شَىْءٍ مِنْ صَلاَةِ

---

[৯৫১] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির সলাত, হাঃ ১১১৫), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ বসে সলাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে, হাঃ ৩৭১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বসে সলাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে, হাঃ ১২৩১), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ বসে সলাত আদায়ের ফাযীলাত, হাঃ ১৬৫৯)।

[৯৫২] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ বসে সলাত আদায় করতে না পারলে কাত হয়ে শুয়ে সলাত আদায় করবে, হাঃ ১১১৭), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ বসে সলাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে, হাঃ ৩৭৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ অসুস্থ ব্যক্তির সলাত, হাঃ ১২২৩), আহমাদ (৪/৪২৬) সকলে ইবরাহীম ইবনু ত্বাহমান হতে।

اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلاَثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ .

– صحيح : ق .

৯৫৩। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে রাতের সলাতে কখনও বসে ক্বিরাআত করতে দেখিনি । অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছলে তিনি রাতের সলাতে বসে ক্বিরাআত করতেন এবং চল্লিশ কিংবা ত্রিশ আয়াত বাকী থাকতে উঠে দাঁড়িয়ে তা পাঠ সম্পন্ন করে সাজদাহ্য় যেতেন।[৯৫৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩٥٤ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ وَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِه قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

– صحيح : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

৯৫৪। নাবী ﷺ- এর স্ত্রী 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বসে সলাত আদায়কালে ক্বিরাআতও বসে পড়তেন। যখন ক্বিরাআতের ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতো তখন উঠে দাঁড়িয়ে তা পাঠ করতেন, এরপর রুকূ' ও সাজদাহ্ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করতেন।[৯৫৪]

সহীহ ঃ বুখারীও মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি 'আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাস (র) 'আয়িশাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

---

[৯৫৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ বসে সলাত আদায়কারী সুস্থ হয়ে গেলে কিংবা একটু হালকাবোধ করলে বাকী সলাত [দাঁড়িয়ে] পূর্ণভাবে আদায় করবে, হাঃ ১১১৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরদের সলাত, অনুঃ নাফ্ল সলাত দাঁড়িয়ে এবং বসে আদায় করা জায়িয)।

[৯৫৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ বসে সলাত আদায়কারী সুস্থ হয়ে গেলে কিংবা একটু হালকাবোধ করলে বাকী সলাত [দাঁড়িয়ে] পূর্ণভাবে আদায় করবে, হাঃ ১১১৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরদের সলাত, অনুঃ নাফ্ল সলাত দাঁড়িয়ে এবং বসে আদায় করা জায়িয)।

٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ بُدَيْلَ بْنَ مَيْسَرَةَ، وَأَيُّوبَ، يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

– صحيح : م .

৯৫৫। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রাতে কখনো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে এবং কখনো দীর্ঘ সময় বসে সলাত আদায় করতেন। তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কালে দাঁড়িয়ে রুকূ' করতেন এবং বসে সলাত আদায়কালে বসে রুকূ' করতেন।[৯৫৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٩٥٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي رَكْعَةٍ قَالَتِ الْمُفَصَّلَ . قَالَ قُلْتُ فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا قَالَتْ حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ .

– صحيح : الشطر الثاني منه .

৯৫৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ ﵂ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ কি এক রাক'আতে কয়েকটি সূরাহ পড়তেন? তিনি বললেন, তিনি 'মুফাস্সাল' (দীর্ঘ) সূরাহ পড়তেন। তিনি বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বসে সলাত আদায় করতেন? 'আয়িশাহ ﵂ বললেন, যখন তাঁর বয়স অধিক হয়ে যায় (তখন তিনি বসে সলাত আদায় করতেন)।[৯৫৬]

সহীহ ঃ এর দ্বিতীয় অংশ।

---

[৯৫৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরদের সলাত, অনুঃ নাফ্ল সলাত দাঁড়িয়ে এবং বসে আদায় করা জায়িয), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, হাঃ ১৬৪৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ নাফ্ল সলাত বসে আদায় করা, হাঃ ১২২৮, অনুরূপ অর্থবোধক আহমাদ (৬/৩০) সকলে 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব হতে।

[৯৫৬] হাদীসের দ্বিতীয়াংশ মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরদের সলাত, অনুঃ নাফ্ল সলাত দাঁড়িয়ে এবং বসে আদায় করা জায়িয), আহমাদ (২২/১৭১)।

١٨٠– باب كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮০ ঃ তাশাহহুদের বৈঠকে বসার নিয়ম

٩٥٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ – قَالَ – ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

– صحيح مضى ب‘سنده و متنه (٧٢٦) .

৯৫৭। ওয়াইল ইবনু হুজর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি (মনে মনে) বললাম, রসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে সলাত আদায় করেন আমি তা অবশ্যই দেখবো। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে দাঁড়িয়ে ক্বিবলাহ্মুখী হয়ে তাকবীর বলে দুই হাত কান বরাবর উত্তোলন করলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাত আঁকড়ে ধরলেন। তারপর যখন রুকূ'তে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখনও অনুরূপভাবে দু' হাত উত্তোলন করলেন। বর্ণনাকারী (ওয়াইল ইবনু হুজর) বলেন, অতঃপর তিনি বাম পা বিছিয়ে বসলেন, বাম হাত বাম ঊরুর উপর রাখলেন এবং ডান কনুই ডান ঊরু হতে পৃথক রাখলেন। তারপর দু' আঙ্গুল গুটিয়ে বৃত্তাকার করলেন এবং তাঁকে আমি এভাবেই বলতে দেখলাম। বর্ণনাকারী বিশর (র) বৃদ্ধাংগুলিকে মধ্যমার সাথে মিলিয়ে বৃত্ত করলেন এবং শাহাদাত অংগুলি দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।[৯৫৭]

সহীহ।

٩٥٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ، رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى .

– صحيح .

[৯৫৭] এটি গত হয়েছে (৭২৬)।

৯৫৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতের সুন্নাত হচ্ছে, (বসার সময়) তোমার ডান পা খাড়া রাখা এবং বাম পা বিছিয়ে দেয়া।[৯৫৮]

সহীহ।

٩٥٩ – حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى .

– صحيح .

৯৫৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ বলেন, সলাতের সুন্নাত হলো, (বসার সময়) তোমার বাম পা বিছিয়ে রাখা এবং ডান পা খাড়া করে রাখা।[৯৫৯]

সহীহ।

٩٦٠ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى، أَيْضًا مِنَ السُّنَّةِ كَمَا قَالَ جَرِيرٌ .

৯৬০। ইয়াহইয়া (র) হতে এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।[৯৬০]

٩٦١ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

– صحيح .

৯৬১। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (র) সূত্রে বর্ণিত আল-ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মদ তাদেরকে তাশাহ্হুদে বসার নিয়ম দেখান ... অতঃপর হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৯৬১]

সহীহ।

---

[৯৫৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ তাশাহ্হুদে বসার নিয়ম, হাঃ ৮২৭), মালিক (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতে বসা প্রসঙ্গে)।

[৯৫৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বীক্ব, অনুঃ তাশাহহুদের প্রথম বৈঠক কিরূপ হবে, হাঃ ১১৫৬)।

[৯৬০] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

[৯৬১] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

٩٦٢ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهِ .

– ضعيف .

৯৬২। ইবরাহীম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সলাতে (তাশাহ্হুদে বসার সময়) তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন। ফলে তাঁর পায়ের পাতার উপরিভাগ কালো হয়ে গিয়েছিল।[৯৬২]

দুর্বল।

١٨١– باب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِي الرَّابِعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৮১ ঃ চতুর্থ রাক'আতে পাছার উপর বসা

٩٦٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، – يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ سَمِعْتُهُ فِي، عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم – وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ – قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالُوا فَاعْرِضْ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ . زَادَ أَحْمَدُ قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَذْكُرَا فِي حَدِيثِهِمَا الْجُلُوسَ فِي الثِّنْتَيْنِ كَيْفَ جَلَسَ .

– صحيح : مضى برقم (٧٣٠) .

---

[৯৬২] এর সানাদ দুর্বল।

৯৬৩। মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর ইবনু 'আত্বা (র) বলেন, আমি আবূ হুমাইদ আস-সাইদী ﷺ-কে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি, যাদের মধ্যে আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ-ও ছিলেন। আবূ হুমাইদ ﷺ বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তারা বললেন, তাহলে আপনি বর্ণনা করুন। তখন তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে তিনি এও বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে সাজদাহ্‌র সময় দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো খোলা রাখতেন। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে মাথা উঠাতেন এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতও তিনি অনুরূপভাবে আদায় করতেন। এরপর তিনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেন যে, সবশেষে তিনি সালাম ফিরানোর পূর্বের সাজদাহ্ শেষ করে বাম পা বাইরের দিকে বের করে বাম পাশের নিতম্বের উপর বসতেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের বর্ণনায় আরো রয়েছে, এভাবে হাদীস বর্ণনার পর উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, আপনি সত্যই বলেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই সলাত আদায় করতেন। কিন্তু ইমাম আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বল ও মুসাদ্দাদ তাদের বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় রাক'আতে কিরূপে বসতেন তা বর্ণনা করেননি।[৯৬৩]

সহীহ ঃ এটি গত হয়েছে (৭৩০ নং)।

٩٦٤ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ .

– صحيح : مضى برقم (٧٣٢) .

৯৬৪। মুহাম্মদ ইবনু 'আমর ইবনু 'আত্বা (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর একদল সাহাবীর সাথে বসা ছিলেন। তখন পূর্বোক্ত হাদীসটি আলোচিত হয়। অবশ্য তাতে সাহাবী আবূ ক্বাতাদাহর নাম উল্লেখ নেই। তিনি বর্ণনা করলেন, তিনি যখন দুই রাক'আত সম্পন্ন করে বসতেন তখন বাম পা বাইরের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে নিতম্বের উপর বসলেন।[৯৬৪]

সহীহ ঃ এটি গত হয়েছে (৭৩২ নং)।

---

[৯৬৩] এটি পূর্বে গত হয়েছে (৭৩০ নং)- এ।
[৯৬৪] এর তাখরীজ (৭৩২ নং)- এ গত হয়েছে।

٩٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ، قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ .

- صحيح : مضى برقم (٧٣١) .

৯৬৫। মুহাম্মদ ইবনু 'আমর আল-'আমিরী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে মাজলিসে এ হাদীসটি আলোচিত হচ্ছিল সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ যখন দুই রাক'আত শেষে বসতেন তখন বাম পায়ের তালুর ওপর ভর করে বসতেন, এ সময় তাঁর নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে রাখতেন এবং উভয় পা একদিকে বের করে দিতেন।[৯৬৫]

সহীহ ঃ এটি গত হয়েছে (৭৩১ নং)।

٩٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبَّاسٍ، - أَوْ عَيَّاشِ - بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ فَذَكَرَ فِيهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الأُخْرَى فَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .

- ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِي التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ

৯৬৬। 'আব্বাস অথবা 'আইয়াশ ইবনু সাহল আস-সাঈদী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি এমন একটি মাজলিসে ছিলেন যেখানে তাঁর পিতাও উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ সাজদাহ্রত অবস্থায় দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের পাতার উপর ভর করলেন। তিনি বসার সময় নিতম্বের উপর বসলেন এবং অপর পা খাড়া করে

[৯৬৫] এটি গত হয়েছে (৭৩১ নং)- এ।

রাখলেন, অতঃপর তাকবীর বলে সাজদাহ্ করলেন, এরপর আবার তাকবীর বলে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর পূর্বের নিয়মেই তাকবীর বলে পরবর্তী রাক'আতের রুকূ' করলেন। অতঃপর দু' রাক'আত শেষে বসলেন। এরপর তিনি ক্বিয়ামের মনস্থ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পরবর্তী দু' রাক'আত আদায় করলেন। অতঃপর শেষ বৈঠকে প্রথমে ডান দিক এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরালেন।

দুর্বল।

ইমাম ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, 'আবদুল হামীদ কর্তৃক বর্ণিত নিতম্বের উপর বসা এবং দুই রাক'আতের পর দাঁড়ানোর সময় হাত উঠানোর কথাটি তাঁর হাদীসে উল্লেখ নেই।[৯৬৬]

٩٦٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ، أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلاَ الْجُلُوسَ قَالَ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ .

– صحيح : مضى برقم (٧٣٣) .

৯৬৭। 'আব্বাস ইবনু সাহল (র) বলেন, আবূ হুমাইদ, আবূ উসাইদ, সাহ্ল ইবনু সা'দ ও মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ ﷺ এক জায়গায় সমবেত হলেন। তখন তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। কিন্তু তাতে দ্বিতীয় রাক'আতের পর দাঁড়ানোর সময় হাত উঠানো এবং (ক্ষনিক) বসার কথা উল্লেখ নাই। বরং তিনি বলেন, নাবী ﷺ সলাত শেষান্তে বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিয়ে ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো ক্বিবলাহমুখী করে বসলেন।[৯৬৭]

সহীহ ঃ এটি গত হয়েছে (৭৩৩ নং)।

١٨٢– باب التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮২ ঃ তাশাহ্হুদ পাঠ

٩٦٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ

---

[৯৬৬] এর সানাদ দুর্বল।

[৯৬৭] এটি গত হয়েছে (৭৩৪ নং)- এ।

تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ - أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ " .

- صحيح : ق .

৯৬৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন সলাতে রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তাশাহহুদের বৈঠকে বসতাম তখন বলতাম, "বান্দাদের পূর্বে আল্লাহর প্রতি সালাম, তারপর অমুক ও অমুকের প্রতি সালাম। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা "আল্লাহর প্রতি সালাম বর্ষিত হোক" এরূপ বলো না। কেননা আল্লাহ নিজেই সালাম বা শান্তিদাতা। বরং তোমরা সলাতের তাশাহহুদের বৈঠকে বসে বলবে, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সলাওয়াতু ওয়াত্‌-ত্বায়্যিবাতু। আস্‌সালামু 'আলাইকা আইউহান্‌ নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্‌সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস সালিহীন"-(অর্থ ঃ আমাদের সব সালাম ও অভিবাদন, সলাত ও দু'আ এবং পবিত্রতা মহান আল্লাহর জন্য। হে নাবী ! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর সকল নেক বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। কেননা তোমরা যখন এটা পাঠ করবে তখন তা আসমান ও যমীন অথবা আসমান ও যমীনের মাঝে আল্লাহর যত নেক বান্দা আছে সবার নিকটেই পৌঁছে যাবে। "আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু"- (অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রসূল)। এরপর তোমরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী দু'আ পাঠ করবে।[৯৬৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩٦٩ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ - عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلاَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَلِمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

_صحيح .

[৯৬৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ তাশাহহুদের পর যে দু'আটি বেছে নেয়া হয়, অথচ তা আবশ্যক নয়, হাঃ ৮৩৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত. অনুঃ সলাতে তাশাহহুদ) উভয়ে আবূ ওয়াঈল হতে..।

قَالَ شَرِيكٌ وَحَدَّثَنَا جَامِعٌ، - يَعْنِي ابْنَ شَدَّاد - عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَاهُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ " اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا " .

- ضعيف .

৯৬৯। 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতে তাশাহহুদের বৈঠকে আমরা কি পাঠ করবো প্রথমে তা জানতাম না । এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন। এরপর তিনি পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

সহীহ।

শারীক (র) জামি' ইবনু শাদ্দাদের মাধ্যমে এবং আবূ ওয়াইল ও 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﷺ হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, নাবী ﷺ আমাদেরকে কিছু কথা শিখিয়ে দিলেন, তবে তাশাহ্হুদ শিক্ষার মত করে নয়। তা হলো ঃ "আল্লাহুম্মা বাইনা কুলূবিনা ওয়া আসলিহ্ যাতা বাইনিনা ওয়াহদিনা সুবুলাস্-সালামী ওয়া নাজ্জিনা মিনায্ যুলুমাতি ইলান্নূর। ওয়া জাননিব্নাল ফাওয়াহিশা মা যাহারা মিন্হা মা বাতানা ওয়া বারিক লানা ফী আসমাইনা ওয়া আবসারিনা ও ক্বালূবিনা ওয়া আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা ওয়া তুব 'আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্ তাওওয়াবুর রহীম। ওয়াজ্'আলনা শাকিরীনা লিনি'মাতিকা মুসনীনা বিহা ক্বাবিলীহা ওয়া আতিম্মাহা 'আলাইনা"।[৯৬৯]

দুর্বল।

٩٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ

[৯৬৯] ইবনু হিব্বান (অধ্যায় ঃ মাওয়ারিদ, হাঃ ২৪২৯, এবং ইহসান, হাঃ ৯৯২), হাকিম (১/২৬৫) ইমাম হাকিম বলেন, এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে এটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেননি। যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন। হায়সামী একে 'আল-মাজমা'উয যাওয়ায়িদে' উল্লেখ করে বলেন ঃ হাদীসটি ত্বাবারানী 'কাবীর ও আওসাত্বে' বর্ণনা করেছেন। কাবীরে বর্ণিত সানাদটি ভাল।

حَدِيث الأَعْمَش " إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ " .

– شاذ بزيادة " إِذَا قُلْتَ ... والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفاً عليه .

৯৭০। আল-ক্বাসিম ইবনু মুখায়মিরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আলক্বামাহ (র) আমার হাত ধরে বলেন, একবার 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﷺ তার হাত ধরে বললেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুল্লাহর হাত ধরে সলাতের তাশাহ্হুদ পাঠ শিখিয়েছেন। অতঃপর তিনি আ'মাশ (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত দু'আর অনুরূপ দু'আ শিক্ষা দেন। অতঃপর বললেন, যখন তুমি এ দু'আ পড়বে অথবা পড়া শেষ করবে তখন তোমার সলাত শেষ হবে। এরপর তুমি উঠে যেতে চাইলে উঠে যাবে নতুবা বসে থাকতে চাইলে বসে থাকবে।[৯৭০]

শায, এটুকু অতিরিক্ত যোগে ঃ "যখন তুমি এ দু'আ পড়বে...."। সঠিক হচ্ছে এটি ইবনু মাসউদের নিজস্ব বক্তব্য।

٩٧١ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ " . قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيهَا وَبَرَكَاتُهُ . " السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيهَا وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ . " وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

– صحيح .

৯৭১। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাশাহ্হুদ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করেন ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্-সলাওয়াতু ওয়াত ত্বায়্যিবাতু। আস্সালামু 'আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতাহু"। বর্ণনাকারী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার বলেন, "বারাকাতুহু" শব্দটি আমি নিজে সংযোজিত করেছি। "আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস সালিহীন, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার বলেন, এখানে "ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু" কথাটি আমি যোগ করেছি। "ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু"।[৯৭১]

সহীহ।

---

[৯৭০] আহমাদ (১/৪২২, হাঃ ৪০০৬)।

[৯৭১] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর রিজাল নির্ভরযোগ্য।

٩٧٢ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ فَلَمَّا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ . فَلَمَّا انْفَتَلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ فَلَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ أَنْتَ قُلْتَهَا . قَالَ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا . قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلاَتِكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " . لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ " وَبَرَكَاتُهُ " . وَلاَ قَالَ " وَأَشْهَدُ " . قَالَ " وَأَنَّ مُحَمَّدًا " .

– صحيح : م .

৯৭২। হিত্তান ইবনু 'আবদুল্লাহ আর-রাক্বাশী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) আমাদের সলাত পড়ালেন। সলাতের শেষ দিকে তিনি যখন বসলেন, তখন দলের একজন বললো, নেকী ও পবিত্রতা অর্জনের জন্যই সলাত। সলাত শেষে আবূ মূসা (রাঃ) লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে উপস্থিত লোকজন নীরব রইলো। তিনি পুনরায় বললেন, তোমাদের মধ্যকার কে এরূপ কথা বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখনও

লোকেরা চুপ রইলো। হিত্তান বললেন, তিনি আমাকে বললেন, হে হিত্তান ! সম্ভবত তুমিই একথাগুলো বলেছো। হিত্তান বললেন, না, আমি বলি নাই। অবশ্য আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, এজন্য আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন। হিত্তান বললেন, এক ব্যক্তি বললো, কথাগুলো আমিই বলেছি এবং শুধু ভাল উদ্দেশেই বলেছি। আবূ মূসা ﷺ বললেন, সলাতের মধ্যে কি বলতে হয় তাকি তোমরা অবহিত নও? একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে খুত্বাহ দিলেন। তাতে তিনি আমাদেরকে সলাতের পদ্ধতি ও সলাত শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা সলাত আদায়ের ইচ্ছা করলে প্রথমে কাতারসমূহ ঠিক করে নিবে। অতঃপর তোমাদের একজন ইমামতি করবে। ইমাম তাকবীর বললে, তোমরাও তাকবীর বলবে, ইমাম যখন "গাইরিল্ মাগ্দুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়ালীন" পড়লে তোমরা "আমীন" বলবে। তবেই আল্লাহ তা কবুল করবেন। ইমাম তাকবীর বলে রুকূ' করলে তোমরাও তাকবীর বলে রুকূ' করবে। কারণ ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকূ'তে যাবে এবং তোমাদের পূর্বেই রুকূ' হতে মাথা উঠাবে। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এটা তার বিকল্প। ইমাম "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বললে তোমরা তখন বলবে "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল্ হাম্দ্"। আল্লাহ তোমাদের একথা শুনবেন। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর নাবীর যবানীতে বলেছেন ঃ "সামি' আল্লাহু লিমান হামিদাহ্"। অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর বলে সাজদাহ্য় যাবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে সাজদাহ্ করবে। ইমাম তোমাদের আগে তাকবীর বলবে এবং আগে সাজদাহ্ করবে। একথা বলার পর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এটা সেটার বিকল্প। তাশাহহুদের বৈঠকে তোমাদের সর্বপ্রথম পড়তে হবে ঃ "আত্তাহিয়্যাতু তায়্যিবাতুস সাল্লাওয়াতু লিল্লাহি; আস্সালামু 'আলাইকা আয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুলাহি ও বারাকাতুহু। আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু"। ইমাম আহমাদ (র) স্বীয় বর্ণনাতে "বারাকাতুহু" ও "আশহাদু" শব্দদ্বয় উল্লেখ করেননি। তিনি "আন্না মুহাম্মাদান" কথাটি উল্লেখ করেছেন।[৯৭২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

৯৭৩ – حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ، يُحَدِّثُهُ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ " فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . وَقَالَ فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ زَادَ " وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ " .

– صحيح : م .

---

[৯৭২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতে তাশাহহুদ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বীক্ব, অনুঃ 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্' বলা, হাঃ ১০৬৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ তাশাহহুদ প্রসঙ্গে, হাঃ ৯০১), আহমাদ ৪/৩৯৩)।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَوْلُهُ " فَأَنْصِتُوا " . لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلاَّ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

৯৭৩। হিত্তান ইবনু 'আবদুল্লাহ আর-রাক্বাশী হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তার বর্ণনায় আরো রয়েছে, ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তখন তোমরা চুপ করে থাকবে। বর্ণনাকারী তাশাহ্হুদের "আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর পরে "ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু" কথাটি বৃদ্ধি করেছেন।

সহীহ ঃ মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, "আনসিতু" (চুপ করে থাকবে) কথাটি সংরক্ষিত নয়। এ হাদীসে বর্ণনাকারী সুলায়মান আত্-তাইমী ছাড়া অন্য কেউ তা উল্লেখ করেননি।[৯৭৩]

٩٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ " التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " .

- صحيح : م .

৯৭৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কুরআন শিক্ষার মত করেই তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুস সলাওয়াতুত ত্বায়্যিবাতু লিল্লাহি। আস্সালামু 'আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস সলিহীন। ওয়া আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ।[৯৭৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৯৭৩] এটি গত হয়েছে (৯৭২ নং)- এ।

[৯৭৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তাশাহহুদ সম্পর্কে), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ তাশাহহুদ সম্পর্কে, হাঃ ২৯০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আত-ত্বাতবীক্ব, হাঃ ১১৭৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ তাশাহহুদ সম্পর্কে, হাঃ ৯০০), আহমাদ (১/২৯২) সকলে লাইস হতে।

٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا فَابْدَءُوا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقُولُوا " التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى الْيَمِينِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ " .

- ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى كُوفِيُّ الأَصْلِ كَانَ بِدِمَشْقَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ دَلَّتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ .

৯৭৫। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, সলাতের মধ্যভাগে (দ্বিতীয় রাক'আতের তাশহহুদ বৈঠকে) অথবা সলাতের শেষ দিকে সালাম ফিরানোর পূর্বে তোমরা পাঠ করবে ঃ "আত্তাহিয়্যাতুত্ ত্বায়্যিবাতু ওয়াস্-সলাওয়াতু ওয়াল মুল্কু লিল্লাহি"। এরপর ডান দিকে সালাম ফিরাবে। অতঃপর ইমাম ও নিজেদের সালাম দিবে।

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সুলায়মান ইবনু মূসা কূফার অধিবাসী ছিলেন। তিনি দামেশ্‌ক শহরে বসবাস করতেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আরো বলেন, সুলায়মান ইবনু মূসার এ সহীফাহ প্রমাণ করে, আল-হাসান সামুরাহ (র) ইবনু জুনদুব ﷺ এর কাছে হাদীস শুনেছেন।[৯৭৫]

١٨٣- باب الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ - ১৮৩ ঃ তাশাহ্হুদ পড়ার পর নাবী ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ

٩٧٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَأَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ

[৯৭৫] এ সানাদটি দুর্বল, কেননা এতে মাজহুল ব্যক্তিবর্গ বিদ্যমান।

فَأَمَّا السَّلاَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

– صحيح : ق .

৯৭৬। কা'ব ইবনু 'উজরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বললাম অথবা লোকজন বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদেরকে আপনার উপর দরুদ ও সালাম পড়ার আদেশ করেছেন। সালাম পাঠের নিয়ম আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু আপনার উপর দরুদ কিভাবে পাঠ করবো ? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা বলো– " আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ"- (অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষন করুন যেরূপ রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীমের উপর। আপনি ইবরাহীমকে যেমন বরকত দান করেছেন তেমনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করুন। নিশ্চই আপনি প্রশংসিত ও মহান)।[৯৭৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩٧٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ " .

– صحيح : ق .

৯৭৭। শু'বাহ (র) বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ "সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা 'আলি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা"।[৯৭৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩٧٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

---

[৯৭৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাফসীর, সূরাহ আল-আহযাব, অনুঃ আল্লাহর বানী ঃ ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়িকাতাহু য়ুসাল্লুনা 'আল্লান্নাবী ইয়া আইয়ূ হাল্লাযিনা আমানু সল্লু 'আলায়হি ওয়া সাল্লিমূ তাসলিমা, হাঃ ৪৭৯৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তাশাহহুদের পর নাবী সাঃ-এর উপর দরূদ পাঠ)।

[৯৭৭] বুখারী ও মুসলিম, যা (৯৭৬ নং) হাদীসে গত হয়েছে।

Contents

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَمَا رَوَاهُ مِسْعَرٌ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ " . وَسَاقَ مِثْلَهُ .

– صحيح : ق .

৯৭৮। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা তার সানাদে ইবনু বিশ্‌র ও মিস্‌'আরের মাধ্যমে হাকাম হতে হাদীসটি বর্ণনার পর দরূদ পাঠ সম্পর্কে বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা 'আলি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"[৯৭৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি যুবাইর ইবনু 'আদী (র) ইবনু আবূ লায়লাহ (র) হতে মিস্‌'আরের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে শুধু "কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা " এর স্থলে "কামা সল্লাইতা 'আলা 'আলি ইবরাহীমা" কথাটি উল্লেখ করেছেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ মিস'আর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٩٧٩ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

– صحيح : ق .

৯৭৯। আবূ হুমাইদ আস-সাইদী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার উপর কিভাবে দরূদ পড়বো ? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা বলো ঃ "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আয্‌ওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি কামা সল্লাইতা 'আলা 'আলি ইবরাহীমা ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি কামা বারাকতা 'আলা 'আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। (অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততির উপর রহমত বর্ষণ করুন যেমনি ইবরাহীমের অনুসারী ও

[৯৭৮] বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দেখুন।

বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। এবং আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততির উপর বরকত নাযিল করুন যেমনি ইবরাহীমের অনুসারী ও বংশধরদের উপর বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চই আপনি প্রশংসিত ও মহান)।[৯৭৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩٨٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُولُوا " . فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ زَادَ فِي آخِرِهِ " فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

- صحيح : م .

৯৮০। আবূ মাস'উদ আল-আনসারী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনু 'উবাদাহ ﷺ এর মাজলিসে আমাদের নিকট আসলেন। তখন বাশীর ইবনু সা'দ ﷺ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পাঠের আদেশ করেছেন। আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়বো ? রসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা আক্ষেপ করতে ছিলাম যে, তাঁকে প্রশ্নটি না করাই ভাল ছিল। পরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা বলো ... অতঃপর বর্ণনাকারী কা'ব ইবনু 'উজরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে হাদীসের শেষাংশে শুধু "ফিল্ আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" কথাটুকু বৃদ্ধি করেছেন।[৯৮০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৯৭৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ আম্বিয়া, অনুঃ আবূ যার বর্ণিত হাদীস যমীনে সর্বপ্রথম কোন মাসজিদ স্থাপিত হয়েছে, হাঃ ৩৩৬৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ নাবী সাঃ-এর উপর দরূদ পাঠ)। উভয়ে মালিক হতে।

[৯৮০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ নাবী সাঃ-এর উপর দরূদ পাঠ), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ তাফসীর, অনুঃ সূরাহ আল-আহযাব, হাঃ ৩২২০, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, নাবী সাঃ-এর উপর দরূদ পাঠর নির্দেশ, হাঃ ১২৮৪) সকলে মালিক হতে।

٩٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ " .

- حسن .

৯৮১। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহমাদ ইবনু ইউনুস, যুহাইর, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব, মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনুল হারিস এবং মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদের মাধ্যমে 'উক্ববাহ ইবনু 'আমর ﷺ হতে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন, তোমরা বলো ঃ "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন নাবিইল উম্মীয়ি ওয়া 'আলা 'আলি মুহাম্মাদিন।"[৯৮১]

হাসান।

٩٨٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ يَسَارٍ الْكِلاَبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مُطَرِّفٍ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

- ضعيف .

৯৮২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন ঃ কেউ যদি আমাদের আহলি বাইতের উপর দরূদ পড়ার পুরো সওয়াব পেতে চায় সে যেন এভাবে বলে ঃ "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যি ওয়া আয্‌ওয়াজিহি উম্মাহাতিল মু'মিনীনা ওয়া যুর্‌রিয়াতিহি ওয়া আহলি বাইতিহি কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। (অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রী উম্মাহাতিল মু'মিনীন, তাঁর সন্তানাদি ও আহলি বাইতের উপর রহমাত বর্ষণ করুন যেমনি রহমাত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীমের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহান।"[৯৮২]

দুর্বল।

---

[৯৮১] আহমাদ (৪/১১৯) মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনুল হারিস হতে, এর সানাদ হাসান।

[৯৮২] বায়হাক্বী 'সুনান' (২/১৫১), বুখারী 'আত-তারীখ' (৩/৮৭), সুয়ূতী একে আদ-দুররে মানসূর (৫/২১৬) গ্রন্থে এবং তাবরীযী একে মিশকাত (হাঃ ৯৩২) গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এর সানাদে হিব্বান ইবনু ইয়াসার আল-কিলাবী রয়েছে। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু 'আদী বলেন ঃ হাদীসুহু ফীহি মা ফীহি। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, তবে সংমিশ্রন করতেন। আর আত-তাহযীব গ্রন্থে বলেন ঃ আন্নাহু ইখতালাফা ফীহি 'আলাইহি।

١٨٤ - باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৪ ঃ তাশাহ্হুদের পরে কি পাঠ করবে?

٩٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ " .

- صحيح : م .

৯৮৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সলাতের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ শেষ করবে তখন সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। (তা হলো) ঃ জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনাহ হতে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট হতে।[৯৮৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٩٨٤ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ " .

- حسن صحيح .

৯৮৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ সলাতে তাশাহ্হুদের পর বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা মিন 'আযাবি জাহান্নাম, ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযাবিল ক্বাবরি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দাজ্জাল, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি"। (অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের আযাব

[৯৮৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতে যেসব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা হবে), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ তাশাহহুদ সম্পর্কে, হাঃ ৯০৯), আহমাদ (২/২৩৭), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তাশাহহুদের পর দু'আ, হাঃ ১৩৪৪) সকলে যুহরী হতে।

হতে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব হতে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি দাজ্জালের ফিতনাহ হতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন ও মৃত্যুর ফিতনাহ হতে।)[৯৮৪]

হাসান সহীহ।

٩٨٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الأَدْرَعِ، حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلاَتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . قَالَ فَقَالَ " قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ " . ثَلاَثًا .

– صحيح .

৯৮৫। মিহজান ইবনুল আদরা' ﵁ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, এক ব্যক্তি সলাত শেষে তাশাহ্হুদ পড়ছে এবং সে এটাও পড়ছে যে, "হে আল্লাহ, হে একক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি, তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আপনি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" মিহজান ﵁ বলেন, লোকটির এ দু'আ শুনে নাবী ﷺ বললেন ঃ তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তিনি একথা তিনবার বললেন।[৯৮৫]

সহীহ।

١٨٥ – باب إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৫ ঃ নীরবে তাশাহ্হুদ পাঠ

٩٨٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، – يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ .

– صحيح .

[৯৮৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতে যেসব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা হবে) আবূ যুবাইর হতে ত্বাউস থেকে।

[৯৮৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ যিক্‌রের পর দু'আ, হাঃ ১৩০০), আহমাদ (৪/৩৩৮), ইবনু খুযায়মাহ (অনুঃ তাশাহহুদের পর সালামের পূর্বে ইসতিগফার করা, হাঃ ৭২৪) 'আবদুল ওয়ারিস হতে।

৯৮৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাশাহ্হুদ আস্তে পড়া সুন্নাত।[৯৮৬]

সহীহ।

١٨٦- باب الإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৬ ঃ তাশাহ্হুদের মধ্যে ইশারা করা

٩٨٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ . فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِه الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِه الْيُسْرَى .

- صحيح : م .

৯৮৭। 'আলী ইবনু 'আবদুর রহমান আল-মু'আবী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ আমাকে সলাতের মধ্যে নুড়ি পাথর দিয়ে অনর্থক নাড়াচাড়া করতে দেখলেন। অতঃপর যখন তার সলাত শেষ হলো তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে যা করতেন তুমিও তাই করবে। আমি বললাম, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে কি করতেন? তিনি বললেন, সলাতরত অবস্থায় তিনি যখন বসতেন তখন তাঁর ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর রাখতেন এবং সব আঙ্গুল বন্ধ করে রাখতেন আর বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের (শাহাদাত) অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন, আর বাম হাতের তালু বাম পায়ের উরুর উপর রাখতেন।[৯৮৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৯৮৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ নীরবে তাশাহহুদ পড়বে, হাঃ ২৯১, ইউনূস ইবনু বুকাইর হতে..। ইমাম তিরমিযী বলেন, ইবনু মাসউদের হাদীসটি হাসান ও গরীব। 'আলিমগণ এ হাদীস মোতাবেক 'আমাল করেন), হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করেছেন (২৩০) 'আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যিয়াদ হতে তিনি হাসান ইবনু 'উবাইদুল্লাহ হতে তিনি 'আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ হতে। ইমাম হাকিম বলেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ, তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[৯৮৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতে বৈঠক করার নিয়ম), মালিক (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জালসা বা বৈঠক করা, হাঃ ৪৮) উভয়ে মুসলিম ইবনু আবূ মারইয়াম হতে।

মাসআলাহ ঃ তাশাহহুদে আঙ্গুল উত্তোলন ও নাড়ানো

(১) নাবী (সাঃ) বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে দিতেন এবং ডান হাতের সবগুলো আঙ্গুল মুষ্ঠিবদ্ধ করে তর্জনী দ্বারা ক্বিবলাহ্র দিকে ইঙ্গিত করতেন এবং এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। [মুসলিম, আবূ 'আওয়ানাহ ও ইবনু খুযাইমাহ। হাদীসটি হুমাইদী স্বীয় মুসনাদে- (১৩১/১) এবং আবূ ই'য়ালা (২৭৫/১)

ইবনু 'উমার থেকে সহীহ সানাদে এ বর্ধিত অংশটুকু বর্ণনা করেন যে, "এটি শাইত্বানকে আঘাতকারী, কেউ যেন এমনটি করতে না ভুলে, (এই বলে) হুমাইদী স্বীয় অঙ্গুলি খাড়া করলেন, হুমাইদী বলেন, মুসলিম ইবনু আবূ মারইয়াম বলেছেন, আমাকে জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি স্বপ্নে নাবীগণকে সিরিয়ার এক গীর্জায় স্বাকারে সলাত আদায় অবস্থায় এমনটি করতে দেখেছেন (এই বলেন) হুমাইদী স্বীয় অঙ্গুলি উঠান।" আলবানী (রহঃ) বলেন, এটি একটি দুষ্প্রাপ্য অজানা উপকারী তথ্য, এর সানাদ ঐ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সহীহ]

(২) **অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা কালে কখনও তিনি (সাঃ) বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মধ্যমার উপর রাখতেন**। (মুসলিম ও আবূ 'আওয়ানাহ)

(৩) **নাবী (সাঃ) কখনো উক্ত অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা গোলাকৃতি করতেন এবং অঙ্গুলি উঠিয়ে নাড়ানো পূর্বক দু'আ করতেন**। [আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনুল জারূদ 'আল-মুনতাক্বা' (২০৮), ইবনু খুযাইমাহ (১/৮৬/১-২), সহীহ ইবনু হিব্বান (৪৮৫) সহীহ সানাদে। ইবনু মুলাক্বিন একে সহীহ বলেছেন (২৮/২)। অঙ্গুলি নাড়ানোর হাদীসের পক্ষে ইবনু 'আদীতে সাক্ষ্যমূলক বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে (২৮৭/১)। 'উসমান ইবনু মুকসিম বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেন, তিনি এমন পর্যায়ের যঈফ রাবী যার হাদীস লিখা যাবে। হাদীসের শব্দ 'এর মাধ্যমে দু'আ করতেন' এর মর্ম সম্পর্কে ইমাম ত্বাহাবী বলেন, এতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, এটি সলাতের শেষাংশে ছিল]

(৪) **নাবী (সাঃ) বলতেন ঃ এটি (তর্জনী) শাইত্বানের বিরুদ্ধে লোহা অপেক্ষা কঠিন**। [আহমাদ, বাযযার, আবূ জা'ফার, বাখতূরী 'আল-আমালী' (৬০/১), ত্বাবারানী 'আদ্‌দু'আ' (ক্বাফ৭৩/১), 'আবদুল গনী মাক্বসিদী 'আস-সুনান' (১২/২) হাসান সানাদে, রুইয়ানী তার মুসনাদ (২৪৯/২) এবং বায়হাক্বী]

(৫) **নাবী (সাঃ) এর সাহাবীগণ (এটা পরিত্যাগের উপরে) একে অপরকে জবাবদিহি করতেন অর্থাৎ অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করার বেলায় তারা এমনটি করতেন**। [ইবনু আবূ শায়বাহ (২/১২৩/২) হাসান সানাদে]

(৬) **নাবী (সাঃ) উভয় তাশাহহুদেই এই 'আমাল করতেন**। (নাসায়ী ও বায়হাক্বী সহীহ সানাদে)

(৭) **নাবী (সাঃ) এক ব্যক্তিকে দুই অঙ্গুলি দিয়ে দু'আ করতে দেখে বললেন ঃ একটি দিয়ে কর, একটি দিয়ে কর এবং তর্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করলেন**। [ইবনু আবূ শায়বাহ (১২/৪০/১, ২/১২৩/২), নাসায়ী, ইমাম হাকিম একে সহীহ প্রমাণ করেছেন এবং ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং এর সাক্ষ্যমূলক বর্ণনা ইবনু আবূ শায়বাহ্‌র নিকট রয়েছে]

এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও পর্যালোচনা ঃ

ইমাম নাববী বলেন ঃ তাশাহহুদের 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় ইশারা করতে হবে। সুবুলুস সালাম প্রণেতা বলেন ঃ বায়হাক্বীর বর্ণনানুসারে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার সময় এরূপ করতে হবে। আল্লামা ত্বীবী ইবনু 'উমার বর্ণিত একটি হাদীসের বরাত দিয়ে বলেন ঃ 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় ইশারা করতে হবে, যাতে কথায় ও কাজে তাওহীদের সামঞ্জস্য হয়ে যায়। মোল্লা 'আলী ক্বারী হানফী বলেন ঃ হানাফী মতে 'লা ইলাহা' বলার সময় তর্জনী আঙ্গুল তুলতে হবে এবং 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় তা রেখে দিতে হবে। **আল্লামা 'আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন ঃ ঐসব মতের কোনটারই প্রমাণে আমি কোন সহীহ হাদীস পাইনি**। (দেখুন, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২৪২)

উল্লেখ্য, শাফিঈদের মতে ঃ 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় আঙ্গুল দিয়ে একবার ইশারা করতে হবে। মালিকীদের মতে ঃ আত্তাহিয়্যাতুর শুরু থেকে সালাম পর্যন্ত আঙ্গুলটিকে ডানে ও বামে নাড়াতে হবে। আর হাম্বালীদের মতে ঃ যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ হবে তখন আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে, কিন্তু তা নাড়াবে না। (দেখুন, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭০, আইনী তুহফা)

সলাতুর রসূল (সাঃ) গ্রন্থে রয়েছে ঃ তাশাহহুদের বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলো বাম হাঁটুর প্রান্ত বরাবর ক্বিবলাহ্‌মুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এবং ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ থাকবে এবং শাহাদাত

অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে- (মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৬, ৯০৭)। সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত ইশারা করতে থাকবে- (মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৭-৯০৮, আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারিমী)। ইশারার সময় আঙ্গুল সামান্য হেলিয়ে উঁচু রাখা যায়- (নাসাঈ হা/১২৭৫)। একটানা নাড়াতে গেলে এমন দ্রুত নাড়ানো উচিত নয়, যা পাশের মুসল্লীর দৃষ্টি কেড়ে নেয়- (মুত্তাঃ মিশকাত হা/৭৫৭, মিরআত ১/৬৬৯)। 'আশহাদু' বলার সময় আঙ্গুল উঠাবে ও 'ইল্লাল্লা-হু' বলার সময় আঙ্গুল নামাবে' বলে যে কথা চালু আছে তার কোন ভিত্তি নেই- (তাহক্বীক্ব মিশকাত অনুঃ 'তাশাহহুদ' হা/৯০৬, টিকা নং ২)। মুসল্লীর নযর ইশারা বরাবর থাকবে। তার বাইরে যাবে না- (আহমাদ, আবূ দাউদ, মিশকাত হা/৯১১, ৯১২, ৯১৭)।

*** হাফিয ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ) বলেন ঃ** রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাশাহহুদের জন্য বসতেন, তখন বাম উরুর উপর বাম হাত এবং ডান উরুর উপর ডান হাত রাখতেন। ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ক্বিবলাহ্‌র দিকে ইংগিত করতে থাকতেন। এ সময় আঙ্গুলটি পুরোপুরি দাঁড় করাতেন না, আবার নিচু করেও রাখতেন না, বরং উপরের দিকে ঈষৎ উঠিয়ে রাখতেন এবং নাড়াতে থাকতেন। বুড়ো আঙ্গুল মধ্যমার উপর রেখে একটা বৃত্তের মতো বানাতেন আর শাহাদাত আঙ্গুল (তর্জনী) উঁচিয়ে দু'আ করতে থাকতেন এবং সেটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতেন। এ সময় বাম উরুর উপর বাম হাত বিছিয়ে রাখতেন। (দেখুন, যাদুল মা'আদ)

তিনি দুই সাজদাহর মাঝখানের বৈঠকেও অনুরূপ করতেন। তিনি শাহাদাত অঙ্গুলি উপরের দিকে উঠিয়ে দু'আ পড়তে থাকতেন এবং সেটিকে নাড়াতেন। এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ)।

আবূ দাউদে 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর থেকে এ সম্পর্কে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তাতে 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'আ পড়ার সময় শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করতে থাকতেন, নাড়াতেন না।"

এই 'নাড়াতেন না' কথাটি পরবর্তীতে কেউ (কোন বর্ণনাকারী) বাড়িয়ে বলেছেন বলে মনে হয়। কারণ এ কথাটুকুর বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থেও 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি এই বর্ধিতাংশ অর্থাৎ 'নাড়াতেন না' কথাটি উল্লেখ করেননি। বরং তাতে তিনি এভাবে বলেছেন ঃ "রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সলাতে বসতেন তখন বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর রাখতেন। ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং তর্জনী দিয়ে ইশারা করতেন।" আবূ দাউদের হাদীসে যে 'নাড়াতেন না' কথাটি আছে, সেটা এখানে নেই। তাছাড়া আবূ দাউদের হাদীসের এই 'নাড়াতেন না' কথাটি যে সলাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে কথা বলা হয়নি। এক্ষেত্রে ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ)-এর হাদীস মজবুত ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। তাছাড়া আবূ হাতিম তাঁর সহীহ সংকলনে বলেছেন, এটি সহীহ হাদীস।

*** শায়খ 'আবদুল 'আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন ঃ** মুসল্লীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে তাশাহহুদের সময় ডান হাতের অঙ্গুলিগুলো মুষ্ঠিবদ্ধ করবে এবং দু'আকালে তাওহীদের ইশারা স্বরূপ তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে ও হালকাভাবে নাড়াবে। (দেখুন, ফাতাওয়াহ শায়খ বিন বায, ১১/১৮৫)

*** শায়খ সালিহ আল-উসাইমিন (রহঃ) বলেছেন ঃ** তর্জনী আঙ্গুল নাড়ানো শুধুমাত্র দু'আর সময় হবে। পুরো তাশাহহুদে নয়। যেমনটি হাদীসে এসেছে ঃ "তিনি তা নাড়াতেন ও দু'আ করতেন।"- (ফাতহুর রব্বানী-, ৩/১৪৭, সানাদ হাসান)। এর কারণ হচ্ছে ঃ দু'আ আল্লাহর কাছেই করা হয়। আর মহান আল্লাহ আসমানে আছেন। তাই তাঁকে আহবান করার সময় উপরে আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করবে। আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা কি নিরাপদে আছো সেই সত্ত্বা থেকে যিনি আসমানে আছেন..."- (সূরাহ মুলক ঃ আয়াত ১৬-১৭)। নাবী (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে কর না? অথচ যিনি আসমানে আছেন আমি তাঁর আমানতদার"- (বুখারী ও মুসলিম)। এ কারণে নাবী (সাঃ) বিদায় হাজ্জে খুত্ববাহ্‌ প্রদান করে বলেন, "আমি কি পৌঁছিয়েছি?" তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি আসমানের দিকে আঙ্গুল উঠালেন এবং লোকদের দিকে আঙ্গুলটিকে ঘুরাতে থাকলেন

এবং বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে অবস্থান করেন। এ বিষয়টি বিবেক যুক্তি ও ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত। এ ভিত্তিতে আপনি যখনই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকবেন তাঁর কাছে দু'আ করবেন, তখনই আসমানের দিকে তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করবেন এবং তা নাড়াবেন। আর অন্য অবস্থায় তা স্থির রাখবেন।

এখন আমারা অনুসন্ধান করি তাশাহহুদে দু'আর স্থানগুলো ঃ (১) আস্‌সালামু 'আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। (২) আস্‌সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস্ সলিহীন। (৩) আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ। (৪) আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ। (৫) আ'উযুবিল্লাহি মিন 'আযাবি জাহান্নাম। (৬) ওয়া মিন 'আযাবিল ক্বাবরি। (৭) ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাত। (৮) ওয়া মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল। এ আটটি স্থানে আঙ্গুল নাড়াবে এবং তা আকাশের দিকে উত্থিত করবে। এগুলো ছাড়া অন্য কোন দু'আ পাঠ করলেও আঙ্গুল উপরে উঠাবে। কেননা দু'আ করলেই আঙ্গুল উপরে উঠাবে। (দেখুন, ফাতাওয়াহ আরকানুল ইসলাম, ২৫৪ নং প্রশ্নের জবাব)

*** শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ** সুন্নাত হলো সালাম ফিরানো পর্যন্ত আঙ্গুলের ইঙ্গিত ও দু'আ চালু রাখা, কেননা দু'আর ক্ষেত্র সালামের পূর্বে, এটি ইমাম মালিক ও অন্যান্যদের গৃহিত মতও বটে। ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ সলাতে কি মুসল্লী ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কঠিনভাবে। এটি ইবনু হানি স্বীয় মাসায়িলি আনিল ইমাম আহমাদ গ্রন্থে (৮০ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেছেন।

আমি বলতে চাই ঃ এথেকে প্রমাণিত হয় যে, তাশাহহুদে আঙ্গুলি নাড়ানো নাবী (সাঃ) থেকে সুসাব্যস্ত সুন্নাত। যার উপরে ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য হাদীসের ইমামগণ আমল করেছেন। অতএব যেসব লোকেরা এ ধারণা পোষণ করেন যে, এটি সলাতের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ অনর্থক কাজ এবং এ কারণে সাব্যস্ত সুন্নাত জানা সত্ত্বেও অঙ্গুলি নাড়ায় না- উপরন্তু আরবী বাকভঙ্গির বিপরীত ব্যাখ্যার অপচেষ্টা চালায় যা ইমামগণের বুঝেরও বিপরীত, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাদের কেউ এই মাসআলাটি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে হাদীস বিরোধী কথায় ইমামের সাফাই গায় এই যুক্তিতে যে, ইমামের ভুল ধরা তাকে দোষারোপ ও অসম্মান করার নামান্তর। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা সে কথা ভুলে গিয়ে এই সুসাব্যস্ত ও প্রমাণিত হাদীস পরিত্যাগ করে এবং এর উপর 'আমালকারীদেরকে বিদ্রূপ করে। অথচ সে জানুক বা না জানুক তার এ বিদ্রূপ ঐসব ইমামদেরকেও জড়াচ্ছে যাদের বেলায় তার অভ্যাস হলো বাত্বিল দ্বারা হলেও তাদের সাফাই গাওয়া। বস্তুত এক্ষেত্রে তাঁরা (ঐসব ইমামগণ) সুন্নাত সম্মত কথাই বলেছেন। বরং তার এ বিদ্রূপ স্বয়ং নাবী (সাঃ) পর্যন্ত গড়াচ্ছে। কেননা তিনিই তো আমাদের নিকট এটি নিয়ে এসেছেন। অতএব এটিকে কটাক্ষ করা মুলতঃ তাঁকে কটাক্ষ করাই নামান্তর। **আর ইঙ্গিত করার পরেই আঙ্গুল নামিয়ে ফেলা অথবা 'লা' বলে উঠানো এবং 'ইল্লাল্লাহু' বলে নামানো- হাদীসে এগুলোর কোনই প্রমাণ নেই।** বরং ("নাবী (সাঃ) আঙ্গুল উঠিয়ে তা নাড়ানোর মাধ্যমে দু'আ করতেন"- সহীহ সানাদে বর্ণিত) **এ হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী তা হাদীস বিরোধী কাজ।** এমনিভাবে যে হাদীসে আছে যে, **তিনি অঙ্গুলি নাড়াতেন না- এ হাদীস সানাদের দিক থেকে সাব্যস্ত নয়।** যেমন আমি তা যঈফ আবূ দাউদে তদন্ত সাপেক্ষে প্রমাণ করেছি। **আর যদি সাব্যস্ত ধরেও নেয়া হয় তথাপি এটি হচ্ছে না বোধক। হাঁ বাচক না বাচকের উপর প্রাধান্যযোগ্য-** যা আলিম সমাজে জানা-শুনা বিষয়। সুতরাং অস্বীকারকারীদের কোন প্রমাণ অবশিষ্ট থাকলো না। (দেখুন, সিফাতু সলাতিন্ নাবী- সাঃ)

٩٨٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ . وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

– صحيح : م .

৯৮৮। 'আমির ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) তার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে (তাশাহ্হুদ) বৈঠকে তাঁর বাম পা ডান উরু ও নলার নীচে রাখতেন এবং ডান পা বিছিয়ে দিতেন, বাম হাত বাম হাটুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন ও (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। বর্ণনাকারী 'আফ্ফান বলেন, 'আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যিয়াদ আমাদেরকে শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করে দেখিয়েছেন।[৯৮৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٩٨٩ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا .

– ضعيف .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو كَذَلِكَ وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى

– صحيح .

৯৮৯। 'আবদুল্লাহ ইব্নুয যুবাইর ﷺ বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ সলাতে দু'আ পাঠকালে আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন, অবশ্য আঙুল নাড়তেন না।

দুর্বল।

---

[৯৮৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতে বৈঠক করার নিয়ম) মুহাম্মাদ ইবনু মা'মার ইবনু রবঈ আত-তায়মী হতে ইবনু যিয়াদ থেকে।

ইবনু জুরাইজ বলেন, 'আমর ইবনু দীনারের বর্ণনায় একথাও আছে যে, 'আমির তাকে জানান যে, তার পিতা 'আবদুল্লাহ ﷺ নাবী ﷺ -কে দু'আর সময় আঙুল দ্বারা ইশারা করতে দেখেছেন এবং তখন তিনি তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন।[৯৮৯]

সহীহ।

٩٩٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ . وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ أَتَمُّ .

– حسن صحيح .

৯৯০। 'আমির ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (র) তার পিতার সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, নাবী ﷺ-এর দৃষ্টি (শাহাদাত আঙুলের) ইশারাকে অতিক্রম করতো না। আর হাজ্জাজ বর্ণিত হাদীসটি অধিক পরিপূর্ণ।[৯৯০]

হাসান সহীহ।

٩٩١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، – يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ – حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ، – مِنْ بَنِي بُجَيْلَةَ – عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا .

– ضعيف .

৯৯১। মালিক ইবনু নুমাইর আল-খুযাঈ (র) তার পিতা হতে বর্ণনা করে যে, তিনি বলেছেন, আমি নাবী ﷺ -কে সলাতে তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে শাহাদাত আঙুল অর্ধনমিত অবস্থায় উচিয়ে রাখতে দেখেছি।[৯৯১]

দুর্বল।

---

[৯৮৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ বাম হাত হাঁটুর উপর বিছিয়ে দেয়া, হাঃ ১২৬৯), বায়হাক্বী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা, ২/১৩১, ১৩২), তাবরীযী একে 'মিশকাত' গ্রন্থে সলাত অধ্যায়ে তাশাহহুদ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন (হাঃ ৯১২)।

[৯৯০] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ ইশারা করার সময় দৃষ্টি রাখার স্থান, হাঃ ১২৭৪), আহমাদ (৩/৪) উভয়ে ইয়াহইয়া হতে।

[৯৯১] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ ইশারার সময় তর্জনী অঙ্গুলি অর্ধনমিত করা, হাঃ ১৯৭৩)। এর সানাদে মালিক ইবনু নুমাইর আল-খুযাঈ রয়েছে। তার সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাঁক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ মাক্ববূল।

١٨٧- باب كَرَاهِيَةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৮৭ ঃ সলাতরত অবস্থায় হাতের উপর ঠেস দেয়া মাকরূহ

٩٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّويَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ . وَقَالَ ابْنُ شَبُّويَةَ نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ فِي الصَّلاَةِ . وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ . وَذَكَرَهُ فِي بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلاَةِ

- صحيح إلا اللفظ االأخير، فإنه منكر .

৯৯২। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বাল (র) এর বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তি সলাতে হাতের উপর ঠেস দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। ইবনু শাব্বুয়াহ এর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি সলাতে কাউকে হাতের উপর ঠেস দিতে নিষেধ করেছেন। ইবনু রাফি' এর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি কাউকে হাতের উপর ঠেস দিয়ে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন "আর-রাফ্'উ মিনাস্-সুজুদ" অনুচ্ছেদে। ইবনু 'আবদুল মালিক বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সলাতে উঠার সময় হাতের উপর ভর দিতে নিষেধ করেছেন।[৯৯২]

সহীহ ঃ তবে শেষ অংশটুকু বাদে। কেননা তা মুনকার।

٩٩٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ، يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ .

- صحيح .

---

[৯৯২] আহমাদ (২/১৪৭), বায়হাক্বী 'সুনান' (২/১৩৫), আবূ দাউদ হতে আহমাদ ইবনু হাম্বাল থেকে। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। আর মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল মালিকের আল-গাযযালের শব্দ সন্দেহজনক যেমন বায়হাক্বী বলেছেন।

৯৯৩। ইসমাঈল ইবনু উমাইয়াহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফি' (র) -কে এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতে প্রবেশ করিয়ে সলাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ বলেছেন, এটা হলো অভিশপ্ত লোকদের সলাত।[৯৯৩]

সহীহ।

٩٩٤ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، – وَهَذَا لَفْظُهُ – جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَتَّكِئُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلاَةِ – وَقَالَ هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ سَاقِطًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا – فَقَالَ لَهُ لاَ تَجْلِسْ هَكَذَا فَإِنَّ هَكَذَا يَجْلِسُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ .

– حسن .

৯৯৪। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে সলাতে বসা অবস্থায় তার বাম হাতের উপর ভর করে থাকতে দেখলেন। হারূন ইবনু যায়িদ বর্ণনা করেন, সে বাম পাশে পড়ে আছে। হাদীসের বাকী অংশ তারা উভয়ে একইরূপ বর্ণনা করেছেন। (তা হলো) ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ লোকটিকে বললেন, এভাবে বসবে না। কারণ যাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে তারাই এভাবে বসে।[৯৯৪]

হাসান।

١٨٨ – باب فِي تَخْفِيفِ الْقُعُودِ

অনুচ্ছেদ-১৮৮ ঃ (প্রথম) বৈঠক সংক্ষেপ করা

٩٩٥ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ . قَالَ قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ .

– ضعيف .

---

[৯৯৩] ইরওয়াউল গালীল (৩৮০)।
[৯৯৪] আহমাদ (২/১১৬) এর সানাদ মুসলিমের শর্তে ভাল (জাইয়্যিদ)।

৯৯৫। আবূ 'উবায়দাহ (র) তার পিতা (ইবনু মাস'উদ) হতে নাবী ﷺ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি সলাতের প্রথম দুই রাক'আতে এরূপে বসতেন যেন গরম পাথরের উপর বসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, তিনি দাঁড়ানো পর্যন্ত? তিনি বললেন, হাঁ, দাঁড়ানো পর্যন্ত।[৯৯৫]

দুর্বল।

١٨٩- باب فِي السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ-১৮৯ ঃ সালাম ফিরানো

٩٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ - عَنْ شَرِيكٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ، إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " .

- صحيح : م باختصار .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ شُعْبَةُ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ - حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ - أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا .

৯৯৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ 'আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহ" বলে ডান দিকে এবং "আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলে বাম দিকে সালাম ফিরাতেন। এ সময় তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো।

সহীহ ঃ মুসলিম সংক্ষেপে।

---

[৯৯৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ প্রথম দুই রাক'আতের পর বসার পরিমাণ, হাঃ ৩৩৬, ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ এই হাদীসটি হাসান, কিন্তু আবূ 'উবাইদহি তার পিতা হতে শুনেননি)।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, শু'বাহ (র) আবূ ইসহাক্বের বর্ণনাকে নাবী ﷺ -এর হাদীস হওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৯৯৬]

٩٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ " . وَعَنْ شِمَالِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " .

– صحيح : م .

৯৯৭। 'আলক্বামাহ ইবনু ওয়াইল (র) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নাবী ﷺ -এর সাথে সলাত আদায় করেছি। তিনি ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় বলতেন "আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" এবং বাঁ দিকে সালাম ফিরানোর সময় বলতেন "আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ"।[৯৯৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٩٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ " مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَرْمِي بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ أَلاَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَنْ يَقُولَ هَكَذَا " . وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ " يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ " .

– صحيح : م .

৯৯৮। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে সলাত আদায়কালে আমাদের কেউ সালাম ফিরাতো এবং হাত দ্বারা তার ডানে ও বামে ইশারা করতো। সলাত শেষে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কোন এক ব্যক্তির কি হলো যে, সে সালাম ফিরাতে

---

[৯৯৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ সলাতের সালাম ফিরানো সম্পর্কে, হাঃ ২৯৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ ডান দিকে সালাম ফিরানো, হাঃ ১৩২৪), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সালাম ফিরানো, হাঃ ৯১৪), আহমাদ (১/৩৯০, ৪০৮) আবূ ইসহাক্ব হতে আবূল আহওয়াস থেকে।

[৯৯৭] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এরূপে হাতের ইশারা করে, যেন তা দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। এটাই তোমাদের প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট অথবা এটাই কি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট নয় যে, সে তার ডান ও বাম দিকের ভাইকে এভাবে সালাম বলবে। তিনি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।[৯৯৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

৯৯৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ " أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدَهُمْ - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ " .

- صحيح : م .

৯৯৯। একই সানাদে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস মিস'আর (র) হতেও বর্ণিত হয়েছে। নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কারো জন্য কি যথেষ্ট নয় অথবা তাদের কারো জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, সে উরুর উপর হাত রেখে তার ডান ও বাম দিকের ভাইদের সালাম বলবে?[৯৯৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٠٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ رَافِعُو أَيْدِيهِمْ - قَالَ زُهَيْرٌ أُرَاهُ قَالَ - فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ " .

- صحيح : م .

১০০০। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। এ সময় লোকেরা হাত উত্তোলিত অবস্থায় ছিল। আ'মাশের বর্ণনায় রয়েছে ঃ "সলাতরত অবস্থায়"। নাবী ﷺ বললেন ঃ কি ব্যাপার ! আমি তোমাদের দুষ্ট ঘোড়ার লেজের ন্যায় হাত উঠানো অবস্থায় দেখছি। তোমরা সলাতে ধীরস্থির থাকো।[১০০০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৯৯৮] পূর্বের হাদীস দেখুন।

[৯৯৯] আবূ দাউদ।

[১০০০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ শান্তভাবে সলাত আদায়), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতে হাত দিয়ে সলাম দেয়া প্রসঙ্গে, হাঃ ১১৮৩), আহমাদ (৫/১০১) সকলে আ'মাশ হতে।

١٩٠– باب الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ-১৯০ ঃ ইমামের সালামের জবাব দেয়া প্রসঙ্গে

١٠٠١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَرُدَّ عَلَى الإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ .

– ضعيف .

১০০১। সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন ইমামের সালামের জবাব দিতে, পরস্পরকে ভালোবাসতে এবং একে অন্যকে সালাম দিতে।[১০০১]

দুর্বল।

١٩١– باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৯১ ঃ সলাতের পরে তাকবীর বলা প্রসঙ্গে

١٠٠٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ يُعْلَمُ انْقِضَاءُ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ .

– صحيح .

১০০২। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সলাতের সমাপ্তি জানা যেতো তাকবীর দ্বারা।[১০০২]

সহীহ।

[১০০১] হাকিম (১/২৭০), বায়হাক্বী ‘সুনান’ (২/১৮১) সাঈদ ইবনু বাশীর হতে। ইমাম হাকিম বলেন ঃ ‘সানাদ সহীহ। সাঈদ ইবনু বাশীর স্বীয় যুগে সিরিয়া অধিবাসীদের ইমাম। তবে বুখারী ও মুসলিম তার থেকে বর্ণনা করেননি। কেননা আবূ মিসহার তাকে স্মৃতি বিভ্রাটের কারনে দোষী করেছেন।’ ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী বলেন ঃ এপত প্রশ্ন রয়েছে। কারণ সানাদের এই সাঈদকে জমহুর ইমামগণ দুবর্ল বলেছেন। আর স্বয়ং ইমাম যাহাবীও তাকে ‘আয-যু‘আফা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ঃ শু‘বাহ তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন, তার মধ্যে শিথিলতা আছে। ইমাম নাসায়ী বলেন ঃ তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার ভুল নিকৃষ্ট (ফাহিশুল খাতয়ি)। অতঃপর শায়খ আলবানী বলেন ঃ এ হচ্ছে ফাসাদপূর্ণ দোষ, যা শু‘বাহ কর্তৃক বিশ্বস্ত আখ্যায়িত করণের উপর অগ্রগামী ও প্রাধান্যযোগ্য। সেজন্যই হাফিয ‘আত-তাক্বরীব’ গ্রন্থে তাকে ‘দুর্বল’ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। (দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, হা/৩৬৯)

[১০০২] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সলাতের পর যিক্‌র, হাঃ ৮৪২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতের পর যিক্‌র)।

١٠٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَأَسْمَعُهُ .

- صحيح : ق .

১০০৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে লোকেরা ফার্‌য সলাত শেষে উচ্চস্বরে তাকবীর বলতো। ইবনু 'আব্বাস ﷺ বলেন, এভাবে উচ্চস্বরে তাকবীর বলা শুনে আমি বুঝতে পারতাম যে, লোকদের সলাত সমাপ্ত হয়েছে।[১০০৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٩٢ - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

অনুচ্ছেদ-১৯২ ঃ সালাম সংক্ষিপ্ত করা

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " حَذْفُ السَّلاَمِ سُنَّةٌ " .

- ضعيف .

قَالَ عِيسَى نَهَانِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَيْرٍ عِيسَى بْنَ يُونُسَ الْفَاخُورِيَّ الرَّمْلِيَّ قَالَ لَمَّا رَجَعَ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ مَكَّةَ تَرَكَ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نَهَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ رَفْعِهِ .

১০০৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ সালাম সংক্ষিপ্ত করাকে সুন্নাত বলেছেন। ঈসা (র) বলেন, ইবনুল মুবারক (র) আমাকে এ হাদীস নাবী ﷺ এর বাণীরূপে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।[১০০৪]

দুর্বল।

[১০০৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সলাতের পর যিক্‌র, হাঃ ৮৪১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতের পর যিক্‌র)।

[১০০৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সালাম খুব লম্বা করে টানবে না, হাঃ ২৭৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ), আহমাদ (২/৫৩২), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৭৩৪)। সকলে আওযাঈ হতে। সানাদের কুররাহ ইবনু দআবদুর রহমান সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ সত্যবাদী, কিন্তু বহু মুনকার বর্ণনা আছে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি আবূ উমাইর ঈসা ইবনু ইউনুস ইল-ফাখূরী আর-রামলী (র)-কে বলতে শুনেছি, আল-ফিরয়াবী মাক্কাহ হতে প্রত্যাবর্তনের পর এটি নাবী ﷺ -এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করা ত্যাগ করেছেন এবং বলেছেন, ইমাম আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বাল (র) তাকে এ হাদীস নাবী ﷺ -এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।

١٩٣– باب إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلاَتِهِ يَسْتَقْبِلُ

অনুচ্ছেদ-১৯৩ ঃ সলাতরত অবস্থায় বায়ু নির্গত হলে পুনরায় উযু করে সলাত আদায় করা

١٠٠٥ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ " .

– ضعيف .

১০০৫। 'আলী ইবনু ত্বালক্ব ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাতরত অবস্থায় তোমাদের কেউ বায়ু নিঃসরণ করলে সে যেন উঠে গিয়ে উযু করে পুনরায় সলাত আদায় করে।[১০০৫]

দুর্বল।

١٩٤– باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

অনুচ্ছেদ-১৯৪ ঃ ফারয সলাত আদায়ের স্থানে নাফল সলাত আদায় প্রসঙ্গে

١٠٠٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ " . قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ " أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ " . زَادَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ " فِي الصَّلاَةِ " . يَعْنِي فِي السُّبْحَةِ .

– صحيح .

১০০৬। আবূ হুরাইরাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কি ফারয সলাত আদায়ের পর সামনে এগিয়ে বা পিছনে সরে অথবা ডানে বা বাম সরে

[১০০৫] এটি গত হয়েছে (২০৫ নং)- এ।

নাফ্ল সলাত আদায় করতে অপারগ? হাম্মাদ (র) বর্ণিত হাদীসে আছে, ফার্য সলাত আদায়ের পর।[১০০৬]

সহীহ।

١٠٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ فَقَالَ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ - أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلاَةِ - مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصَّلاَةِ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصَّلاَةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ . فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ فَقَالَ " أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ " .

- ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ قِيلَ أَبُو أُمَيَّةَ مَكَانَ أَبِي رِمْثَةَ .

১০০৭। আল-আযরাক্ব ইবনু ক্বায়স (রহ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের ইমাম আবূ রিমসা ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। তিনি বললেন, এ সলাত বা এরূপ সলাত আমরা নাবী ﷺ -এর সাথে আদায় করেছি। তিনি আরো বললেন, আবূ বাক্র ও 'উমার ﷺ সামনের কাতারে নাবী ﷺ -এর ডান পাশে দাঁড়াতেন। উক্ত সলাতে এমন এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলো যিনি প্রথম তাকবীরেই সলাতে শামিল হতে পেরেছিলেন। নাবী ﷺ সলাত আদায় করে তাঁর ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরালেন। আমরা তাঁর গলার শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। যেমন আবূ রিমসা উঠে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ তিনি নিজের কথাই বললেন। এ সময় প্রথম তাকবীরসহ সলাত পাওয়া ব্যক্তি দু' রাকআত নাফ্ল সলাত আদায়ের জন্য উঠে দাঁড়ালে 'উমার তার দিকে ছুটে গিয়ে তার দুই কাঁধ ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, বসো। কেননা আহলে কিতাবগণ এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তারা ফার্য ও নাফ্ল সলাতের মাঝে কোন ব্যবধান করতো না। নাবী ﷺ সেদিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে দিয়ে সঠিক কাজ করিয়েছেন।[১০০৭]

দুর্বল।

[১০০৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ নাফ্ল সলাত সম্পর্কে, হাঃ ১৪২৭), আহমাদ (২/৪২৫)।

[১০০৭] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বায়হাক্বীও বর্ণনা করেছেন (২/১৯০) আবূ দাউদের সূত্রেই, এবং হাকিম (১/২৭০) আবূ দাউদ সূত্রে এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ,

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, কোন বর্ণনায় আবূ রিমসা ﷺ এর স্থলে আবূ উমাইয়াহ্‌র ﷺ কথা রয়েছে।

١٩٥- باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯৫ ঃ দুই সাহ্‌উ সাজদাহ্‌ সম্পর্কে

١٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلاَتَىِ الْعَشِيِّ - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ قَالَ - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ خَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَفِي النَّاسِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ قَالَ " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلاَةُ " . قَالَ بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ " . فَأَوْمَئُوا أَىْ نَعَمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ . قَالَ فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ سَلَّمَ فِي السَّهْوِ فَقَالَ لَمْ أَحْفَظْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ .

- صحيح : ق .

১০০৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে যুহর বা 'আসর সলাত আদায় করেন। বর্ণনাকারী (আবূ হুরায়রাহ) বলেন, তিনি ﷺ আমাদেরকে নিয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেই সালাম ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি মাসজিদের সম্মুখ দিকে রাখা কাষ্ঠখণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়ে তার উপরে এক হাতকে অপর হাতের উপর রাখলেন। এ সময় তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ছিল। লোকজন মাসজিদ থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে বলছিল, 'সলাত সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে, সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে আবূ বাক্‌র এবং 'উমার ﷺ-ও ছিলেন। তারা উভয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এ নিয়ে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যাকে যুল-ইয়াদাইন (দু' হাতবিশিষ্ট)

তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ সানাদের মিনহালকে ইবনু মাঈন দুর্বল বলেছেন এবং আশ'আস এর মাঝে শিথিলতা আছে, আর হাদীসটি মুনকার।

বলে ডাকতেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ভুল করেছেন, না সলাত সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি ভুলও করি নাই এবং সলাতও হ্রাস করা হয় নাই। যুল-ইয়াদাইন বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আপনি ভুল করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলছে? জবাবে সকলেই ইশারায় হ্যাঁ বললেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জায়গায় এগিয়ে গেলেন এবং অবশিষ্ট দু' রাক'আত সলাত আদায় করে সালাম ফিরালেন, এরপর তাকবীর বলে স্বাভাবিক সাজদাহ্‌র মত সাজদাহ্‌য় করলেন অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সাজদাহ্ করলেন। এরপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন, তারপর আবার তাকবীর বলে স্বাভাবিক সাজদাহ্‌র মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সাজদাহ্ করলেন, অতঃপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন।[১০০৮]

বর্ণনাকারী আইয়ূব বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনকে সাহু সাজদাহ্ এবং সালাম ফিরানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রাহর কাছে এ বিষয়ে শুনেছি কিনা স্মরণ নেই। তবে আমাকে জানানো হয়েছে যে, 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সাহু সাজদাহ্‌র পরও সালাম ফিরিয়েছিলেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ - وَحَدِيثُ حَمَّادٍ أَتَمُّ - قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ بِنَا . وَلَمْ يَقُلْ فَأَوْمَئُوا . قَالَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ . قَالَ ثُمَّ رَفَعَ - وَلَمْ يَقُلْ وَكَبَّرَ - ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ

[১০০৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ইমামের সন্দেহ হলে মুক্তাদীদের মত গ্রহণ করা, হাঃ ৭১৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সাহু)।

সাজদায়ে সাহু প্রসঙ্গে

সলাতে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে, সন্দেহ হলে বা রাক'আত কম-বেশি হলে সংশোধনের জন্য যে সাজদাহ্ দিতে হয় তাকে সাহু সাজদাহ বলে। এর পদ্ধতি ঃ

১। ইমাম সলাতে নিজের ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হলে অথবা মুক্তাদীরা লোকমার মাধ্যমে ভুল ধরিয়ে দিলে তাশাহ্‌হুদ শেষে তাকবীর দিয়ে পরপর দু'টি সাহু সাজদাহ দিবেন অতঃপর সালাম ফিরাবেন। (সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য)

২। সলাতের রাক'আত বেশি পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেয়ার পর ভুল ধরা পড়লে তাকবীর দিয়ে দু'টি সাহু সাজদাহ দিবেন।

৩। সলাতের রাক'আত কম পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিলে ভুল ধরার পর তাকবীর দিয়ে অবশিষ্ট সলাত আদায় করে সালাম ফিরাবেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে দু'টি সাহু সাজদাহ আদায় করে আবার সালাম ফিরাবেন। (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৪। সাহু সাজদাহ্ সালামের পূর্বে ও পরে উভাবেই জায়িয আছে। (মুসলিম, নায়লুল আওত্বার)

উল্লেখ্য, শুধুমাত্র ডানে সালাম দিয়ে সাহু সাজদাহ্ করার প্রচলিত নিয়মটি ভিত্তিহীন। একইভাবে সাহু সাজদাহ্‌র পর তাশাহ্‌হুদ পাঠের কোন সহীহ হাদীস নেই। এ সম্পর্কিত বর্ণিত 'ইমরান ইবনু হুসাইনের হাদীসটি দুর্বল এবং একই রাবী কতৃর্ক বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীসের বিরোধী, যাতে তাশাহ্‌হুদের কথা নেই। (সলাতুর রসূল (সাঃ) ৮৩-৮৪ পৃঃ)

أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَتَمَّ حَدِيثُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَوْمَئُوا . إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ فَكَبَّرَ . وَلاَ ذَكَرَ رَجَعَ .

– صحيح : خ .

১০০৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ, তিনি মালিক, তিনি আইয়ুব হতে, তিনি মুহাম্মাদ হতে পূর্বোক্ত সানাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী হাম্মাদের সানাদে বর্ণিত হাদীসটিই পূর্ণাঙ্গ। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করলেন। এ বর্ণনায় 'আমাদেরকে নিয়ে' এবং 'লোকদের ইশারা' শব্দদ্বয় উল্লেখ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, জবাবে লোকেরা শুধু হ্যাঁ বলেছিলো। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ মাথা উঠালেন। এতে " এরপর তাকবীর বলেন... অতঃপর মাথা উঠালেন" একথাগুলো উল্লেখ নেই। এভাবেই হাদীস শেষ হয়েছে। হাম্মাদ ইবনু যায়িদ ব্যতীত অন্য কেউ "ফা আওমায়ূ" (লোকদের ইশারা) শব্দটি উল্লেখ করেননি।[১০০৯]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, যারা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের কেউই 'ফাক্ববারা' (তিনি তাকবীর দিলেন) এবং রাজায়া (প্রত্যাবর্তন করলেন) শব্দদ্বয় উল্লেখ করেননি।

সহীহ ঃ বুখারী।

١٠١٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، – يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ – حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، – يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَةَ – عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَمَّادٍ كُلِّهِ إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ . قَالَ قُلْتُ فَالتَّشَهُّدُ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي التَّشَهُّدِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَلَمْ يَذْكُرْ كَانَ يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ . وَلاَ ذَكَرَ فَأَوْمَئُوا . وَلاَ ذَكَرَ الْغَضَبَ وَحَدِيثُ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَتَمُّ .

– صحيح .

১০১০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। অতঃপর হাম্মাদের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস "নুববি'তু আন্না ইমরানাব্না হুসাইন ক্বালা সুম্মা সাল্লামা" পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। বর্ণনাকারী সালামাহ বলেন, আমি তাকে (মুহাম্মাদ ইবনু সীরীরকে) জিজ্ঞেস করলাম, তাশাহ্হুদের বিষয়? তিনি বললেন, তাশহ্হুদ পড়া সম্পর্কে আমি তার নিকট থেকে কিছু শুনিনি। অথচ তাশাহ্হুদ পাঠ করা আমার

[১০০৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সাজদাহ্ সাহুর পর তাশাহহুদ না পড়লে, হাঃ ১২২৮) মালিক হতে।

কাছে সর্বাধিক প্রিয়। তিনি "কানা ইউসাম্মীহি যাল্-ইয়াদাইন", "ফাআওমায়ু" এবং "গাদাবা" এগুলো উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে হাম্মাদ বর্ণিত হাদীসটিই পূর্ণাঙ্গ।[১০১০]

সহীহ।

١٠١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، وَابْنِ، عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ أَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ . وَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ .

– شاذ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ وَعَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرَا عَنْهُ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ .

১০১১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে যুল্-ইয়াদাইন সম্পর্কিত হাদীসে রয়েছে ঃ তিনি তাকবীর বলে সাজদাহ্ করলেন। আর হিশাম ইবনু হাস্সান বলেছেন, তিনি তাকবীর বললেন, অতঃপর আবারো তাকবীর বললেন এবং সাজদাহ্য় করলেন।[১০১১]

শায।

ইমাম ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি হাবীব ইবনুল শাহীদ, হুমাইদ, ইউনুস এবং 'আসিম আল-আহ্ওয়াল-মুহাম্মদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই হাম্মাদ ইবনু যায়িদ হতে হিশাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসের এ কথাগুলো উল্লেখ করেননি ঃ (অর্থাৎ) "তিনি তাকবরি বললেন, অতঃপর আবারো তাকবীর বললেন এবং সাজদাহ্ করলেন।" হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ও আবূ বাক্র ইবনু আইয়্যাশ এ হাদীস হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন। তারা দু'জন হিশাম হতে 'পরপর দুইবার তাকবীর' দেয়ার কথা উল্লেখ করেননি, যা হাম্মাদ উল্লেখ করেছেন।

[১০১০] পূর্বের হাদীসগুলো দেখুন। এছাড়াও ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১০৩৫) বাশীর ইবনুল ফাযল হতে।
[১০১১] যঈফ আবূ দাউদ (৯৯)।

١٠١٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ .

– ضعيف .

১০১২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ তাঁকে (দু' রাক'আত সলাত ভুল বশতঃ ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি) নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তিনি ﷺ দু'টি সাহু সাজদাহ্ করেননি।[১০১২]

দুর্বল।

١٠١٣ – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، – يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ – حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ وَلَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُسْجَدَانِ إِذَا شَكَّ حَتَّى لَقَّاهُ النَّاسُ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي بِهَذَا الْخَبَرِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

– شاذ .

১০১৩। ইবনু শিহাব (র) সূত্রে বর্ণিত। তাকে আবূ বাক্‌র ইবনু সুলায়মান ইবনু আবূ হাসমাহ অবহিত করেছেন যে, তার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, সলাতে সন্দেহ হলে যে দু'টি সাজদাহ্ দিতে হয় সে বিষয়ে লোকদের জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বে রসূলুল্লাহ ﷺ তা করেননি। ইবনু শিহাব বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব এ হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আবূ হুরাইরাহ

[১০১২] পূর্বেরটি দেখুন।

হতে। তিনি আরো বলেন, আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমান, আবূ বাক্র ইবনু হারিস ইবনু হিশাম এবং 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহও আমার কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১০১৩]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ ঘটনাটি ইয়াহইয়া ইবনু আবূ কাসীর এবং 'ইমরান ইবনু আবূ আনাস (র) আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমান হতে আবূ হুরাইরাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতে 'দ'টি সাজদাহর কথা উল্লেখ নেই। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, যুবাইদী-যুহরী-আবূ বাক্র ইবনু সুলায়মান ইবনু আবূ হাসমাহ হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে রয়েছে, তিনি দু'টি সাহু সাজদাহ্ আদায় করেননি।

শায।

١٠١٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ نَقَصَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

– صحيح .

১০১৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ যুহরের সলাত (ভুল বশতঃ) দু' রাক'আত আদায় করেই সালাম ফিরালেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সলাত কি সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে? এ কথা শুনে তিনি আরো দু' রাক'আত সলাত আদায় করে দু'টি সাজদাহ্ করলেন।[১০১৪]

সহীহ।

١٠١٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَد، أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ قَالَ " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ أَفْعَلْ " . فَقَالَ النَّاسُ قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

– شاذ .

[১০১৩] নাসাঈ (অধ্যায় ঃ সাহু, হাঃ ১২৩০-১২৩১), দারিমী (অধ্যায় ঃ আযান, হাঃ ১৪৯৭), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ১০৪২) সকলে যুহরী হতে।

[১০১৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ইমামের সন্দেহ হলে মুক্তাদীদের মত গ্রহণ করা, হাঃ ৭১৫), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতে কথা বলা, হাঃ ১২২৬), আহমাদ (২/৩৮৬/৪৬৮) সকলে সাঈদ ইবনু ইবরাহীম হতে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

– صحيح : م .

১০১৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ (চার রাক'আত বিশিষ্ট) ফারয সলাত (ভুল বশতঃ) দু' রাক'আত আদায় করেন। সলাত শেষে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সলাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুল করেছেন? জবাবে নাবী ﷺ বললেন, আমি এর কোনটাই করি নাই। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তা করেছেন। তখন তিনি আরো দু' রাক'আত সলাত আদায় করলেন।

শায।

দাউদ ইবনুল হুসাইন আহমাদের মুক্তদাস আবূ সুফিয়ানের মাধ্যমে আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে এ ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, অতঃপর সালাম ফিরিয়ে নাবী ﷺ বসা অবস্থায়ই দু'টি সাহু সাজদাহ্ করেন।[১০১৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٠١٦ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

– حسن صحيح .

১০১৬। দামদাম ইবনু জাওস আল-হাফ্‌ফানী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ ﷺ এ হাদীসটি অনুরূপভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাহু সাজদাহ্ করেছেন।[১০১৬]

হাসান সহীহ।

١٠١٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ .

– صحيح .

[১০১৫] ইতিপূর্বে সুফয়ান ও অন্যদের সূত্রে সহীহভাবে গত হয়েছে।

[১০১৬] আহমাদ (২/৪২৩), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সাহু সাজদাহর পর সালাম দেয়া, হাঃ ১৩২৯) যামযাম হতে।

১০১৭। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে (চার রাক'আত বিশিষ্ট ফারয) সলাত আদায় করতে গিয়ে (ভুল বশতঃ) দু' রাক'আত আদায় করেই সালাম ফিরালেন। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে ইবনু সীরীন বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। এতে রয়েছে ঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন এবং দুটি সাহু সাজদাহ্ করলেন।[১০১৭]

সহীহ।

١٠١٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ دَخَلَ – قَالَ عَنْ مَسْلَمَةَ – الْحُجَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ كَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ " أَصَدَقَ " . قَالُوا نَعَمْ . فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ .

– صحيح : م .

১০১৮। 'ইমরান ইবনু হুসাইন ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ 'আসরের তিন রাক'আত সলাত আদায় করেই সালাম ফিরালেন এবং হুজরায় প্রবেশ করলেন। তখন লম্বা হাতওয়ালা বিশিষ্ট খিরবাক্ব নামক এক ব্যক্তি উঠে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সলাত কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত অবস্থায় চাদর টানতে টানতে বেরিয়ে এসে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি সত্য বলেছে? লোকজন বললো, হাঁ, তখন তিনি অবশিষ্ট এক রাক'আত সলাত আদায় করে (ডান দিকে) সালাম ফিরালেন। অতঃপর দু'টি সাহু সাজদাহ্ দিয়ে পরে (বাম দিকে) সালাম ফিরালেন।[১০১৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১০১৭] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ভুলক্রমে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় রাক'আতে সালাম ফিরালে, হাঃ ১২১৩) আহমাদ ইবনু সিনান হতে উসামাহ্ সূত্রে।

[১০১৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাত আদায়ে ভুল করলে এবং সাহু সাজদাহ করা), নাসায়ী, (অধ্যায় ঃ সাহু, হাঃ ১২৩৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ কোন ব্যক্তির সালাম ফিরিয়ে দুটি সাহু সাজদাহ দেয়া, হাঃ ১২১৫) সকলে খালিদ হতে।

١٩٦– باب إِذَا صَلَّى خَمْسًا

অনুচ্ছেদ-১৯৬ ঃ (ভুলবশত চার রাক'আতের স্থলে) পাঁচ রাক'আত সলাত আদায় করলে

١٠١٩ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، – الْمَعْنَى – قَالَ حَفْصٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْسًا . فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

– صحيح : ق .

১০১৯। 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সলাত পাঁচ রাক'আত আদায় করেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সলাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ তা আবার কিভাবে! সকলেই বললো, আপনি তো পাঁচ রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। তখন তিনি ﷺ সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাহু সাজদাহ্ করলেন।[১০১৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٢٠ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم – قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَلاَ أَدْرِي زَادَ أَمْ نَقَصَ – فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ . قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا . فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا انْفَتَلَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي " . وَقَالَ " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " .

– صحيح : ق .

[১০১৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, ক্বিবলাহ সম্পর্কে বর্ণনা ভুল বশতঃ ক্বিবলাহর পরিবর্তে অন্যদিকে মুখ করে সলাত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করা যাদের মতে আবশ্যকীয় নয়, অনুঃ ৪০৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাত আদায়ে ভুল করলে এবং সাহু সাজদাহ করা), শু'বাহ হতে।

১০২০। 'আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করলেন। ইবরাহীম বলেন, এ সলাতে তিনি বেশী করেছিলেন না কম করেছিলেন তা আমি অবহিত নই।। তিনি সালাম ফিরালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! সলাতে নতুন কিছু হয়েছে কি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তা আবার কেমন করে? তারা বললো, আপনি তো সলাতে এরূপ এরূপ করেছেন (কম অথবা বেশী সলাত আদায় করেছেন)। এ কথা শুনে তিনি পা ঘুরিয়ে কিবলামুখী হয়ে দু'টি সাহু সাজদাহ্ করে সালাম ফিরালেন। সলাত শেষে নাবী ﷺ আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, সলাতের ব্যাপারে নতুন কিছু ঘটে থাকলে আমি তোমাদেরকে তা অবহিত করতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মতই মানুষ। তোমাদের মতো আমিও ভুল করে থাকি। কাজেই আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। তিনি আরো বললেন ঃ তোমাদের কেউ সলাতে সন্দিহান হলে সে যেন সঠিক দিক বের করতে চিন্তা-ভাবনা করে, অতঃপর তার ভিত্তিতে সলাত সম্পন্ন করে এবং সালাম ফিরায় অতঃপর দু'টি সাহু সাজদাহ্ আদায় করে।[১০২০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا قَالَ " فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " . ثُمَّ تَحَوَّلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

- صحيح : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حُصَيْنٌ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ .

১০২১। 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি ﷺ বলেন ঃ (সলাতের মধ্যে) তোমাদের কেউ (কিছু) ভুলে গেলে যেন দু'টি সাহু সাজদাহ্ আদায় করে নেয়। অতঃপর তিনি ﷺ ঘুরে দু'টি সাহু সাজদাহ্ আদায় করেন।[১০২১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হুসাইন বর্ণিত হাদীসটি আ'মাশের হাদীসের অনুরূপ।

١٠٢٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - وَهَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ

[১০২০] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যেখানেই হোক সলাতে ক্বিবলাহমুখী হওয়া, হাঃ ৪০১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাত আদায়ে ভুল করলে এবং সাহু সাজদাহ করা)। আল্লামা হিন্দী একে 'কানযুল 'উম্মাল' গ্রন্থে সাহু সাজদাহ অনুচ্ছেদে ইবনু মাস'উদ হতে বর্ণনা করেছেন (হাঃ ১৯৮২৪)।

[১০২১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাত আদায়ে ভুল করলে এবং সাহু সাজদাহ করা), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতে ভুল হলে, হাঃ ১২০৩), আহমাদ (১/৪২৪) সকলে আ'মাশ হতে।

عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ " مَا شَأْنُكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ " لاَ " . قَالُوا فَإِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ " .

– صحيح : م .

১০২২। ‘আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে পাঁচ রাক‘আত সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষে লোকেরা এ নিয়ে চুপি চুপি আলাপ করতে থাকলো। তা দেখে তিনি ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে? তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! সলাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, না । তারা বললো, আপনি তো পাঁচ রাক‘আত সলাত আদায় করেছেন। এ কথা শুনে তিনি ﷺ তিনি ঘুরে গিয়ে দু‘টি সাহু সাজদাহ্ আদায় করে সালাম ফিরালেন, অতঃপর বললেন ঃ আমি তো একজন মানুষ। তোমাদের মত আমিও ভুল করে থাকি।[১০২২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٠٢٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، – يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ – عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةٌ فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيتَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ . فَقَالُوا لِي أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لاَ إِلاَّ أَنْ أَرَاهُ فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ هَذَا هُوَ . فَقَالُوا هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ .

– صحيح .

১০২৩। মু‘আবিয়াহ ইবনু খাদীজ (র) হতে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায়কালে সলাতের এক রাক‘আত বাকি থাকতেই সালাম ফিরালেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট গিয়ে বললো, আপনি এক রাক‘আত সলাত আদায় করতে ভুলে গেছেন। কাজেই রসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসে

[১০২২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাত আদায়ে ভুল করলে এবং সাহু সাজদাহ করা) জারীর হতে হাসান ইবনু ‘আবদুল্লাহর সূত্রে।

মাসজিদে প্রবেশ করে বিলাল ﷺ-কে ইক্বামাত দিতে বলেন। বিলাল ﷺ ইক্বামাত দিলে তিনি লোকদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করলেন।[১০২৩]

মু'আবিয়াহ ইবনু খাদীজ বলেন, আমি এ ঘটনা লোকজনের নিকট বর্ণনা করলে তারা আমাকে বললো, আপনি কি লোকটিকে চিনেন? আমি বললাম, না, তবে তাকে দেখলে চিনতে পারবো। পরে সেই লোকটি আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমি বললাম, ইনিই সেই লোক। সকলেই তাকে দেখে বললো, ইনি হচ্ছেন তাল্হা ইবনু 'উবায়দুল্লাহ ﷺ।

সহীহ।

١٩٧– باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَث مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ

অনুচ্ছেদ-১৯৭ ঃ দুই কিংবা তিন রাক'আতে সন্দেহ হলে করণীয় কেউ বলেন, সন্দেহ পরিহার করবে

١٠٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالد، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَىِ الشَّيْطَانِ " .

– حسن صحيح : م نحوه .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ أَبِي خَالِدٍ أَشْبَعُ .

১০২৪। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সলাতে সন্দিহান হলে সে যেন সন্দেহ পরিহার করে নিশ্চিত প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করে স্বীয় সলাত পূর্ণ করে এবং দু'টি সাহু সাজদাহ্ আদায় করে। তার সলাত পূর্ণ হয়ে থাকলে অতিরিক্ত এক রাক'আত ও দু'টি সাজদাহ্ নাফ্ল হিসেবে গণ্য হবে। আর সলাত কম হয়ে থাকলে উক্ত এক রাক'আত সহ তা পূর্ণ হবে এবং দু'টি সাজদাহ্ শাইত্বানের জন্য অপমানকর হবে।[১০২৪]

হাসান সহীহ ঃ অনুরূপ মুসলিম।

[১০২৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, হাঃ ৬৬৩) কুতাইবাহ হতে লাইস সূত্রে।

[১০২৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, হাঃ ১২৩৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতে কোন সন্দেহ হলে ইয়াকীনের ভিত্তিতে সলাত আদায় করবে, হাঃ ১২১০)।

١٠٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ .

– صحيح .

১০২৫। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ভুলের দু'টি সাজদাহ্‌র নাম করণ করেছেন "আল্-মুরাগগিমাতাইন" (শাইত্বানের জন্য লাঞ্ছনাকর দু'টি সাজদাহ্)।[১০২৫]

সহীহ।

١٠٢٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ " .

– صحيح .

১০২৬। 'আত্বা ইবনু ইয়াসার (র) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাতের মধ্যে তোমাদের কেউ যদি সলাতে এরূপ সন্দেহে পতিত হয় যে, সে তিন রাক'আত না চার রাক'আত সলাত আদায় করেছে তা স্মরণ করতে পারছে না তাহলে সে যেন আরো এক রাক'আত সলাত আদায় করে নেয় এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ্ আদায় করে। আদায়কৃত অতিরিক্ত এক রাক'আত যদি পঞ্চম রাক'আত হয়ে থাকে তবে এ দু'টি সাজদাহ্ মিলে তা দু' রাক'আত নাফ্‌ল সলাতে পরিণত হবে। আর যদি তা চতুর্থ রাক'আত হয়ে থাকে তবে এ সাজদাহ্ দু'টি শাইত্বানের জন্য লাঞ্ছনাকর হবে।[১০২৬]

সহীহ।

١٠٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ

[১০২৫] আবূ দাউদ এটি একা বর্ণনা করেছেন।

[১০২৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাত আদায়ে ভুল করলে এবং সাহু সাজদাহ করা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতে সংশয় সৃষ্টি হলে মুসল্লীর স্মরণ মোতাবেক সলাত পূর্ণ করা, হাঃ ১২৩৮), মালিক (অনুঃ সলাতে সংশয় হলে মুসল্লীর স্মরণ মোতাবেক সলাত পূর্ণ করা, হাঃ ৬২), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কোন ব্যক্তি কত রাক'আত সলাত আদায় করেছে তা ভুলে গেলে, হাঃ ১৪৯) যায়দ ইবনু আসলাম হতে তিনি 'আত্বা ইবনু ইয়াসার হতে তিনি আবূ সাঈদ হতে।

صَلَّى ثَلاَثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ " . ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى مَالِكٍ .

– صحيح : م .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ إِلاَّ أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ .

১০২৭। যায়িদ ইবনু আসলাম (র) ইমাম মালিক (র) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সলাতে সন্দিহান হয় এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সে তিন রাক'আত আদায় করেছে, তখন সে যেন (চতুর্থ রাক'আতের জন্য) দাঁড়িয়ে সাজদাহ্সহ আরো এক রাক'আত পূর্ণ করে। সে তাশাহ্হুদে বসে তাশাহ্হুদ পাঠ শেষে দু'টি সাজদাহ্ করবে, অতঃপর সালাম ফিরাবে। এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর তিনি ইমাম মালিক (র) বর্ণিত হাদীস হুবহু বর্ণনা করেন।[১০২৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, ইমাম মালিক, হাফ্স ইবনু মাইসারাহ, দাউদ ইবনু ক্বায়িস ও হিশাম ইবনু সা'দ (র) হতে ইবনু ওয়াহাব উপরোক্ত হাদীস হুবহু বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হিশাম (র) হাদীসের সানাদকে আবূ সাঈদ আল-খুদরীর ﷺ সাথে যুক্ত করেছেন।

١٩٨ – باب مَنْ قَالَ يُتِمُّ عَلَى أَكْبَرِ ظَنِّهِ

অনুচ্ছেদ-১৯৮ ঃ যিনি বলেন, (সন্দেহ হলে) প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সলাত পূর্ণ করবে

١٠٢٨ – حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَأَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ " .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ خُصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَوَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ أَيْضًا سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ وَإِسْرَائِيلُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلاَمِ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُسْنِدُوهُ .

[১০২৭] পূর্বের হাদীস দেখুন।

১০২৮। আবূ 'উবায়দাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাত আদায়কালে তুমি তিন রাক'আত আদায় করেছো নাকি চার রাক'আত- এরূপ সন্দেহ হলে তোমার দৃঢ় ধারণা যদি চার রাক'আতে হয়, তাহলে তুমি তাশাহ্হুদ পাঠ করে বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহু সাজদাহ্ করবে, তারপর আবার তাশাহ্হুদ পাঠ করবে, অতঃপর সালাম ফিরাবে।[১০২৮]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আবদুল ওয়াহিদ এ হাদীস খুসাইফ (র) হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মরফূ'ভাবে নয়। 'আবদুল ওয়াহিদ সূত্রে বর্ণনাকারীরাও একে মরফূ' হিসেবে বর্ণনা করেননি, যদিও তারা হাদীসের মাতানে মতভেদ করেছেন।

١٠٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عِيَاضٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ إِلاَّ مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ " .

– ضعيف .

وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبَانَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عِيَاضُ بْنُ هِلاَلٍ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ عِيَاضُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ .

১০২৯। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সলাতরত অবস্থায় সলাত বেশী আদায় করেছে নাকি কম- এ নিয়ে সন্দিহান হলে সে বসা অবস্থায় দুটি সাজদাহ্ করবে। অতঃপর যদি তার নিকট শাইত্বান এসে বলে, (হে মুসল্লী) তোমার তো উযু নষ্ট হয়ে গেছে, তখন সে যেন বলে, তুই মিথ্যা বলেছিস। অবশ্য নাকে (বায়ু নির্গমনের) দুর্গন্ধ পেলে অথবা কানে শব্দ শুনতে পেলে তা স্বতন্ত্র কথা।[১০২৯]

দুর্বল।

[১০২৮] আহমাদ (১/৪২৯/হাঃ ৪০৭৫)। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ সানাদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্ন) হওয়ার কারণে এর সানাদ দুর্বল।

[১০২৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ যে ব্যক্তি সলাত কম বা বেশি আদায়ের সন্দেহে পতিত হল, হাঃ ৩৯৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতে ভুল হলে, হাঃ ১২০৪), আহমাদ (৩/১২) সকলে ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম হতে। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ আবূ সাঈদের হাদীসটি হাসান। আর শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ বরং হাদীসটি সহীহ।

١٠٣٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " .

- صحيح : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ وَاللَّيْثُ .

১০৩০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন শাইত্বান তার কাছে এসে তাতে ধোঁকা দিতে থাকে। এমনকি সে কয় রাক‘আত সলাত আদায় করেছে তা স্মরণ করতে পারে না। কাজেই তোমাদের কারো এরূপ অবস্থা হলে সে যেন বসা অবস্থায় দু‘টি সাজদাহ্ আদায় করে।[১০৩০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٣١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ " وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ " .

- حسن صحيح .

১০৩১। মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম (র) তার সানাদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে এও রয়েছে ঃ সে সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় (দু‘টি সাহু সাজদাহ) করবে।[১০৩১]

হাসান সহীহ।

١٠٣٢ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ " فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ " .

- حسن صحيح .

১০৩২। মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম আয-যুহরী (র) উপরোক্ত সানাদ ও অর্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন, সে যেন সালাম ফিরানোর আগে দু‘টি সাজদাহ্ আদায় করে, অতঃপর সালাম ফিরায়।[১০৩২]

হাসান সহীহ।

[১০৩০] বুখারী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ ফারয ও নাফ্ল সলাতে ভুল হলে, হাঃ ১২৩২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাত আদায়ে ভুল করলে এবং সাহু সাজদাহ করা) মালিক হতে।

[১০৩১] বায়হাক্বী (২/৩৩৯)।

[১০৩২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, হাঃ ১২৪৮) ওয়ালিদ হতে ইবনু জুরাইজ সূত্রে, এবং বায়হাক্বী (২/৩৩৬) আবূ দাউদ সূত্রে।

١٩٩- باب مَنْ قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অনুচ্ছেদ-১৯৯ ঃ যিনি বলেন, সালাম ফিরানোর পর সাহু সাজদাহ্ দিবে

١٠٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " .

- ضعيف .

১০৩৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাতরত অবস্থায় কারো সন্দেহ হলে সে যেন সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়।[১০৩৩]

দুর্বল।

٢٠٠- باب مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

অনুচ্ছেদ-২০০ ঃ কেউ দু' রাক'আতের পর তাশাহ্হুদ না পড়েই দাঁড়িয়ে গেলে

١٠٣٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ صلى الله عليه وسلم .

- صحيح : ق .

১০৩৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। তিনি দু' রাক'আত আদায় করে (তাশাহ্হুদের জন্য) না বসেই দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। সলাত শেষে আমরা যখন সালামের

[১০৩৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, হাঃ ১২৪৮), আহমাদ (১/২০৪, হাঃ১৭৪৭) সকলে ইবনু জুরাইজ হতে। আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ। 'আবদুল্লাহ মুসাফি' এর অবস্থা মাসতূর (লুপ্ত)। তার দোষ গুণ কিছুই আমি পাইনি। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবনু মুসাফি' এর ব্যাপারে নীরব থেকেছেন এবং কিছুই বলেননি। আর সানাদের মুস'আব ইবনু শায়বাহ সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ তিনি হাদীস বর্ণনায় শিথিল। সুতরাং হাক্ব কথা হচ্ছে এর সানাদ দুর্বল। কারণ এতে একজন অজ্ঞাত এবং আরেকজন শিথিল।

অপেক্ষায় ছিলাম তখন তিনি তাকবীর বলে সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ্ করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন।[১০৩৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٣٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ زَادَ وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ .

- صحيح .

১০৩৫। আয-যুহরী (র) তার সানাদে হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী শু'আয়িব এটাও বর্ণনা করেন যে, আমাদের মধ্যকার কেউ কেউ (ভুল বশতঃ) দাঁড়ানো অবস্থায় তাশাহ্হুদ পাঠ করেছে। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ-ও দু' রাক'আত আদায় করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং অনুরূপভাবে সালামের পূর্বে দু'টি সাজদাহ্ করেছিলেন আর এটাই আয-যুহরীর অভিমত।[১০৩৫]

সহীহ।

٢٠١ - باب مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

অনুচ্ছেদ-২০১ ঃ প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়তে ভুলে গেলে

١٠٣٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، - يَعْنِي الْجُعْفِيَّ - قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الأَحْمَسِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ " .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثُ .

১০৩৬। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দু' রাক'আতের পরে ইমাম দাঁড়িয়ে গেলে এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই তার স্মরণ হলে তিনি

[১০৩৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ যারা প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ ওয়াজিব নয় বলে মনে করেন, হাঃ ৮২৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাত আদায়ে ভুল হলে এবং সাহু সাজদাহ করা) ইবনু শিহাব হতে।

[১০৩৫] এর পূর্বেরটি দেখুন।

বসে যাবেন; কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি বসবেন না, বরং সাহু সাজদাহ্ আদায় করবেন।[১০৩৬]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমার কিতাবে জাবির আল-জু'ফা সূত্রে বর্ণিত এ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস নেই।

١٠٣٧ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَضَى فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَرَفَعَهُ وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عُمَيْسٍ أَخُو الْمَسْعُودِيِّ وَفَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُغِيرَةُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَفْتَى بِذَلِكَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا فِيمَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ سَجَدُوا بَعْدَ مَا سَلَّمُوا .

– خبر سعد : صحيح ، و خبر عمران بن حصين : رجاله ثقات ، و خبر الضحاك : لم أره ، و خبر معاوية : ضعيف ، و فتيا ابن عباس : حسن ، و فتيا عمر : ضعيف .

১০৩৭। যিয়াদ ইবনু 'ইলাক্বাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। তিনি দ্বিতীয় রাক'আতের পর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমরা 'সুবহানাল্লাহ' বললাম, তখন তিনিও 'সুবহানাল্লাহ' বললেন এবং ঐভাবেই সলাত শেষ করে সালাম ফিরানোর পর ভুলের জন্য দু'টি সাজদাহ্ করলেন। সলাত শেষে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, আমি আমার মত রসূলুল্লাহ ﷺ -কেও করতে দেখেছি।[১০৩৭]

সহীহ।

[১০৩৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ দ্বিতীয় রাক'আতের পর ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে, হাঃ ১২০৮), আহমাদ (৪/২৫৩, ২৫৪) জাবির হতে।

[১০৩৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ ইমাম যদি ভুলক্রমে দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে যায়, হাঃ ৩৬৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ (৪/২৪৭, ২৫৩, ২৫৪) ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেছেন, ইবনু আবূ লায়লাহ শা'বীর হতে মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ সূত্রে মরফূ' হিসেবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবূ 'উমাইস ('উতবাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ) সাবিত ইবনু 'আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন.... যিয়াদ ইবনু 'ইলাক্বাহ্‌র হাদীসের অনুরূপ ইমাম আবূ দাউদ (রহ) বর্ণনা করেছেন, আবূ 'উমাইস ('উতবাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ) হলেন আল-মাসউদীর ভাই। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ যেরূপ করেছেন সা'দ ইবনু আবূ সুফয়ান 'ইমরান ইবনু হুসাইন, দাহ্‌হাক ইবনু ক্বায়িস এবং মু'আবিয়াহ ইবনু আবূ সুফয়ান ﷺ-ও অনুরূ করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ এবং 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (র) এ ফাতাওয়াহ দিয়েছেন। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, যারা সলাতে দু' রাক'আতের পর না বসে (ভুল বশতঃ) দাঁড়িয়ে যায় এবং সালাম ফিরানোর পর সাজদাহ্ আদায় করে এটা তাদের জন্য।

সা'দ এর খবর ঃ সহীহ। 'ইমরান ইবনু হুসাইনের খবর ঃ বিশ্বস্ত রিজাল। দাহহাক এর খবর ঃ আমি পাইনি। মু'আবিয়ার খবর ঃ দুর্বল। ইবনু 'আব্বাসের ফাতাওয়াহ ঃ হাসান। আর 'উমারের ফাতাওয়াহ ঃ দুর্বল।

١٠٣٨ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، – بِمَعْنَى الإِسْنَادِ – أَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ، عَنْ زُهَيْرٍ، – يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْعَنْسِيَّ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ عَمْرٌو وَحْدَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " . لَمْ يَذْكُرْ عَنْ أَبِيهِ . غَيْرُ عَمْرٍو .

– حسن .

১০৩৮। সাওবান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ সলাতের যেকোন ভুলের জন্য সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ্ করতে হয়।[১০৩৮]

হাসান।

٢٠٢– باب سَجْدَتَىِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ

অনুচ্ছেদ-২০২ ঃ দুটি সাহু সাজদাহ্‌র পর তাশাহ্‌হুদ পাঠ ও সালাম ফিরানো

[১০৩৮] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সালামের পর সাহু সাজদাহ করা, হাঃ ১২১৯), আহমাদ (৫/২৮০), বায়হাক্বী (২/৩৩৭) ইবনু 'আয়্যাশ হতে। আলবানী একে বর্ণনা করেছেন ইরওয়াউল গালীল (২/৪৭) এবং একে সহীহ বলেছেন।

١٠٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ، - يَعْنِي الْحَذَّاءَ - عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ .

- شاذ .

১০৩৯। 'ইমরান ইবনু হুসাইন ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ তাদেরকে নিয়ে সলাত আদায়কালে ভুল করেন। ফলে তিনি দু'টি সাহু সাজদাহ্ করেন। অতঃপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরান।[১০৩৯]

শায।

٢٠٣- باب انْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৩ ঃ সলাত শেষে পুরুষদের পূর্বে মহিলাদের প্রস্থান করা

١٠٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلاً وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ .

- صحيح : خ لكنه جعل قوله : (وَكَانُوا يَرَوْنَ ....) مدرجاً من قول الزهرى .

১০৪০। উম্মু সালামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের সালাম ফিরানোর পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। লোকদের ধারণা, মহিলারা যেন পুরুষদের আগে চলে যেতে পারে সেজন্য তিনি এরূপ করতেন।[১০৪০]

[১০৩৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ, হাঃ ৩৯৫) মুহম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া নায়সাবুরী হতে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল বার সূত্রে। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান গরীব সহীহ। হাফিয একে ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ঃ 'তিরমিযী এটি বর্ণনা করে বলেছেন, এটি হাসান গরীব। ইমাম হাকিম বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ। আর ইবনু হিব্বান বলেছেন, খালিদ সূত্রে ইবনু সীরীন কেবল এই হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন।' শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এটি হচ্ছে ছোটদের সূত্রে বড়দের বর্ণনা। আর ইমাম বায়হাক্বী ও ইবনু 'আবদুল বার একে দুর্বল বলেছেন। আলবানীও একে দুর্বল বলেছেন।

[১০৪০] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সালাম, হাঃ ৮৩৭), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সালামের মাঝে ইমামের জলসা, হাঃ ১৩৩২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাত শেষে ইমামের মুখ ফিরানো, হাঃ ৯৩২) সকলে ইবনু শিহাব হতে। হাদীসের (ওয়া কানূ ইয়ারাওনা) অংশটুকু যুহরীর উক্তি, যা হাদীসে মুদরাজ।

সহীহ ঃ বুখারী, কিন্তু তার বক্তব্য ঃ "লোকদের ধারণা...." এটি মুদরাজ, যুহরীর উক্তি।

٢٠٤– باب كَيْفَ الانْصِرَافُ مِنَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৪ ঃ সলাত শেষে প্রস্থানের নিয়ম

١٠٤١ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، - رَجُلٍ مِنْ طَيِّئٍ - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ .

– حسن صحيح .

১০৪১। ক্বাবীসাহ ইবনু হুলব (র) নামক তাঈ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে তার পিতা হুলব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি (হুলব) নাবী ﷺ -এর সাথে সলাত আদায় করেছেন। নাবী ﷺ সলাত শেষে যে কোন পাশ দিয়ে ঘুরে বসতেন।[১০৪১]

হাসান সহীহ।

١٠٤٢ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ نَصِيبًا لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ . قَالَ عُمَارَةُ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدُ فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَسَارِهِ .

– صحيح : ق دون قول عمارة : أتيته .

১০৪২। 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন তার সলাতের কোন অংশ শাইত্বানের জন্য না রেখে দেয়। অর্থাৎ সলাত শেষে শুধু ডান দিক থেকেই ঘুরে না বসে (বা প্রস্থান না করে)। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে অধিকাংশ সময় বাম পাশ থেকে ঘুরতে দেখেছি। 'উমারাহ (র) বলেন, আমি পরবর্তীতে মাদীনাহ্য় গিয়ে দেখেছি নাবী ﷺ -এর অধিকাংশ ঘর বাম দিকে।[১০৪২]

[১০৪১] আহমাদ (৫/২২৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাত শেষে মুখ ফিরানো, হাঃ ৯২৯) সিমাক হতে।

[১০৪২] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সলাত শেষে ডান ও বাম দিকে ফিরে যাওয়া, হাঃ ৮৫২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, সলাত শেষে ডান ও বাম দিকে মুখ ফিরানো জায়িয), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাত শেষে মুখ ফিরানো, হাঃ ১৩৫৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাত শেষে মুখ ফিরানো, হাঃ ৯৩০) আ'মাশ হতে উমারাহ সূত্রে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। তবে 'উমারাহর এ কথা বাদে ঃ আমি পরবর্তীতে মাদীনাহতে আসি।

٢٠٥- باب صَلاَةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فِي بَيْتِهِ

অনুচ্ছেদ-২০৫ ঃ নাফ্ল সলাত বাড়ীতে আদায় করা

١٠٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " .

- صحيح : ق .

১০৪৩। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের সলাতের কিছু সলাত নিজ বাড়ীতে আদায় করো এবং বাড়ীগুলোকে ক্বরস্থানে পরিণত করো না।[১০৪৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ " .

- صحيح .

১০৪৪। যায়িদ ইবনু সাবিত ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির ফারয সলাত ছাড়া অন্যান্য সলাত আমার এ মাসজিদে আদায়ের চাইতে তার নিজ ঘরে আদায় করা অধিক উত্তম।[১০৪৪]

সহীহ।

[১০৪৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ক্বরস্থানে সলাত আদায় মাকরূহ, হাঃ ৪৩২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ নাফ্ল সলাত বাড়িতে পড়া মুস্তাহাব) উভয়ে ইয়াহইয়া হতে।

[১০৪৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ নাফ্ল সলাত বাড়িতে পড়া মুস্তাহাব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ বাড়িতে সলাত আদায়ে উৎসাহ প্রদান, হাঃ ১৫৯৮), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ নাফ্ল সলাত বাড়িতে আদায়ের ফাযীলাত, হাঃ ৪৫০, ইমাম তিরমিযী বলেন, যায়িদ ইবনু সাবিতের হাদীসটি হাসান) সকলে আবূ নাযর হতে।

٢٠٦– باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

অনুচ্ছেদ-২০৬ ঃ কেউ ক্বিবলাহ ছাড়া অন্যত্র মুখ করে সলাত আদায়ের পর তা অবহিত হলে

١٠٤٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَلاَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ فَمَالُوا كَمَا هُمْ رُكُوعٌ إِلَى الْكَعْبَةِ .

– صحيح : م .

১০৪৫। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করছিলেন। যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো ঃ "তুমি যেখানেই অবস্থান করো না কেন তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ঘুরিয়ে নাও। আর তোমরা যেখানেই থাকো তোমাদের মুখমণ্ডলকে মসজিদুল হারামের দিকে ঘুরিয়ে নাও" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ঃ ১৪৪), এমন সময় এক ব্যক্তি বনী সালামাহ গোত্রের এলাকা দিয়ে অতিক্রমকালে দেখতে পেলো যে, তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ফাজ্‌রের সলাতে রুকূ' অবস্থায় আছেন। তখন লোকটি বলে উঠলো, জেনে রাখ, ক্বিবলাহকে এখন কা'বার দিকে ফিরানো হয়েছে। একথা সে দু'বার বললো। বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘোষণা শুনে তাঁরা রুকূ' অবস্থায়ই কা'বার দিকে মুখ ফিরান।[১০৪৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আহর সলাত সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ

٢٠٧- باب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৭ ঃ জুমু'আহর দিন ও জুমু'আহর রাতের ফাযীলাত সম্পর্কে

١٠٤٦ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

[১০৪৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ বায়তুল মাক্বদিস থেকে কা'বার দিকে ক্বিবলাহ পরিবর্তন), আহমাদ (৩/২৮৪) সকলে হাম্মাদ হতে।

وسلم " خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا " . قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ . فَقُلْتُ بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . قَالَ فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ صَدَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَأَخْبِرْنِي بِهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . فَقُلْتُ كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي " . وَتِلْكَ السَّاعَةُ لاَ يُصَلَّى فِيهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ " . قَالَ فَقُلْتُ بَلَى . قَالَ هُوَ ذَاكَ .

– صحيح .

১০৪৬। আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমু'আহর দিনই হচ্ছে সর্বোত্তম। আদম (আ)-কে এদিনেই সৃষ্টি করা হয়েছিলো। এদিনই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিলো। এদিনই তাঁর তাওবাহ কবুল হয়েছিলো। এদিনই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন এবং এদিনই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে। জিন ও মানুষ ছাড়া প্রতিটি প্রাণী শুক্রবার দিন ভোর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত ক্বিয়ামাতের ভয়ে ভীত থাকে। এদিন এমন একটি বিশেষ সময় রয়েছে, সলাতরত অবস্থায় কোন মুসলিম বান্দা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে কোন অভাব পূরণের জন্য দু'আ করলে মহান আল্লাহ তাকে তা দান করেন। কা'ব বললেন, এ সময়টি প্রতি এক বছরে একটি জুমু'আহর দিনে থাকে। আমি (আবূ হুরাইরাহ) বললাম, না, বরং প্রতি জামু'আহ্র দিনেই থাকে। অতঃপর কা'ব (এর প্রমাণে) তাওরাত পাঠ করে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ সত্যই বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ ﵁ বর্ণনা করেন, অতঃপর আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ﵁ এর সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি অবহিত করি। সেখানে কা'ব ﵁-ও উপস্থিত ছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ﵁ বললেন, আমি দু'আ কবুলের বিশেষ সময়টি সম্পর্ক জানি। আবূ হুরাইরাহ ﵁ বলেন, আমাকে তা অবহিত করুন। তিনি বলেন, সেটি হলো জুমু'আহর দিনের সর্বশেষ সময়। আমি (আবূ হুরাইরাহ) বললাম, জুমু'আহর দিনের সর্বশেষ সময় কেমন করে হবে? অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন ঃ "যে কোন মুসলিম বান্দা সলাতরত অবস্থায় ঐ সময়টি পাবে... ।" কিন্তু আপনার বর্ণনাকৃত সময়ে তো সলাত আদায় করা যায় না। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ﷺ বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি, যে ব্যক্তি সলাতের জন্য বসে অপেক্ষা করবে সে সলাত আদায় না করা পর্যন্ত সলাতরত বলে গণ্য হবে। আবূ হুরাইরাহ বলেন, আমি বললাম, হাঁ। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ﷺ বললেন, তা এরূপই।[১০৪৬]

সহীহ।

١٠٤٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ " . قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ . فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ " .

- صحيح .

১০৪৭। আওস ইবনু আওস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। আওস ইবনু আওস ﷺ বলেন, লোকজন প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রসূল! কি করে আমাদের দরূদ আপনার নিকট পেশ করা হবে? আপনি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। বর্ণনাকারী আওস ইবনু আওস ﷺ বলেন, লোকেরা বুঝাতে চাচ্ছিল আপনার শরীর তো জরাজীর্ণ হয়ে মিশে যাবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ মাটির জন্য নাবী-রসূলগণের দেহকে হারাম করে দিয়েছেন।[১০৪৭]

সহীহ।

[১০৪৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিনের ফাযীলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিনের ফাযীলাতের বর্ণনা, হাঃ ১৩৭২), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুমু'আহর দিনে এমন একটি সময় আছে যখন দু'আ কবুলের আশা করা যায়, হাঃ ৪৯১, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ), আহমাদ (২/৫০৪), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ১৭২৯) সকলে আবূ হুরাইরাহ হতে।

[১০৪৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ জুমু'আহর দিনে নাবী সাঃ-এর উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা, হাঃ ১৩৭৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ জুমু'আহর দিনের ফাযীলাত, হাঃ ১০৮৫), হাকিম (১/২৭৮) আবূ দাউদের সূত্রে। ইমাম হাকিম বলেন ঃ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ১৭৩৩) আবূ কুরাইব হতে হুসাইন ইবনু 'আলী আল-জু'ফী থেকে।

٢٠٨- باب الإِجَابَة أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَة

অনুচ্ছেদ-২০৮ ঃ জুমু'আহর দিনে কোন সময়ে দু'আ কবুল হয়

١٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِث - أَنَّ الْجُلاَحَ، مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ " . يُرِيدُ سَاعَةً " لاَ يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " .

- صحيح .

১০৪৮। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জুমু'আহর দিনের বার ঘন্টার মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কোন মুসলিম এ সময় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে তা দান করেন। এ মুহূর্তটি তোমরা 'আসরের শেষ সময়ে অনুসন্ধান করো।[১০৪৮]

সহীহ।

١٠٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ الْجُمُعَةِ يَعْنِي السَّاعَةَ . قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ .

- ضعيف .

১০৪৯। আবূ বুরদা ইবনু আবূ মূসা আল-আশ'আরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা বলেন, একদা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার পিতাকে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে জুমু'আহর দিনের (দু'আ কবুলের) সেই বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি

[১০৪৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর সময়, হাঃ ১৩৮৮), হাকিম (১/২৭৯) ইমাম হাকিম বলেন ঃ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ মুসলিমের শর্তে।

ঃ ঐ বিশেষ মুহূর্তটি হলো ইমামের মিম্বরের উপর বসার সময় থেকে সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত।[১০৪৯]

দুর্বল।

٢٠٩- باب فَضْلِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৯ ঃ জুমু'আহর সলাতের ফাযীলাত

١٠٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا " .

- صحيح : م .

১০৫০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আহর সলাত আদায়ের জন্য উত্তমরূপে উযু করে (মাসজিদে) উপস্থিত হয়, অতঃপর চুপ করে মনোযোগ দিয়ে খুত্ববাহ শুনে, তার (ঐ) জুমু'আহ হতে (পরবর্তী) জুমু'আহ পর্যন্ত বরং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি পাথর কুচি অপসারণ বা নাড়াচাড়া করলো সে অনর্থক কাজ করলো।[১০৫০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٠٥١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ مَوْلَى، امْرَأَتِه أُمِّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، - رضى الله عنه - عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أَوِ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُو الْمَلاَئِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنْ أَجْرٍ فَإِنْ

[১০৪৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিনে বিশেষ একটি সময় আছে যখন দু'আ কবুল হয়), বায়হাক্বী (৩/২৫০), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ যে সময়ে দু'আ কবুল হয় তার বর্ণনা, হাঃ ১৭৩৯) সকলে ইবনু ওয়াহাব হতে।

[১০৫০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ খুত্ববাহ চলাকালে নীরব থাকা ও মন দিয়ে শুনার ফাযীলাত), বায়হাক্বী (৩/২২৩) সকলে আবূ মু'আবিয়াহ হতে।

نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لاَ يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ صَهْ . فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَىْءٌ " . ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ بِالرَّبَائِثِ وَقَالَ مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ .

১০৫১। ‘আত্বা আল-খুরাসানী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রী উম্মু ‘উসমানের মুক্তদাস হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি ‘আলী ﷺ-কে কুফার মাসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি- জুমু‘আহর দিন এলে সকালবেলা শাইত্বানেরা তাদের ঢাল নিয়ে বাজারে ঘুরে বেড়ায় এবং মানুষকে অনর্থক কাজে আটকে রেখে জুমু‘আহয় যেতে বিলম্ব করায়। আর ফিরিশতারাও সকাল সকালবেলা মাসজিদের দরজায় এসে বসে থাকেন এবং ইমামের খুত্ববাহ আরম্ভ না করা পর্যন্ত লিখতে থাকে। অমুক ব্যক্তি প্রথম ঘন্টায় এসেছে, অমুক ব্যক্তি দ্বিতীয় ঘন্টায় এসেছে। কেউ যদি এমন স্থানে বসে যেখান থেকে খুত্ববাহ শুনতে পায় এবং ইমামকেও দেখতে পায়, এমতাবস্থায় সে কোন অনর্থক কাজ না করে চুপ থেকে (খুত্ববাহ শুনলে) সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আর যদি সে যদি দূরে অবস্থান করে এবং এমন জায়গায় বসে যেখান থেকে খুত্ববাহ শুনতে পায় না, কিন্তু নীরব থাকে ও অনর্থক কিছু না করে, তাহলে সে এক গুণ সওয়াব লাভ করবে। আর যদি সে এমন স্থানে বসে যেখান থেকে খুত্ববাহ শুনতে পায় এবং ইমামকেও দেখতে পায় কিন্তু সে চুপ না থাকে না এবং অনর্থক কাজ করে তাহলে তার গুনাহ হবে। আর যে ব্যক্তি জুমু‘আহর দিন তার সাথীকে বলে, চুপ করো, সেও অনর্থক কাজ করলো। যে ব্যক্তি অনর্থক কাজে লিপ্ত হয়, সে জুমু‘আহর কোন সওয়াব পায় না। অতঃপর সবশেষে ‘আলী ﷺ বলেন, একথাগুলো আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি।[১০৫১]

দুর্বল।

[১০৫১] আহমাদ (১/৯৩, হাঃ ৯৩), বায়হাক্বী ‘সুনানুল কুবরা’ (৩/২২০) সকলে ‘আত্বা আল-খুরাসানী হতে। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ‘আত্বা আল-খুরাসানীর স্ত্রীর মুক্ত দাস অজ্ঞাত। হায়সামী একে বর্ণনা করেছেন মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে এবং বলেছেন ঃ আবূ দাউদ এর অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন এবং আহমাদও, এর সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে।

٢١٠– باب التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২১০ ঃ জুমু'আহর সলাত পরিহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

١٠٥٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، – وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ " .

– حسن صحيح .

১০৫২। আবুল জা'দ আদ-দামরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত, যিনি নাবী ﷺ এর সাহাবী ছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (বিনা কারণে) অলসতা করে পরপর তিনটি জুমু'আহ ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তার অন্তরে সীলমোহর মেরে দেন।[১০৫২]

হাসান সহীহ।

٢١١– باب كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

অনুচ্ছেদ-২১১ ঃ জুমু'আহর সলাত ত্যাগের কাফফারাহ

١٠٥٣ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ " .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ .

১০৫৩। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোনরূপ ওজর ছাড়াই জুমু'আহর সলাত বর্জন করে সে যেন এক দীনার সদাক্বাহ করে। এতে সক্ষম না হলে যেন অর্ধ দীনার সদাক্বাহ করে।[১০৫৩]

দুর্বল।

[১০৫২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ কোন ওযর ছাড়া জু'মু'আহ ত্যাগ করা সম্পর্কে, হাঃ ৫০০, ইমাম তিরমিযী বলেন, আবুল জা'দ এর হাদীসটি হাসান), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহ থেকে পিছে থাকার ব্যাপারে কঠোরতা, হাঃ ১৩৬৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম. অনুঃ যে ব্যক্তি বিনা ওযরে জুমু'আহ ছেড়ে দিল, হাঃ ১১২৫) সকলে ইবনু 'উমার হতে।

[১০৫৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ বিনা ওযরে জুমু'আহ ছেড়ে দেয়ার কাফফারা), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ কেউ বিনা ওজরে জুমু'আহ ত্যাগ করলে, হাঃ ১১২৮), হাকিম (১/২৮০) ইমাম হাকিম বলেন ঃ এই হাদীসের সানাদ সহীহ তবে বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। কেননা এতে সাঈদ ইবনু বাশীর ও আইয়ূব ইবনুল 'আলার বৈপরিত্য হয়েছে। কারণ তারা দু' জনে বলেছেন ক্বাতাদাহ হতে কুদামাহ

١٠٥٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ " .

– ضعيف .

وَقَالَ عَنْ سَمُرَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ اخْتِلاَفِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَمَّامٌ عِنْدِي أَحْفَظُ مِنْ أَيُّوبَ يَعْنِي أَبَا الْعَلاَءِ .

১০৫৪। কুদামাহ ইবনু ওয়াবরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির বিনা কারণে জুমু'আহ কাযা হলে সে যেন এক দিরহাম অথবা অর্ধ দিরহাম অথবা এক সা' অথবা অর্ধ সা' গম সদাক্বাহ করে।[১০৫৪]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইবনু বাশীর হতেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে 'এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ' উল্লেখ রয়েছে।

٢١٢– باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

অনুচ্ছেদ-২১২ ঃ জুমু'আহর সলাত যাদের উপর ফারয

١٠٥٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي . .

– صحيح : ق .

ইবনু ওয়াবারাহ হতে নাবী সাঃ-এর সূত্রে মুরসালভাবে। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু সানাদের কুদামাহ ইবনু ওয়াবারাহ সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ মাজহুল (অজ্ঞাত)।

[১০৫৪] হাকিম (১/২৮০), বায়হাক্বী 'সুনান' আইয়ূব ইবনুল 'আলা হতে। ইমাম হাকিম বলেন ঃ এ হাদীসের শব্দ আনবারীর আর আমরা তাতে শায়খ আবূ বাকরকে দেখিনি। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেন ঃ আমার পিতাকে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ আবূ আইয়ূবের চাইতে হাম্মাম অধিক সংরক্ষণকারী। মূলতঃ এর সানাদ দুর্বল। ওয়াবারাহ এর জাহালাত ও ইরসালের কারণে।

১০৫৫। নাবী ﷺ -এর স্ত্রী 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন জুমু'আহর সলাতের জন্য নিজ নিজ বাড়ী থেকে এবং মাদীনাহ্‌র আওয়ালী (শহরতলী) থেকে দলে দলে আসতো।[১০৫৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، - يَعْنِي الطَّائِفِيَّ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ " .

- ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو لَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ .

১০৫৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﵁ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যারা জুমু'আহর আযান শুনতে পাবে তাদের উপর জুমু'আহর সলাত আদায় করা ফারয।[১০৫৬]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, একদল বর্ণনাকারী এ হাদীস সুফয়ান (র) সূত্রে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﵁ এর হাদীস হিসেবে, নাবী ﷺ -এর বাণী হিসেবে নয়। শুধু ক্বাবীসাহ (র) এটিকে নাবী ﷺ এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٢١٣ - باب الْجُمُعَةِ فِي الْيَوْمِ الْمَطِيرِ

অনুচ্ছেদ-২১৩ ঃ বৃষ্টির দিনে জুমু'আহর সলাত আদায় সম্পর্কে

١٠٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَوْمَ، حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيَهُ أَنِ الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ .

- صحيح .

[১০৫৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ কতদূর থেকে জুমু'আহর সলাতে আসবে এবং জুমু'আহ কার উপর ওয়াজিব, হাঃ ৯০২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিনে গোসল করা) উভয়ে ইবনু ওয়াহাব হতে।

[১০৫৬] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাবরীযী একে মিশকাত গ্রন্থে (হাঃ১৩৭৫) উল্লেখ করেছেন। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে আবূ মুসলিম ইবনু রাবী'আহ অজ্ঞাত ও অস্বীকৃত, যেমন বলেছেন ইমাম যাহাবী। অনুরূপ অবস্থা তার শায়খ 'আবদুল্লাহ ইবনু হারূন এর। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি অজ্ঞাত (মাজহুল)।

১০৫৭। আবূ মালীহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। হুনাইনের যুদ্ধের দিনটি ছিলো বৃষ্টির দিন। ঐদিন নাবী ﷺ তাঁর ঘোষণাকারীকে এ মর্মে ঘোষণা করতে আদেশ দেন যে, প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ বাহনে বা শিবিরে সলাত আদায় করে।[১০৫৭]

সহীহ।

١٠٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ، أَنَّ ذَلِكَ، كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ .

- صحيح .

১০৫৮। আবূ মালীহ (র) সূত্রে বর্ণিত। সেই (হুনাইনের) দিনটি ছিলো জুমু'আহর দিন।[১০৫৮]

সহীহ।

١٠٥٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ خَبَّرَنَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ تَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ .

- صحيح .

১০৫৯। আবূ মালীহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি হুদায়বিয়ার সময় জুমু'আহর দিনে নাবী ﷺ -এর কাছে আসেন। সেদিন সামান্য বৃষ্টি হয়েছিলো যাতে জুতার তলাও ভিজে নাই। এ অবস্থায় নাবী ﷺ তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থানে সলাত আদায়ের নির্দেশ দেন।[১০৫৯]

সহীহ।

٢١٤ - باب التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ

অনুচ্ছেদ-২১৪ ঃ শীতের রাতে জামা'আতে উপস্থিত না হওয়া

١٠٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى أَنِ الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ .

- صحيح .

[১০৫৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহ ত্যাগের ওযর, হাঃ ৮৫৩), আহমাদ (৫/৭৪), ইবনু খুযাইমাহ (১৬৫৮) সকলে ক্বাতাদাহ হতে।

[১০৫৮] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[১০৫৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বর্ষার রাতে সলাতের জামা'আত, হাঃ ৯৩৬), আহমাদ (৫/৭৪), ইবনু খুযাইমাহ (১৮৬৩) সকলে খালিদ আল-হাজ্জা হতে।

قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ أَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ .

لم أر من وصله .

১০৬০। নাফি‘ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা (শীতের রাতে) ইবনু ‘উমার দাজনান নামক স্থানে অবস্থানকালে এক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে আদেশ করেন যে, প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ অবস্থানে সলাত আদায় করে নেয়।

সহীহ।

আইয়ূব (র) বলেন, নাফি‘ হতে ইবনু ‘উমার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি অথবা শীতের রাতে নিজ নিজ অবস্থানে সলাত আদায়ের জন্য ঘোষককে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিতেন।[১০৬০]

এটি কে মারফূ করলো তা আমি পাইনি।

١٠٦١ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلاَةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ نَادَى أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ قَالَ فِيهِ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلاَةِ ثُمَّ يُنَادِي " أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " . فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ فِيهِ فِي السَّفَرِ فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ .

لم أر من وصله .

১০৬১। নাফি‘ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু ‘উমার رضي الله عنه দাজনান নামক জায়গায় সলাতের জন্য আযান দিলেন, অতঃপর ঘোষণা করলেন, সকলেই নিজ নিজ জায়গাতে সলাত আদায় করে নাও। নাফি‘ (র) বলেন, অতঃপর ইবনু ‘উমার رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, সফরে, বৃষ্টি কিংবা শীতের রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণাকারীকে সলাতের জন্য ঘোষণা

[১০৬০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বর্ষার রাতে সলাতের জামা‘আত, হাঃ ৯৩৭), আহমাদ (২/৪), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বৃষ্টি হতে ও সফরে থাকলে জুমু‘আহ ছেড়ে দেয়ার অনুমতি সম্পর্কে, হাঃ ১২৭৫), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ১৬৫৫)।

দেয়ার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর সে ঘোষণা করতো ঃ তোমরা নিজ নিজ জায়গায় সলাত আদায় করে নাও।[১০৬১]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (র) আইয়ূব ও 'উবায়দুল্লাহ (র) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাতে বলেছেন, সফরে, প্রচণ্ড শীত বা বৃষ্টির রাতে।

এটি কে মারফূ করলো তা আমি পাইনি।

١٠٦٢ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاَةِ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي سَفَرٍ يَقُولُ أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ .

– صحيح .

১০৬২। নাফি' (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা ইবনু 'উমার ﷺ প্রচণ্ড শীত ও ঝড়ো হাওয়ার রাতে দাজনান নামক স্থানে সলাতের জন্য আযান দেন এবং আযান শেষে ঘোষণা করেন, সকলেই নিজ নিজ জায়গাতে সলাত আদায় করে নাও, সকলেই নিজ নিজ জায়গাতে সলাত আদায় করে নাও। অতঃপর বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সফরকালীন প্রচণ্ড শীত কিংবা বৃষ্টির রাতে মুয়াযযিনকে ঘোষণা করতে আদেশ দিতেন ঃ তোমরা সকলেই নিজ নিজ স্থানে সলাত আদায় করে নাও।[১০৬২]

সহীহ।

١٠٦٣ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، – يَعْنِي أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ – فَقَالَ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ .

– صحيح : ق .

১০৬৩। নাফি' (র) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু 'উমার ﷺ এক ঝড়ো হাওয়া ও শীতের রাতে সলাতের জন্য আযান দিলেন এবং বললেন, সকলেই নিজ নিজ স্থানে সলাত আদায় করো।

[১০৬১] এর পূর্বেরটিতে গত হয়েছে।

[১০৬২] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ মুসাফিরদের জামা'আতের জন্য আযান ও ইক্বামাত দেয়া, হাঃ ৬৩২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ বৃষ্টির দিনে বাড়িতে সলাত আদায় করা) সকলে 'উবাইদুল্লাহ হতে নাফি' সূত্রে।

অতঃপর বললেন, শীত কিংবা বৃষ্টির রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াযযিনকে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিতেন ঃ তোমরা নিজ নিজ জায়গাতে সলাত আদায় করে নাও।[১০৬৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فِي الْمَدِينَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ .

- منكر .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ فِي السَّفَرِ .

- صحيح .

১০৬৪। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মাদীনাহ্তে বৃষ্টির রাতে ও শীতের ভোরে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুয়াযযিন এরূপ ঘোষণা করেন।[১০৬৪]

মুনকার।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-আনসারী এ হাদীসটি ক্বাসিম হতে ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে সফরের কথা উল্লেখ আছে।

সহীহ।

١٠٦٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ " .

- صحيح : م .

১০৬৫। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। ঐ সময় বৃষ্টি হলে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কারোর ইচ্ছা হলে নিজ অবস্থানে সলাত আদায় করতে পারে।[১০৬৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১০৬৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ বৃষ্টি ও ওযরবশতঃ নিজ বাড়িতে সলাত আদায়ের অনুমতি, হাঃ ৬৬৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ বৃষ্টির দিনে বাড়িতে সলাত আদায় করা) সকলে মালিক হতে।

[১০৬৪] এর সমার্থক বর্ণনা পূর্বের হাদীসগুলোতে গত হয়েছে।

[১০৬৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ বৃষ্টির দিনে বাড়িতে সলাত আদায় করা), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বৃষ্টি হলে নিজ আবাসস্থলে সলাত আদায় করবে, হাঃ ৪০৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, জাবিরের হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ (২/৩১২), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৬৫৯) সকলে যুহাইর হতে।

١٠٦٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمٍّ، مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ . قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ .

– صحيح : ق .

১০৬৬। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের চাচাতো ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা বৃষ্টির দিনে ইবনু 'আব্বাস ﵁ তার মুয়াযযিনকে বললেন, আযানের মধ্যে তুমি যখন "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ" বলবে তখন এরপর "হাইয়্যা 'আলাস-সালাহ" বলবে না। বরং বলবে ঃ 'সল্লু ফী বুয়ূতিকুম' (তোমরা নিজ নিজ ঘরে সলাত আদায় করো)। লোকেরা এটাকে অপছন্দ করলে ইবনু 'আব্বাস ﵁ বললেন, আমার চাইতে উত্তম যিনি তিনিও এরূপ করেছেন। নিঃসন্দেহে জুমু'আহর সলাত ওয়াজিব। কিন্তু এরূপ কাদা ও বৃষ্টির মধ্যে তোমাদেরকে হেঁটে আসতে (ঘর হতে বের করতে) আমি পছন্দ করি নাই।[১০৬৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢١٥ – باب الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-২১৫ ঃ কৃতদাস ও নারীদের জুমু'আহর সলাত আদায় প্রসঙ্গে

١٠٦٧ – حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا .

– صحيح .

[১০৬৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের মধ্যে কথা বলা, হাঃ ৬১৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ বৃষ্টির দিকে বাড়িতে সলাত আদায় করা) সকলে ইসমাঈল হতে।

১০৬৭। ত্বারিক্ব ইবনু শিহাব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন ঃ জুমু'আহর সলাত সত্য- যা প্রত্যেক মুসলিমের উপর জামা'আতের সাথে আদায় করা ফারয। তবে চার শ্রেণীর লোকের জন্য ফারয নয় ঃ ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও রোগী।[১০৬৭]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ত্বারিক্ব ইবনু শিহাব ﷺ নাবী ﷺ -কে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর থেকে কিছু শুনেননি।

٢١٦– باب الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى

অনুচ্ছেদ-২১৬ ঃ গ্রামাঞ্চলে জুমু'আহর সলাত আদায়

١٠٦٨ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، – لَفْظُهُ – قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الإِسْلاَمِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثَاءَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ . قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ .

– صحيح : خ .

১০৬৮। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাসজিদে জুমু'আহর সলাত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ইসলামে সর্বপ্রথম জামা'আতের সাথে জুমু'আহর সলাত আদায় করা হয়েছে বাহরাইনের 'জুয়াসা' নামক একটি গ্রামে। 'উসমান (র) বলেন, সেটি ছিল 'আবদুল ক্বায়িস গোত্রের বসতি এলাকা।[১০৬৮]

সহীহ ঃ বুখারী।

١٠٦٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، – وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ عَنْ أَبِيهِ، كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ . فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ، تَرَحَّمْتَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا

[১০৬৭] আবূ দাউদ এটি একা বর্ণনা করেছেন। এবং হাকিম (১/৫৮৮)। ইমাম হাকিম বলেন ঃ এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি।

[১০৬৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ গ্রামে ও শহরে জুমু'আহর সলাত, হাঃ ৮৯২), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৭২৫) সকলে ইবরাহীম ইবনু ত্বাহমান হতে।

فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ . قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ .

– حسن .

১০৬৯। 'আবদুর রহমান ইবনু কা'ব হতে তার পিতা কা'ব ইবনু মালিক ﷺ এর সুত্রে বর্ণিত। তিনি অন্ধ হওয়ার পর 'আবদুর রহমান হয়েছিলেন তার পরিচালক। তিনি (কা'ব ইবনু মালিক) যখনই জুমু'আহর দিন জুমু'আহর সলাতের আযান শুনতেন তখন আস'আদ ইবনু যুরারাহ ﷺ এর জন্য দু'আ করতেন। 'আবদুর রহমান ইবনু কা'ব বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি (জুমু'আহর) আযান শুনলেই আস'আদ ইবনু যুরারাহর জন্য রহমাতের দু'আ করেন কেন? তিনি বললেন, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম 'নাকীউল খাদামাত' এর বনূ বায়াদার মালিকানাধীন হাররার 'হাযম আন-নাবীত' নামক স্থানে আমাদেরকে নিয়ে জুমু'আহর সলাত আদায় করেছেন। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, তখন আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, চল্লিশজন।[১০৬৯]

হাসান।

٢١٧ – باب إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ

অনুচ্ছেদ-২১৭ ঃ ঈদ ও জুমু'আহ একই দিনে একত্র হলে

١٠٧٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ " مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ " .

– صحيح .

১০৭০। ইয়াস ইবনু আবূ রামলাহ আশ্-শামী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়াহ ইবনু আবূ সুফয়ান ﷺ যখন যায়িদ ইবনু আরক্বাম ﷺ-কে প্রশ্ন করছিলেন আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মু'আবিয়াহ বললেন, আপনি কি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে একই দিনে দুই 'ঈদ (অর্থাৎ জুমু'আহ ও 'ঈদ) উদযাপন করেছেন। তিনি (যায়িদ) বললেন, হাঁ। মু'আবিয়াহ ﷺ বললেন, তিনি তা কিভাবে আদায় করেছেন? যায়িদ ইবনু আরক্বাম বললেন, তিনি 'ঈদের সলাত

[১০৬৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ জুমু'আহর সলাত ফারয হওয়া প্রসঙ্গে, হাঃ ১০৮২), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৭২৪) ইবনু ইসহাক্ব হতে।

আদায় করেছেন। অতঃপর জুমু'আহর সলাত আদায়ের ব্যাপার অবকাশ দিয়ে বলেছেন ঃ কেউ জুমু'আহর সলাত আদায় করতে চাইলে আদায় করে নিবে।[১০৭০]

সহীহ।

١٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ .

- صحيح .

১০৭১। 'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আবদুল্লাহ ইব্নুয যুবায়ির ﷺ জুমু'আহর দিনে আমাদেরকে নিয়ে ঈদের সলাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে একটু হেলে যাওয়ার পর আমরা জুমু'আহর সলাতের জন্য গেলাম, কিন্তু তিনি না আসায় আমরা একা একা (যুহরের) সলাত আদায় করে নিলাম। এ সময় 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ তায়েফে ছিলেন। তিনি তায়েফ হতে ফিরে এলে আমরা তার কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ির সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেছেন।[১০৭১]

সহীহ।

١٠٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلاَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ .

- صحيح .

১০৭২। 'আত্বা (র) বলেন, একদা 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ির ﷺ এর যুগে জুমু'আহ ও ঈদুল ফিত্বর একই দিনে হওয়ায় তিনি বলেন, একই দিনে দুই ঈদ একত্র হয়েছে। তিনি দুই সলাত (জুমু'আহ ও 'ঈদের সলাত) একত্র করেন এবং প্রত্যুষে মাত্র দু' রাক'আত সলাত আদায় করেন, এর অধিক করলেন না। অতঃপর তিনি 'আসরের সলাত আদায় করেন।[১০৭২]

সহীহ।

[১০৭০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ একই দিনে দুই ঈদ একত্রিত হলে, হাঃ ১৩১০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ ঈদের দিনে জুমু'আহ হলে জুমু'আহ ত্যাগের অনুমতি সম্পর্কে, হাঃ ১৫৯০), আহমাদ (৪/৩৭২), দারিমী (হাঃ ১৬১২), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৪৬৪) সকলে ইসরাইল হতে।

[১০৭১] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ ঈদের দিনে জুমু'আহ হলে জুমু'আহ ত্যাগের অনুমতি, হাঃ ১৫৯১), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৪৬৫) সকলে ওয়াহাব ইবনু কায়সান হতে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে।

[১০৭২] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٠٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ " . قَالَ عُمَرُ عَنْ شُعْبَةَ .

– صحيح .

১০৭৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আজ তোমাদের এ দিনে দু'টি 'ঈদের সমাগম হয়েছে। তোমাদের কারোর ইচ্ছা হলে (জুমু'আহ ত্যাগ করবে), তার জন্য 'ঈদের সলাতই যথেষ্ট। তবে আমরা দুটিই (ঈদ ও জুমু'আহর সলাত উভয়টি) আদায় করবো।[১০৭৩]

সহীহ।

٢١٨ – باب مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২১৮ ঃ জুমু'আহর দিন ফাজ্‌রের সলাতে যে সূরাহ পড়বে?

١٠٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَ { هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ } .

– صحيح : م .

১০৭৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আহর দিন ফাজ্‌রের সলাতে সূরাহ তান্‌যীলুস সাজ্‌দাহ ও 'হাল আতা 'আলাল ইনসানি হীনুম্‌-মিনাদ্‌দাহরি' পাঠ করতেন।[১০৭৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَوَّلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ } .

– صحيح : م .

[১০৭৩] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ একই দিনে দুই ঈদ একত্রিত হলে, হাঃ ১৩১১)।

[১০৭৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর সলাতে ক্বিরাআত), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুমু'আহর দিন ভোরের সলাতের ক্বিরাআত, হাঃ ৫২০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, হাঃ ৯৫৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ জুমু'আহর দিনে ফাজর সলাতের ক্বিরাআত, হাঃ ৮২১), আহমাদ (১/৩২৮) সকলে মুখাওয়াল ইবনু রাশিদ হতে।

১০৭৫। মুখাব্বিল (র) হতে উপরোক্ত হাদীসটি একই সানাদ ও অর্থে বর্ণিত হয়েছে। তাতে এও রয়েছে ঃ জুমু'আহ্র সলাতের ক্বিরাআতে রসূলুল্লাহ ﷺ সূরাহ জুমু'আহ ও সূরাহ "ইযা জাআকাল মুনাফিকুল" পাঠ করতেন।[১০৭৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢١٩ – باب اللُّبْس لِلْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২১৯ ঃ জুমু'আহর সলাতের পোশাক সম্পর্কে

١٠٧٦ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ – يَعْنِي تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ " . ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا " . فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ .

– صحيح : ق .

১০৭৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ؓ সূত্রে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব ؓ মাসজিদে নববীর দরজার সামনে রেশমী পোশাক বিক্রি হতে দেখে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ পোশাক খরিদ করলে এটি জুমু'আহর দিনে এবং আপনার কাছে প্রতিনিধি দলের আগমনকালে পরিধান করতে পারতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এটা তো তারাই পরবে আখিরাতে যাদের জন্য কিছুই থাকবে না। পরবর্তীতে ঐ ধরনের কিছু কাপড় রসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলে তার একখানা কাপড় তিনি 'উমার ইবনুল খাত্তাব ؓ-কে প্রদান করেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে পরার জন্য এ কাপড় দিলেন। অথচ ইতিপূর্বে আপনি উত্বারিদ (নামক ব্যক্তির) কাপড় সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি এ কাপড় তোমাকে

[১০৭৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর সলাতের ক্বিরাআত), আহমাদ (১/২২৬) সকলে শু'বাহ হতে।

পরার জন্য দেইনি। অতঃপর 'উমার ﷺ কাপড়টি মাক্কাহ্র অধিবাসী তার এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দেন।[১০৭৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٧٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفْدِ . ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ .

– صحيح : م .

১০৭৭। সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বাজারে একখানা রেশমী কাপড় বিক্রি হতে দেখে তা নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পেশ করে বলেন, আপনি এ কাপড়টি কিনে নিন, এটা ঈদ ও প্রতিনিধি দলের আগমন উপলক্ষে পরতে পারবেন। অতঃপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য পূর্বের হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ।[১০৭৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٠٧٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرٌو، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ " . أَوْ " مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَىْ مَهْنَتِهِ " . قَالَ عَمْرٌو وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

[১০৭৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ যা আছে তার মধ্য হতে উত্তম পোষাক পরবে, হাঃ ৮৮৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুঃ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্র ব্যবহার হারাম এবং পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক হারাম)।

[১০৭৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ দুই ঈদ এবং তাতে সুন্দর পোষাক পরিধান করা, হাঃ ৯৪৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পোষাক-পরিচ্ছদ, অনুঃ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্র ব্যবহার হারাম এবং পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক হারাম) ইবনু শিহাব হতে।

১০৭৮। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হাব্বান (র) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ বা তোমরা যদি সচরাচর পরিহিত কাপড় ছাড়া জুমু'আহর দিনে পরার জন্য পৃথক একজোড়া কাপড় সংগ্রহ করতে পারো তবে তাই করো।[১০৭৮]

'আমর (র) বলেন, আমাকে ইবনু আবূ হাবীব, মূসা ইবনু সা'দ হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু হাব্বান হতে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথাগুলো মিম্বারে বসে বলতে শুনেছেন।

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি ওয়াহাব ইবনু জারীর তার পিতা হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ূব হতে তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবূ হাবীব হতে তিনি মূসা ইবনু সা'দ হতে তিনি ইউসুফ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠- باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২২০ ঃ জুমু'আহর দিন সলাতের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসা

١٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

– حسن .

১০৭৯। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে বেচা-কেনা করতে, হারানো বস্তু তালাশ করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন। আরো নিষেধ করেছেন জুমু'আহর দিন সলাতের পূর্বে মাসজিদে গোল হয়ে বসতে।[১০৭৯]

হাসান।

[১০৭৮] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ জুমু'আহর দিনে সুন্দর পোষাক পরা, হাঃ ১০৯৫) হারমালাহ ইবনু ইয়াহইয়া হতে ইবনু ওয়াহাব সূত্রে।

[১০৭৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মাসজিদে ক্রয় বিক্রয়, কবিতা আবৃত্তি করা মাকরূহ, হাঃ ৩২২, ইমাম তিরমিযী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমরের হাদীসটি হাসান), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ মাসজিদে ক্রয় বিক্রয় করা নিষেধ, হাঃ ৭১৩) সকলে 'আমর ইবনু শু'আইব হতে।

٢٢١– باب فِي اتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২২১ ঃ মাসজিদে মিম্বার স্থাপন সম্পর্কে

١٠٨٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رِجَالاً، أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ " أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ " . فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي " .

– صحيح : ق .

১০৮০। আবূ হাযিম ইবনু দীনার (র) সূত্রে বর্ণিত। কতিপয় লোক মাসজিদের মিম্বার কোন কাঠের তৈরী ছিলো এ বিষয়ে সন্দিহান হলে তারা সাহল ইবনু সা'দ আস-সাঈদী ﷺ এর নিকট এসে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তা কোন কাঠের তৈরী ছিলো তা আমি জানি। প্রথম যেদিন তা স্থাপন করা হয়েছিল তাও আমি অবগত আছি। আবার রসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম যেদিন তার উপর বলেছিলেন আমি সেদিনও তা দেখেছি। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক মহিলার (যার নাম সাহ্ল ﷺ উল্লেখ করেছিলেন) এর নিকট কাউকে এ সংবাদসহ পাঠালেন যে, লোকদের উদ্দেশে বক্তব্য বা খুত্বাহর সময় আমার বসার জন্য তোমার কাঠমিস্ত্রি ক্রীতদাসকে আমার জন্য কিছু কাঠ প্রস্তুত করতে (মিম্বার বানাতে) বলো। মহিলা তাকে তাই করতে আদেশ করলো। ক্রীতদাসটি আল-গাবা নামক স্থানের ঝাউগাছের কাঠ দিয়ে তা তৈরী করে আনলে ঐ মহিলা তা রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তাঁর ﷺ নির্দেশে সেটি এ স্থানে রাখা হলো। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে এর উপর সলাত পড়তে, তাকবীর বলতে, রুকু' করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি পিছন দিকে সরে গিয়ে মিম্বারের গোড়ায় সাজদাহ্ করেন। এরপর তিনি পুনরায় মিম্বারে উঠেন। অতঃপর সলাত শেষে তিনি লোকদের দিকে ঘুরে বলেন ঃ

হে লোকেরা! আমি এজন্যই এরূপ করেছি যাতে তোমরা আমাকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারো এবং আমার সলাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারো।[১০৮০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٨١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَدُنَ قَالَ لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ أَلاَ أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَجْمَعُ - أَوْ يَحْمِلُ - عِظَامَكَ قَالَ " بَلَى " . فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا مِرْقَاتَيْنِ .

- صحيح : خ معلقاً .

১০৮১। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। (বয়োঃবৃদ্ধির কারণে) নাবী ﷺ-এর শরীর ভারী হয়ে গেলে তামীম আদ-দারী ﷺ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ রসূল! আমি কি আপনার জন্য একটা মিম্বার তৈরি করে দিবো না, যার উপর আপনার শরীরের ভার রাখবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কাজেই তিনি তাঁর জন্য দুই ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বার তৈরী করে দেয়া হয়।[১০৮১]

সহীহ ঃ বুখারী মু'আল্লাক্ব ভাবে।

٢٢٢- باب مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২২২ ঃ মিম্বার রাখার স্থান

١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ .

- صحيح : ق .

১০৮২। সালামাহ ইবনুল আকওয়া' ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিম্বার এবং (মাসজিদের) দেওয়ালের মাঝখানে একটি বকরী চলাচল করার পরিমাণ ফাঁকা ছিলো।[১০৮২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১০৮০] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ মিম্বারের উপর খুত্বাহ দেয়া, হাঃ ৯১৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ) সকলে কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ হতে 'আবদুল 'আযীয সূত্রে।

[১০৮১] বুখারী এটি 'মানাকিব' অধ্যায়ে 'নাবুওয়্যাতের নিদর্শন' অনুচ্ছেদে মু'আল্লাক্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারী' (২/৪৬৩) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীসটি সংক্ষেপে আবূ দাউদ, হাসান ইবনু সুফয়ান এবং বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন আবূ 'আসিম হতে. । আর এর সানাদ ভাল (জাইয়্যিদ)।

[১০৮২] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লী ও সুতরাহর মাঝখানে কী পরিমাণ দুরত্ব হওয়া উচিত, হাঃ ৪৯৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লী সুতরাহর নিকটবর্তী হবে) সকলে ইয়াযীদ ইবনু আবূ 'উবাইদ হতে।

٢٢٣– باب الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

অনুচ্ছেদ-২২৩ ঃ জুমু'আহর দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে সলাত আদায়

١٠٨٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ " إِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ مُرْسَلٌ مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ .

১০৮৩। আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ জুমু'আহর দিন ছাড়া (অন্য দিন) ঠিক দুপুরে সলাত আদায় করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন ঃ জুমু'আহর দিন ছাড়া (অন্যান্য দিনে) জাহান্নামের আগুনকে উত্তপ্ত করা হয়।[১০৮৩]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। মুজাহিদ (র) আবুল খালীলের চেয়ে বয়সে বড়। আর আবুল খালীল (র) আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ হতে হাদীস শুনেননি।

٢٢٤– باب فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২২৪ ঃ জুমু'আহর সলাতের ওয়াক্ত

١٠٨٤ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ .

– صحيح : خ .

১০৮৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর রসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আহর সলাত আদায় করতেন।[১০৮৪]

সহীহ ঃ বুখারী।

[১০৮৩] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে তিনি দুর্বল বলেছেন।

[১০৮৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ সূর্য হেলে গেলে জুমু'আহর সময় হয়, হাঃ ৯০৪), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুমু'আহর ওয়াক্ত, হাঃ ৫০৩), বায়হাক্বী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর সময়, ৩/১৯০), ফুলাইহ সূত্রে।

١٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَىْءٌ .

- صحيح : ق .

১০৮৫। ইয়াস ইবনু সালামাহ ইবনুল আকওয়া' ﵁ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জুমু'আহর সলাত আদায় করে ফিরে আসার পরও প্রাচীরসমূহে ছায়া দেখা যেতো না।[১০৮৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

- صحيح : ق .

১০৮৬। সাহল ইবনু সা'দ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আহর সলাতের পর দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ ও খাবার খেতাম।[১০৮৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٢٥- باب النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২২৫ ঃ জুমু'আর সলাতের আযান

١٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ الأَذَانَ، كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما - فَلَمَّا كَانَ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

- صحيح : خ .

[১০৮৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ মাগাযী, অনুঃ হুদায়বিয়ার অভিযান, হাঃ ৪১৬৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ সূর্য হেলে গেলে জুমু'আহর সময়) ইয়াস হতে।

[১০৮৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ আল্লাহর বানী ঃ "সলাত আদায় শেষে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর"-আয়াত, হাঃ ৯৩৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ সূর্য হেলে গেলে জুমু'আহর সময়) ইবনু আবূ হাযিম হতে।

১০৮৭। আস-সায়িব ইবনু ইয়াযীদ ﷺ সূত্রে বর্নিত। রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্র এবং 'উমার ﷺ এর যুগে জুমু'আহর প্রথম আযান দেয়া হতো ইমাম মিম্বারে বসলে। কিন্তু 'উসমান ﷺ এর খিলাফাতের সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি জুমু'আহর সলাতের জন্য তৃতীয় আযানের নির্দেশ দেন। এ আযান সর্বপ্রথম (মাদীনাহ্র) আয-যাওরা নামক স্থানে দেয়া হয়। এরপর থেকেই এ নিয়ম বহাল হয়ে যায়।[১০৮৭]

সহীহ ঃ বুখারী।

١٠٨٨ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ .

- منكر .

১০৮৮। আস-সায়িব ইবনু ইয়াযীদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আহর দিন যখন মিম্বারের উপর বসতেন তখন তাঁর সামনে মাসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আযান দেয়া হতো। আবূ বাক্র ও 'উমার ﷺ এর সামনেও অনুরূপ করা হতো। অতঃপর হাদীসের পরবর্তী অংশ ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।[১০৮৮]

মুনকার।

١٠٨٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ، قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ بِلاَلٌ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ .

- صحيح .

১০৮৯। আস-সায়িব ইবনু ইয়াযীদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর মাত্র একজন মুয়াযযিন ছিলেন। তিনি হলেন বিলাল ﷺ। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।[১০৮৯]

সহীহ।

[১০৮৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিনে আযান, হাঃ ৯১২), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহ সলাতের জন্য আযান, হাঃ ১৩৯১) ইবনু শিহাব হতে।

[১০৮৮] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ জুমু'আহর দিনে আযান, হাঃ ১১৩৫), আহমাদ (৩/৪৪৯), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ১৮৩৭) সকলে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব হতে।

[১০৮৯] এর পূর্বেরটি দেখুন।

١٠٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أُخْتِ، نَمِرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ . وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ .

- صحيح : خ .

১০৯০। আস-সায়িব ইবনু ইয়াযীদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একমাত্র মুয়াযযিন (বিলাল) ব্যতীত রসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্য কোন মুয়াযযিন ছিল না। অতঃপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন, তবে পুরো অংশ নয়।[১০৯০]

সহীহ ঃ বুখারী।

٢٢٦ - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

অনুচ্ছেদ-২২৬ ঃ খুত্ববাহ দেয়ার সময় কারো সাথে ইমামের কথা বলা

١٠٩١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ " اجْلِسُوا " . فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ " .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُعْرَفُ مُرْسَلاً إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ .

১০৯১। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক জুমু'আহর দিনে খুত্ববাহ দেয়ার উদ্দেশে মিম্বারে উঠে বললেন, সবাই বসে পড়ো। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﷺ একথা শুনে তাৎক্ষণিক মাসজিদের দরজাতেই বসে পড়েন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখে বললেন ঃ ওহে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ! তুমি এগিয়ে এসো।[১০৯১]

সহীহ।

[১০৯০] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিনে আযান, হাঃ ৯১২), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহ সলাতের জন্য আযান, হাঃ হাঃ ১৩৯৩) সকলে যুহরী হতে সায়িব সূত্রে।

[১০৯১] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাক্বী ('সুনান' ৩/৫, ২০, ২০৬), হাকিম (১/২৮৩), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৭৮০) সকলে ইবনু জুরাইজ হতে। ইমাম হাকিম বলেন ঃ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ, তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস হিসাবে পরিচিত। বর্ণনাকারীরা এটি 'আত্বা (র) হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর বর্ণনাকারী মাখলাদ একজন শায়খ।

٢٢٧ – باب الْجُلُوس إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

অনুচ্ছেদ-২২৭ ঃ মিম্বারে উঠে ইমাম বসবেন

١٠٩٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، – يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ – عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ – أُرَاهُ قَالَ الْمُؤَذِّنُ – ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ .

– صحيح : ق مختصراً .

১০৯২। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ জুমু'আহতে দু'টি খুত্বাহ প্রদান করতেন। প্রথমে তিনি মিম্বারে উঠে মুয়াযযিন আযান শেষ না করা পর্যন্ত বসে থাকতেন, অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে (প্রথম) খুত্বাহ দিতেন, তারপর বসতেন এবং কোন কথা না বলে আবার দাঁড়াতেন এবং (দ্বিতীয়) খুত্বাহ দিতেন।[১০৯২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম সংক্ষেপে।

٢٢٨ – باب الْخُطْبَة قَائِمًا

অনুচ্ছেদ-২২৮ ঃ দাঁড়িয়ে খুত্বাহ দেয়া

١٠٩٣ – حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَالَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلاَةٍ .

– حسن : م .

১০৯৩। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে (প্রথম) খুত্বাহ দিতেন, অতঃপর বসতেন এবং আবার উঠে দাঁড়িয়ে (দ্বিতীয়) খুত্বাহ দিতেন। কেউ যদি

[১০৯২] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ দাঁড়িয়ে খুত্বাহ দেয়া, হাঃ ৯২০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ সলাতের পূর্বে খুত্বাহ দেয়া এবং উভয় খুত্বাহর মাঝে বসা) নাফি' হতে ইবনু 'উমার সূত্রে।

তোমাকে বলে তিনি বসে খুত্ববাহ দিতেন, সে মিথ্যা বলেছে। জাবির বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে দুই হাজারের অধিক সংখ্যক ওয়াক্তের সলাত আদায় করেছি।[১০৯৩]

হাসান ঃ মুসলিম।

١٠٩٤ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، – الْمَعْنَى – عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَانِ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ .

– حسن : م .

১০৯৪। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আহর সলাতে দু'টি খুত্ববাহ দিতেন এবং দু' খুত্ববাহর মাঝখানে বসতেন। তিনি খুত্ববাহয় কুরআন পড়তেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন।[১০৯৪]

হাসান ঃ মুসলিম।

١٠٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

– حسن .

১০৯৫। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ -কে দাঁড়িয়ে খুত্ববাহ দিতে দেখেছি। তিন (দু' খুত্ববাহর মাঝে) কিছুক্ষণ বসতেন কিন্তু কোন কথা বলতেন না। অতঃপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[১০৯৫]

হাসান।

٢٢٩– باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

অনুচেছদ-২২৯ ঃ ধনুকের উপর ভর দিয়ে খুত্ববাহ দেয়া

١٠٩٦ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ، قَالَ جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ

[১০৯৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ সলাতের পূর্বে খুত্ববাহ দেয়া এবং উভয় খুত্ববাহর মাঝে বসা), আহমাদ (৫/১০০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ দুই খুত্ববাহর মাঝে বসা ও তাতে চুপ থাকা, হাঃ ১৫৮২) সকলে সিমাক হতে।

[১০৯৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ সলাতের পূর্বে খুত্ববাহ দেয়া এবং উভয় খুত্ববাহর মাঝে বসা), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ দুই খুত্ববাহর মাঝে বসা, হাঃ১৫৫৯) আবুল আহওয়াস হতে সিমাক সূত্রে।

[১০৯৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ দুই খুত্ববাহর মাঝে বসা ও তাতে চুপ থাকা, হাঃ ১৫৮২), আহমাদ (৫/৯৭)।

بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ بِنَا أَوْ أَمَرَ لَنَا بِشَىْءٍ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا " .

– حسن .

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ قَالَ ثَبَّتَنِي فِي شَىْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ كَانَ انْقَطَعَ مِنَ الْقِرْطَاسِ .

১০৯৬। শু'আইব ইবনু রুযাইক্ব আত-ত্বায়িফী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক সাহাবীর নিকট বসা ছিলাম, যার নাম আল-হাকাম ইবনু হাযন আল-কুলাফী। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি সাত বা আট সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের সপ্তম বা অষ্টমজন হিসেবে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যাই এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বলি, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার সাক্ষাত পেয়েছি। আপনি মহান আল্লাহর নিকট আমাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করুন। তখন তিনি কিছু খেজুর দ্বারা আমাদের মেহমানদারী করতে আদেশ করলেন। সে সময় (মুসলিমদের) অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। আমরা বেশ কয়েকদিন (মাদীনাহ্তে) অবস্থান করলাম। এ সময় আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জুমু'আহর সলাতও আদায় করেছি। জুমু'আহর খুত্ববাহয় রসূলুল্লাহ ﷺ একটি লাঠি অথবা ধনুকের উপর ভর দিয়ে পবিত্র ও বারকাতপূর্ণ কথার দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তাঁর কতক হালকা, উত্তম ও পবিত্র গুণাবলী বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন ঃ হে জনগণ! তোমাদেরকে যা কিছুর আদেশ দেয়া হয়েছে সে সবের প্রতিটি নির্দেশই তোমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সক্ষম হবে না। কাজেই তোমরা নিজেদের 'আমলের উপর অটল থাকো এবং সুসংবাদ প্রদান করো।[১০৯৬]

হাসান।

আবূ 'আলী (র) বলেন, আমি ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমার কতিপয় বন্ধু এ হাদীসের অংশ বিশেষ আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন।

[১০৯৬] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও আহমাদ (৪/২১২), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৪৫২)।

١٠٩٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا " .

– ضعيف .

১০৯৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ খুত্ববাহ ﷺ দেয়ার সময় বলতেন, "আলহামদু লিল্লা-হি নাস্তাঈনুহু, ওয়া নাসতাগফিরুহু ওয়া না'উযু বিল্লা-হি মিন শুরূরি আনফুসিনা মাঁই ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মাই ইউদ্লিল ফালা হা-দিয়া লাহু। ওয়া আশ্হাদু আল-লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহ। আরসালাহু বিলহাক্বক্বি বাশিরাও ওয়া নাযীরা বাইনা ইয়াদাইস্ সা'আহ। মাঁই ইউত্বি'ইল্লা-হা ওয়া রসূলুহু ফাক্বাদ্ রাশাদা ওয়া মাঁই ইয়া'সিহিমা ফাইন্নাহু লা ইয়াদুররু ইল্লা নাফসাহু ওয়ালা ইয়াদুররুল্লা-হা শাইয়া"। (সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য ও ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের নিজেদের নাফ্সের ক্ষতি হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল। মহান আল্লাহ তাঁকে ক্বিয়ামাতের পূর্বে সত্য দ্বীনসহ সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে সঠিক পথে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয় সে তো নিজেরই ক্ষতি সাধন করে, সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না)।[১০৯৭]

দুর্বল।

١٠٩٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ تَشَهُّدِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ " وَمَنْ

[১০৯৭] এর সানাদ ও মাতান উভয়ই দুর্বল। সানাদে আবূ 'আয়ায হচ্ছে কায়স ইবনু সা'লাবাহ, যেমন হাফিয ইবনু হাজার 'আত-তাহযীব' ও 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি একজন অজ্ঞাত লোক (মাজহুল)। তবে উপরোক্ত শব্দ ছাড়া ভিন্ন শব্দে হাদীসটি প্রমাণিত আছে ইবনু মাসউদ সূত্রে, যা বর্ণনা করেছেন তিরমিযী (অধ্যায় নিকাহ, হাঃ ১১০৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ নিকাহ, হাঃ ১৮৯২), আহমাদ (১/৩০২), ইবনু 'আব্বাস হতে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে মুসলিমে (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ)

يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى " . وَنَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ .

– ضعيف .

১০৯৮। ইউনূস (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনু শিহাব (র)–কে জুমু'আহর দিনে রসূলুল্লাহর ﷺ -এর খুত্ববাহ প্রদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি অতিরিক্তভাবে বর্ণনা করেন ঃ "ওয়া মাঁই ইয়া'সিহিমা ফাক্বাদ গাওয়া ওয়া নাসআলুল্লা-হা রব্বানা আঁই ইয়াজ'আলানা মিমমাই ইউতিয়ুহু ওয়া ইউতিয়ু রসূলুহু ওয়া ইয়াত্তাবিঈ রিদওয়ানাহু ওয়া ইয়াজতানিবু সাখাতাহু ফাইন্নামা নাহ্নু বিহি ওয়া লাহু"। (অর্থ ঃ এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয় সে পথভ্রষ্ট। আর আমরা আমাদের রব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অনুর্ভুক্ত করেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষন করে এবং অসন্তুষ্টির পথ পরিহার করে। কারণ আমরা তারই সাথে এবং তারই জন্য (বা আমরা তাঁরই জন্য সৃষ্টি হয়েছি এবং তাঁরই এখতিয়ারভুক্ত)।"[১০৯৮]

দুর্বল।

١٠٩٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ خَطِيبًا، خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ " قُمْ – أَوِ اذْهَبْ – بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ " .

– صحيح : م .

১০৯৯। 'আদী ইবনু হাতিম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। জনৈক বক্তা রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বললো ঃ মাঁই ইউতিয়িল্লাহা ওয়া রসূলুহু ফাক্বাদ রাশাদা ওয়া মাঁই ইয়া'সিহিমা"। "যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলো সে সঠিক পথ পেলো। আর যে তাঁদের নাফরমানী করলো"। একথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি চলে যাও। তুমি অতিশয় নিকৃষ্ট বক্তা।[১০৯৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١١٠٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ مَا حَفِظْتُ ق إِلاَّ مِنْ فِي

[১০৯৮] এর পূর্বেরটি দেখুন।

[১০৯৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ সলাত ও খুত্ববাহ হবে নাতিদীর্ঘ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ নিকাহ, অনুঃ খুত্ববাহতে যা অপছন্দনীয়, হাঃ ৩২৭৯), আহমাদ (৪/২৫৬) সকলে সুফয়ান হতে।

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَنُّورُنَا وَاحِدًا

– صحيح : م .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ .

১১০০। হারিস ইবনুন নু'মান ﵁ এর মেয়ের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ হতে শুনে সূরাহ 'ক্বাফ' মুখস্ত করেছি। সূরাহটি তিনি প্রতি জুমু'আহর খুত্ববাহতে পাঠ করতেন। তিনি.বলেন, রসূলুল্লাহর চুলা ﷺ এবং আমাদের চুলা এক জায়গাতে ছিলো।[১১০০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١١٠١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ .

– حسن : م .

১১০১। জাবির ইবনু সামুরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সলাত ছিলো নাতিদীর্ঘ এবং তাঁর খুত্ববাহও ছিল নাতিদীর্ঘ। তিনি খুত্ববাহর মধ্যে কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন।[১১০১]

হাসান ঃ মুসলিম।

١١٠٢ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُخْتِهَا، قَالَتْ مَا أَخَذْتُ ق إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ .

– صحيح : م .

[১১০০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ সলাত ও খুত্ববাহ হবে নাতিদীর্ঘ), আহমাদ (৬/৪০৬৩), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৭৮৬) সকলে মুহম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে।

[১১০১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ সলাত ও খুত্ববাহ নাতিদীর্ঘ করা) যাকারিয়্যাহ হতে, নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ দ্বিতীয় খুত্ববাহর ক্বিরাআত ও তাতে যিকর, হাঃ ১৪১৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, হাঃ ১৪৪৮), সুফয়ান হতে, এবং উভয়ে (সুফয়ান ও যাকারিয়্যাহ) সিমাক হতে।

Contents

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ .

১১০২। 'আমরাহ্ বিনতু 'আবদুর রহমান (র) হতে তার বোনের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে শুনে শুনে সূরাহ 'কাফ' মুখস্থ করেছি। তিনি প্রত্যেক জুমু'আহর খুত্ববাহয় সূরাহ ক্বাফ তিলাওয়াত করতেন।[১১০২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ূব এবং ইবনু আবুর রিজাল, ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি 'আমরাহ উম্মু হিশাম বিনতু হারিসাহ ইবনুন নু'মান হতে।

١١٠٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُخْتٍ، لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا بِمَعْنَاهُ .

১১০৩। 'আমরাহ্ বিনতু 'আবদুর রহমান (র) তার এক -বোন যিনি তার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন- সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণণা করেছেন।[১১০৩]

٢٣٠ - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২৩০ ঃ মিম্বারের উপর অবস্থানকালে দু' হাত উপরে উঠানো

١١٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ رَأَى عُمَارَةُ بْنُ رُؤَيْبَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ . قَالَ زَائِدَةُ قَالَ حُصَيْنٌ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَزِيدُ عَلَى هَذِهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ .

- صحيح : م .

১১০৪। হুসাইন ইবনু 'আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমারাহ ইবনু রুওয়াইবাহ ؓ দেখেন যে, বিশর ইবনু মারওয়ান (জুমু'আহর দিন খুত্ববাহকালে) দু'আ করছেন। তখন 'উমারাহ ইবনু রুওয়াইবাহ ؓ বললেন, আল্লাহ তোমার এ হাত দু'টিকে কুৎসিত করুন। যায়িদাহ বলেন, হুসাইন ইবনু 'আবদুর রহমান বলেছেন, 'উমারাহ ইবনু রুওয়াইবাহ ؓ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিম্বারের উপর এর চাইতে অধিক কিছু

[১১০২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ সলাত ও খুত্ববাহ নাতিদীর্ঘ করা)।
[১১০৩] আবূ দাউদ।

করতে দেখিনি অর্থাৎ তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা ব্যতীত অন্য কিছুই করতেন না।[১১০৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١١٠٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، – يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، – يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالإِبْهَامِ .

– ضعيف .

১১০৫। সাহল ইবনু সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে মিম্বারে অবস্থানকালে অথবা অন্যত্র কখনো হাত উঠাতে দেখিনি। তবে আমি দেখেছি যে, তিনি মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি মিলিয়ে বৃত্ত বানিয়ে শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা (করে দু'আ) করতেন।[১১০৫]

দুর্বল।

٢٣١– باب إِقْصَارِ الْخُطَبِ

অনুচ্ছেদ-২৩১ ঃ খুত্ববাহ সংক্ষেপ করা

١١٠٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ .

– صحيح .

১১০৬। 'আম্মার ইবনু ইয়াসির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে খুত্ববাহ সংক্ষিপ্ত করার আদেশ দিয়েছেন।[১১০৬]

সহীহ।

[১১০৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ সলাত ও খুত্ববাহ নাতিদীর্ঘ করা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ খুত্ববাহতে ইশারা করা, হাঃ ১৪১১), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মিম্বারে হাত উত্তোলন মাকরূহ, হাঃ ৫১৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ)।

[১১০৫] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আহমাদ (৫/৩৩৭), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৪৫০)। এর সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব জমহুর ইমামগণের নিকট দুর্বল।

[১১০৬] আহমাদ (৪/৩২০), হাকিম (১/২৮৯) ইমাম হাকিম বলেন ঃ এ হাদীসের সানাদ সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম এটি র্বণা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইবনু 'আবদুল বার 'আত-তামহীদ' ১০/১৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু কাসীর হতে 'আমার সূত্রে।

١١٠٧ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ .

– حسن .

১১০৭। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আহর দিনে উপদেশ (ওয়াজ) দীর্ঘ করতেন না, বরং তা কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্য হতো মাত্র।[১১০৭]

হাসান।

٢٣٢– باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

অনুচেছদ-২৩২ ঃ খুত্ববাহর সময় ইমামের কাছাকাছি বসা

١١٠٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا " .

– حسن .

১১০৮। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা নসীহতের সময় উপস্থিত থাকবে এবং ইমামের নিকটবর্তী হবে। কারণ যে ব্যক্তি সর্বদা (উপদেশ হতে) দূরে থাকে সে জান্নাতবাসী হলে জান্নাতেও বিলম্বে যাবে।[১১০৮]

হাসান।

٢٣٣– باب الإِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

অনুচেছদ-২৩৩ ঃ বিশেষ কারণে ইমামের খুত্ববাহয় বিরতি দান

١١٠٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ

[১১০৭] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বায়হাক্বী (৩/২০৮) মাহমূদ ইবনু খালিদ হতে।

[১১০৮] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আহমাদ (৫/১১), হাকিম (১/২৮৯), বায়হাক্বী 'সুনান' (৩/২৩৮) সকলে মু'আয ইবনু হিশাম হতে। ইমাম হাকিম বলেন ঃ মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

وَالْحُسَيْنُ - رضى الله عنهما - عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ " صَدَقَ اللَّهُ { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ } رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ " . ثُمَّ أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ .

- صحيح .

১১০৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে খুত্ববাহ দিচ্ছিলেন। এমন সময় শিশু হাসান ও হুসাইন লাল রংয়ের জামা পরিহিত অবস্থায় আছাড় খেতে খেতে এগিয়ে এলে নাবী ﷺ খুত্ববাহ বন্ধ করে মিম্বার হতে নেমে তাদেরকে নিয়ে এসে মিম্বারে উঠে বললেন ঃ আল্লাহ সত্যই বলেছেন, "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদী ফিতনাহ স্বরূপ" (সূরাহ তাগাবুন ঃ আয়াত ১৫)। আমি এ দু'জনকে দেখে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারিনি। অতঃপর তিনি খুত্ববাহ দিতে লাগলেন।[১১০৯]

সহীহ।

٢٣٤ - باب الاِحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-২৩৪ ঃ ইমামের খুত্ববাহ দেয়ার সময় কাপড় জড়িয়ে বসা সম্পর্কে

١١١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ .

- حسن .

১১১০। সাহল ইবনু মু'আয ইবনু আনাস ؓ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আহর দিন ইমামের খুত্ববাহ চলাকালে কাউকে হাঁটু উপরে উঠিয়ে কাপড় জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।[১১১০]

হাসান।

[১১০৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ মানাকিব, অনুঃ হাসান ও হুসাইন (রাঃ) এর মানাকিব, হাঃ ৩৭৭৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ খুত্ববাহতে ইশারা করা, হাঃ ১৪১২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ লিবাস, অনুঃ পুরুষের লাল কাপড় পরা, হাঃ ৩৬০০), আহমাদ (৫/৩৫৪) সকলে হুসাইন ইবনু ওয়াক্বিদ হতে।

[১১১০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ইমামের খুত্ববাহ চলাকালে পায়ের নালা জড়িয়ে বসা মাকরূহ, হাঃ ৫১৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান), আহমাদ (৩/৪৩৯), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৮১৫)।

١١١١ – حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا .

لم أر من وصل ذلك عنهم .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلاَّ عُبَادَةُ بْنُ نُسَىٍّ .

১১১১। ইয়া'লা ইবনু শাদ্দাদ ইবনু আওস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়াহ ﷺ এর সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের সাথে জুমু'আহর সলাত আদায় করলেন। আমি দেখলাম, মাসজিদে উপস্থিত অধিকাংশ লোকই নাবী ﷺ -এর সাহাবী এবং ইমামের খুত্বাহ চলাবস্থায় তারা সকলেই হাঁটু উপরে উঠিয়ে কাপড় জড়িয়ে বসে আছেন।[১১১১]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমামের খুত্বাহ প্রদানের সময় 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমারও ﷺ হাঁটু উপরে উঠিয়ে কাপড় জড়িয়ে বসতেন। আনাস ইবনু মালিক, শুরাইহ্, সা'সাআ ইবনু সূহান, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, ইবরাহীম নাখয়ী, মাকহূল, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ এবং সু'আইম ইবনু সুলামাহ প্রমূখের মতে, ইমামের খুত্বাহ চলাবস্থায় গুটিসুটি মেরে বসাতে কোন দোষ নেই।

এগুলো তাদের সূত্রে মুত্তাসিল কে করলো তা আমি পাইনি।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'উবাদাহ ইবনু নুসাই ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ বসা অপছন্দনীয় বলতেন বলে আমার জানা নাই।

[১১১১] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে দাউদ ইবনু রাশিদ ঃ হাদীস বর্ণনায় শিথিল। খালিদ ইবনু হাইয়ান ঃ সত্যবাদী কিন্তু ভুল করতেন। সুলায়মান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু যাবারক্বান ঃ হাদীস বর্ণনায় শিথিল। আর ই'য়ালা ইবনু শাদ্দাদ বিন আওস ঃ সত্যবাদী।

٢٣٥– باب الْكَلاَمِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-২৩৫ ঃ খুত্ববাহর সময় (মুসল্লীদের) কথা বলা সম্পর্কে

١١١٢ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قُلْتَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ " .

– صحيح : ق .

১১১২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ইমামের খুত্ববাহ চলাকালে যদি তুমি কাউকে বলো চুপ করো, তবে তুমি অনর্থক কাজ করলে।[১১১২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١١٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } " .

– حسن .

১১১৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ মাসজিদে জুমু'আহর সলাতে তিন ধরনের লোক এসে থাকে। এক শ্রেণীর লোক জুমু'আহয় উপস্থিত হয়ে অনর্থক কথা ও কাজে লিপ্ত হয়। সে তার 'আমল অনুসারেই তার অংশ পাবে। আরেক শ্রেণীর লোক জুমু'আহয় এসে দু'আ করে, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করে। তিনি ইচ্ছে করলে তাদের দু'আ কবুল করতে পারেন অথবা নাও করতে পারেন। আরেক শ্রেণীর লোক জুমু'আহয় উপস্থিত হয়ে চুপচুপ থাকে, কোন মুসলিমের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যায় না এবং কাউকে কষ্ট দেয় না। এই কাজগুলো এ ব্যক্তির জন্য ঐ জুমু'আহ হতে পরবর্তী জুমু'আহ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিনদিন পর্যন্ত গুনাহের কাফফারাহ হবে। কেননা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ

[১১১২] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিন ইমামের খুত্ববাহ চলাকালে অন্যকে চুপ করানো, হাঃ ৯৩৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ খুত্ববাহ চলাকালে নীরব থাকবে) ইবনু শিহাব হতে।

বলেছেন, "যে ব্যক্তি একটি নেকীর কাজ করবে বিনিময়ে তাকে তার দশ গুণ সওয়াব দেয়া হবে" (সূরাহ আল-আনআম ঃ ১৬০)।[১১১৩]

হাসান।

٢٣٦ – باب اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ الإِمَامَ

অনুচ্ছেদ-২৩৬ ঃ উযু নষ্ট হলে ইমামের অনুমতি নেয়া

١١١٤ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ " .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ " . لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ رضى الله عنها .

১১১৪। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ সলাতের মধ্যে তোমাদের কারো উযু নষ্ট হলে হলে সে যেন তার নাক চেপে ধরে বেরিয়ে যায়।[১১১৪]

সহীহ।

٢٣٧ – باب إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-২৩৭ ঃ ইমামের খুত্ববাহ দেয়ার সময় কেউ মাসজিদে এলে

١١١٥ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، – وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ – عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ " أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ " . قَالَ لاَ . قَالَ " قُمْ فَارْكَعْ " .

– صحيح : ق .

[১১১৩] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আহমাদ (২/২১৪, হাঃ ৭০০২) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৮১৩)।

[১১১৪] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতে উযু ভঙ্গ হলে কিভাবে বেরিয়ে আসবে, হাঃ ১২২২), বায়হাক্বী 'সুনান' (২/২৫৪), হাকিম (১/১৮৪), দারাকুতনী (১/১৫৮)। ইমাম হাকিম বলেন ঃ এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

১১১৫। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। এক জুমু'আহয় নাবী ﷺ এর খুত্ববাহ চলাকালে এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে অমুক! তুমি কি (তাহিয়্যাতুল মাসজিদের দু' রাক'আত নাফ্ল) সলাত আদায় করেছো? সে বললো, না। নাবী ﷺ বললেন ঃ উঠো, সলাত আদায় করে নাও।[১১১৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالاَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ " أَصَلَّيْتَ شَيْئًا " . قَالَ لاَ . قَالَ " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا " .

– صحيح : م .

১১১৬। জাবির ও আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আহর খুত্ববাহ দিচ্ছিলেন, এমন সময় সুলাইক আল-গাতাফানী ﷺ মাসজিদে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিছু সলাত আদায় করেছো কি? তিনি বললেন, না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সংক্ষেপে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে নাও।[১১১৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١١١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا، جَاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزْ فِيهِمَا " .

– صحيح : م .

১১১৭। ত্বালহা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, সুলাইক আল-গাতাফানী ﷺ মাসজিদে এলেন। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে

[১১১৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ ইমাম খুত্ববাহ দেয়ার সময় কাউকে আসতে দেখলেতাকে দু' রাক'আত সলাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া, হাঃ ৯৩০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ খুত্ববাহ চলাকালে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) সকলে হাম্মাদ হতে।

[১১১৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ইমামের খুত্ববাহ চলাকালে কেউ মাসজিদে এলে, হাঃ ১১১৪) হাফস ইবনু গিয়াস হতে আ'মাশ সূত্রে। এর সহীহ শাহিদ বর্ণনা রয়েছে মুসলিমে।

রয়েছে ঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের দিকে ঘুরে বললেন ঃ তোমাদের কেউ ইমামের খুত্ববাহ চলাবস্থায় এলে সে যেন সংক্ষেপে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়।[১১১৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٣٨- باب تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২৩৮ ঃ জুমু'আহর দিন লোকজনের ঘাড় টপ্‌কিয়ে সামনে যাওয়া

١١١٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ " .

- صحيح .

১১১৮। আবুয্ যাহিরিয়্যাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুমু'আহর দিনে আমরা নাবী ﷺ -এর সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু বুসর ؓ এর সাথে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুসর ؓ বললেন, একদা জুমু'আহর দিন এক ব্যক্তি লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। নাবী ﷺ তখন খুত্ববাহ দিচ্ছিলেন। নাবী ﷺ বললেন ঃ তুমি বসো, তুমি লোকদের কষ্ট দিয়েছো।[১১১৮]

সহীহ।

٢٣٩- باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-২৩৯ ঃ ইমামের খুত্ববাহ দানকালে কারো তন্দ্রা আসলে

١١١٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ " .

- صحيح .

[১১১৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ খুত্ববাহ চলাকালে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ইমামের খুত্ববাহ চলাকালে কেউ মাসজিদে এলে, হাঃ ১১১৪), আহমাদ (৩/৩১৭), দারিমী (হাঃ ১৫৫১)।

[১১১৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিন ইমামের মিম্বারে অবস্থানকালে মানুষের ঘার টপকিয়ে যাওয়া নিষেধ, হাঃ ১৩৯৭), আহমাদ (৪/১৮৮)।

১১১৯। ইবনু 'উমার ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ মাসজিদের মধ্যে তোমাদের কারো তন্দ্রা এলে সে যেন তার স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র বসে।[১১১৯]

সহীহ।

٢٤٠ – باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২৪০ ঃ খুত্ববাহ শেষে মিম্বার থেকে নেমে ইমামের কথা বলা

١١٢٠ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، – هُوَ ابْنُ حَازِمٍ لاَ أَدْرِي كَيْفَ قَالَهُ مُسْلِمٌ أَوْ لاَ – عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ ثَابِتٍ هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ .

– ضعيف : و الصحيح الحديث ٢٠١ .

১১২০। আনাস ইবনু মালিক ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ খুত্ববাহ শেষে মিম্বার হতে অবতরণ করার পর এক ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে তাঁর সামনে এসে হাজির হলো। তিনি ﷺ লোকটির প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথেই দাঁড়িয়ে থাকতেন অতঃপর সলাতে দাঁড়ালেন।[১১২০]

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, সাবিত সূত্রে হাদীসটি পরিচিত নয়। এটি জরীর ইবনু হাযিমের একক বর্ণনা।

দুর্বল ঃ সহীহ হচ্ছে হাদীস নং ২০১।

٢٤١ – باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ-২৪১ ঃ কেউ এক রাক'আত জুমু'আহর সলাত পেলে

١١٢١ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ " .

– صحيح : ق .

[১১১৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুমুআহর দিনে কারো তন্দ্রা এলে সে যেন স্বীয় স্থান হতে সরে অন্যত্র বসে, হাঃ ৫২৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ (২/৩২, হাঃ ৪৭৪১), ইবনু খুযাইমাহ (১৮১৯) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব হতে। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ।

[১১২০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ইমাম মিম্বার হতে অবতরনের পর কথা বলা, হাঃ ৫১৭), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, হাঃ ১৪১৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ইমাম মিম্বার হতে অবতরনের পর কথা বলা, হাঃ ১১১৭), আহমাদ (৩/১১৯), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৮৩৮) জারীর হতে।..

১১২১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (জামা'আতে) এক রাক'আত সলাত পেলো সে যেন পুরো সলাতই পেয়ে গেলো।[১১২১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٤٢– باب مَا يُقْرَأُ به في الْجُمُعَة

অনুচ্ছেদ-২৪২ ঃ জুমু'আহর সলাতে কোন সূরাহ পাঠ করবে?

١١٢٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْتَشِر، عَنْ أَبِيه، عَنْ حَبِيب بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِير، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَة بِـــ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة } قَالَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا .

– صحيح : م .

১১২২। নু'মান ইবনু বাশীর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদের সলাতে এবং জুমু'আহর সলাতে 'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' ও 'হাল আতা-কা হাদীসুল গা-শিয়াহ" সূরাহদ্বয় তিলাওয়াত করতেন। নু'মান ইবনু বাশীর ﷺ বলেন, ঈদ ও জুমু'আহ একই দিনে হলে তখনও তিনি এ দু'টি সূরাহ পাঠ করতেন।[১১২২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١١٢٣ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيد الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْنِ عَبْد اللَّه بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِير مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِه رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَة عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَة فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة } .

– صحيح : م .

[১১২১] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাতের ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল, হাঃ ৫৮০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ যে ব্যক্তি সলাতের এক রাক'আত পেল) সকলে মালিক সূত্রে।

[১১২২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিনে ক্বিরাআত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, হাঃ ১৪২৩), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ দুই ঈদের ক্বিরাআত, হাঃ ৫৩৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, নু'মান ইবনু বাশীরের হাদীসটি হাসান), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ দুই ঈদের সলাতের ক্বিরাআত, হাঃ ১২৮১), আহমাদ (৪/২৭৩), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৪৬৩)।

১১২৩। দাহ্‌হাক ইবনু ক্বায়িস (র) নু'মান ইবনু বাশীর ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আহর দিন সূরাহ 'জুমু'আহ' তিলাওয়াতের পর কোন সূরাহ পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি সূরাহ 'হাল আতা-কা হাদীসুল গা-শিয়াহ" তিলাওয়াত করতেন।[১১২৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١١٢٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ } قَالَ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

- صحيح : م .

১১২৪। ইবনু আবূ রাফি' (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ হুরাইরাহ ﷺ আমাদের সাথে জুমু'আহর সলাত আদায় করলেন। তিনি (প্রথম রাক'আতে) সূরাহ জুমু'আহ পড়লেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরাহ 'ইযা জা-আকাল মুনা-ফিকূন" তিলাওয়াত করলেন। ইবনু আবূ রাফি' (র) বলেন, আবূ হুরাইরাহ ﷺ সলাত শেষে প্রত্যাবর্তনকালে আমি তাকে গিয়ে বললাম, আপনি এমন দু'টি সূরাহ পাঠ করেছেন যা 'আলী ﷺ কুফাতে পাঠ করতেন। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে জুমু'আহর দিন (জুমু'আহর সলাতে) এ দু'টি সূরাহ তিলাওয়াত করতে শুনেছি।[১১২৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١١٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } .

- صحيح .

[১১২৩] আবূ দাউদ।

[১১২৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর সলাতের ক্বিরাআত), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুমু'আহর সলাতের ক্বিরাআত, হাঃ ৫১৯), ইমাম তিরমিযী বলেন, আবূ হুরাইরাহর হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ জুমু'আহর সলাতের ক্বিরাআত, হাঃ ১১১৯), আহমাদ (২/২ঃ৪২৯), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৮৪৩) সকলে ইবনু আবূ রাফি' হতে আবূ হুরাইরাহ সূত্রে।

১১২৫। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আহর সলাতে 'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' এবং 'হাল আতা-কা হাদীসুল গা-শিয়াহ" সূরাহদ্বয় পাঠ করতেন।[১১২৫]

সহীহ।

٢٤٣ – باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

অনুচ্ছেদ-২৪৩ ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে প্রাচীর থাকাবস্থায় ইক্বতিদা করা

١١٢٦ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، – رضى الله عنها – قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ .

– صحيح : خ أتم منه .

১১২৬। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হুজরাতে সলাত আদায় করছিলেন আর লোকজন হুজরার বাইরে পেছনের দিক থেকে তাঁর ইকতিদা করেছিলো।[১১২৬]

সহীহ ঃ বুখারী, এর চেয়ে পরিপূর্ণ।

٢٤٤ – باب الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২৪৪ ঃ জুমু'আহর ফারয সলাতের পর সুন্নাত সলাত

١١٢٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، – الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

– صحيح : ق المرفوع منه .

১১২৭। নাফি' (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ এক ব্যক্তিকে জুমু'আহর দিন (জুমু'আহর সলাত শেষে) একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতে দেখে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, তুমি জুমু'আহর সলাত চার রাক'আত আদায় করবে

[১১২৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর সলাতে ক্বিরাআত, হাঃ ১৪২১), আহমাদ (৫/১৩), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৮৪৭) সকলে শু'বাহ হতে।

[১১২৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে দেয়াল বা সুতরাহ থাকলে, হাঃ ৭২৯) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে।

নাকি? 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ জুমু'আহর দিন বাড়িতে ফিরে দু' রাক'আত সুন্নাত সলাত আদায় করতেন এবং বলতেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।[১১২৭]

সহীহ ঃ । বুখারী ও মুসলিম, তার থেকে মারফুভাবে।

١١٢٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

– صحيح : ق المرفوع منه .

১১২৮। নাফি' (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার ﷺ জুমু'আহর সলাতের পূর্বে দীর্ঘক্ষণ সলাত আদায় করতেন এবং জুমু'আহর সলাতের পরে বাড়িতে গিয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন এবং বলতেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।[১১২৮]

সহীহ ঃ বুখারী ওমুসলিম, তার থেকে মারফুভাবে।

١١٢٩ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَىْءٍ، رَأَى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لاَ تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِذَلِكَ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ .

– صحيح : م .

১১২৯। 'উমার ইবনু 'আত্বা ইবনু আবুল খুওয়ার (র) সূত্রে বর্ণিত। নাফি' ইবনু জুবায়ির (র) তাকে 'উমার ﷺ এর ভাগ্নে আস-সায়িব ইবনু ইয়াযীদের নিকট এটা জানার জন্য পাঠালেন যে, আমীর মু'আবীয়াহ সলাতে আপনাকে কী করতে দেখেছিলেন। আস-সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (র) বলেন, একদা আমি মু'আবিয়াহ ﷺ এর সাথে মিহরাবের মধ্যে জুমু'আহর সলাত আদায় করলাম। সালাম ফিরিয়ে আমি একই স্থানে দাঁড়িয়ে (সুন্নাত) সলাত আদায় করলাম। ঘরে

[১১২৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, হাঃ ১৪২৮), আহমাদ (২/১০৩, হাঃ ৫৮০৭) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৮৩৬) সকলে আইয়ূব হতে তিনি নাফি' হতে ইবনু 'উমার সূত্রে।

[১১২৮] এর পূর্বেরটি দেখুন।

Contents

পৌঁছে তিনি লোক মারফত আমাকে বললেন, তুমি (আজ) যা করেছো এরূপ আর কখনো করবে না। জুমু'আহর সলাত আদায়ের পর কোন কথা না বলে কিংবা মাসজিদ হতে বের না হয়ে সেখানে পুনরায় সলাত আদায় করবে না। কেননা নাবী ﷺ আদেশ করেছেন যে, কথা না বলা কিংবা মাসজিদ হতে বের না হওয়া পর্যন্ত এক সলাতের সাথে আরেক সলাত মিলানো যাবে না।[১১২৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ .

- صحيح .

১১৩০। 'আত্বা (র) ইবনু 'উমার ؓ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি মাক্কাহ্য় অবস্থানকালে জুমু'আহর (ফারয) সলাত আদায়ের পর সামনে এগিয়ে (স্থান পরিবর্তন করে) দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন। অতঃপর আবার সামনে এগিয়ে (স্থান পরিবর্তন করে) চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন। কিন্তু তিনি মাদীনাহ্য় অবস্থানকালে জুমু'আহর (ফারয) সলাতের পর মাসজিদে সলাত আদায় না করে বাড়িতে এসে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।[১১৩০]

সহীহ।

١١٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ - " مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا " . وَتَمَّ

[১১২৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর পরবর্তী সলাত), আহমাদ (৪/৯৫), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৭০৫) সকলে ইবনু জুরাইজ হতে 'উমার ইবনু 'আত্বা সূত্রে।

[১১৩০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ জুমু'আহর পূর্বে ও পরে সলাত, হাঃ ৫২১) ইবনু জুরাইজ হতে।

حَدِيثُهُ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ " إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا " . قَالَ فَقَالَ لِي أَبِي يَا بُنَيَّ فَإِنْ صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَنْزِلَ أَوِ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " .

– صحيح : م .

১১৩১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ জুমু'আহর (ফারয) সলাতের পর সলাত আদায় করতে চাইলে সে যেন চার রাক'আত আদায় করে। ইবনু ইউনুসের বর্ণনায় রয়েছে, জুমু'আহর সলাত আদায়ের পরে তোমরা চার রাক'আত সলাত আদায় করবে। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, হে বৎস! তুমি মাসজিদে দু' রাক'আত (সুন্নাত) আদায়ের পর গন্তব্যে পৌছলে অথবা বাড়িতে এলে সেখানেও দু' রাক'আত সলাত আদায় করবে।[১১৩১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١١٣٢ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ .

– صحيح : م ، خ معناه ، و مضى ١١٢٧.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

১১৩২। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আহর (ফারয) সলাত আদায়ের পর ঘরে ফিরে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন।[১১৩২]

সহীহ ঃ মুসলিম। বুখারী অর্থগতভাবে। এটি গত হয়েছে হাদীস ১১২৭ নং।

١١٣٣ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي، صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلاً غَيْرَ كَثِيرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ

[১১৩১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর পরে সলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর পরে মাসজিদে কত রাক'আত সলাত পড়বে, হাঃ ১৪২৫), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুমু'আহর পূর্বে ও পরে সলাত, হাঃ ৫২৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ জুমু'আহর পরে সলাত, হাঃ ১১৩২), আহমাদ (২/২৪৯), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৮৭৩)।

[১১৩২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর পরে সলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর পরে ইমামের সলাত আদায়, হাঃ ১৪২৭), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুমু'আহর পূর্বে ও পরে সলাত আদায়, হাঃ ৫২১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ জুমু'আহর পরে সলাত, হাঃ ১১৩১) সকলে যুহরী হতে তিনি সালিম হতে ইবনু 'উমার সূত্রে।

كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مِرَارًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ .

– صحيح .

১১৩৩। 'আত্বা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনু 'উমার ﷺ-কে জুমু'আহর সলাতের পর সলাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি (ইবনু 'উমার) জুমু'আহর (ফারয) সলাত আদায়ের স্থান থেকে বেশী নয় বরং একটু সরে গিয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন। বর্ণনাকারী 'আত্বা বলেন, অতঃপর সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনু জুরায়িজ বলেন, আমি 'আত্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ইবনু 'উমার ﷺ -কে কতবার এরূপ করতে দেখেছেন? তিনি বললেন, কয়েকবার।[১১৩৩]

সহীহ।

[১১৩৩] দেখুন, হাদীস নং (১১৩০)।

জুমু'আহ বিষয়ক (১০৪৬-১১৩৩ নং) হাদীসসমূহ হতে শিক্ষা ঃ

১। জুমু'আহ সপ্তাহের সর্বোত্তম দিন।

২। জুমু'আহর দিনে বেশি করে দরুদ পাঠ করা উত্তম।

৩। জুমু'আহর দিনে দু'আ ক্ববূলের বিশেষ একটি মুহূর্ত রয়েছে।

৪। জুমু'আহর সলাতে উপস্থিত হলে পরবর্তী জুমু'আহ সহ আরো তিনদিন অর্থাৎ মোট দশ দিনের গুনাহ মাফ করা হয়।

৫। বিনা কারণে জুমু'আহ বর্জন চরম অপরাধ।

৬। অকারণে জুমু'আহ বর্জন করলে এ জন্য হাদীসে বর্ণিত কাফফারাহ আদায় করতে হবে।

৭। বৃষ্টি ও প্রচণ্ড শীতের দিনে জুমু'আহর জন্য মাসজিদে হাজির হওয়ার আদেশ শিথিল করা হয়েছে।

৮। ঈদ ও জুমু'আহ একই দিনে অনুষ্ঠিত হলে জুমু'আহয় উপস্থিত হওয়ার আদেশ শিথিল।

৯। জুমু'আহর দিন ফাজ্‌রের সলাতে সূরাহ তানযীলুস সাজদাহ্‌ ও সূরাহ দাহ্‌র তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

১০। জুমু'আহর দিন সলাতের পূর্বে মাসজিদে গোল হয়ে বসা নিষেধ।

১১। জুমু'আহর খুত্‌বাহর জন্য মাসজিদে মিম্বার রাখতে হয়। মিম্বার হবে কাঠের তৈরি। মিম্বারের সর্বোচ্চ ধাপ হবে তিনটি।

১২। জুমু'আহর খুত্‌বাহ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে দিবেন।

১৩। এ অবস্থায় খত্বীব ধনুক বা লাঠি জাতীয় কিছুতে ভয় করে দাঁড়াবেন।

১৪। জুমু'আহর ওয়াক্ত সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পরার পর।

১৫। জুমু'আহর সুন্নাতী আযান একটি। যা খত্বীব মিম্বারে উঠার পর মুয়ায্‌যিন মাসজিদের দরজায় বা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দিবেন।

১৬। খুত্‌বাহ চলাকালে খত্বীব কারো সাথে কথা বলতে পারবেন।

১৭। খুত্‌বাহ সংক্ষেপ করবে।

১৮। খুত্‌বাহতে সূরাহ ক্বাফ তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

১৯। খুত্‌বাহর সময় খত্বীব শাহাদাত অঙ্গুলি উঁচু করতে পারবেন। কিন্তু দু' হাত উঠানো ইত্যাদি অনুচিত।

২০। খুত্‌বাহর সময় ইমামের কাছাকাছি বসা উত্তম।

২১। কোন বিশেষ কারণে খুত্‌বাহ বিরতী দেয়া বৈধ।

২২। খুত্‌বাহর সময় হাঁটু উপরে উঠিয়ে কাপড়ে জড়িয়ে বসা নিষেধ।

২৩। কারো উযু নষ্ট হলে সে স্বীয় নাক চেপে ধরে বাইরে চলে আসবে।

২৪। খুত্‌বাহ চলাকালে কেউ মাসজিদে এলে সংক্ষেপে দু' রাক'আত আদায় করে বসবে।

٢٤٥– باب صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৪৫ ঃ দুই ঈদের সলাত

١١٣٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ " مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ " . قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ " .

– صحيح .

১১৩৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহ্তে এসে দেখেন, মাদীনাহ্বাসীরা নির্দিষ্ট দু'টি দিনে খেলাধুলা ও আনন্দ করে থাকে। রসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ দু'টি দিন কিসের? সকলেই বললো, জাহিলী যুগে আমরা এ দু' দিন খেলাধুলা করতাম। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মহান আল্লাহ তোমাদের এ দু' দিনের পরিবর্তে উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন। তা হলো, ঈদুল আয্হা ও ঈদুল ফিত্বরের দিন।[১১৩৪]

সহীহ।

২৫। খুত্বাহর সময় কারো তন্দ্রা এলে স্থান পরিবর্তন করা ভাল।
২৬। খুত্বাহ শেষে মিম্বার থেকে নামার পর খত্বীব কারো সাথে কথা বলা জায়িয।
২৭। কেউ জুমু'আহর সলাত এক রাক'আত পেলে তার জামা'আত পাওয়া গণ্য হবে।
২৮। ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে প্রাচীর থাকলেও ইক্বতিদা হবে।
২৯। জুমু'আহর সলাতের পর বাড়িয়ে গিয়ে দু' রাক'আত সুন্নাত পড়া ভাল।
৩০। খুত্বাহ অবস্থায় মুসল্লীর কথা বলা, অনর্থক কাজ করা, কারো ঘার টপকিয়ে সামনে যাওয়া ইত্যাদি অপছন্দনীয়।
৩১। জুমু'আহ সলাতের জন্য বিশেষ ভাল জামা পরা ভাল।
৩২। জুমু'আহর দিনে আগেভাগে আসা উত্তম ও ফাযীলাতপূর্ণ।
৩৩। জুমু'আহ প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর ফারয। কিন্তু নারী, শিশু, পাগল ও বৃদ্ধের উপর ফারয নয়।

[১১৩৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, হাঃ ১৫৫৫), আহমাদ (৩/১৭৮) হুমাইদ হতে আনাস সূত্রে।

এক নজরে ঈদের সলাতের নিয়ম ঃ

(১) ঈদের সলাত সূর্যদয়ের পরে তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম। (আহমাদ, বায়হাক্বী) তবে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত ঈদের সলাত আদায় করা যায়।
(২) ঈদের সলাতে আযান ও ইক্বামাত দিতে হবে না। (সহীহ মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)
(৩) ঈদের সলাত দুই রাকআত আদায় করতে হবে। (সহীহুল বুখারী)
(৪) ঈদের সলাত ঈদগাহে আদায় করতে হবে এবং এটাই সুন্নাত। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম) ঝড়-বৃষ্টি ছাড়া বিনা কারণে মাসজিদে ঈদের সলাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

٢٤٦– باب وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

অনুচ্ছেদ-২৪৬ ঃ ঈদের সলাতের উদ্দেশে ঈদগাহে যাওয়ার সময়

١١٣٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحْبِيُّ، قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ .

– صحيح .

১১৩৫। ইয়াযীদ ইবনু খুমাইর আর-রাহাবী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু বুসর ؓ লোকদের সাথে ঈদুল ফিত্বর কিংবা ঈদুল আযহার সলাত আদায় করতে যান। (সলাত আরম্ভ করতে) ইমাম দেরী করায় তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, (রসূলুল্লাহর) যুগে এ (ইশরাকের) সময় আমরা ঈদের সলাত আদায় শেষ করতাম।[১১৩৫]

সহীহ।

٢٤٧– باب خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدِ

অনুচ্ছেদ-২৪৭ ঃ ঈদের সলাতে নারীদের অংশগ্রহণ

١١٣٦ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَحَبِيبٍ، وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، وَهِشَامٍ، – فِي آخَرِينَ – عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ يَوْمَ الْعِيدِ . قِيلَ فَالْحُيَّضُ قَالَ " لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ

---

(৫) ঈদের দু' রাকআত সলাতে ১২টি তাকবীর হবে, প্রথম রাক'আতে ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ তাকবীর দিতে হবে এবং প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠাতে হবে। (আবূ দাউদ, হাদীস হাসান, উল্লেখ্য ছয় তাকবীরের হাদীস সহীহ নয়)

(৬) ঈদের সলাত ঈদের খুৎবার পূর্বে হবে। (সহীহুল বুখারী)

(৭) ঈদের সলাতের ক্বিরাআতে সূরাহ আ'লা, গাশিয়া, কামার এবং সূরাহ ক্বাফ পড়া সুন্নাত। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

(৮) কেউ ঈদের জামা'আত না পেলে নিজ পরিবার ও আত্মীয়দের নিয়ে দু' রাক'আত ক্বাযা করবে এবং তাতে খুত্ববাহর প্রয়োজন নেই। (সহীহুল বুখারী)

[১১৩৫] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ঈদের সলাতের সময়, হাঃ ১৩১৭)।

وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ " . قَالَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ " تُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا " .

– صحيح : ق .

১১৩৬। উম্মু 'আত্বিয়্যাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার জন্য গৃহিণীদের নির্দেশ দেন। বলা হলো, ঋতুবর্তী মেয়েরা কি করবে? তিনি ﷺ বললেন ঃ কল্যাণমুলক কাজ ও মুসলিমদের দু'আয় তাদের শরীক হওয়া উচিত। এক মহিলা বললো, হে আল্লাহর রসূল! কারো (শরীর ঢাকার মত) কাপড় না থাকলে সে কি করবে? নাবী ﷺ বললেন ঃ তার বান্ধবীর (সঙ্গীর) কাপড়ের কিছু অংশে জড়িয়ে যাবে।[১১৩৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١٣٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ " وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ " . وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّوْبَ . قَالَ وَحَدَّثَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ امْرَأَةٍ تُحَدِّثُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى قَالَتْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُوسَى فِي الثَّوْبِ .

– صحيح : خ .

১১৩৭। উম্মু 'আত্বিয়্যাহ ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। (এতে রয়েছে) ঃ নাবী ﷺ বললেন, ঋতুবর্তী নারীরা মুসলিমদের সলাতের স্থান হতে পৃথক থাকবে। এ হাদীসে কাপড়ের বিষয় উল্লেখ নাই। বর্ণনাকারী হাফসাহ ও আরেক মহিলার হতে জনৈক মহিলা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! ...অতঃপর মূসা বর্ণিত হাদীসের কাপড় বিষয়টি বর্ণনা করেন।[১১৩৭]

সহীহ ঃ বুখারী।

١١٣٨ – حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَتْ وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ .

– صحيح : ق .

[১১৩৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ নারীদের ও ঋতুবতীদের ঈদগাহে যাওয়া, হাঃ ৯৭৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ দুই ঈদে নারীদের বের হওয়া বৈধ) মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন হতে।

[১১৩৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ঋতুবতী নারীদের দুই ঈদ ও মুসলিমদের দা'ওয়াতী সমাবেশে উপস্থিত হওয়া এবং ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করা; হাঃ ৩২৪)।

১১৩৮। উম্মু 'আত্বিয়্যাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এ (উ রোক্ত) হাদীস মোতাবেক আমল করতে আদিষ্ট হতাম। বর্ণনাকারী বলেন, ঋতুবর্তী নারীরা সকলের পিছনে অবস্থান করতো এবং লোকদের সাথে তাকবীর পাঠ করতো।[১১৩৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١٣٩ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، – يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ – وَمُسْلِمٌ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ جَدَّته أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِلَيْكُنَّ وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ وَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ .

– ضعيف .

১১৩৯। ইসমাইল ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু 'আত্বিয়্যাহ (র) হতে তার দাদী উম্মু 'আত্বিয়্যাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহ্য় আগমন করে আনসার মহিলাদেরকে একটি ঘরে সমবেত করে 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে আমাদের নিকট প্রেরণ করলেন। 'উমার (রাঃ) এসে দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সালাম জানালে আমরা তার সালামের উত্তর দেই। 'উমার বলেন, আমি আপনাদের নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ এর সংবাদবাহক হিসেবে এসেছি। অতঃপর তিনি আমাদের ঋতুবর্তী ও কুমারী মেয়েদের দুই ঈদের সলাতে অংশগ্রহণের আদেশ দেন, মহিলাদের জন্য জুমু'আহ বাধ্যতামূলক নয় বলে জানান এবং আমাদেরকে জানাযার সলাতে অংশগ্রহণে নিষেধ করেন।[১১৩৯]

দুর্বল।

٢٤٨– باب الْخُطْبَة يَوْمَ الْعِيد

অনুচ্ছেদ-২৪৮ ঃ ঈদের সলাতের খুত্ববাহ

١١٤٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ

[১১৩৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ নারীদের ও ঋতুবতীদের ঈদগাহে যাওয়া, হাঃ ৯৭৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ দুই ঈদে নারীদের বের হওয়া বৈধ)।

[১১৩৯] আহমাদ (৫/৮৫), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৭২২, ১৭২৩) সকলে ইসহাক্ব ইবনু 'উসমান আল-কালাবী হতে আবূ ইয়াকূব সূত্রে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ ইসহাক্ব ইবনু 'উসমান আল-কালাবী সত্যবাদী। আর ইসমাঈল ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু 'আত্বিয়্যাহ মাক্ববূল।

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَنْ هَذَا قَالُوا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ . فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ " .

– صحيح : م .

১১৪০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'ঈদের দিন মারওয়ান ঈদের মাঠে মিম্বার স্থাপন করে সলাতের পূর্বেই খুত্ববাহ শুরু করায় জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, হে মারওয়ান ! তুমি সুন্নাত বিরোধী কাজ করলে। তুমি 'ঈদের দিন বাইরে মিম্বার এনেছো এবং সলাতের পূর্বেই খুত্ববাহ শুরু করেছো। অথচ ইতিপূর্বে (নাবী ﷺ ও খুলাফায়ি রাশিদীনের যুগে) কখনো এমনটি করা হয়নি। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে? লোকজন বললো, অমুকের পুত্র অমুক। তিনি বললেন, সে তার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছে। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ কোন গর্হিত (শারী'আত বিরোধী) কাজ সংঘটিত হতে দেখলে তাকে হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে। এরূপ করতে অক্ষম হলে তা কথার দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি এতেও অক্ষম হয় তাহলে সে তা অন্তরে ঘৃণা করবে (বা তা দূর করার উপায় অন্বেষনে চিন্তা-ভাবনা করবে)। তবে এটি হচ্ছে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।[১১৪০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١١٤١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ قَالَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ فَتَخَتَهَا .

– صحيح : ق .

[১১৪০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুঃ অন্যায় হতে নিষেধ করা ঈমানের অর্ন্তভুক্ত এবং ঈমান বাড়ে ও কমে), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ দুই ঈদের সলাত, হাঃ ১২৭৫, এবং অধ্যায় ঃ ফিত্না, অনুঃ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান, হাঃ ৪০১৩), আহমাদ (৩/১০) সকলে আ'মাশ হতে ইসমাঈল ইবনু রাজা সূত্রে।

১১৪১। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ 'ঈদুল ফিত্বরের দিন দাঁড়িয়ে খুত্ববাহর পূর্বেই সলাত আদায় করলেন। তারপর লোকদের উদ্দেশে খুত্ববাহ দিলেন এবং খুত্ববাহ শেষে মহিলাদের নিকট গিয়ে তাদেরকে নসীহত করলেন। তিনি ﷺ তখন বিলালের হাতের উপর ভর করেছিলে এবং বিলাল ؓ তার কাপড় বিছিয়ে রেখেছিলেন। মহিলারা তাতে দানের বস্তু নিক্ষেপ করছিলেন। কোন কোন মহিলা তাতে নিজেদের গহনা তাতে ছুড়ে দিচ্ছিলো এবং অন্যরা আরো অনেক কিছু নিক্ষেপ করছিলো।[১১৪১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١٤٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ .

– صحيح : ق .

১১৪২। 'আত্বা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস ؓ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি আর ইবনু 'আব্বাস ؓ রসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, নাবী ﷺ ঈদুল ফিত্বরের দিন রওয়ানা হয়ে সলাত আদায়ের পর খুত্ববাহ দিলেন। অতঃপর নারীদের নিকট গেলেন। তাঁর সাথে বিলাল ؓ ছিলেন। ইবনু কাসীর বলেন, হাদীস বর্ণনাকারী শু'বাহর দৃঢ় ধারণা, রসূলুল্লাহ ﷺ নারীদেরকে সদাক্বাহ করতে আদেশ করলে তারা নিজেদের অলংকারাদী ছুড়ে দিতে লাগলেন।[১১৪২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمَعْنَاهُ قَالَ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَمَشَى إِلَيْهِنَّ وَبِلاَلٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ .

– صحيح : ق .

[১১৪১] বুখারী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ ঈদের দিন মহিলাদেরকে ইমামের উপদেশ দেয়া, হাঃ ৯৭৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, হাঃ ১৫৭৪)।

[১১৪২] বুখারী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ ঈদগাহে চিহ্ন রাখা, হাঃ ৯৭৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, হাঃ ১৫৬৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ দুই ঈদের সলাত, হাঃ ১২৭৩), আহমাদ (১/২২০) প্রত্যেকে ইবনু 'আব্বাস হতে।

১১৪৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু 'আব্বাস ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ অনুমান করলেন যে, (দূরে অবস্থানের কারণে) মহিলারা তাঁর কথা শুনতে পাননি। কাজেই তিনি বিলালকে সাথে নিয়ে মহিলাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে নসীহত প্রদান করেন ও সদাক্বাহ করতে আদেশ করেন। মহিলারা তাদের কানের রিং ও হাতের আংটি খুলে বিলালের কাপড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে লাগলেন।[১১৪৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُعْطِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَجَعَلَ بِلاَلٌ يَجْعَلُهُ فِي كِسَائِهِ قَالَ فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ .

– صحيح : م .

১১৪৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি আরো বলেন, মহিলারা তাদের কানের রিং ও হাতের আংটি খুলে দিতে লাগলেন এবং বিলাল ﷺ স্বীয় চাদরে সেগুলো তুলে রাখলেন। ইবনু 'আব্বাস ﷺ বলেন, নাবী ﷺ সেগুলো অভাবী মুসলিমদের মাঝে বিতরণ করে দিলেন।[১১৪৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٤٩ – باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

অনুচ্ছেদ-২৪৯ ঃ ধনুকের উপর ভর দিয়ে খুত্ববাহ প্রদান

١١٤٥ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نُوِّلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ .

– حسن .

১১৪৫। ইয়াযীদ ইবনুল বারাআ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ -কে ঈদের দিন একটি ধনুক দেয়া হলে তিনি তাতে ভর করে খুত্ববাহ দেন।[১১৪৫]

হাসান।

[১১৪৩] এর পূর্বেরটি দেখুন।

[১১৪৪] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

[১১৪৫] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবূ শায়বাহ (২/১৫৮), আবূশ শায়খ 'আখলাকুন নাবী সাঃ' (১৪৬), আহমাদ (৪/২৮২) দীর্ঘভাবে, ইবনু হাজার একে 'আত-তালখীস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (১৩৭০। এর সানাদে আবূ জানাব এর নাম হচ্ছে ইয়াহইয়া ইবনু আবূ হাইয়্যাহ। হাফিয বলেন ঃ তার অধিক পরিমাণ তাদলীসের কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। আলবানী একে উল্লেখ করেছেন যঈফাহ (২/৩৮০)।

٢٥٠– باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي الْعِيدِ

অনুচ্ছেদ-২৫০ ঃ ঈদের সলাতে আযান নেই

١١٤٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلاَ إِقَامَةً قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ – قَالَ – فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ قَالَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

– صحيح : خ .

১১৪৬। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আবিস (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু 'আব্বাস ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কোন ঈদের সলাত আদায় করেছেন কি? তিনি বললেন, হাঁ। তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা না থাকলে শিশু হওয়ার কারণে আমি হয়ত তাঁর সাথে সলাতে শরীক হতে পারতাম না। রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন কাসীর ইবনুল সল্ত-এর বাড়ির পাশে স্থাপিত ঝাণ্ডার নিকটে এসে সলাত আদায় করার পর খুত্বাহ দেন। ইবনু 'আব্বাস ﷺ আযান ও ইক্বামাতের কথা উল্লেখ করেননি। ইবনু 'আব্বাস ﷺ বলেন, অতঃপর নাবী ﷺ সদাক্বাহ করতে আদেশ করলে মহিলারা তাদের কান ও গলার দিকে ইশারা করেন, ফলে নাবী ﷺ বিলালকে তাদের নিকট পাঠান। বিলাল ﷺ তাদের কাছে গিয়ে (সদাক্বাহ সংগ্রহ করে) নাবী ﷺ -এর কাছে ফিরে আসেন।[১১৪৬]

সহীহ ঃ বুখারী।

١١٤٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ شَكَّ يَحْيَى .

– صحيح .

[১১৪৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ শিশুদের উযু করা, কখন তাদের উপর গোসল ফার্য হয়, হাঃ ৮৬৩), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ ঈদের খুত্বাহ শেষে মহিলাদেরকে বিশেষভাবে নাসীহাত করা, হাঃ ১৫৮৫), আহমাদ (১/২৩২) সকলে সুফয়ান ইবনু সাঈদ আস-সাওরী হতে।

১১৪৭। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্র এবং 'উমার অথবা 'উসমান ﷺ আযান ও ইক্বামাত ছাড়াই 'ঈদের সলাত আদায় করেছেন।[১১৪৭]

সহীহ।

١١٤٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادٌ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، - يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ .

- حسن صحيح .

১১৪৮। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে দুই ঈদের সলাত আযান ও ইক্বামাত ছাড়া এক দুইবার নয়, বরং অনেকবার আদায় করেছি।[১১৪৮]

হাসান সহীহ।

٢٥١- باب التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৫১ ঃ দুই ঈদের তাকবীর

١١٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا .

- صَحِيح .

১১৪৯। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার সলাতে প্রথম রাক'আতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচবার তাকবীর বলতেন।[১১৪৯]

সহীহ।

١١٥٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سِوَى تَكْبِيرَتَىِ الرُّكُوعِ .

- صَحِيح .

[১১৪৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ ঈদের সলাতের পর খুত্বাহ, হাঃ ৯৬২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ দুই ঈদের সলাত, হাঃ ১২৭৪), আহমাদ (১/২২৭) সকলে হাসান ইবনু মুসলিম হতে তিনি ত্বাউস হতে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে।

[১১৪৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ঈদের সলাতে আযান ও ইক্বামাত নেই, হাঃ ৫৩২, ইমাম তিরমিযী বলেন, জাবির ইবনু সামুরাহর হাদীসটি হাসান সহীহ) সকলে আবুল আহওয়াস হতে সিমাক সূত্রে।

[১১৪৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ঈদের সলাতে ইমাম কতটি তাকবীর বলবেন, হাঃ ১২৮০), আহমাদ (৬/৭০) সকলে 'উরওয়াহ হতে 'আয়িশাহ সূত্রে।

১১৫০। ইবনু শিহাব (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস একই সানাদে বর্ণিত হয়েছে । ইবনু শিহাব (র) বলেন, রুকূ'র দুই তাকবীর ব্যতীত।[১১৫০]

সহীহ।

١١٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا " .

– حسن .

১১৫১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ঈদুল ফিত্বরের সলাতের তাকবীর হচ্ছে প্রথম রাক'আতে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি এবং উভয় রাক'আতেই তাকবীরের পর ক্বিরাআত পড়তে হবে।[১১৫১]

হাসান।

١١٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ - عَنْ أَبِي يَعْلَى الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ فِي الأُولَى سَبْعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالاَ سَبْعًا وَخَمْسًا .

– حسن صحيح ، دون قوله : (أربعاً) ، والصواب : (خمساً) كما يأتي من المؤلف معلقاً .

১১৫২। 'আমর ইবনু 'শুআইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ঈদুল ফিত্বরের সলাতে প্রথম রাক'আতে সাতবার তাকবীর বলতেন, অতঃপর ক্বিরাআত পাঠ করতেন, ক্বিরাআত শেষে তাকবীর বলার পর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে চারবার তাকবীর বলে ক্বিরাআত অরম্ভ করতেন, অতঃপর রুকূ' করতেন।[১১৫২]

হাসান সহীহ, তবে (চার তাকবীর) কথাটি বাদে। সঠিক হচ্ছে (পাঁচ তাকবীর)।

[১১৫০] এর পূর্বেরটি দেখুন।

[১১৫১] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ঈদের সলাতে ইমাম কতটি তাকবীর বলবেন, হাঃ ১২৭৮), আহমাদ (২/১৮০)। 'যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ এর সানাদ সহীহ এবং রিজাল সিক্বাত।

[১১৫২] এর পূর্বেরটি দেখুন।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেছেন, ওয়াকী‘ ও ইবনুল মুবারক (র) এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, (প্রথম রাক‘আতে) সাতবার এবং (দ্বিতীয় রাক‘আতে) পাঁচবার তাকবীর বলতে হবে।

١١٥٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ، – الْمَعْنَى قَرِيبٌ – قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ، – يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ، جَلِيسٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ .

– حسن صحيح .

১১৫৩। আবূ মূসা আল-আশ‘আরী ও হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান ﵄-কে সাঈদ ইবনুল ‘আস (র) জিজ্ঞেস করেন, ঈদুল ফিত্বর এবং ঈদুল আযহার সলাতে রসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে তাকবীর বলতেন? আবূ মূসা আল-আশ‘আরী ﵁ বলেন, তিনি জানাযার সলাতের ন্যায় চারটি তাকবীর বলতেন। হুযাইফাহ ﵁ বলেন, আবূ মূসা ﵁ সত্যই বলেছেন। আবূ মূসা ﵁ বলেন, আমি বাসরাহ্তে গভর্ণর থাকাকালে (ঈদের সলাতে) এভাবেই তাকবীর দিয়েছি। আবূ ‘আয়িশাহ ﵁ বলেন, সাঈদ ইবনুল ‘আসের প্রশ্ন করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।[১১৫৩]

হাসান সহীহ।

٢٥٢– باب مَا يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-২৫২ ঃ ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার সলাতের ক্বিরাআত

١١٥٤ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ } وَ { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ } .

– صحيح : م .

১১৫৪। ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উতবাহ ইবনু মাস‘উদ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। একদা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ আবূ ওয়াক্বিদ আল-লাইসী ﵁ -কে জিজ্ঞেস করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল

[১১৫৩] আহমাদ (৪/৪১৬)।

ফিত্বর ও ঈদুল আযহার সলাতে কোন সূরাহ পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি সূরাহ 'কাফ্ ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ' এবং সুরাহ 'ইক্তারাবাতিস সা'আতু ওয়ান্-শাক্কাল কামারু' তিলাওয়াত করতেন।[১১৫৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٥٣- باب الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ-২৫৩ ঃ খুত্ববাহ শুনার জন্য বসা

١١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ " .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

১১৫৫। 'আবদুল্লাহ ইবনুস সায়িব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ঈদের সলাত আদায় করি। সলাত শেষে তিনি বলেন ঃ আমি এখন খুত্ববাহ দিবো। যে খুত্ববাহ শুনার জন্য বসতে চায় সে বসবে, আর কেউ চলে যেতে চাইলে চলে যাবে।[১১৫৫]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল।

[১১৫৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ ঈদের সলাতের ক্বিরাআত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, হাঃ ১৫৬৬), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ দুই ঈদের সলাতে ক্বিরাআত, হাঃ ৫৩৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ঈদের সলাতের ক্বিরাআত, হাঃ ১২৮২), আহমাদ (৫/২১৭) সকলে যামরাহ ইবনু সাঈদ ইবনু 'আবদুল্লাহ হতে।

[১১৫৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, হাঃ ১৫৭০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, হাঃ ১২৯০), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৪৬২)।

٢٥٤– باب يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

অনুচেছদ-২৫৪ ঃ ঈদগাহে এক পথ দিয়ে যাওয়াা এবং অন্য পথে ফেরা

١١٥٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، – يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ – عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ

– صحيح : خ – جابر .

১১৫৬। ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন।[১১৫৬]

সহীহ ঃ বুখারী। জাবির হতে।

٢٥٥– باب إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

অনুচ্ছেদ-২৫৫ ঃ কোন কারণে ইমাম ঈদের দিন সলাত পড়াতে না পারলে পরের দিন পড়াবেন

١١٥٧ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ، لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ .

– صحيح .

১১৫৭। আবূ ‘উমাইর ইবনু আনাস (র) হতে তার চাচা -যিনি নাবী ﷺ -এর সাহাবী ছিলেন- সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ -এর কাছে একদল আরোহী এসে সাক্ষ্য দিলো যে, গতকাল তারা (ঈদের) চাঁদ দেখেছে। তিনি লোকদেরকে সওম ভঙ্গ করার এবং পরদিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।[১১৫৭]

সহীহ।

[১১৫৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরা, হাঃ ১২৯৯), আহমাদ (২/১০৯) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর হতে।

[১১৫৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, হাঃ ১৫৫৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সওম, অনুঃ চাঁদ দেখার সাক্ষী, হাঃ ৬৫৩) ‘উমাইর ইবনু আনাস হতে।

١١٥٨ – حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، أَخْبَرَنِي أُنَيْسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَالِمٍ، مَوْلَى نَوْفَلِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى فَنَسْلُكُ بَطْنَ بَطْحَانَ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى فَنُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَرْجِعُ مِنْ بَطْنِ بَطْحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا .

– ضعيف .

১১৫৮। বাক্‌র ইবনু মুবাশশির আল-আনসারী ﷺ বলেন, আমি ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের সাথে ঈদগাহে যেতাম। আমরা বাতনে বুতহান নামক প্রান্তর অতিক্রম করে ঈদগাহে গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সলাত আদায় করতাম। অতঃপর বাতনে বুতহানের পথ ধরেই আমাদের ঘরে ফিরতাম।[১১৫৮]

দুর্বল।

٢٥٦– باب الصَّلاَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِيدِ

অনুচ্ছেদ-২৫৬ ঃ ঈদের সলাতের পর অন্য নাফ্‌ল সলাত

١١٥٩ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا .

– صحيح : ق .

১১৫৯। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদুল ফিত্বরের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে গিয়ে (ঈদের) দু' রাক'আত সলাত আদায় করেন। ঈদের সলাতের পূর্বে বা পরে তিনি কোন সলাত আদায় করেননি। অতঃপর তিনি বিলালকে সাথে নিয়ে মহিলাদের নিকট গিয়ে

[১১৫৮] এর সানাদ দুর্বল। কারণ, সানাদে রয়েছে ঃ

১। হামযাহ ইবনু নুসাইর ঃ মাক্ববূল

২। ইবনু আবূ মারইয়াম, তার স্মপর্কে হাফিয বলেন ঃ দুর্বল

৩। ইসহাক্ব ইবনু সালিম মাওলা নাওফিল ইবনু 'আদী, হাফিয বলেন ঃ তিনি মাজহুলুল হাল।

তাদেরকে দান-খয়রাত করতে নসীহত করেন। মহিলারা নিজেদের কানের দুল ও হার (চাদরে) নিক্ষেপ করতে থাকলো।[১১৫৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٥٧– باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

অনুচ্ছেদ-২৫৭ ঃ বৃষ্টির দিনে লোকদের নিয়ে ঈদের সলাত মাসজিদে আদায় করা

١١٦٠ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنَ الْفَرْوِيِّينَ – وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِهِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ – سَمِعَ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللَّهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ .

– ضعيف .

১১৬০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা ঈদের দিন বৃষ্টি হলে নাবী ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে ঈদের সলাত মাসজিদে আদায় করেন।[১১৬০]

দুর্বল।

[১১৫৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ ঈদের পূর্বে ও পরে সলাত, হাঃ ৯৮৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ দুই ঈদ, অনুঃ ঈদের পূর্বে ও পরে সলাত ত্যাগ করা) শু'বাহ হতে।

[১১৬০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বৃষ্টি হলে মাসজিদে ঈদের সলাত আদায় করা, হাঃ ১৩১৩) ঈসা ইবনু 'আবদুল আ'রা হতে। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ঈসা ইবনু 'আবদুল আ'লা ইবনু আবূ ফারওয়াতাহ সম্পর্কে হাফিয আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ মাজহুল। অনুরূপ তার শায়খ 'উবাইদুল্লাহ আত-তায়মীও মাজহুল।

كتاب الاستسقاء

অধ্যায়
সালাতুল ইসতিস্‌কা (বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত)

٢٥٨ – باب

অনুচ্ছেদ-২৫৮ ঃ ইসতিস্‌কা সলাত ও তার বর্ণনা

١١٦١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بِالنَّاسِ لِيَسْتَسْقِيَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا.وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

– صحيح .

১১৬১। 'আব্বাদ ইবনু তামীম (র) হতে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত আদায়ের উদ্দেশে লোকদেরকে নিয়ে বের হলেন এবং তাদেরকে নিয়ে ক্বিবলাহমুখী হয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেন। উভয় রাক'আতে স্বরবে ক্বিরাআত পাঠ করেন, অতঃপর স্বীয় চাদর উল্টিয়ে নিয়ে দু' হাত উঠিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন।[১১৬১]

সহীহ।

١١٦٢ – حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، – وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ – قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ – قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ – وَقَرَأَ فِيهِمَا زَادَ ابْنُ السَّرْحِ يُرِيدُ الْجَهْرَ .

– صحيح : ق ، و ليس عند (م) القراءة و الجهر .

[১১৬১] বুখারী (অধ্যায় ঃ ইসতিস্‌কা, অনুঃ নাবী সাঃ কিভাবে মানুষের দিকে তাঁর পিঠ ফিরিয়েছেন, হাঃ ১০২৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাতুল ইসতিসকা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, হাঃ ১৫০৮), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত, হাঃ ৫৫৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ)।

১১৬২। ইবনু শিহাব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে 'আব্বাদ ইবনু তামীম আল-মাযিনী (র) জানালেন, তিনি তার চাচাকে -যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্যতম সাহাবী ছিলেন- বলতে শুনেছেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ ইসতিসকা সলাতের জন্য বের হলেন এবং লোকদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে মহা মহীয়ান আল্লাহর কাছে দু'আ করেন।[১১৬২]

বর্ণনাকারী সুলায়মান ইবনু দাঊদ বলেন, তিনি ক্বিবলাহমুখী হয়ে স্বীয় চাদর উল্টিয়ে নিয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেন। ইবনু আবূ যি'বের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি উভয় রাক'আতে ক্বিরাআত পাঠ করেন। ইবনুস সারাহ্‌র বর্ণনায় রয়েছে, তিনি ক্বিরাআত উচ্চস্বরে পাঠ করেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। তবে মুসলিমে ক্বিরাআত ও উচ্চস্বরে পাঠের কথা নেই।

١١٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - يَعْنِي الْحِمْصِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ لَمْ يَذْكُرِ الصَّلاَةَ قَالَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

- صحيح .

১১৬৩। মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম (র) হতে নিজস্ব সানাদে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তার বর্ণনায় সলাত আদায়ের কথা উল্লেখ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি ﷺ স্বীয় চাদর উল্টিয়ে নেন। তিনি ডান স্কন্ধের উপরে রাখা চাদরের ডান পার্শ্বকে বাম কাঁধের উপর এবং বাম কাঁধের উপরে রাখা চাদরের বাম পার্শ্বকে ডান কাঁধের উপর রাখলেন। তারপর মহা মহীয়ান আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন।[১১৬৩]

সহীহ।

١١٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ .

- صحيح .

[১১৬২] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।
[১১৬৩] এর পূর্বেটি দেখুন।

১১৬৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন। তখন তাঁর শরীরে কালো বর্ণের একটি চাদর জড়ানো ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ চাদরের নীচের অংশকে উল্টিয়ে উপরে উঠানোর সময় ভারী বোধ করায় তিনি তা কাঁধের উপরে রেখেই উল্টিয়ে নেন।[১১৬৪]

সহীহ।

٢٥٩– باب فِي أَىِّ وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى

অনুচ্ছেদ-২৫৯ ঃ ইসতিস্‌কার সলাতে কখন চাদর উল্টিয়ে পরিধান করবে?

١١٦٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، – يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ – عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ .

– صحيح : ق .

১১৬৫। 'আব্বাদ ইবনু তামীম ﵁ সূত্রে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ ﵁ তাঁকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইসতিস্‌কা সলাত আদায়ের উদ্দেশে ঈদগাহে যান এবং যখন দু'আর ইচেছ করেন তখন ক্বিবলাহমুখী হয়ে স্বীয় চাদরখনা উল্টিয়ে নেন।[১১৬৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١٦٦ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ، يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

– صحيح : م .

১১৬৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ আল-মাযিনী ﵁ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে গিয়ে ইসতিস্‌কার সলাত আদায় করলেন। তিনি ক্বিবলাহমুখী হওয়ার সময় স্বীয় চাদরখানা উল্টিয়ে নিলেন।[১১৬৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১১৬৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, হাঃ ১৫০৬) কুতাইবাহ হতে 'আবদুল 'আযীয সূত্রে।

[১১৬৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, হাঃ ১৫০৬), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত, হাঃ ৫৫৮, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাক ক্বায়িম, অনুঃ ইসতিসকার সলাত, হাঃ ১২৬৬) সকলে হিশাম ইবনু ইসহাক্ব হতে তার পিতা সূত্রে।

[১১৬৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, অনুঃ ইসতিসকার সময় ক্বিবলাহমুখী হওয়া, হাঃ ১০২৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা) ইয়াহইয়া হতে।

١١٦٧ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَحْوَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ - قَالَ عُثْمَانُ ابْنُ عُقْبَةَ وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى - زَادَ عُثْمَانُ فَرَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا - وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالإِخْبَارُ لِلنُّفَيْلِيِّ وَالصَّوَابُ ابْنُ عُتْبَةَ .

- حسن .

১১৬৭। হিশাম ইবনু ইস্‌হাক ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু কিনানাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহর ﷺ ইসতিকার সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উতবাহ আমাকে ইবনু 'আব্বাসের ؓ নিকট পাঠালেন। 'উসমান ইবনু 'উক্ববাহ বলেন, ওয়ালীদ ইবনু 'উতবাহ তখন মাদীনাহ্‌র গভর্ণর ছিলেন। ইবনু আব্বাস ؓ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পুরাতন বেশভূষায় ভয় ও বিনয়ী অবস্থায় বের হয়ে ঈদাগাহে গেলেন। অতঃপর তিনি মিম্বারে উঠেন এবং প্রচলিত নিয়মে খুত্ববাহ না দিয়ে তিনি সারাক্ষণ কাকুতি-মিনতি, দু'আ ও তাকবীর পাঠেরত ছিলেন। অতঃপর তিনি ঈদের সলাতের মত দু' রাক'আত সলাত আদায় করেন।[১১৬৭]

হাসান।

٢٦٠- باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৬০ ঃ ইসতিস্‌কার সলাতে দু' হাত উত্তোলন সম্পর্কে

١١٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، وَعُمَرَ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى بَنِي آبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لاَ يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ .

- صحيح .

[১১৬৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা) মালিক হতে।

১১৬৮। বনী আবুল লাহ্‌মের মুক্তদাস উমাইর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে 'আয-যাওরার' নিকটবর্তী 'আহ্‌জারুয্ যায়িত' নামক স্থানে ইসতিস্‌কার সলাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে হাত দু'টিকে চেহারার সম্মুখে মাথার উপরিভাগ পর্যন্ত উঠিয়ে দু'আ করেছেন।[১১৬৮]

সহীহ।

١١٦٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَف، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد، حَدَّثَنَا مسْعَرٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِير، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، قَالَ أَتَت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَوَاكِي فَقَالَ " اللَّهُمَّ اسْقنَا غَيْثًا مُغيثًا مَرِيئًا نَافعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجلاً غَيْرَ آجلٍ " . قَالَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ .

- صحيح .

১১৬৯। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ এর কাছে কতিপয় লোক (বৃষ্টি না হওয়ায়) ক্রন্দনরত অবস্থায় এলে তিনি দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমাদেরকে বিলম্বে নয় বরং তাড়াতাড়ি ক্ষতিমুক্ত-কল্যাণময়, তৃপ্তিদায়ক, সজীবতা দানকারী, মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় (এবং বৃষ্টি হয়)।[১১৬৯]

সহীহ।

١١٧٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

- صحيح : ق .

১১৭০। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ইসতিস্‌কা ছাড়া অন্য কোন দু'আতে দু' হাত উঠাননি। তিনি হাত দু'টিকে এতটুকু উঠাতেন যে, তাঁর বগলদ্বয়ের সাদা অংশ দেখা যেত।[১১৭০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১১৬৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, অনুঃ কিভাবে হাত উঠাবে, হাঃ ১৫১৩), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত, হাঃ ৭৫৫)।

[১১৬৯] 'আবদ ইবনু হুসাইদ (১১২৫), ইবনু খুযাইমাহ (১৪১৬) মুহাম্মাদ ইবনু 'উবাইদ হতে। এর বিশুদ্ধ শাহিদ বর্ণনা রয়েছে ইবনু মাজাহ কা'ব ইবনু মুররাহ ও ইবনু 'আব্বাস হতে।

[১১৭০] বুখারী (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, অনুঃ ইসতিসকাতে ইমাম স্বীয় হাত উত্তোলন করবেন, হাঃ ১০৩১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, অনুঃ ইসতিসকার দু'আতে দু' হাত উত্তোলন করা) সকলে ক্বাতাদাহ হতে।

١١٧١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا يَعْنِي وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ .

- صحيح : م مختصرا .

১১৭১। আনাস রাঃ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বৃষ্টির জন্য এরূপে দু'আ করেছেন। অর্থাৎ তিনি দু' হাত প্রশস্ত করে দু' হাতের তালুকে যমীনের দিকে রেখেছেন। এমনকি আমি তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখেছি।[১১৭১]

সহীহ ঃ মুসলিম সংক্ষেপে।

١١٧٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي مَنْ، رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ .

- صحيح .

১১৭২। মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হাদীস আমাকে এমন এক ব্যক্তি অবহিত করেছেন, যিনি নাবী ﷺ-কে 'আহ্জারুয্ যায়িত' নামক স্থানের সন্নিকটে দু' হাত প্রশস্ত করে দু'আ করতে দেখেছেন।[১১৭২]

সহীহ।

١١٧٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ شَكَى النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ صلى الله عليه وسلم وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ " إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ " . ثُمَّ قَالَ " { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *

[১১৭১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, অনুঃ ইসতিসকার দু'আতে দু' হাত উত্তোলন করা) সংক্ষেপে, আহমাদ (৩/২৪১), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৪১৭) হাম্মাদ হতে তিনি সাবিত হতে আনাস সূত্রে

[১১৭২] দেখুন (১১৬৮) নং।

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ } لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِينٍ " . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ عَلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ " أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقْرَءُونَ { مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ } وَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَهُمْ .

– حسن .

১১৭৩। ‘আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে লোকজন অনাবৃষ্টির অভিযোগ পেশ করলে তিনি একটি মিম্বার স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। সেটি তাঁর ঈদগাহে রাখা হলো এবং তিনি লোকদেরকে ওয়াদা দিলেন যে, তিনি তাদেরকে নিয়ে একদিন সেখানে যাবেন। ‘আয়িশাহ ﷺ বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য উদিত হওয়ার পর বের হয়ে মিম্বারের উপর বসে তাকবীর বলে মহা মহীয়ান আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং বলেন ঃ তোমরা তোমাদের অনাবৃষ্টির অভিযোগ করেছ। অথচ মহান আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন তোমরা তাকে ডাকো, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে ওয়াদাবদ্ধ। অতঃপর তিনি বলেন ঃ সকল প্রশংসা বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর জন্য, যিনি দয়ালু ও অতিশয় মেহেরবান, শেষ বিচারের দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। হে আল্লাহ ! আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, আপনি সম্পদশালী আর আমরা ফকীর ও মুখাপেক্ষী। কাজেই আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং আপনি যা কিছু বর্ষণ করবেন, তদ্দ্বারা আমাদের জন্য প্রবল শক্তি ও প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌছার ব্যবস্থা করে দিন। অতঃপর তিনি দু' হাত এতোটা উঁচু করলেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা গেলো। অতঃপর হাত উঠানো অবস্থায়ই তিনি লোকদের দিকে স্বীয় পিঠ ঘুরিয়ে দিয়ে চাদরটি উল্টিয়ে নিলেন। এরপর তিনি লোকজনের দিকে ফিরে মিম্বার হতে নেমে দু' রাক‘আত সলাত আদায় করলেন। এ সময় মহান আল্লাহ এক খণ্ড মেঘের আবির্ভাব ঘটালেন, যার মধ্যে গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বৃষ্টিপাত হলো। এমনকি তিনি মাসজিদ পর্যন্ত আসতে না আসতেই পথঘাট পানিতে প্লাবিত হয়ে গেলো। যখন লোকজনকে বাড়ি-ঘরের দিকে দৌড়াতে দেখলেন, তখন নাবী ﷺ এমনভাবে

হাসলেন যে, তার সামনের পাটির দাঁত দেখা গেলো। অতঃপর তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চই আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতবান এবং আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।[১১৭৩]

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি গরীব। তথাপি হাদীসটির সানাদ ভাল।

হাসান।

١١٧٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَيُونُسَ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُنَا يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ هَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيحٌ ثُمَّ أَنْشَأَتْ سَحَابَةً ثُمَّ اجْتَمَعَتْ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ يَزَلِ الْمَطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا " . فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ يَتَصَدَّعُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ .

– صحيح : خ ، م مختصرا .

১১৭৪। আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় একবার মাদীনাহ্‌বাসী দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। ঐ সময়ের জুমু'আহর দিন তিনি আমাদের উদ্দেশে খুত্‌বাহ দানকালে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! (অনাবৃষ্টির কারণে) উট-বকরী ইত্যাদি প্রায় ধ্বংসের মুখে। সুতরাং আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করুন। অতঃপর তিনি হাত প্রসারিত করে দু'আ করলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, তিনি দু'আ করার পূর্বে পর্যন্ত আকাশ মেঘমুক্ত স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় পরিস্কার ছিল, (দু'আ করার পর) হঠাৎ বায়ু প্রবাহিত হয়ে এক খণ্ড মেঘ প্রস্তুত হলো, অতঃপর বিভিন্ন খণ্ড একত্র হয়ে আকাশে অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হলো। এমনকি আমরা বৃষ্টিতে ভিজে বাড়িঘরে ফিরে এলাম এবং একটানা পরবর্তী জুমু'আহ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকলো। এ জুমু'আহতে ঐ লোক অথবা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! (অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে) ঘর-বাড়ি ধসে যাচ্ছে, কাজেই বৃষ্টি বন্ধের জন্য

[১১৭৩] আবূ দাউদ এটি একককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তার কথায় রসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে দু'আ করলেন, (হে আল্লাহ!) আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি দাও, আমাদের উপরে নয়।[১১৭৪]

বর্ণনাকারী বলেন, আমি মেঘের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, তা মাদীনাহ্‌র আশেপাশে উঁচু উঁচু সুদৃশ্য চূড়ার মত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সহীহ ঃ বুখারী। মুসলিম সংক্ষেপে।

١١٧٥ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ بِحِذَاءِ وَجْهِهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ اسْقِنَا " . وَسَاقَ نَحْوَهُ .

- صحيح : ق مختصرا .

১১৭৫। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দু' হাত স্বীয় চেহারা বরাবর উঠিয়ে দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। অতঃপর পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।[১১৭৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম সংক্ষেপে।

١١٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ " اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ " . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مَالِكٍ .

- حسن .

১১৭৬। 'আমর ইবনু শু'আইব ﷺ তার পিতা হতে তার দাদা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করার সময় বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাদের ও প্রাণীদেরকে পানি দান করুন, আপনার রহমাত বিস্তৃত করুন এবং আপনার মৃত শহরকে (শুস্ক ভূমিকে) জীবিত করুন।[১১৭৬]

হাসান।

[১১৭৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, অনুঃ অধিক বৃষ্টি হলে এ দুআ করা ঃ 'যেন পাশের এলাকায় বৃষ্টি হয় আমাদের এলাকায় নয়', দু'আ, হাঃ ১০২১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, অনুঃ ইসতিসকার দু'আ) সংক্ষেপে সাবিত হতে।

[১১৭৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, অনুঃ ক্বিবলাহর দিকে মুখ না করে জুমু'আহর খুত্‌বাহয় বৃষ্টির জন্য দু'আ করা, হাঃ ১০১৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, অনুঃ ইসতিসকার দু'আ)।

[১১৭৬] মালিক (অধ্যায় ঃ ইসতিসকা, অনুঃ ইসতিসকা সম্পর্কে, হাঃ ২), আহমাদ (৫/৬০)।

٢٦١– باب صَلاَةِ الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ-২৬১ ঃ সূর্যগ্রহণের সলাত

١١٧٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَخْبَرَنِي مَنْ، أُصَدِّقُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ يَرْكَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى إِنَّ رِجَالاً يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ حَتَّى إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . وَإِذَا رَفَعَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . حَتَّى تَجَلَّتِ

এক নজরে ইস্তিসকা সলাতের নিয়ম ঃ

(ক) পুরাতন কাপড় পরে চাদর গায়ে দিয়ে বিনয়-নম্রচিত্তে সূর্যদয়ের সাথে সাথে ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হবেন। সাথে ইমামের জন্য মিম্বার নিতে পারেন। ইমাম মিম্বারে বসে তাকবীর বলবেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করবেন ও লোকদের ইস্তিসকার গুরুত্ব সম্পর্কে ঈমান বর্ধক সামান্য কিছু উপদেশ দিবন। অতঃপর দু'আ পাঠ করবেন। (বুলুগুল মারাম)

(খ) ইস্তিসকার সলাত প্রথমে আদায় করে পরে দুআ ও অন্যান্য বিষয় সম্পন্ন করা যাবে। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

(গ) সলাতের ক্বিরাআত হবে স্বরবে। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

(ঘ) দু'আর সময় হাত মাথা বরাবর উঁচু করতে হবে। (আবূ দাউদ ও অন্যান্য) এবং হাত্ উপুরভাবে থাকবে। (সহীহ মুসলিম)

(ঙ) জুমুআহর খুত্ববাহ অবস্থায় খতীব সাহেব মুক্তাদীদের নিয়ে সমবেতভাবে দুই হাত উঠিয়ে আল্লাহর নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করতে পারেন। (সহীহুল বুখারী)

(চ) জীবিত কোন মুত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করা যাবে। কিন্তু রসূল (সাঃ) বা অন্য কোন মৃত ব্যক্তির ওয়াসিলাহ দিয়ে নয়। (সহীহুল বুখারী)

(ছ) ইস্তিসকার সলাত জামাআতবদ্ধভাবে আদায় করতে হয়। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

(জ) ইস্তিসকার খুত্ববাহ সাধারণ খুৎবাহর মত নয়। এটির অধিকাংশ কেবল আকুতিভরা দুআ আর দুআ থাকবে। (বুলুগুল মারাম) {সূত্র ঃ সলাতুর রাসূল সাঃ, পৃঃ ১৩৩-১৩৫}

(ঝ) ইস্তিসকা সলাতের কয়েকটি দু'আ ঃ

(১) আল্হামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আল-লামীন, আর রহমা-নির রহীম, মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াফ'আলু মা-ইউরীদু। আল্লা-হুম্মা আনতাল্লা-হু লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আনতাল গানিইয়ু ওয়া নাহনুল ফুক্বারা-উ। আনঝিল 'আলাইনা গাইসা ওয়াজ'আল মা আনঝালতা 'আলাইনা কুউওয়াতাঁও ওয়া বালা-গান ইলা-হীন। (আবূ দাউদ)

(২) আল্লাহুম্মাসক্বি 'ইবাদাকা ওয়া বাহীমাতাকা ওয়ান্শুর রহমাতাকা ওয়াহ্ইয়ে বালাদাকাল মাইয়্যিতা। (আবূ দাউদ ও অন্যান্য)

(৩) "আল্লা-হুম্মা আসক্বিনা গাইসাম মুগীসাম মারীআম মারী'আ, নাফ'আন গাইরা যা-র্রিনা 'আ-জিলান গাইরা আজিলিন। (আবূ দাউদ, মিশকাত)

الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا كُسِفَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ " .

– صحيح : م لكن قوله : (ثلاث ركعات) شاذ ، والمحفوظ : (ركوعان) كما في الصحيحين ، و يأتي ١١٨٠

১১৭৭। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে নাবী ﷺ লোকদেরকে নিয়ে সলাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর রুকূ' করে আবার দাঁড়ালেন। আবার রুকূ' করলেন এবং আবার দাঁড়ালেন। অতঃপর রুকূ' করলেন। এভাবে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলেন এবং প্রত্যেক রাক'আতে তিনটি করে রুকূ' করার পর সাজদাহ্ করলেন। সলাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে কতিপয় লোক অজ্ঞান হয়ে যায় এবং তাদের উপর পানি ঢালা হয়। তিনি ﷺ রুকূ' করার সময় 'আল্লাহু আকবার; আর রুকূ' হতে মাথা উঠানোর সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলেছেন এবং তাঁর সলাত অবস্থায়ই সূর্য গ্রহণ শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বললেন ঃ সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণ কারোর জন্ম বা মৃত্যুর কারণে হয় না, বরং তা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। তিনি এর দ্বারা স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং কখনো গ্রহণ হলে তোমরা সলাত আদায়ে মনোনিবেশ করবে।[১১৭৭]

সহীহ ঃ মুসলিম। কিন্তু (তিন রাক'আত) কথাটি শায। মাহফূয হচ্ছে ঃ (দুই রাক'আত)। যেমন বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। এছাড়া সামনে ১১৮০ নং এ আসছে।

٢٦٢– باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ

অনুচ্ছেদ-২৬২ ঃ যিনি বলেন, সূর্যগ্রহণের সলাতে রুকূ' হবে চারটি

١١٧٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الثَّالِثَةَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ

[১১৭৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, হাঃ ১৪৬৯), আহমাদ (৬/৭৬), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৩৮৩) 'উবাইদ ইবনু 'উমাইর হতে 'আয়িশাহ্ সূত্রে।

ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا إِلاَّ أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوٌ مِنْ قِيَامِهِ قَالَ ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلاَتِهِ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِي مَقَامِهِ وَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوفُ فَقَضَى الصَّلاَةَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ " . وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ .

– صحيح : م لكن قوله : (ست ركعات) شاذ ، والمحفوظ : (أربع ركعات) كما في الطريق التالية ١١٧٩ .

১১৭৮। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে রসূলুল্লাহর ﷺ পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর দিনে সূর্যগ্রহণ হলে লোকজন মন্তব্য করলো, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই গ্রহণ লেগেছে। অতঃপর তিনি লোকদেরকে নিয়ে চার সাজদাহ্ ও ছয় রুকু'সহ সলাত আদায় করেন। তিনি ﷺ তাকবীর বলে সলাত আরম্ভ করে দীর্ঘক্ষণ ক্বিরাআত পড়েন। অতঃপর দাঁড়ানোর অনুরূপ সময় রুকূ'তে অতিবাহিত করেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে প্রথমবারের চেয়ে কিছুটা কম সময় ক্বিরাআত পড়েন। অতঃপর দাঁড়ানোর অনুরূপ সময় রুকূ'তে অতিবাহিত করেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে তৃতীয়বারের ক্বিরাআত পড়েন যা ছিল দ্বিতীয়বারের চেয়ে কিছুটা কম। অতঃপর তিনি রুকূ'তে গিয়ে দাঁড়ানোর অনুরূপ সময় অতিবাহিত করে মাথা উঠান, অতঃপর সাজদাহ্ করেন। তিনি দু'টি সাজদাহ্ করার পর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ান এবং এ রাক'আতেও তিনি সাজদাহর পূর্বে তিনটি রুকূ' করেন। তাঁর দ্বিতীয় রাক'আতের দাঁড়ানোর সময়ও দীর্ঘ ছিল, তবে তা প্রথম রাক'আতের প্রত্যেকটি ক্বিয়ামের চেয়ে কম সময় ছিল এবং রুকু'তে অবস্থানের সময় ছিলো দাঁড়ানোর সমপরিমাণ। অতঃপর তিনি সলাতের মধ্যেই পেছনের দিকে সরে আসেন, ফলে মুসল্লীদের কাতারগুলোও তাঁর সাথে সাথে সরে গেল। অতঃপর তিনি আবার সস্থানে আসলে সবগুলো কাতার সম্মুখে অগ্রসর হয়। এভাবে তিনি সলাত সমাপ্ত করলেন এবং এ সময়ের মধ্যে সূর্যও গ্রহণমুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে লোকেরা ! নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র মহাপরাক্রমশালী মহান আল্লাহ নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। কোন ব্যক্তির মত্যুর কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয়না। অতএব তোমরা গ্রহণ হতে দেখলে তা গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সলাত আদায় করবে। হাদীসের অবশিষ্ট অংশও এভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১১৭৮]

সহীহ ঃ মুসলিম। কিন্তু (ছয় রাক'আত) কথাটি শায। মাহফূয হচ্ছে ঃ (চার রাক'আত)। যেমন সামনে আসছে।

[১১৭৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ)।

١١٧٩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

- صحيح : م .

১১৭৯। জাবির (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে প্রচণ্ড গরমের দিনে সূর্যগ্রহণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করেন। তিনি এতো দীর্ঘ সময় সলাতে দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, লোকজন বেহুশ হয়ে পড়ছিল। তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর দু'টি সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাক'আতেও প্রায় প্রথম রাক'আতের অনুরূপ করলেন। এতে পুরো সলাত চার রুকূ' ও চার সাজদাহ্ বিশিষ্ট হলো। এরপর বর্ণনাকারী পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।[১১৭৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١١٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ

[১১৭৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, হাঃ ১৪৭৭), আহমাদ (৩/৩৭৪), ইবনু খুযাইমাহ (১৩৮০) ইবনু 'উলাইয়্যাহ হতে তিনি হিশাম হতে তিনি আবূ যুবাইর হতে জাবির সূত্রে।

الْحَمْدُ " . ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ .

– صحيح : ق .

১১৮০। নাবী ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হলে রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদের দিকে বের হন। তিনি আল্লাহু আকবার বলে সলাত আরম্ভ করেন এবং লোকজন তাঁর পেছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর তিনি লম্বা ক্বিরাআত পাঠ করেন, তারপর তাকবীর বলে রুকূ'তে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাতে অতিবাহিত করেন। এরপর মাথা তুলে "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ" বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর আবার লম্বা ক্বিরাআত পড়েন, তবে তা প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তাকবীর বলে দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করেন, তবে তা প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ" বলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করেন। এভাবে তিনি পুরো সলাত চার রুকূ' ও চার সাজদাহ্ সহকারে আদায় করেন। সলাত শেষে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে যায়।[১১৮০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١٨١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ .

– صحيح : ق .

১১৮১। কাসীর ইবনু 'আব্বাস (র) সূত্রে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ؓ হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় সলাত আদায় করেছেন। অতঃপর অবশিষ্ট বর্ণনা 'উরওয়াহ হতে 'আয়িশাহ ؓ থেকে রসূলুল্লাহর ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেন, তিনি দু' রাক'আত সলাত আদায় করেছেন এবং প্রতি রাক'আতে দু'টি করে রুকূ' করেছেন।[১১৮১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১১৮০] বুখারী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সলাতে স্বরবে ক্বিরাআত পাঠ করা, হাঃ ১০৬৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ)।

[১১৮১] বুখারী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সময় ইমামের খুত্বাহ দেয়া, হাঃ ১০৪৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ)।

١١٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ خَالِدٍ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، - وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ - عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا .

- ضعيف .

১১৮২। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করেন। তিনি সলাত দীর্ঘ সূরাহ তিলাওয়াত করেন। তিনি প্রথম রাক'আতে পাঁচটি রুকূ' ও দু'টি সাজদাহ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সূরাহ তিলাওয়াত করেন। তাতেও পাঁচটি রুকূ' ও দু'টি সাজদাহ করেন। অতঃপর ক্বিবলাহমুখী হয়ে বসে দু'আ করতে থাকেন। এমতাবস্থায় সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে যায়।[১১৮২]

দুর্বল।

١١٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالأُخْرَى مِثْلُهَا .

- منكر .

১১৮৩। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে নাবী ﷺ সলাত আদায় করেন। তিনি তাতে ক্বিরাআত পড়ে রুকূ' করেন, অতঃপর ক্বিরাআত পড়ে রুকূ' করেন, পুনরায় ক্বিরাআত পড়ে রুকূ' করেন, আবার ক্বিরাআত পড়ে রুকূ' করেন,

---

[১১৮২] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্না করেছেন। আহমাদ (৫/১৩৪), তাবরীযী একে মিশকাত (হাঃ১৪২৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে আবূ জা'ফার রাযী দুর্বল স্মরণশক্তি মন্দ।

Contents

অতঃপর সাজদাহ্ করেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করেন। (অর্থাৎ প্রতি রাক'আতে চারটি রুকূ')।[১১৮৩]

মুনকার।

١١٨٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ عِبَادٍ الْعَبْدِيُّ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بَيْنَمَا أَنَا وَغُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الأُفُقِ اسْوَدَّتْ حَتَّى آضَتْ كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا قَالَ فَدَفَعْنَا فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّى فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا . ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْسِ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ سَاقَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

– ضعيف .

১১৮৪। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও এক আনসারী যুবক তীর চালনা করছিলাম। এমন সময় সূর্য যখন লোকদের নজরে আনুমানিক দুই বা তিন তীর পরিমাণ উপরে উঠেছিল তখন তা কালোজিরা বা কালো ফলের মত হয়ে যায়। তখন আমাদের একজন তার সাথীকে বললো, চলো মসাজিদে যাই। আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ ﷺ এর উম্মাতের উপর এ সূর্যের কারণে নিশ্চয়ই নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গিয়ে দেখি, তিনি বেরিয়ে এসে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সলাত আরম্ভ করেছেন। তিনি আমাদেরকে নিয়ে সলাতে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, ইতিপূর্বে কখনো তিনি এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াননি। তবে (নিঃশব্দে ক্বিরাআত পড়ায়) আমরা সলাতের মধ্যে তাঁর কোন শব্দ শুনতে পাইনি। বর্ণনাকারী

[১১৮৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সলাতের নিয়ম, হাঃ ১৪৬৭) ত্বাউস হতে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে।

বলেন, অতঃপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে রুকূ' করলেন এবং এত লম্বা রুকূ' করলেন যে, ইতিপূর্বে কখনো এত দীর্ঘ রুকূ' করেননি। এতেও আমরা তাঁর (তাসবীহ পাঠের) শব্দ শুনতে পাইনি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি এত দীর্ঘ সাজদাহ্ করলেন যে, ইতিপুর্বে সলাতে কখনো এরূপ দীর্ঘ সাজদাহ্ করেননি। এতেও আমরা তাঁর কোন শব্দ শুনতে পাইনি। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে বসা অবস্থায় থাকতেই সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সালাম ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা ও গুন বর্ণনা করে সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দেন যে, তিনি তাঁর বান্দাহ ও রসূল। অতঃপর আহমাদ ইবনু ইউনুস (র) তার বর্ণনায় নাবী ﷺ এর ভাষণের বর্ণনা দেন।[১১৮৪]

দুর্বল।

١١٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلاَلِيِّ، قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَتْ فَقَالَ " إِنَّمَا هَذِهِ الآيَاتُ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ " .

- **ضعيف** .

১১৮৫। ক্বাবীসাহ আল-হিলালী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি ﷺ স্বীয় কাপড় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে খুব ভয়ের সাথে বের হলেন। তখন আমি তাঁর সাথে মাদীনাহ্য় ছিলাম। তিনি দু' রাক'আত সলাত আদায় করালেন এবং এতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তাঁর সলাত শেষ হলে সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে যায়। এরপর তিনি বলেন, নিশ্চয় এগুলো হচ্ছে নিদর্শন, মহান আল্লাহ এর মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করেন। সতরাং যখন তোমরা এরূপ দেখবে, তখন এর পূর্বে তোমাদের আদায়কৃত (ফাজ্‌রের) ফার্‌য সলাতের ন্যায় সলাত আদায় করবে।[১১৮৫]

দুর্বল।

[১১৮৪] এর সানাদ দুর্বল। এটি বর্ণনা করেছেন বুখারী 'আফ'আলুল 'ইবাদ' গ্রন্থে এবং নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ ১৫, হাঃ ১৪৮৩), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সূর্যগ্রহণের সলাতে ক্বিরাআত, হাঃ ৫৬২, ইমাম তিরমিযী বলেন, সামুরাহর হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সলাত সম্পর্কে), আহমাদ (৫/১৬)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে সা'রাবাহ ইবনু 'আব্বাদ সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ মাক্ববূল।

[১১৮৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, হাঃ ১৪৮৫) আবূ ক্বিলাবাহ হতে কুবাইসাহ্ সূত্রে। আহমাদ (১৪০২)।

١١٨٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُور، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَامِر، أَنَّ قَبِيصَةَ الْهِلاَلِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُوسَى قَالَ حَتَّى بَدَتِ النُّجُومُ .

– ضعيف .

১১৮৬। হিলাল ইবনু 'আমির (র) সূত্রে বর্ণিত। ক্বাবীসাহ আল-হিলালী ﷺ তাকে বলেছেন, একদা সূর্যগ্রহণ হয়। অতঃপর মূসা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেন, গ্রহণের কারণে সূর্য এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিল যে, তারকারাজি পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।[১১৮৬]

দুর্বল।

٢٦٣– باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ-২৬৩ ঃ সূর্যগ্রহণের সলাতের ক্বিরাআত

١١٨٧ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْد، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار، كُلُّهُمْ قَدْ حَدَّثَنِي عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ – وَسَاقَ الْحَدِيثَ – ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ .

– صحيح : ق .

১১৮৭। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহর ﷺ যুগে সূর্যগ্রহণ হওয়ায় রসুলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে এসে লোকদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে এত দীর্ঘক্ষণ ক্বিরাআত পাঠ করেন যে, আমি অনুমান করে দেখেছি যে, তিনি সূরাহ বাক্বারাহ তিলাওয়াত করেছেন। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেন। এরপর তিনি দু'টি সাজদাহ্ করেছেন। তারপর দাঁড়িয়ে এত দীর্ঘ ক্বিরাআত পাঠ করেন যে, আমি অনুমান করেছি যে, তিনি সূরাহ আলে-'ইমরান তিলাওয়াত করেছেন।[১১৮৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১১৮৬] এর পূর্বেরটি দেখুন।

[১১৮৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ কারো মৃত্যু বা জন্মের জন্য সূর্য গ্রহণ হয় না, হাঃ ১০৫৭)।

١١٨٨ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَد، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً فَجَهَرَ بِهَا يَعْنِي فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ .

– صحيح : ق .

১১৮৮। ‘আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ (সূর্যগ্রহণের সলাতে) স্বরবে অত্যধিক দীর্ঘ ক্বিরাআত পাঠ করেছেন।[১১৮৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١٨٩ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، – كَذَا عِنْدَ الْقَاضِي وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، – قَالَ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً بِنَحْوٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

– صحيح : ق .

১১৮৯। ইবনু ‘আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্যগ্রহণ হলে রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত এবং তাঁর সাথের লোকেরা সলাত আদায় করেন। তিনি (সলাতে) সূরাহ আল-বাক্বারাহ পড়ার সমপরিমাণ সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর রুকূ‘ করেন। এরপর বর্ণনাকারী হাদীসের বাকী অংশটি বর্ণনা করেন।[১১৮৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٦٤– باب يُنَادَى فِيهَا بِالصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২৬৪ ঃ সূর্যগ্রহণের সলাতের জন্য আহ্বান করা

١١٩٠ –. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِر، أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً فَنَادَى أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةً .

– صحيح : م ، خ تعليقاً .

[১১৮৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহনের সলাতে স্বরবে ক্বিরাআত পাঠ, হাঃ ১০৬৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সূর্যগ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ ১১, হাঃ ১৪৭১) ‘উরওয়াহ হতে ‘আয়িশাহ সূত্রে।

[১১৮৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহনের সলাত জামা‘আতে আদায় করা, হাঃ ১০৫২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ) ‘আত্বা ইবনু ইয়াসার হতে ইবনু ‘আব্বাস সূত্রে।

১১৯০। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্যগ্রহণ হলে রসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ করেন যে, সলাতের জামা'আত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে (কাজেই তোমরা একত্রিত হও)।[১১৯০]

সহীহ ঃ মুসলি। বুখারী তা'লীক্বভাবে।

٢٦٥– باب الصَّدَقَة فِيهَا

অনুচ্ছেদ-২৬৫ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় সদাক্বাহ করার নির্দেশ

١١٩١ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِه فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا " .

– صحيح : ق .

১১৯১। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কারো মৃত্যু এবং জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা (সংঘটিত হতে) দেখবে তখন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট দু'আ করবে, তাকবীর বলবে এবং সদাক্বাহ করবে।[১১৯১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٦٦– باب الْعِتْق فِيه

অনুচ্ছেদ-২৬৬ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা

١١٩٢ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْعَتَاقَة فِي صَلاَةِ الْكُسُوف .

– صحيح : خ .

১১৯২। আসমা ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সূর্যগ্রহণের সলাতের সময় গোলাম আযাদ করার আদেশ দিতেন।[১১৯২]

সহীহ ঃ বুখারী।

[১১৯০] বুখারী (অধ্যায় ঃ সূর্যগ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সলাতে স্বরবে ক্বিরাআত পাঠ, হাঃ ১০৬৬) মু'আল্লাক্বভাবে, মুসলিম (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সলাত) যুহরী হতে তিনি 'উরওয়াহ হতে 'আয়িশাহ সূত্রে।

[১১৯১] বুখারী (অধ্যায় ঃ সূর্যগ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সময় ইমামের খুত্ববাহ দেয়া, হাঃ ১০৪৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সলাত)।

[১১৯২] বুখারী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সময় ক্রীতদাস মুক্ত করা পছন্দনীয়, হাঃ ১০৫৪), দারিমী (হাঃ ১৫৩১), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ১৪০১) ফাত্বিমাহ হতে আসমা সূত্রে।

٢٦٧– باب مَنْ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৬৭ ঃ যিনি বলেন, সূর্যগ্রহণের সময় দু' রাক'আত সলাত আদায় করবে

١١٩٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَتْ .

– منكر .

১১৯৩। নু'মান ইবনু বাশীর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী ﷺ এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি দু' দু' রাক'আত সলাত আদায় করেন এবং সূর্য গ্রহণমুক্ত হয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করতে থাকেন।[১১৯৩]

মুনকার।

١١٩٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ " أُفْ أُفْ " . ثُمَّ قَالَ " رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ " . فَفَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَلاَتِهِ وَقَدْ أَمْحَصَتِ الشَّمْسُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

– صحيح : لكن بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين .

১১৯৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুওগ সূর্যগ্রহণ হলে রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে দাঁড়ান। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, রুকূতেই যাচ্ছেন না। আতঃপর রুকূ' করলেন এবং এত দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন যে, মাথা উঠাবেন বলে মনে হলো না, অবশ্য পরে উঠালেন এবং এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, সাজদাহ্ করার সম্ভাবনাই থাকলো না। অতঃপর সাজদাহ্ করলেন এবং এত দীর্ঘক্ষণ সাজদাহ্

[১১৯৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, হাঃ ১৪৮৪), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সলাত সম্পর্কে, হাঃ ১২৬২), আহমাদ (৪/২৬৯), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৪০৪)। এর সানাদ দুর্বল।

করলেন যে, মাথা উঠানোর সম্ভাবনাই থাকলো না। অবশ্য পরে মাথা উঠালেন এবং প্রথম সাজদাহর পর এত দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলেন যে, দ্বিতীয় সাজদাহ্ করবেন বলে সম্ভাবনা দেখা গেলো না। অতঃপর সাজদাহয় গিয়ে এত দীর্ঘক্ষণ সাজদাহ্ করলেন যে,, মাথা উঠাবেন বলে মনে হলো না, অতঃপর উঠালেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করলেন। পরে তিনি সর্বশেষ সাজদাহ্র মধ্যে করলেন উহঃ উহঃ শব্দ করলেন এবং বললেন ঃ হে আমার প্রভূ! আপনি কি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দেননি যে, আমার বর্তমানে আপনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না? আপনি কি আমার সাথে ওয়াদা করেননি যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকলে আপনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না? এ বলে তিনি সলাত হতে অবসর হলে সূর্যও গ্রাসমুক্ত হয়ে যায়। আর এভাবেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১১৯৪]

সহীহ ঃ কিন্তু দুই রুকূ' উল্লেখসহ। যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে আছে।

١١٩٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى، بِأَسْهُمٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لأَنْظُرَنَّ مَا أُحْدِثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يُسَبِّحُ وَيُحَمِّدُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ بِسُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

– صحيح : م مختصرا .

১১৯৫। 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় একটি জায়গাতে আমি তীর চালনা শিখছিলাম। এমন সময় সূর্যগ্রহণ হলে আমি তীরগুলো ফেলে দিয়ে বলি, আজ সূর্যগ্রহণের দরুন রসূলুল্লাহর ﷺ জন্য কি ঘটে, তা অবশ্যই স্বচক্ষে দেখবো। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি দু' হাত উঠিয়ে তাসবীহ, তাহমীদ, কালিমাহ ও দু'আ পাঠেরত আছেন। অবশেষে সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে গেল। তিনি দু'টি সূরার দ্বারা দু' রাক'আত সলাত আদায় করলেন।[১১৯৫]

সহীহ ঃ মুসলিম সংক্ষেপে।

[১১৯৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ হাঃ ১৪৮১), তিরমিযী 'শামায়িলি মাহমুদিয়্যাহ' (৩০৭) সংক্ষেপে, আহমাদ (২/১৫৯, হাঃ ৬৪৮৩) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ হাসান। ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৩৮৯)।

[১১৯৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সলাতের দু'আ) সংক্ষেপে, নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণ, অনুঃ সূর্য গ্রহণের সময় তাসবীহ, তাকবীর ও দু'আ পাঠ, হাঃ ১৪৫৯), আহমাদ (৫/৬১), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৩৭৩)।

সূর্যগ্রহণের সলাত বিষয়ক (১১৭৭-১১৯৫ নং) হাদীসসমূহ হতে শিক্ষা ঃ

১। সূর্য গ্রহণের সময় সলাত আদায় করা সুন্নাত।

২। এ সলাত হবে দু' রাক'আত। এ দু' রাক'আত সলাতে চারটি রুকূ' দিতে হয়। এ সম্পর্কিত হাদীসই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

٢٦٨- باب الصَّلاَةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ-২৬৮ ঃ দুর্যোগকালে সলাত আদায়

١١٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ النَّضْرِ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَ - فَأَتَيْتُ أَنَسًا فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ كَانَتِ الرِّيحُ لَتَشْتَدُّ فَنُبَادِرُ الْمَسْجِدَ مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ .

– ضعيف .

১১৯৬। ‘উবায়দুল্লাহ ইবনুন নাদ্‌র (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন, একদা আনাস ইবনু মালিক ﷺ এর সময় একবার (আকাশ) অন্ধকারাচ্ছন্ন হলে আমি আনাস ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ হাম্‌যাহ! রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে আপনারা কখনো এরূপ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন কি? তিনি বললেন, “আল্লাহ পানাহ! তখন একটু জোরে বাতাস প্রবাহিত হলেই আমরা ক্বিয়ামাত হবার আশংকায় দ্রুত দৌড়িয়ে মাসজিদে যেতাম।[১১৯৬]

দুর্বল।

٢٦٩- باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

অনুচ্ছেদ-২৬৯ ঃ বিপদের আলামাত দেখে সাজদাহ্ করা

١١٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَاتَتْ فُلاَنَةُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَّ سَاجِدًا فَقِيلَ لَهُ أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا " . وَأَىُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

– حسن .

৩। সলাতের ক্বিরাআত হবে দীর্ঘ।
৪। সলাতের শেষে খুত্ববাহ দিতে হয়।
৪। গ্রহণ লাগলে দান-খয়রাত করা, দাস মুক্ত করা, তাকবীর বলা ও দু'আ করা উত্তম।
৫। এ সলাতের জন্য লোকদেরকে আহবান করা সুন্নাত।
৬। সূর্যগ্রহণ মহান আল্লাহর নিদর্শন বিশেষ। এর সাথে কারো জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নয়।

[১১৯৬] এর সানাদ দুর্বল। আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও বায়হাক্বী (৩/৩৪২)।

১১৯৭। 'ইকরিমাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস ﵁ -কে নাবী ﷺ এর কোন এক স্ত্রীর ইন্তেকালের সংবাদ দেয়া হলে তিনি সাজদাহ্য় লুটে পড়লেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ সময় সাজদাহ্ করার কারণ কি? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন নির্দশন দেখবে, তখন সাজদাহ্ করবে। নাবী ﷺ এর স্ত্রীর ইন্তিকালের চেয়ে বড় নির্দশন (বিপদ) আর কি হতে পারে![১১৯৭]

হাসান

[১১৯৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ মানাক্বিব, অনুঃ নাবী সাঃ- এর স্ত্রীদের ফাযীলাত, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব)।

كتاب صلاة السفر

অধ্যায়
সফরকালীন সলাত

١٧٠- باب صَلاَةِ الْمُسَافِرِ

অনুচ্ছেদ-২৭০ ঃ মুসাফিরের সলাত

١٢٩٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ .

- صحيح : ق .

১১৯৮। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবাসে ও সফরে সলাত দুই দুই রাক'আত করে ফারয করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সফরের সলাত ঠিক রাখা হয় এবং আবাসের সলাত বৃদ্ধি করা হয়।[১২০১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا خُشَيْشٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَصْرَمَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرَأَيْتَ إِقْصَارَ النَّاسِ الصَّلاَةَ وَإِنَّمَا قَالَ تَعَالَى { إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْيَوْمُ . فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " .

- صحيح : م .

১১৯৯। ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার উবনুল খাত্তাব ﵁ - কে জিজ্ঞেস করলাম, আজকাল লোকেরা যে সলাত ক্বসর করে এ বিষয়ে আপনার অভিমত

[১২০১] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মিরাজের সময় কিভাবে সলাত ফারয হল, হাঃ ৩৫০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর) সকলে মালিক হতে।

Contents

কি? কেননা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, "যদি তোমরা কাফিরদের হামলার আশংকা করো তাহলে সলাত ক্বসর হিসেবে আদায় করতে পারো" (৪ ঃ ১০১)। কিন্তু বর্তমানে আশংকা দূরীভূত হয়ে গেছে। 'উমার ﷺ বললেন, তুমি যে ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করছো, আমিও তাতে আশ্চর্যবোধ করেছিলাম। অতঃপর আমি এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন ঃ এটি একটি সদাক্বাহ, যা মহান আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর অনুদান গ্রহণ করো।[১২০২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٢٠٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ، يُحَدِّثُ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ .

১২০০। এ সানাদেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১২০৩]

٢٧١– باب مَتَى يُقْصِرُ الْمُسَافِرُ

অনুচ্ছেদ-২৭১ ঃ মুসাফির কখন সলাত ক্বসর করবে?

١٢٠١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ – شُعْبَةُ شَكَّ – يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

– صحيح : م .

১২০১। ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াযীদ আল-হুনায়ী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক ﷺ -কে সলাত ক্বসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তিন মাইল বা তিন ফার্সাখ্ দূরত্বের সফরে বের হলে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন।[১২০৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১২০২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ তাফসীরুল কুরআন, অনুঃ সূরাহ আন-নিসা, হাঃ ৩৩৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বাসর সলাত, হাঃ ১৪৩২), আহমাদ (১/২৫) সকলে ইবনু জুরাইজ হতে।

[১২০৩] পূর্বেরটি দেখুন।

[১২০৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর), আহমাদ (৩/১২৯) মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে।

١٢٠٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .

- صحيح : ق .

১২০২। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে মাদীনাহ্য় যুহরের সলাত চার রাক'আত এবং যুল-হুলায়ফাতে 'আসরের সলাত দু' রাক'আত আদায় করেছি।[১২০৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٧٢- باب الأَذَانِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-২৭২ ঃ সফরে আযান দেয়া

١٢٠٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ " .

- صحيح .

১২০৩। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন কোন বকরীর রাখাল পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকালে আযান দিয়ে সলাত আদায় করে তখন মহান আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেন ঃ (হে মালায়িকাহ)! তোমরা আমার বান্দার দিকে তাকিয়ে দেখো, সে আযান দিয়ে সলাত আদায় করছে। সে তো আমাকে ভয় করার কারণেই এরূপ করছে। কাজেই আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।[১২০৬]

সহীহ।

[১২০৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ যখন নিজ আবাসস্থল থেকে বের হবে তখন থেকেই ক্বাসর করবে, হাঃ ১০৮৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর)।
[১২০৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ কেউ একাকী সলাত আদায় করলে আযান দেয়া)।

٢٧٣- باب الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ فِي الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-২৭৩ ঃ মুসাফির ওয়াক্তের ব্যাপারে সন্দিহান অবস্থায় সলাত আদায় করলে

١٢٠٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْمِسْحَاجِ بْنِ مُوسَى، قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنَا مَا، سَمِعْتَ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَقُلْنَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ .

– صحيح .

১২০৪ । আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সফরে থাকাবস্থায় বলাবলি করতাম যে, সূর্য কি পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে কিনা? অথচ ঐ সময় তিনি সলাত আদায় করতেন । অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা করতেন ।[১২০৭]

সহীহ ।

١٢٠٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ الْعَائِذِيُّ، – رَجُلٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ – قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ .

– صحيح .

১২০৫ । আমি আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন স্থানে (যুহরের সময়) যাত্রাবিরতী করলে যুহর সলাত আদায় না করা পর্যন্ত সেখান থেকে পুনরায় রওয়ানা করতেন না । এক ব্যক্তি আনাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, তখন যদি ঠিক দুপুর হয় তবুও? তিনি বললেন, হাঁ, ঠিক দুপুর হলেও ।[১২০৮]

সহীহ ।

[১২০৭] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন । সামনে হাদীসটির বিশুদ্ধ শাহিদ বর্ণনা রয়েছে ।

[১২০৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্ত সমূহ, অনুঃ সফরে যুহর সলাত অবিলম্বে আদায় করা, হাঃ ৪৯৭) এবং সুনানুল কুবরা' (হাঃ ১৪৮৫), আহমাদ (৩/১২০), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৯৭৫) সকলে শুবাহ হতে ।

٢٧٤- باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৭৪ ঃ দু' ওয়াক্তের সলাত একত্র করা

١٢٠٦ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ، خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا .

– صحيح : م .

১২০৬। আবুত-তুফাইল 'আমির ইবনু ওয়াসিলাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ তাদেরকে অবহিত করেন যে, তাবুক যুদ্ধে তারা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে বের হন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও 'আসর সলাত একত্রে এবং মাগরিব ও 'ইশা সলাত একত্রে আদায় করেন। এদিন তিনি সলাত বিলম্বে আদায় করেন। (যুহর বিলম্ব করে) যুহর ও 'আসর একত্রে আদায় করেন। অতঃপর তিনি আবার (তাঁবুতে) প্রবেশ করেন। তারপর বেরিয়ে মাগরিব ও 'ইশার সলাত একত্রে আদায় করেন।[১২০৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٢٠٧ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَارَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فِي سَفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ . فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَنَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

– صحيح : خ ، م المرفوع منه .

১২০৭। নাফি' (র) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু 'উমার ﷺ মাক্কাহতে অবস্থানকালে তাঁর নিকট স্বীয় স্ত্রী সাফিয়্যাহর ﷺ মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছলে তিনি (মাদীনাহ্য়) রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে সূর্য অস্ত গিয়ে নক্ষত্রও প্রকাশিত হলো (অথচ তিনি মাগরিবের সলাত আদায় করলেন না)। অতঃপর তিনি

[১২০৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ দুই সলাতকে একত্রে আদায় করা), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ দুই সলাত একত্রিত করা, হাঃ ৫৫৩), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, হাঃ ৫৮৬), ইবনু খুযাইমাহ (৯৬৬), দারিমী (অধ্যায়ঃ সলাত, অনুঃ দুই সলাত একত্র করা)।

বলেন, কোন সফরে দ্রুত যাওয়ার প্রয়োজন হলে নাবী ﷺ এ দু' ওয়াক্তের সলাত (মাগরিব ও 'ইশা) একত্র করতেন। এ বলে তিনি তার সফর অব্যাহত রাখলেন। ইতিমধ্যে পশ্চিমাকাশের লালিমা দূরীভূত হলো। তারপর তিনি (বাহন থেকে) নামলেন এবং উভয় সলাত একত্রে আদায় করলেন।[১২১০]

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম তার সূত্রে মারফূভাবে।

١٢٠٨ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ الْمُفَضَّلِ وَاللَّيْثِ .

১২০৮। মু'আয ইবনু জাবাল ؓ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাবুকের যুদ্ধে ছিলেন। (সাধারণত সফরকালে) যদি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর তিনি কোথাও রওয়ানা হতেন, তখন তিনি যুহর ও 'আসরের সলাত একত্রে আদায় করতেন এবং সূর্য ঢলার পূর্বে রওয়ানা হলে তিনি যুহরকে বিলম্বে আদায় করতেন আর 'আসরকে প্রথম ওয়াক্তে পড়ে নিতেন। তিনি মাগরিবেও অনুরূপ করতেন। অর্থাৎ রওয়ানা হবার পূর্বে সূর্য ডুবে গেলে মাগরিব ও 'ইশা একত্র আদায় করতেন। আর সূর্য ডুবার পূর্বে রওয়ানা হলে মাগরিবকে বিলম্ব করে 'ইশার সাথে একত্রে আদায় করতেন।[১২১১]

সহীহ।

[১২১০] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ সফরে মাগরিব তিন রাক'আত পড়বে, হাঃ ১০৯১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর, অনুঃ সফরে দুই ওয়াক্ত সলাত একত্রে আদায় করা জায়িয হওয়া সম্পর্কে), মালিক (অধ্যায় ঃ সফরে সলাত ক্বাসর করা, হাঃ ৩), আহমাদ (২/৪) নাফি' হতে।

[১২১১] আহমাদ (হাঃ ৩৪৮০), বায়হাক্বী (৩/১৬৩)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে হুসাইন ইবনু 'আবদুল্লাহ দুর্বল। কিন্তু হাদীসটির ভিন্ন সানাদও আছে সেটি বিশুদ্ধ। হাম্মাদ ইবনু যায়িদ হতে হতে তিনি আইয়ূব হতে তিনি আবূ ক্বিলাবাহ হতে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে অনুরূপ। দেখুন আহমাদ (হাঃ ২১৯১)।

١٢٠٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ إِلاَّ مَرَّةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يُرْوَى عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرَ ابْنُ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطُّ إِلاَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَعْنِي لَيْلَةَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ .

– منكر .

১২০৯। ইবনু 'উমার ﷛ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সফরকালে কেবলমাত্র একবারই মাগরিব ও 'ইশার সলাতকে একত্র করেছেন (একাধিকবার নয়)।[১২১২]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস আইয়ূব হতে তিনি নাফি' হতে ইবনু 'উমার ﷛ সূত্রে 'মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যেদিন (তার স্ত্রী) সাফিয়্যাহর মৃত্যু সংবাদে ইবনু 'উমার মাদীনাহ্‌র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন শুধুমাত্র ঐ রাতেই নাফি' (র) ইবনু 'উমারকে দু' সলাতকে একত্র করতে দেখেন, এছাড়া অন্য সময় নয়। অপরদিকে মাকহূল নাফি' হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনু 'উমার ﷛-কে একবার কিংবা দু'বার এরূপ করতে দেখেছেন।

মুনকার।

١٢١٠ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ . قَالَ مَالِكٌ أُرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا إِلَى تَبُوكَ .

– صحيح : م .

১২১০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷛ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ, শত্রুর ভয় ও সফর ছাড়াই যুহর ও 'আসরকে একত্রে এবং মাগরিব ও 'ইশাকে একত্র করেছেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, সম্ভবতঃ বৃষ্টির কারণেই এমনটি করেছেন। কিন্তু কুররাহ ইবনু খালিদ হতে আবূ যুবাইর (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে, 'আমরা তাবুক যুদ্ধের সফরে ছিলাম'।[১২১৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১২১২] এর সানাদ দুর্বল। সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু নাফি' দুর্বল।

[১২১৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর, অনুঃ মুক্বীম অবস্থায় দুই সলাতকে একত্রিত করা), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৯৬৭)।

١٢١١ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِت، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ . فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .

– صحيح : م .

১২১১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুর ভয় ও বৃষ্টির কারণ ছাড়াই মাদীনাহ্তে যুহর ও 'আসর এবং মাগরিব ও 'ইশার সলাত একত্রে আদায় করেছেন। ইবনু 'আব্বাস ﷺ-কে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাঁর উম্মাত যেন কোন অসুবিধায় না পড়ে সেজন্যই তিনি এরূপ করেন।[১২১৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٢١٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ الصَّلاَةَ . قَالَ سِرْ سِرْ . حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ .

– صحيح : لكن قوله : (قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ) شاذ ، والمحفوظ : (بَعْدَ غُيُوبِ الشَّفَقِ) .

১২১২। 'আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াক্বিদ (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা ইবনু 'উমার ﷺ এর মুয়াযযিন 'আস-সলাত' বললে তিনি বলেন, চলো, এগিয়ে চলো! ইতিমধ্যে লালিমা দূরীভূত হবার সময় হলে তিনি (বাহন থেকে) নেমে মাগরিবের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লালিমা দূরীভূত হবার পর 'ইশার সলাত আদায় করলেন। এরপর তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন সফরে দ্রুত যাওয়ার প্রয়োজন হলে এরূপ করতেন, যেরূপ আমি করলাম। অতঃপর তিনি সেই দিন ও রাতের সফরে তিন দিনের পথ অতিক্রম করেন।[১২১৫]

সহীহ ঃ কিন্তু তার বক্তব্য ঃ (লালিমা দূরীভূত হওয়ার সময়) কথাটি শায। মাহফূয হচ্ছে ঃ (লালিমা দূরীভূত হওয়ার পর)।

[১২১৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর, অনুঃ মুক্বীম অবস্থায় দুই সলাতকে একত্রিত করা), মালিক (অধ্যায় ঃ সফরে সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ সফর ও মুক্বীম অবস্থায় সলাত ক্বাসর করা, হাঃ ৪), আহমাদ (১/২৮৩), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৯৭২) সকলে সাঈদ ইবনু যুবাইর হতে।

[১২১৫] সহীহ আবূ দাউদ (১/২২৪)।

١٢١٣ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، بِهَذَا الْمَعْنَى . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

– صحيح .

১২১৩। নাফি' (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন লালিমা দূরীভূত হবার সময় হলো, তখন তিনি (বাহন থেকে) নেমে উভয় সলাতকে (মাগরিব ও 'ইশা) একত্রে আদায় করলেন।[১২১৬]

সহীহ।

١٢١٤ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

– صحيح : ق .

وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ بِنَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي غَيْرِ مَطَرٍ .

– صحيح .

১২১৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহ্‌তে আমাদেরকে নিয়ে আট রাক'আত (অর্থাৎ যুহরের চার ও 'আসরের চার) এবং সাত রাক'আত মাগরিবের তিন ও 'ইশার চার) সলাত আদায় করেছেন।[১২১৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, বর্ণনাকারী সুলায়মান ও মুসাদ্দাদ তাঁদের বর্ণনায় 'আমাদেরকে নিয়ে' কথাটি বলেননি। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) তাওয়ামাহর মুক্তদাস সলিহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সেদিন বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও সলাত একত্র করেছেন।

সহীহ।

[১২১৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মাগরিব ও 'ইশার সলাত মুসাফির কখন একত্র করবে, হাঃ ৫৯৪) ইবনু জাবির হতে।

[১২১৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাতের ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ যুহরকে 'আসর পর্যন্ত বিলম্ব করা, হাঃ ৫৪৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর, অনুঃ মুক্বীম অবস্থায় দুই সলাতকে একত্রিত করা) সকলে হাম্মাদ ইবনু যায়িদ হতে।

١٢١٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِفَ .

– ضعيف .

১২১৫। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহতে অবস্থানকালে সূর্য ডুবে গেলে 'সারিফ' নামক স্থানে উভয় সলাতকে (মাগরিব ও 'ইশা) একত্রে আদায় করেছেন।[১২১৮]

দুর্বল।

١٢١٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، جَارُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ بَيْنَهُمَا عَشْرَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفَ .

– مقطوع .

১২১৬। হিশাম ইবনু সা'দ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ ও সারিফ এর মধ্যকার দশ মাইলের ব্যবধান।[১২১৯]

মাক্বতূ'।

١٢١٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ قَالَ رَبِيعَةُ – يَعْنِي كَتَبَ إِلَيْهِ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسِرْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ أَمْسَى قُلْنَا الصَّلاَةَ . فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُومُ ثُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّى صَلاَتِي هَذِهِ يَقُولُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سَالِمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مِنَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّفَقِ .

– صحيح .

[১২১৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ মাগরিব ও 'ইশার সলাত মুসাফির কখন একত্র করবে, হাঃ ৫৯২), আহমাদ (৩/৩০৫)। এর সানাদ দুবর্বল। সানাদে আবূ যুবাইর হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম। তিনি একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

[১২১৯] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ মাক্বতূ'।

১২১৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনার (র) বলেন, একদা সূর্য ঢুবলো আর আমি তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা (তখনও) পথ চলতে থাকলাম। যখন আমরা দেখলাম যে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন বললাম, আস-সলাত। কিন্তু তিনি পথ অতিক্রম করতেই থাকলেন। এমনকি লালিমা দূরীভূত হয়ে গেলো এবং নক্ষত্ররাজিও উদিত হলো। অতঃপর তিনি বাহন থেকে নামলেন দু' ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, কোন সফরে তাঁর দ্রুত যাওয়ার প্রয়োজন হলে তিনি এ সলাতকে এরূপে আদায় করেছেন। তিনি বলতেন, এই দুই সলাতকে রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর একত্র করা যায়। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু 'উমার ﷺ লালিমা দূরীভূত হবার পরই দু' সলাতকে একত্র করেছেন।[১২২০]

সহীহ।

١٢١٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ، مَوْهَبٍ – الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ صلى الله عليه وسلم .

– صحيح : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ مُفَضَّلٌ قَاضِيَ مِصْرَ وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ وَهُوَ ابْنُ فَضَالَةَ .

১২১৮। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলার পূর্বে রওয়ানা হলে যুহর সলাতকে 'আসর পর্যন্ত বিলম্ব করতেন, অতঃপর বাহন থেকে নেমে উভয় সলাতকে একত্রে আদায় করতেন। অবশ্য তাঁর রওয়ানা হবার পূর্বে যদি সূর্য ঢলে গেলে তিনি যুহর সলাত আদায় করার পর সওয়ার হতেন।[১২২১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুফাদ্দাল (র) মিসরের বিচারপতি ছিলেন এবং তাঁর দু'আ কবুল হতো। আর তিনি ছিলেন ফাদালাহ ﷺ এর পুত্র।

[১২২০] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[১২২১] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ সূর্য ঢলে পড়ার পর সফর আরম্ভ করলে যুহরের সলাত আদায় শেষে সওয়ারীতে আরোহন করা, হাঃ ১১১২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর, অনুঃ সফরে দুই সলাতকে একত্র করা জায়িয) সকলে কুতাইবাহ হতে।

١٢١٩ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ .

– صحيح : م .

১২১৯। উক্বায়িল (র) হতে উক্ত সানাদে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তিনি মাগরিবকে লালিমা দূরীভূত হবার পর মাগরিবকে পিছিয়ে নিয়ে মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করতেন।[১২২২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٢٢٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْمَغْرِبِ .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ قُتَيْبَةُ وَحْدَهُ .

১২২০। মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাবুকের অভিযানে সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে রওয়ানা হলে যুহরকে বিলম্বিত করে 'আসরের সাথে মিলিয়ে উভয়টি একত্রে আদায় করতেন। আর সূর্য ঢলার পর রওয়ানা হলে যুহর ও 'আসর একত্রে আদায়ের পর রওয়ানা হতেন। আর তিনি মাগরিবের পূর্বে রওয়ানা হলে মাগরিবকে বিলম্বিত করে তা 'ইশার সাথে আদায় করতেন এবং মাগরিবের পরে রওয়ানা হলে 'ইশাকে এগিয়ে নিয়ে তা মাগরিবের সাথে আদায় করতেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস এককভাবে কুতাইবাহ ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।[১২২৩]

[১২২২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর, অনুঃ সফরে দুই সলাতকে একত্র করা জায়িয)।

[১২২৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ দুই সলাত একত্র করা সম্পর্কে, হাঃ ৫৫৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। কুতাইবাহ এতে একক হয়ে গেছেন), আহমাদ (৫/২৪১) সকলে কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ হতে। শায়খ আলবানী ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ এবং এর রিজাল সকলেই বিশ্বস্ত।

সহীহ।

٢٧٥- باب قِصَرِ قِرَاءَةِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-২৭৫ ঃ সফরকালে সলাতের ক্বিরাআত সংক্ষেপ করা

١٢٢١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

- صحيح : ق .

১২২১। আল-বারাআ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সফরে বের হলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে শেষ 'ইশার সলাতটি আদায় করলেন এবং দু' রাক'আতের এক রাক'আতে সূরাহ 'ওয়াত্তীন ওয়ায্যায়তুন' পাঠ করলেন।[১২২৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٧٦- باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-২৭৬ ঃ সফরে নাফ্ল সলাত আদায়

١٢٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ .

- ضعيف .

১২২২। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব আল-আনসারী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আঠারটি সফরে রসূলুল্লাহর সফরসঙ্গী ছিলাম। আমি কখনো তাঁকে সূর্য হেলে যাবার পর যুহরের পূর্বে দু' রাক'আত সলাত বর্জন করতে দেখিনি।[১২২৫]

দুর্বল।

[১২২৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাফসীর, অনুঃ সূরাহ আত-তীন, হাঃ ৪৯৫২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ 'ইশার ক্বিরাআত) উভয়ে শুবাহ হতে।

[১২২৫] এর সানাদ দুর্বল। তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সফরে নাফল সলাত, হাঃ ৫৫০, ইমাম তিরমিযী বলেন, বারা বর্ণিত হাদীসটি গরীব, এতে বুসরাহ অল-গিফারী রয়েছে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মাক্ববূল।

١٢٢٣ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ – قَالَ – فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ . قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } .

– صحيح : م ، خ مختصر .

১২২৩। ঈসা ইবনু হাফ্স (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক পথে ইবনু 'উমারের ﷺ সাথে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেন। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে কিছু লোককে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, নাফ্ল সলাত আদায় করছে। তিনি বললেন, (সফরে) নাফ্ল সলাত আদায় প্রয়োজন মনে করলে আমি (ফারয) সলাত পুরো (চার রাক'আতই) আদায় করতাম। হে ভাতিজা! আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সফর করেছি। তিনি মহা মহীয়ান আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দু' রাক'আতের বেশি আদায় করেননি। আর আমি আবূ বাক্র ﷺ এর সফরসঙ্গী হয়েছি। তিনিও মহা মহীয়ান আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দু' রাক'আতের অধিক আদায় করেননি। আমি 'উমার ﷺ এর সফরসঙ্গী হয়েছি। তিনিও মহামহিম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দু' রাক'আতের অধিক আদায় করেননি। পরে আমি 'উসমান ﷺ এরও সফরসঙ্গী হয়েছি। তিনিও মহা মহীয়ান আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দু' রাক'আতের অধিক আদায় করেননি। কেননা মহা মহীয়ান আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত আছে" (সূরাহ আল-আহ্যাব ঃ ২১)।[১২২৬]

সহীহ ঃ মুসলিম। বুখারী সংক্ষেপে।

[১২২৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ সফরের সময় ফারয সলাত আগে ও পরে নাফ্ল সলাত আদায় না করা, হাঃ ১১০১, ১১০২), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ সফরে নাফ্ল সলাত বর্জন করা, হাঃ ১৪৫৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সফরে নাফ্ল সলাত, হাঃ ১০৭১), আহমাদ (২/২৪) আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১২৫৭) সকলে হাফস ইবনু 'আসিম হতে।

٢٧٧– باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-২৭৭ ঃ বাহনের উপর নাফ্‌ল ও বিতর সলাত আদায়

١٢٢٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَيْهَا .

– صحيح : م ، خ تعليقا .

১২২৪। সালিম (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় যেকোন দিকে মুখ করে নাফ্‌ল সলাত আদায় করতেন। তিনি বাহনের উপর বিতর সলাতও আদায় করতেন, অবশ্য ফারয সলাত আদায় করতেন না।[১২২৭]

সহীহ ঃ মুসলিম। বুখারী তা'লীক্বভাবে।

١٢٢٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ .

– حسن .

১২২৫। আনাস ইবনু মালিক ؓ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ সফরে নাফ্‌ল সলাত আদায়ের ইচ্ছা করলে স্বীয় উষ্ট্রীকে কেবলমুখী করে নিয়ে তাকবীর বলতেন। অতঃপর সওয়ারীর মুখ যেদিকেই হতো সেদিকে ফিরেই সলাত আদায় করতেন।[১২২৮]

হাসান।

١٢٢٦ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ .

– صحيح: م .

[১২২৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ ফারয সলাতের জন্য সওয়ারী হতে অবতরণ করা, হাঃ ১০৯৮) মু'আল্লাক্বভাবে, মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, অনুঃ সফরের অবস্থায় সওয়ারীর উপর নাফ্‌ল সলাত আদায় জায়িয) লাইস হতে ইবনু ওয়াহাব সূত্রে।

[১২২৮] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৫), দারাকুতনী (অনুঃ ক্বিবলাহমুখী হয়ে নাফ্‌ল সলাত আদায়ের নিয়ম, (১/৩৯৬৫) রিবঈ ইবনু 'আবদুল্লাহ হতে।

১২২৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাধার পিঠে সলাত আদায় করতে দেখেছি। এ সময় গাধার মুখ খায়বারের দিকে ছিলো (অর্থাৎ ক্বিবলাহ্‌র বিপরীতে)।[১২২৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٢٢٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، – قَالَ – بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ .

– صحيح .

১২২৭। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কোন কাজে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখি, তিনি সওয়ারীর উপর পূর্ব দিকে মুখ করে সলাত আদায় করছেন এবং তাঁর রুকূ'র চেয়ে সাজদাহ্‌তে (মাথা) অধিক নত ছিল।[১২৩০]

সহীহ।

٢٧٨– باب الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ-২৭৮ ঃ ওযরবশত বাহনের উপর ফার্‌য সলাত আদায়

١٢٢٨ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ قَالَتْ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ .

– صحيح .

১২২৮। 'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ্ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'আয়িশাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, নারীদের কি জন্তুর উপর সলাত আদায়ের অনুমতি রয়েছে? তিনি বললেন, সুবিধা

[১২২৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, অনুঃ সফরের অবস্থায় সওয়ারীর উপর নাফ্‌ল সলাত আদায় জায়িয), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ গাধার উপর সলাত আদায়, হাঃ ৭৩৯) সকলে মালিক হতে।

[১২৩০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে অবস্থানকালে জন্তুটি যেদিকে মুখ করে আছে সেদিকে ফিরে সলাত আদায়, হাঃ ৩৫১, ইমাম তিরমিযী বলেন, জাবিরের হাদীসটি হাসান ও সহীহ), আহমাদ (৪/১৭৪)।

কিংবা অসুবিধা কোন অবস্থাতেই তাদের জন্য এর অনুমতি নেই। মুহাম্মাদ ইবনু শু'আইব (র) বলেন, এ বিধান ফারয সলাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১২৩১]

সহীহ।

٢٧٩– باب مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

অনুচ্ছেদ-২৭৯ ঃ মুসাফির কখন পূর্ণ সলাত আদায় করবে?

١٢٢٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، – وَهَذَا لَفْظُهُ – أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ " يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ " .

– ضعيف .

১২২৯। ‘ইমরান ইবনু হুসাইন ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং মাক্কাহ বিজয়ের দিনেও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি মাক্কাহতে আঠার দিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি (ফারয) সলাত দু' রাক্'আত আদায় করেন এবং বলেন ঃ হে শহরবাসী! তোমরা চার রাক'আত সলাত আদায় করবে। কেননা আমরা মুসাফির সম্প্রদায় (তাই চার রাক'আতের স্থলে দু' রাকআত আদায় করেছি)।[১২৩২]

দুর্বল।

١٢٣٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، – الْمَعْنَى وَاحِدٌ – قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ .

– صحيح : خ بلفظ : (تسع عشر) ... و هو الأرجح، و هو الاتي بعده .

[১২৩১] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[১২৩২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাত ক্বাসর করা, হাঃ ৫৪৫), আহমাদ (৪/৪৩০), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৬৪৩) সকলে ‘আলী ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জাদ'আন হতে। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ‘আলী ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জাদ'আন দুর্বল।

১২৩০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ্তে সতের দিন অবস্থানকালে সলাতকে ক্বসর করেছেন। ইবনু 'আব্বাস ﷺ বলেন, কোন ব্যক্তি কোথাও সতের দিন অবস্থান করলে তাকে সলাত ক্বসর করতে হবে। এর চেয়ে বেশি দিন অবস্থান করলে, সে সলাত পুরো আদায় করবে।[১২৩৩]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি ﷺ উনিশ দিন অবস্থান করেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী এ শব্দে ঃ (উনিশ দিন ...) আর এটাই সুরক্ষিত।

١٢٣١ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ .

- ضعيف منكر .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ .

১২৩১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ বিজয়ের বছরে সেখানে পনের দিন অবস্থান করেন এবং এ সময় তিনি সলাত ক্বসর করেন।[১২৩৪]

দুর্বল মুনকার।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) হাদীসটি ইবনু ইসহাক্ব সূত্রেও বর্নিত হয়েছে, তাতে বর্ণনাকারীগণ ইবনু 'আব্বাসের নাম উল্লেখ করেননি।

١٢٣٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

- ضعيف منكر : و الصحيح (تسع عشر) كما تقدم .

[১২৩৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ ক্বাসর সম্পর্কে, হাঃ ১০৮০), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কতটুকু ক্বাসর করবে, হাঃ ৫৪৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব হাসান ও সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ মুসাফির কোন জনবসতিতে অবস্থান করলে কতদিন সলাত ক্বাসর করবে, ১০৭৫), আহমাদ (১/২২৩), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৯৫৫) সকলে 'আসিম হতে।

[১২৩৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, হাঃ ১৪৫২), ইবনু মাজাহ (সলাত ক্বায়িম, অনুঃ মুসাফির কোস জনবসতিতে অবস্থান করলে কতদিন সলাত ক্বাসর করবে, হাঃ ১০৭৬) সকলে ইবনু ইসহাক্ব হতে। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ইবনু ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস এবংতিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

১২৩২। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহতে সতের দিন অবস্থানকালে (ফার্‌য সলাত চার রাক'আতের স্থলে) দু' রাক'আত করে সলাত আদায় করেন।[১২৩৫]

দুর্বল মুনকার। সহীহ হচ্ছে উনিশ দিন।

١٢٣٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَقُلْنَا هَلْ أَقَمْتُمْ بِهَا شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا .

- صحيح : ق .

১২৩৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে মাদীনাহ হতে মাক্কাহতে রওয়ানা হলাম। আমরা মাদীনাহতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তিনি দু' রাক'আত করে সলাত আদায় করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি সেখানে কিছু কাল অবস্থান করেন? তিনি বললেন, আমরা দশদিন অবস্থান করেছিলাম।[১২৩৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٢٣٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى - قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عَلِيًّا، - رضى الله عنه - كَانَ إِذَا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ حَتَّى تَكَادَ أَنْ تُظْلِمَ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْعُو بِعَشَائِهِ فَيَتَعَشَّى ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ . قَالَ عُثْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ وَرَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ وَيَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ .

- صحيح .

[১২৩৫] এর সানাদ দুর্বল। সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু শারীকের স্মরণশক্তি খারাপ, যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে।

[১২৩৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ ক্বাসর সম্পর্কে, হাঃ ১০৮১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, অনুঃ সলাত ক্বাসর করা) সকলে ইয়াহইয়া ইবনু আবূ ইসহাক্ব হতে।

وَرِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ .

১২৩৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু 'উমার ইবনু 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (র) হতে তার পিতা ও তার দাদার সুত্রে বর্ণিত। 'আলী ﵁ সফরকালে সূর্যাস্তের পরও চলা অব্যাহত রাখতেন। অবশেষে অন্ধকার ঘনিয়ে এলে বাহন থেকে নেমে মাগরিবের সলাত আদায় করতেন। তারপর রাতের খাবার চেয়ে নিয়ে তা খাওয়ার পর 'ইশার সলাত আদায় করতেন। অতঃপর আবার রওয়ানা দিতেন এবং বলতেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'উমার ইবনু 'আলীর সূত্রে 'উসমান বলেন, আমি আবূ দাউদ(রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, উসামাহ ইবনু যায়িদ, হাফ্স ইবনু 'উবায়দুল্লাহ অর্থাৎ আনাস ইবন মালিকের পুত্র হতে বর্ণনা করেন, আনাস ﵁ পশ্চিমাকাশের লালিমা দূরীভূত হবার পর উভয় সলাত একত্রে আদায় করতেন এবং বলতেন, নাবী ﷺ এরূপ করতেন।[১২৩৭]

সহীহ।

যুহরী হতে আনাস ﵁ সূত্রে অনুরূপ মারফূ' বর্ণনা রয়েছে।

٢٨٠ – باب إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

অনুচ্ছেদ-২৮০ ঃ শত্রুর দেশে অবস্থানকালে সলাত ক্বসর করা সম্পর্কে

١٢٣٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ مَعْمَرٍ لاَ يُسْنِدُهُ .

১২৩৫। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাবূকে বিশ দিন অবস্থানকালে সলাত ক্বসর করেছেন।[১২৩৮]

সহীহ।

[১২৩৭] আহমাদ (হাঃ ১১৪৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'উমার হতে। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ।

[১২৩৮] আহমাদ (৩/২৯৫)।

٢٨١– باب صَلاَةِ الْخَوْفِ

অনুচ্ছেদ-২৮১ ঃ সলাতুল খাওফ (ভয়কালীন সলাত)

مَنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ وَهُمْ صَفَّانِ فَيُكَبِّرُ بِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَرْكَعُ بِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَسْجُدُ الإِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَإِذَا قَامُوا سَجَدَ الآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَامِ الآخَرِينَ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الأَخِيرُ إِلَى مَقَامِهِمْ ثُمَّ يَرْكَعُ الإِمَامُ وَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَسْجُدُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ .

কারো মতে, এ সলাতের পদ্ধতি হচ্ছে ঃ ইমাম সকলকে দুই কাতারে ভাগ করে সলাত আরম্ভ করবেন। তারপর তিনি সবাইকে নিয়ে তাকবীর বলবেন, অতঃপর রুকূ' করবেন। অতঃপর ইমাম তার নিকটবর্তী কাতারের লোকদের নিয়ে সাজদাহ্ করবেন, তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা তাদেরকে পাহারা দিবে। অতঃপর প্রথম কাতারের লোকেরা উঠে দাঁড়ালে দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা সাজদাহ্ করবে, যারা তাদের পিছনে ছিল। অতঃপর ইমামের নিকটবর্তী কাতারের লোকেরা পিছনে সরে সেই স্থানে যাবে যেখানে দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা দাঁড়িয়েছে। এ সময় পিছনের কাতারের লোকেরা প্রথম কাতারের লোকদের স্থানে আসবে। এরপর সকলে একত্রে রুকূ' করবে। অতঃপর ইমাম তার নিকটবর্তী কাতারের লোকদের নিয়ে সাজদাহ্ করবেন। তখন অপর দল তাদেরকে পাহারা দিবে। অতঃপর ইমাম ও তার নিকটবর্তী কাতার বসলে অন্য কাতার সাজদাহ্ করবে। অতঃপর সকলে একত্রে বসে একসঙ্গে সালাম ফিরাবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'সলাতুল খাওফ' এ পদ্ধতিতে আদায় করা সুফয়ান সওরীর অভিমত।

١٢٣٦ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَقَدْ أَصَبْنَا غِرَّةً لَقَدْ أَصَبْنَا غَفْلَةً لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلاَةِ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ فَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم صَفٌّ وَصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ آخَرُ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا صَلَّى هَؤُلاَءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا سَجَدَ الآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَامِ الآخَرِينَ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الأَخِيرُ إِلَى مَقَامِ الصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَصَلاَّهَا بِعُسْفَانَ وَصَلاَّهَا يَوْمَ بَنِي سُلَيْمٍ .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

– صحيح : م .

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

– حسن صحيح .

وَكَذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَكَذَلِكَ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى فِعْلَهُ

– صحيح : م .

وَكَذَلِكَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

لم أجده .

وَكَذَلِكَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

– صحيح مرسل .

وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ .

১২৩৬। আবূ 'আইয়াশ আয-যুরাক্বী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে 'উসফান নামক স্থানে ছিলাম। তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ মুশরিকদের সেনাধিনায়ক ছিলেন। আমরা যুহরের সলাত আদায় করলে মুশরিকরা পরস্পর বলাবলি করলো, নিশ্চয় আমরা ধোঁকার মধ্যে আছি, আমরা তো একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। তাদের সলাতরত অবস্থায় আক্রমণ করতে পারলে তো (আমাদের নিশ্চিত বিজয়)। এমন সময় যুহর ও 'আসর সলাতের মধ্যবর্তী সময়ে সলাত ক্বসর সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। কাজেই 'আসরের ওয়াক্ত হলে রসূলুল্লাহ ﷺ কিবলামুখী হয়ে সলাতে দাঁড়ান। তখন মুশরিকরা তাঁর সম্মুখে অবস্থান করছিল। (মুসলিমদের) এক জামা'আত কাতারবদ্ধভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে দাঁড়ালো, এবং তার পিছনে দাঁড়ালো দ্বিতীয় কাতার। রসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ' করলে তারাও একসাথে রুকূ' করলো। অতঃপর তিনি সাজদাহ্ করলে যে কাতার তাঁর কাছাকাছি ছিল, তারাও সাজদাহ্ করলো, আর পিছনের কাতার এদেরকে পাহারা দিতে লাগলো। যখন প্রথম কাতার দু'টি সাজদাহ্ করে দাঁড়ালো তখন তাদের পিছনের কাতার লোকেরা সাজদাহ্ করলো। এ পর্যন্ত প্রত্যেক কাতারের লোকদের একটি রুকূ' ও দু'টি করে সাজদাহ্ পূর্ণ হলো। অতঃপর প্রথম কাতারের লোকেরা দ্বিতীয় কাতারে সরে এলো। রসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ' করলে সকলে একত্রে রুকূ' করলো এবং পিছনের কাতারের লোকেরা তাদেরকে পাহারা দিল। যখন রসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর কাছাকাছি কাতারের লোকেরা বসলেন, তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা সাজদাহ্ করলো। অতঃপর তারা সবাই বসে পড়লো, এরপর তিনি সবাইকে নিয়ে একত্রে সালাম ফিরালেন। এভাবে তিনি 'উসফান নামক স্থানে সলাত আদায় করলেন। আর এটা ছিল বনূ সুলাইম গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানকালে তাঁর সলাতুল খাওফ আদায়ের পদ্ধতি।[১২৩৯]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আইয়ূব বর্ণনা করেন, হিশাম আবুয যুবাইর হতে জাবির সূত্রে এরূপ অর্থের হাদীস নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ ঃ মুসলিম।

অনুরূপ বর্ণনা করেছেন দাউদ ইবনু হুসাইন, 'ইকরিমাহ হতে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে।

হাসান সহীহ।

অনুরূপভাবে 'আবদুল মালিক 'আত্বা হতে জাবির সূত্রে। একইভাবে ক্বাতাদাহ, হাসান হতে হিত্তান সূত্রে আবূ মূসার কর্মমূলক বর্ণনা।

সহীহ ঃ মুসলিম।

অনুরূপভাবে 'ইকরিমা ইবনু খালিদ বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ হতে নাবী (সাঃ)-এর সূত্রে।

আমি এটি পাইনি।

[১২৩৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাতুল খাওফ, হাঃ ১৫৪৯) মানসূর হতে।

একইভাবে হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ তার পিতা হতে নাবী (সাঃ)-এর সূত্রে।
সহীহ মুরসাল।
এ নিয়মে সলাতুল খাওফ আদায় করা সুফয়ান সাওরীর অভিমত।

٢٨٢- باب مَنْ قَالَ يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

অনুচ্ছেদ-২৮২ ঃ যিনি বলেন, ইমামের সাথে এক কাতার দাঁড়াবে এবং এক কাতার দাঁড়িয়ে থাকবে শত্রুর মোকাবিলায়। ইমাম তার নিকটস্থ কাতারের লোকদের নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করে ইমাম ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ না তার সাথে এক রাক'আত সলাত আদায়কারীরা নিজস্বভাবে তাদের দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে নেয়। অতঃপর তারা শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল আসবে। ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত আদায় করবেন। অতঃপর তিনি ততক্ষণ বসে থাকবেন যতক্ষন এরা নিজস্বভাবে নিজ নিজ দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করে নেয়। অতঃপর ইমাম সকলকে নিয়ে একত্রে সালাম ফিরাবে।

١٢٣٧ — حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ .

– صحيح : ق .

১২৩৭। সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে সলাতুল খাওফ আদায় করেন। তিনি তাঁর পিছনে সাহাবীদেরকে দুই কাতারে দাঁড় করান। অতঃপর তাঁর কাছাকাছি কাতারের লোকদের নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করেন। অতঃপর তাঁর কাছাকাছি কাতারের লোকেরা নিজেরাই বাকী এক রাক'আত আদায় করে নেন কিন্তু তিনি যথারীতি দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর যারা পিছনের (দ্বিতীয়) কাতারে ছিল তারা সম্মুখে আসলো এবং যারা সম্মুখে ছিল তারা পিছনে চলে গেল। তারপর নাবী ﷺ এদেরকে নিয়ে

এক রাক'আত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি ﷺ বসে রইলেন আর পিছনের লোকেরা বাকী এক রাক'আত পূর্ণ করলো। সবশেষে তিনি সালাম ফিরালেন।[১২৪০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٨٣ – باب مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَاخْتُلِفَ فِي السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ-২৮৩ ঃ যিনি বলেন, যখন ইমাম এক রাক'আত আদায় করে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তখন লোকজন নিজেদের অবশিষ্ট এক রাক'আত পূরণ করে সালাম ফিরিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়াবে। এতে সালাম হবে পৃথক পৃথক

١٢٣٨ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّات، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْف أَنَّ طَائفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِه ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

– صحيح : ق .

قَالَ مَالِكٌ وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ .

১২৩৮। সলিহ ইবনু খাওয়াত (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ঐ ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, যিনি যাতুর-রিক্বা'র অভিযানে রসূলুল্লাহ ﷺ-র সাথে সলাতুল খাওফ আদায় করেছেন। (তাদের সলাত আদায়ের পদ্ধতি এরূপ ছিল যে), একদল তার সাথে কাতারবদ্ধ হলো এবং একদল শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইল। (প্রথমে) তিনি তাঁর নিকটবর্তী সাথীদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করে স্থীরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর লোকেরা বাকী (এক রাক'আত সলাত) নিজেরা আদায় করে দুশমনের মোকাবিলায় চলে গেলেন। অতঃপর (সলাতের জন্য) দ্বিতীয় দলটি তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালে তিনি তাদেরকে নিয়ে তাঁর অবশিষ্ট এক রাক'আত আদায় করে

[১২৪০] বুখারী (অধ্যায় ঃ মাগাযী, অনুঃ গাযওয়া জাতুর রিকা', হাঃ ৪১২৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর, অনুঃ সলাতুল খাওফ) সালিহ হতে।

বসে রইলেন। তখন তারা তাদের দ্বিতীয় রাক'আত নিজেরাই আদায় করে নিলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন।[১২৪১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম মালিক (র) বলেন, "সলাতুল খাওফ" আদায় সম্পর্কে যে কয়টি পদ্ধতির কথা বর্ণিত আছে এবং আমি শুনেছি, তন্মধ্যে ইয়াযীদ ইবনু রূমানের এ হাদীসটি আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

١٢٣٩ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ الإِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمُوا وَانْصَرَفُوا وَالإِمَامُ قَائِمٌ فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوُ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ إِلاَّ أَنَّهُ خَالَفَهُ فِي السَّلاَمِ وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوُ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ وَيَثْبُتُ قَائِمًا .

– صحيح : خ، دون ذكر التسليم في الموضوعين، و هو موقوف، و ما قبله مرفوع، و فيه سلام الإمام بالطائفة الثانية و هو الأصح .

১২৩৯। সলিহ ইবনু খাওয়াত আল-আনসারী (র) হতে বর্ণিত। তার কাছে সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ আল-আনসারী ﷺ বর্ণনা করেন যে, সলাতুল খাওফে ইমাম দাঁড়াবে এবং তাঁর সাথে দাঁড়াবে সঙ্গীদের একাংশ এবং আরেক অংশ শত্রুর মোকাবিলায় নিয়োজিত থাকবে। ইমাম তাঁর নিকটবর্তী সাথীদের নিয়ে এক রাক'আত সলাত রুকূ' ও সাজদাহ্ সহ আদায় করে স্থীরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এ সময় সাথীরা নিজ নিজ অবশিষ্ট এক রাক'আত পূরণ করে নিবে এবং ইমামের দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায়ই তারা সালাম ফিরিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে। অতঃপর সাথীদের দ্বিতীয় অংশ যারা সলাত আদায় করেনি তারা সম্মুখে এগিয়ে এসে তাকবীর বলে

[১২৪১] বুখারী (অধ্যায় ঃ মাগাযী, অনুঃ গাযওয়া জাতুর রিকা', হাঃ ৪১৩১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর, অনুঃ সলাতুল খাওফ) সালিহ হতে।

ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। তাদেরকে নিয়ে ইমাম রুকূ' ও সাজদাহ্ করে সালাম ফিরাবেন, কিন্তু লোকেরা দাঁড়িয়ে তাদের নিজ নিজ বাকী রাক'আত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে।[১২৪২]

সহীহ ঃ বুখারী, দুই স্থানে সালাম ফিরানোর কথাটি বাদে। কেননা তা মাওকুফ। আর এর পূর্বেরটি মারফূ'। তাতে কেবল দ্বিতীয় দলের সাথে ইমামের সালাম ফিরানোর কথা আছে। এটাই অধিক বিশুদ্ধ।

٢٨٤– باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصَافَّ أَصْحَابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَالإِمَامُ قَاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

অনুচ্ছেদ-২৮৪ ঃ যিনি বলেন, সকলেই একত্রে তাকবীর বলবে, যদিও তারা ক্বিবলাহ্র বিপরীত দিকে মুখ করে থাকে। ইমাম তাঁর কাছের লোকদের নিয়ে এক রাক'আত আদায় করবেন। এরপর এরা তাদের সাথীদের সারিতে এসে দাঁড়াবে এবং ঐ দলটি এসে নিজস্বভাবে এক রাক'আত আদায় করবে। ইমাম এদেরকে নিয়ে আরো এক রাক'আত আদায় করবেন। অতঃপর শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকা দলটি সামনে এগিয়ে এসে নিজস্বভাবে তাদের এক রাক'আত আদায় করে নিবে। সবার সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত ইমাম যথারীতি বসেই থাকবেন এবং পরে সবাইকে নিয়ে একত্রে সালাম ফিরাবেন।

١٢٤٠ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ . قَالَ مَرْوَانُ مَتَى فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي

[১২৪২] বুখারী (অধ্যায় ঃ মাগাযী, অনুঃ গাযওয়া জাতুর রিকা', হাঃ ৪১৩১), সাহল ইবনু আবুল হাসমাহ্র মাওকুফ হাদীস, তাতে সালামের কথা নেই।

تَلِيهِ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلاَمُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ .

- صحيح .

১২৪০। মারওয়ান ইবনুল হাকাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরাইরাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে 'সলাতুল খাওফ' আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, মারওয়ান জিজ্ঞেস করেন, কখন? আবূ হুরাইরাহ ﷺ বললেন, 'নাজদ' অভিযানের বছর। রসূলুল্লাহ ﷺ 'আসর সলাতের জন্য দাঁড়ালে এক দল তাঁর সাথে দাঁড়ালো। আর অপর দল দাঁড়ালো শত্রুর মুকাবিলায়। এদের পৃষ্ঠ ছিল ক্বিবলাহর দিকে। যারা তাঁর সাথে ছিলেন এবং যারা শত্রুর মুকাবিলায় ছিলেন সকলেই একত্রে তাকবীর বললেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকটবর্তী লোকদের নিয়ে রুকূ' করলেন। দ্বিতীয় দলটি শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইলো। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালে তার নিকটবর্তী দলটিও উঠে দাঁড়ালো। অতঃপর তারা গিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান হলে শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান থাকা দলটি সম্মুখে এগিয়ে এসে রুকূ' ও সাজদাহ্ করলো। রসূলুল্লাহ ﷺ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর তারা (প্রথম রাক'আত হতে) উঠে দাঁড়ালে রসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূ' করেন এবং তারাও তাঁর সাথে রুকূ' ও সাজদাহ্ করলো। অতঃপর শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান দলটি সামনে অগ্রসর হয়ে রুকূ' ও সাজদাহ্ করে এক রাক'আত আদায় করলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ স্থিরভাবে বসেই রইলেন এবং তারাও তাঁর সাথে ছিলো। অতঃপর সালাম ফিরানোর সময় হলে রসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন এবং তারা সবাই সালাম ফিরালো। এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ এর সলাত হলো দু' রাক'আত। আর উভয় দলের প্রত্যেকের সলাত হলো (জাম'আতের সাথে) এক রাক'আত।[১২৪৩]

সহীহ।

[১২৪৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাতুল খাওফ, হাঃ ১৫৪২), আহমাদ (২/৩২০), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৩৬১) সকলে মুক্বরী হতে।

١٢٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى نَجْدٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ لَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَفْظُهُ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ حَيْوَةَ وَقَالَ فِيهِ حِينَ رَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ قَالَ فَلَمَّا قَامُوا مَشَوُا الْقَهْقَرَى إِلَى مَصَافِّ أَصْحَابِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ .

- صحيح .

১২৪১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে 'নাজদ' অভিযানে বের হই। আমরা যখন যাতুর-রিকা স্থানের নাখল উপত্যকায় পৌঁছি, তখন গাতাফান গোত্রের একদল লোকের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়।[১২৪৪]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসের ভাব ও অর্থ বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী হায়ওয়া যে শব্দে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন পূর্বোল্লিখিত বর্ণনাকারীর শব্দ এর ব্যতিক্রম। তিনি বলেন, তিনি যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে রুকূ' ও সাজদাহ্ করেন। অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন, তারা সাজদাহ্ হতে উঠে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে সরে গিয়ে তাদের সাথীদের স্থানে দণ্ডায়মান হলো। তবে এ হাদীসে ক্বিবলাহর দিক পিছনে থাকার কথা উল্লেখ নেই।

সহীহ।

١٢٤٢ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَتْ كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَفُّوا مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا ثُمَّ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا ثُمَّ سَجَدُوا هُمْ لأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْقَهْقَرَى حَتَّى قَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَقَامُوا فَكَبَّرُوا ثُمَّ رَكَعُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَجَدُوا لأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا فَصَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَكَعَ

[১২৪৪] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

فَرَكَعُوا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدُوا مَعَهُ سَرِيعًا كَأَسْرَعِ الإِسْرَاعِ جَاهِدًا لاَ يَأْلُونَ سِرَاعًا ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمُوا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا .

- حسن .

১২৪২। ‘আয়িশাহ ﵂ হতে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ এর তাকবীর বলার সাথে সাথে তাঁর নিকটবর্তী কাতারের লোকজনও তাকবীর বললো। অতঃপর তিনি রুকূ‘ করলে তারাও রুকূ‘ করলো। এরপর তিনি সাজদাহ্ করলে তারাও সাজদাহ্ করলো, পরে তিনি মাথা উঠালে তারাও মাথা উঠালো। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ স্থির হয়ে বসে থাকলেন, তবে লোকেরা নিজ নিজ দ্বিতীয় রাক‘আত আদায় করে নিল। অতঃপর তারা দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে সরে গিয়ে দ্বিতীয় দলটির পিছনে অবস্থান করলো। তারপর দ্বিতীয় দলটি সামনে এসে তাকবীর বলে স্ব স্ব সলাতের রুকূ‘ পর্যন্ত শেষ করলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদাহ্ করলে তারাও তাঁর সাথে সাজদাহ্ করলো। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ান। আর এ সময় লোকেরা নিজ নিজ দ্বিতীয় রাক‘আত সমাপ্ত করলো। অতঃপর উভয় দল একত্রে উঠে দাঁড়ালো এবং তাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে সলাত আদায় করলো। তারা তাঁর ﷺ সাথে সাথে রুকূ‘ এবং সাজদাহ্ আদায় করলো। এরপর তিনি দ্বিতীয় সাজদাহ্ করলে লোকেরাও তাঁর সাথে খুবই তাড়াতাড়ি সাজদাহ্ করলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথীরা সালাম ফিরালেন। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শেষে দাঁড়ালেন। এভাবে লোকজন তাঁর সাথে পুরো সলাতে অংশগ্রহণ করে।[১২৪৫]

হাসান।

٢٨٥- باب مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ-২৮৫ ঃ যিনি বলেন, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে এক রাক‘আত করে আদায় করবেন, এরপর সালাম ফিরাবেন। অতঃপর প্রত্যেক দল দাঁড়িয়ে নিজস্বভাবে অবশিষ্ট এক রাক‘আত সলাত আদায় করবেন

١٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى

[১২৪৫] আহমাদ (৬/২৭৫), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৩৬৩) ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম হতে।

مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هَؤُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ .

– صحيح : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَيُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَى يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ فَعَلَهُ .

১২৪৩। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ দু' দলের এক দলকে সঙ্গে নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করেন। এ সময় অপর দলটি শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকলো। অতঃপর তারা দ্বিতীয় দলের অবস্থানে গিয়ে দাঁড়ালে দ্বিতীয় দলটি (সামনের কাতারে) আসলো। এ সময় তিনি তাদেরকে নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় রাক'আতটি আদায় করে একাই সালাম ফিরালেন, অতঃপর প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় দল দাঁড়িয়ে নিজেরাই নিজ নিজ অবশিষ্ট এক রাক'আত সলাত পূর্ণ করলো।[১২৪৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন নাফি' ও খালিদ ইবনু মা'দান ইবনু 'উমার হতে মারফূ'ভাবে। ইবনু 'আব্বাস সূত্রে মাসরুক্ব এবং ইউসূফ ইবনু মিহরানের উক্তিও তাই। ইউনূস- হাসান হতে আবূ মূসা ﷺ সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٨٦– باب مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلاَءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ-২৮৬ ঃ যিনি বলেন, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে এক রাক'আত করে সলাত আদায় করে সালাম ফিরাবেন। অতঃপর তার পিছনের দলটি দাঁড়িয়ে (ইমামের সাথে) এক রাক'আত সলাত আদায় করবে। এরপর পরবর্তী দল তাদের স্থানে এসে দাঁড়িয়ে (ইমামের সাথে) এক রাক'আত আদায় করবে

[১২৪৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ মাগাযী, অনুঃ গাযওয়া জাতুর রিকা', হাঃ ৪১৩৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, অনুঃ সলাতুল কাওফ) সকলে মা'মার হতে।

١٢٤٤ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَامُوا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الآخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ وَاسْتَقْبَلَ هَؤُلاَءِ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَؤُلاَءِ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوِّ وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا .

– ضعيف .

১২৪৪। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সলাতুল খাওফ আদায় করেন। এ সময় লোকজন দুই কাতারে দাঁড়ালা। এক কাতার রসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে অবস্থান করলো এবং অপর কাতার শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়ালো। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকতবর্তী সাথীদের নিয়ে এক রাক‘আত সলাত আদায় করলেন। এরপর অপর কাতারের লোকেরা এসে (প্রথম সারির লোকদের) স্থানে দাঁড়ালো এবং (প্রথম কাতারের লোকেরা) শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়ালো। নাবী ﷺ এদেরকে নিয়ে এক রাক‘আত সলাত আদায় করে একাই সালাম ফিরালেন। এ সময় তারা উঠে দাঁড়িয়ে নিজস্বভাবে এক রাক‘আত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে (শত্রুর মুকাবিলায় অবস্থানকারীদের) স্থানে অবস্থান নিলো এবং তারা এসে নিজস্বভাবে এক রাক‘আত আদায় করে সালাম ফিরালো।[১২৪৭]

দুর্বল।

١٢٤٥ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ - عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ فَكَبَّرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيعًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ بِهَذَا الْمَعْنَى عَنْ خُصَيْفٍ وَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ هَكَذَا إِلاَّ أَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ مَضَوْا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ هَؤُلاَءِ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ

[১২৪৭] আহমাদ (হাঃ ৩৮৮২)। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ ‘সানাদে ইনকিতা’ (বিছিন্নতা) হওয়ার কারণে এর সানাদ দুর্বল।’ আবূ ‘উবাইদাহ হাদীসটি ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ হতে শুনেননি। যেমন ‘আত-তাহযীব’ গ্রন্থে রয়েছে।

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ فَصَلَّى بِنَا صَلاَةَ الْخَوْفِ .

– ضعيف .

১২৪৫। খুসাইফ ﵁ হতে এ সানাদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, অতঃপর নাবী ﷺ সলাতের জন্য তাকবীর বললে উভয় দলই তাকবীর বললো। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসের এরূপ ভাবার্থ ইমাম সাওরীও 'খুসাইফ' হতে বর্ণনা করেছেন এবং 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ ﵁ এভাবে সলাত আদায় করেছেন। তবে উক্ত হাদীসে রয়েছে, তিনি যে দলটির সাথে এক রাক'আত আদায় করে সলাম ফিরালে তারা তাদের দ্বিতীয় কাতারের সাথীদের স্থানে চলে যান এবং তারা এসে নিজেরাই নিজ নিজ এক রাক'আত সলাত আদায় করেন । অতঃপর তারা আবার এদের স্থানে প্রত্যাবর্তন করে নিজস্বভাবে বাকী এক রাক'আত আদায় করেন।[১২৪৮]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুসলিম ইবনু ইবরাহীম হতে, তিনি 'আবদুস সমাদ ইবনু হাবীব হতে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা আমাকে অবহিত করেন যে, তারা 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ ﵁ এর সাথে 'কাবুল' (পারস্য) অভিযানে ছিলেন। তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে সলাতুল খাওফ আদায় করেছেন।

দুর্বল।

٢٨٧- باب مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلاَ يَقْضُونَ

অনুচ্ছেদ-২৮৭ : যিনি বলেন, প্রত্যেক দল কেবল এক রাক'আত আদায় করবে, পুরো সলাত নয়

١٢٤٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَامَ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا فَصَلَّى بِهَؤُلاَءِ رَكْعَةً وَبِهَؤُلاَءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله

[১২৪৮] এর সানাদ দুর্বল। সানাদে শারীক হচ্ছে 'আবদুল্লাহ ইবনু শারীক। তার স্মৃতিশক্তি মন্দ এবং দুর্বল।

عليه وسلم وَيَزِيدُ الْفَقِيرُ وَأَبُو مُوسَى – قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَجُلٌ مِنَ التَّابِعِينَ لَيْسَ بِالأَشْعَرِيِّ – جَمِيعًا عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ الْفَقِيرِ إِنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً أُخْرَى . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَانَتْ لِلْقَوْمِ رَكْعَةً رَكْعَةً وَلِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ .

– صحيح .

১২৪৬। সা'লাবাহ ইবনু যাহ্দাম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাঈদ ইবনুল 'আস ﷺ-এর সাথে 'তাবারিস্তান' অভিযানে ছিলাম। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে 'সলাতুল খাওফ' আদায় করেছেন? হুযাইফাহ ﷺ বলেন, আমি। অতঃপর তিনি একদলকে নিয়ে এক রাক'আত এবং আরেক দলকে নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করেন। এ সময় তারা (মুক্তাদীরা) অবশিষ্ট (এক রাক'আত) সলাত পূরণ করেনি।[১২৪৯]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ও মুজাহিদ- ইবনু 'আব্বাস হতে মারফূ'ভাবে এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব- আবূ হুরাইরাহ হতে মারফূ'ভাবে, এবং ইয়াযীদ আল-ফাক্বীর ও তাবিঈ আবূ মূসা- জাবির হতে মারফূ'ভাবে। অনুরূপভাবে সিমাক আল-হানাফী (র) ইবনু 'উমার ﷺ হতে। কতিপয় বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনু ফাক্বীরের হাদীসে বলেন, তারা বাকী এক রাক'আত পূর্ণ করে নেয়। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যায়িদ ইবনু সাবিত ﷺ নাবী ﷺ হতে। তিনি বলেন, সকল লোকের জন্য ছিল এক রাক'আত এবং নাবী ﷺ এর জন্য ছিল দু' রাক'আত।

সহীহ।

١٢٤٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

– صحيح : م .

[১২৪৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাতুল খাওফ, হাঃ ১৫২৮), আহমাদ (৫/৩৯৯), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৩৪৩) সকলে সুফয়ান হতে।

১২৪৭। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহা মহীয়ান আল্লাহ তোমাদের নাবী ﷺ এর জবানীতে সলাত ফারয করেছেন, বাসস্থানে থাকাকালে চার রাক'আত, সফর অবস্থায় দু' রাক'আত এবং ভয়-ভীতির সময় (যুদ্ধে) এক রাক'আত।[১২৫০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٨٨– باب مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৮৮ ঃ যিনি বলেন, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে দু' রাক'আত করে সলাত আদায় করবেন

١٢٤٨ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ فَصَفَّ بَعْضَهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضَهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا وَلأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ . وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ لِلإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

১২৪৮। আবূ বাকরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ভয়-ভীতির সময় যুহরের সলাত আদায় করেছেন। এ সময় লোকজনের কিছু সংখ্যক তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হয় এবং কিছু সংখ্যক কাতারবদ্ধ হয় শত্রুর মুকাবিলায়। অতঃপর তিনি দু' রাক'আত সলাত আদায় করে সালাম ফিরান। তাঁর সঙ্গে সলাত আদায়কারীরা সরে গিয়ে (পিছনের) সঙ্গীদের স্থানে গিয়ে দাঁড়ালো এবং তারা এসে দাঁড়ালো তাঁর পিছনে। তিনি তাদেরকে নিয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ এর হলো চার রাক'আত এবং তাঁর সাহাবীদের হলো দু' দু' রাক'আত। হাসান বাসরী (রহঃ) এরূপই ফাতাওয়াহ দিতেন। ইমাম

[১২৫০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কিভাবে সলাত ফারয হলো, হাঃ ৪৫৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সফরে সলাত ক্বাসর করা, হাঃ ১০৬৮), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৩০৪), আহমাদ (১/২৩৭)।

আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এরূপে মাগরিবের সলাতে ইমামের হবে ছয় রাক'আত এবং অন্যদের হবে তিন তিন রাক'আত।[১২৫১]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনু আবূ কাসীর, আবূ সালামাহ হতে জাবির থেকে মারফূ'ভাবে। অনুরূপ বলেছেন সুলায়মান ইয়াশকুরী, জাবির হতে মারফূ'ভাবে।

٢٨٩ – باب صَلاَةِ الطَّالِبِ

অনুচ্ছেদ-২৮৯ ঃ (শত্রুকে হত্যার জন্য) অনুসন্ধানকারীর সলাত

١٢٤٩ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ – وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ – فَقَالَ " اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ " . قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ إِنِّي لأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا إِنْ أُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إِيمَاءً نَحْوَهُ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي مَنْ أَنْتَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِي ذَاكَ . قَالَ إِنِّي لَفِي ذَاكَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ .

– ضعيف .

১২৪৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস ﷺ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে খালিদ ইবনু সুফয়ান আল-হুযালীকে হত্যা করার জন্য উরানাহ ও 'আরাফাতের নিকটে পাঠলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তার সন্ধান পেলাম 'আসর সলাতের ওয়াক্তে। আমি আশংকা করলাম, আমার এবং তার মধ্যে যদি এখনই সংঘর্ষ বেঁধে যায় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে আমার সলাত বিলম্ব হবে। কাজেই আমি হাঁটতে থাকলাম এবং তার দিকে মুখ করে ইশারায় সলাত আদায় করতে থাকলাম। আমি তার নিকটবর্তী হলে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? আমি বললাম, আরবের এক ব্যক্তি। আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি মুহাম্মাদ ﷺ এর বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছো? সুতরাং আমি এজন্যই তোমার কাছে এসেছি। সে বললো, আমি এরূপই করছি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তার সঙ্গে হাঁটতে থাকলাম এবং সুযোগ বুঝে আমার তরবারি দিয়ে তার উপরে আঘাত হানলাম। অবশেষে সে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো (অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করলো)।[১২৫২]

দুর্বল।

[১২৫১] নাসায়ী (অধ্যায়ঃ সলাতুল খাওফ, হাঃ ১৫৫০), আহমাদ (৫/৩৯, ৪৯) সকলে আশ'আস হতে।

[১২৫২] আহমাদ (৩/৪৯৬), ইবনু হিব্বান (হাঃ ৭১১৬), ইবনু খুযাইমাহ (২/৯৮২), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৩/২৫৬), ইবনু হিশাম 'সীরাতুন নাবুবিয়্যাহ' (৪/২৪৩) সকলে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব হতে.. । এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস অজ্ঞাত (মাজহুল)।

كتاب التطوع

অধ্যায়
নাফ্‌ল সলাত

٢٩٠- باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-২৯০ ঃ নাফ্‌ল ও সুন্নাত সলাতের রাক‘আত সংখ্যা

١٢٥٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ " .

– صحيح .

১২৫০। উম্মু হাবীবাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাক‘আত নাফ্‌ল সলাত আদায় করবে, এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর নির্মাণ করা হবে।[১২৫৩]

সহীহ।

١٢٥١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - الْمَعْنَى – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

[১২৫৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে ১২ রাক‘আত সলাত আদায় করে, হাঃ ১৮০১), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যে দিনে ও রাতে ১২ রাক‘আত সলাত আদায় করে, হাঃ ৪১৫, এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামাহ হতে ‘উতবাহর হাদীসটি হাসান ও সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ১২ রাক‘আত সুন্নাত সলাত, হাঃ ১১৪১) সকলে উতবাহ হতে।

وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيلاً جَالِسًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْفَجْرِ صلى الله عليه وسلم .

– صحيح : م .

১২৫১। ‘আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ ﷺ-কে রসূলুল্লাহর ﷺ নাফ্ল সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি আমার ঘরে যুহরের (ফার্য সলাতের) পূর্বে চার রাক‘আত সলাত আদায় করেন, অতঃপর বাইরে গিয়ে লোকদেরকে নিয়ে (ফরয) সলাত আদায় করেন। পুনরায় আমার ঘরে ফিরে এসে দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করেন। তিনি লোকদেরকে নিয়ে ‘ইশার সলাত আদায়ের পর আমার ঘরে এসে দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করতেন। এছাড়া তিনি রাতে বিত্র সহ নয় রাক‘আত সলাত আদায় করতেন। তিনি রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে এবং দীর্ঘক্ষণ বসে সলাত আদায় করতেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে ক্বিরাআত পড়লে ঐ অবস্থায়ই রুকূ‘ ও সাজদাহ্ করতেন আর বসাবস্থায় ক্বিরাআত পড়লে বসাবস্থায় থেকেই রুকূ‘ ও সাজদাহ্ করতেন। যখন ফাজ্র উদয় হলে তিনি দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করতেন। অতঃপর বের হয়ে লোকদেরকে নিয়ে ফাজ্রের সলাত আদায় করতেন।[১২৫৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٢٥٢ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ – وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ – فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

– صحيح : خ، م الركعتين بعد الجمعة فقط .

১২৫২। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের (ফার্য সলাতের) পূর্বে দু’ রাক‘আত ও পরে দু’ রাক‘আত, মাগরিবের পর দু’ রাক‘আত সলাত তাঁর ঘরে আদায়

[১২৫৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে ১২ রাক‘আত সলাত আদায় করে, হাঃ ১৮০১), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যে দিনে ও রাতে ১২ রাক‘আত সলাত আদায় করে, হাঃ ৪১৫, এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামাহ হতে ‘উতবাহর হাদীসটি হাসান ও সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ১২ রাক‘আত সুন্নাত সলাত, হাঃ ১১৪১) সকলে উতবাহ হতে।

করতেন। তিনি 'ইশার পরে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন। আর জুমু'আহর (ফারয সলাতের) পরে ঘরে এসে দু' রাক'আত আদায় করতেন।[১২৫৫]

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিমে কেবল জুমু'আহর পর দু' রাক'আত।

١٢٥٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ .

– صحيح : خ .

১২৫৩। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যুহরের পূর্বে চার রাক'আত ও ফাজ্‌রের পূর্বে দু' রাক'আত সলাত কখনো ত্যাগ করতেন না।[১২৫৬]

সহীহ ঃ বুখারী।

٢٩١ – باب رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ-২৯১ ঃ ফাজ্‌রের দু' রাক'আত (সুন্নাত)

١٢٥٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، – رضى الله عنها – قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ .

– صحيح : ق .

১২৫৪। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌রের পূর্বে দু' রাক'আত সলাতের চেয়ে অধিক দৃঢ় প্রত্যয় অন্য কোন নাফ্‌ল সলাতে রাখেননি।[১২৫৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১২৫৫] (১১২৮) নং- এ এর তাখরীজ গত হয়েছে।

[১২৫৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত, হাঃ ১১৮২), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ ফাজ্‌রের পূর্বের দু' রাক'আত সলাতের হিফাযাত করা, হাঃ ১৭৫৭), আহমাদ (৬/৬৩) সকলে শু'বাহ হতে।

[১২৫৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ ফাজরের দু' রাক'আত (সুন্নাতের) হিফাযাত করা, হাঃ ১১৬৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনু, ফাজরের দু' রাক'আত সুন্নাত পড়া মুস্তাহাব)।

٢٩٢– باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

অনুচ্ছেদ-২৯২ ঃ ফাজ্‌রের দু' রাক'আত সুন্নাত সংক্ষেপ করা

١٢٥٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ .

– صحيح : ق .

১২৫৫। 'আয়িশাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ফাজ্‌রের পূর্বে দু' রাক'আত সলাত এতো সংক্ষেপে আদায় করতেন যে, আমি (মনে মনে) বলতাম, তিনি কি এ দু' রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করেছেন?[১২৫৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٢٥٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .

– صحيح : م .

১২৫৬। আবূ হুরাইরাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ফাজ্‌রের দু' রাক'আত (সুন্নাতে) 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন।[১২৫৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٢٥٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنِي أَبُو زِيَادَةَ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ بِلاَلٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُؤْذِنَهُ بِصَلاَةِ الْغَدَاةِ فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ – رضى الله عنها – بِلاَلاً بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى فَضَحَهُ الصُّبْحُ فَأَصْبَحَ جِدًّا قَالَ فَقَامَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ وَتَابَعَ أَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ

[১২৫৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ ফাজ্‌রের দু' রাক'আতে কি পড়বে, হাঃ ১১৬৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ ফাজরের দু' রাক'আত সুন্নাত আদায় মুস্তাহাব)।

[১২৫৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ ফাজ্‌রের দু' রাক'আত সুন্নাত আদায় মুস্তাহাব)।

صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ فَقَالَ " إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا . قَالَ " لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا " .

– صحيح .

১২৫৭। বিলাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফাজ্‌রের সলাতের সংবাদ দিতে আসলে 'আয়িশাহ ﷺ বিলালকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে তাকে তাতেই ব্যস্ত রাখলেন, এমতাবস্থায় আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বিলাল ﷺ এসে নাবী ﷺ-কে বারবার সংবাদ দেয়া সত্ত্বেও তিনি বাইরে আসলেন না। অতঃপর কিছুক্ষণ পর বাইরে এসে লোকদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। তিনি তাঁকে জানালেন যে, 'আয়িশাহ ﷺ তাকে কোন এক কাজে ব্যস্ত রেখেছিলেন এবং তিনি ﷺ-ও বাইরে আসতে যথেষ্ট দেরী করেছেন, এমতাবস্থায় আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। অতঃপর (বিলম্ব হওয়ার কারণ সম্পর্কে) নাবী ﷺ বললেন ঃ আমি ফাজ্‌রের দু' রাক'আত (সুন্নাত) সলাত আদায় করেছি। বিলাল বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনিও আজ খুব ভোর করে ফেলেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি এর চেয়ে অধিক ভোর করলেও ঐ দু' রাক'আত আদায় করবো এবং তা উত্তম সুন্দরভাবে আদায় করবো।[১২৬০]

সহীহ।

١٢٥٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، – يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيَّ – عَنِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيلاَنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَدَعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ " .

– ضعيف .

১২৫৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ফাজ্‌রের দু' রাক'আত কখনো ত্যাগ করো না, যদিও তোমাদেরকে ঘোড়া পদদলিত করলেও।[১২৬১]

দুর্বল।

[১২৬০] আহমাদ (৬/১৪)।

[১২৬১] আহমাদ (হাঃ ৯২৪২) খালিদ হতে। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব জমহুর ইমামগণের নিকট দুর্বল।

١٢٥٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ كَثِيرًا، مِمَّا كَانَ يَقْرَأُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِـــ { آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا } هَذِهِ الآيَةَ قَالَ هَذِهِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ بِـــ { آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } .

– صحيح : م دون : (إن كثيراً مما) .

১২৫৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় ফাজ্‌রের দু' রাক'আতে "আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলাইনা" (সূরাহ আল-বাকারাহ ঃ ১৩৬) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন। তিনি বলেন, তবে এ আয়াতটি প্রথম রাক'আতে পাঠ করতেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঠ করতেন ঃ "আমান্না বিল্লাহি ওয়াশহাদ বিআন্না মুসলিমূন" (সূরাহ আলে-'ইমরান ঃ ৫২)।[১২৬২]

সহীহ ঃ মুসলিমে এ কথা বাদে ঃ অধিকাংশ সময়।

١٢٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، – يَعْنِي ابْنَ مُوسَى – عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ { قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا } فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَفِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى بِهَذِهِ الآيَةِ { رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ } أَوْ { إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ } شَكَّ الدَّرَاوَرْدِيُّ .

– حسن و أخرجه البيهقي دون قوله : أَوْ { إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ }

১২৬০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে ফাজ্‌রের দু' রাক'আতের প্রথম রাক'আতে "কুল আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা 'আলাইনা" (সূরাহ আলে 'ইমরান ঃ ৮৪) তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন এ আয়াত ঃ "রব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওয়াত্তাবা'নার রসূলা ফাক্তুবনা মা'আশ্ শাহিদীন" (সূরাহ

[১২৬২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ ফাজ্‌রের দু' রাক'আত সুন্নাত আদায় মুস্তাহাব), নাসায়ী (মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ ফাজ্‌রের দু' রাক'আত সুন্নাত আদায় মুস্তাহাব)। ইফতিতাহ, অনুঃ ফাজ্‌রের দু' রাক'আতের ক্বিরাআত, হাঃ ৯৪৩), আহমাদ (১/২৩০), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১১১৫) সকলে 'উসমান ইবনু হাকীম হতে। কিন্তু মুসলিমে "ইন্না কাসীরান মিম্মা" কথাগুলো নেই।

আলে-'ইমরান ঃ ঃ ৫৩) অথবা "ইন্না আরসালনাকা বিলহাক্কি বাশীরাও ওয়া নাযীরা, ওয়ালা তুসআলু 'আন আসহাবিল জাতীম" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ঃ ১১৯)।[১২৬৩]

হাসান ঃ বায়হাক্বী এটি বর্ণনা করেছেন তার এ কথাটি বাদে ঃ অথবা "ইন্না আরসালনাকা বিলহাক্কি বাশীরাও ওয়া নাযীরা, ওয়ালা তুসআলু 'আন আসহাবিল জাতীম" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ঃ ১১৯)

٢٩٣ – باب الاِضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ-২৯৩ ঃ ফাজ্‌রের সুন্নাতের পর বিশ্রাম গ্রহণ

١٢٦١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ " . فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ لاَ . قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ . قَالَ فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا . قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا .

– صحيح .

১২৬১। আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ফাজ্‌রের পুর্বে দু' রাক'আত সলাত আদায়ের পর যেন ডান কাতে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাকে বললো, আমাদের কেউ যতক্ষণ ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম গ্রহণের সময়টুকুতে মাসজিদে রওয়ানা হলে তাকি যথেষ্ট হবে না? 'উবায়দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, তিনি উত্তরে বলেন, 'না'। তিনি বলেন, ইবনু 'উমারের কাছে এ হাদীস পৌছলে তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ ﵁ নিজের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছেন। তখন কেউ ইবনু 'উমার ﵁-কে জিজ্ঞেস করলো, তিনি যা বলেছেন আপনি তার কিছু অস্বীকার করেন? তিনি বলেন, না, তবে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন, আর আমরা ভীরুতা ও নমনীয়তা প্রকাশ করছি। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনু 'উমারের উক্তিতে আবূ হুরাইরাহ ﵁ বললেন, তারা ভুলে গেলে এবং আমি স্মরণে রাখলে আমার দোষ কোথায়?[১২৬৪]

সহীহ।

[১২৬৩] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[১২৬৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ফাজরের দু' রাক'আত সলাত আদায়ের পর শয়ন করা, হাঃ ৪২০, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বিতর ও ফাজরের দুই রাক'অতের পর ঘুমানো, হাঃ ১১৯৯), আহমাদ (২/৪১৫) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১১২০) সকলে আবূ সালিহ হতে।

١٢٦٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَيْقَظَنِي وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ..

– صحيح . لكن ذكر الحديث و الاضطجاع قبل ركتي الصبح شاذ . و المحفوظ : بعدها؛ كما فس الرواية الاتية .

১২৬২। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শেষ রাতের সলাত শেষ করার পর আমাকে জাগ্রত দেখলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন। যদি আমি ঘুমিয়ে থাকতাম তাহলে তিনি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে দু' রাক'আত আদায় করতেন। অতঃপর মুয়াযযিন আসা পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। মুয়ায্যিন এসে ফাজ্‌রের সলাতের সংবাদ দিলে তিনি সংক্ষেপে দু' রাক'আত আদায় করে সলাতের জন্য বের হতেন।[১২৬৫]

সহীহ ঃ কিন্তু হাদীসের 'মুয়াযযিন আসার পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে থাকা' কথাটি শায। মাহফূয হচ্ছে ঃ তার পরে।

١٢٦٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ - ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ وَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي .

– صحيح : ق .

১২৬৩। আবূ সালামাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ ﷺ বলেছেন, নাবী ﷺ ফাজ্‌রের দু' রাক'আত সুন্নাত আদায়ের পর আমি ঘুমিয়ে থাকলে তিনিও বিশ্রাম নিতেন। আর আমি জাগ্রত থাকলে তিনি আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন।[১২৬৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১২৬৫] সহীহ আল-জামি' (১/২৩৫)।

[১২৬৬] এর সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে। কিন্তু হাদীসটি মুত্তাফাকুন আরাইহি সূফয়ান হতে তিনি সালিম আবূ নাযর হতে তিনি আবূ সালামাহ হতে 'আয়িশাহ সূত্রেতার শব্দে। বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ ফাজরের দুই রাক'আত সুন্নাতের পর কথাবার্তা বলা এবং না ঘুমানো, হাঃ ১১৬১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত)।

١٢٦٤ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ، - رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلاَّ نَادَاهُ بِالصَّلاَةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ . قَالَ زِيَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفُضَيْلِ .

- ضعيف .

১২৬৪। মুসলিম ইবনু আবূ বাকরাহ ﷺ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ এর সাথে ফাজ্‌রের সলাতের জন্য বের হলাম। তিনি কারোর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে সলাতের জন্য আহবান করতেন অথবা তাঁর পা দিয়ে তাকে নাড়া দিতেন।[১২৬৭]

দুর্বল।

٢٩٤- باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ-২৯৪ ঃ ফাজ্‌রের সুন্নাত আদায়ের পূর্বে ইমামকে জামা'আতে পেলে

١٢٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " يَا فُلاَنُ أَيَّتُهُمَا صَلاَتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا " .

- صحيح : م .

১২৬৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ ফাজরের সলাত আদায় করছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করলো। সে প্রথমে দু' রাক'আত সুন্নাত আদায় করার পর নাবী ﷺ এর সাথে সলাতে শরীক হলো। সলাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে অমুক! তোমার একাকী আদায়কৃত ঐ দু' রাক'আত সলাত কিসের অথবা তুমি আমাদের সঙ্গে যা আদায় করেছো?[১২৬৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১২৬৭] বায়হাক্বী 'সুনান' (৩/৪৬) আবুল ফাযল হতে। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে আবুল ফায্ল আনসারী সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ মাজহুল (অজ্ঞাত)।

[১২৬৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, অনুঃ মুয়াজ্জিন যখন ইক্বামাত বলেন তখন কোন নাফ্ল সলাতের নিয়্যাত করা মাকরূহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, ইমামের সলাত আদায়কালে কেউ ফাজরের দু' রাক'আত সুন্নাত পড়লে, হাঃ ৮৬৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ইক্বামাত হয়ে গেলে ফারয সলাত ব্যাতীত কোন সলাত নেই, হাঃ ১১৫২), আহমাদ (৫/৮২), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১১২৫)।

١٢٦٦ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ " .

– صحيح : م .

১২৬৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলে উক্ত ফারয সলাত ছাড়া অন্য কোন সলাত আদায় করা যাবে না।[১২৬৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٩٥– باب مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

অনুচ্ছেদ-২৯৫ ঃ ফাজ্‌রের সুন্নাত ছুটে গেলে তা কখন আদায় করবে?

١٢٦٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ " . فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ . فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

– صحيح .

[১২৬৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, অনুঃ মুয়াজ্জিন যখন ইক্বামাত বলেন তখন কোন নাফ্‌ল সলাতের নিয়্যাত করা মাকরূহ), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ইক্বামাত হয়ে গেলে ফারয সলাত ব্যাতীত কোন সরাত নেই, হাঃ ৪২১), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ ইক্বামাতের পর ফারয সলাত ব্যতীত অন্য সলাত আদায় মাকরূহ, হাঃ ৮৬৪), দারিমী (হাঃ ১৪৪৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ইক্বামাত হয়ে গেলে ফারয সলাত ব্যাতীত কোন সলাত নেই, হাঃ ১১৫১), আহমাদ (২/৩৩১), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১১২৩) সকলে ইবনুল মুবারক হতে।

১২৬৭। ক্বায়িস ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌রের সলাতের পর এক ব্যক্তিকে দু' রাক'আত আদায় করতে দেখে বললেন ঃ ফাজ্‌রের সলাত তো দু' রাক'আত। সে বললো, আমি তো ফাজ্‌রের পূর্বের যে দু' রাক'আত আদায় করিনি, সেটাই এখন আদায় করে নিলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন।[১২৭০]

সহীহ।

١٢٦٨ – حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى عَبْدُ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَا سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلاً أَنَّ جَدَّهُمْ زَيْدًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ .

– صحيح بما قبله ، و قوله : (جَدَّهُمْ زَيْدًا) خطأ، والصواب : (جَدَّهُمْ قيساً) .

১২৬৮। সুফয়ান (র) বলেন, 'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ (র) এ হাদীস সা'দ ইবনু সাঈদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সা'দ এর দুই পুত্র 'আবদ রাব্বিহী ও ইয়াহইয়া এ হাদীস মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাদের দাদা যায়িদ ﷺ নাবী ﷺ এর সাথে সলাত আদায় করেছেন এবং ঘটনাটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট।[১২৭১]

সহীহ ঃ পূর্বেরটির কারণে। এবং তার উক্তি ঃ (তাদের দাদা যায়িদ) কথাটি ভুল। সঠিক হচ্ছে ঃ (তাদের দাদা ক্বায়িস)।

[১২৭০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কারো ফাজ্‌রের পূর্বে দু' রাক'আত সুন্নাত ছুটে গেলে, হাঃ ৪২২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ কেউ ফাজরের পূর্বে দু' রাক'আত সুন্নাত না পড়তে পারলে তা কখন ক্বাযা করবে, হাঃ ১১৫৪), আহমাদ (৫/৪৪৭), হুমাইদী 'মুসনাদ' (হাঃ ৮৬৮) সকলে সাঈদ ইবনু সাঈদ হতে।
[১২৭১] এর পূর্বেরটি দেখুন।

(১২৫৪-১২৬৮ নং) হাদীসসমূহ হতে শিক্ষা ঃ

১। সুন্নাত সমূহের মধ্যে ফাজ্‌রের দু' রাক'আত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
২। ফাজ্‌রের সুন্নাত সংক্ষেপে কিন্তু সুন্দরভাবে আদায় করতে হয়।
৩। এতে সূরাহ কাফিরুন ও ইখলাস পড়া সুন্নাত।
৪। ফাজ্‌রের ফারয সলাতের পূর্বে সুন্নাত পড়তে না পারলে ফারযের পরে আদায় করবে।
৫। ফাজ্‌রের সুন্নাত বাড়িতে আদায় করা উত্তম।
৬। ফাজ্‌রের সুন্নাত আদায়ের পর কাত হয়ে বিশ্রাম নেয়া সুন্নাত।
৭। ফাজ্‌রের সুন্নাত আদায়ের পর কারো সাথে কথা বলা জায়িয আছে।
৮। কেউ মাসজিদে এসে ইমামকে ফাজ্‌রের জামা'আতে পেলে তখন সুন্নাত পড়বে না বরং জামা'আতে শরীক হবে। ছুটে যাওয়া সুন্নাত জামা'আতের পরে আদায় করবে।
৯। ফাজ্‌রের আযান শেষে সলাতের জন্য কাউকে জাগিয়ে দেয়া এবং কারো সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় সলাতের জন্য আহবান করা জায়িয।
১০। ফাজ্‌রের সলাত আদায়ের জন্য মাসজিদে আসার পূর্বে স্বীয় পরিবারকেও জাগিয়ে দিবে।

٢٩٦- باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ-২৯৬ ঃ যুহরের পূর্বে ও পরে চার রাক'আত সলাত

١٢٦٩ – حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ " .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১২৬৯। আনবাসাহ ইবনু আবূ সুফয়ান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে যুহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত সলাত আদায় করবে, তার জন্য জাহান্নাম হারাম করা হবে।[১২৭২]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আল-'আলা ইবনুল হারিস ও সুলায়মান ইবনু মূসা (র) মাকহুল (র) হতে এ সানাদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٧٠ – حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَرْثَعٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ " .

– حسن .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ قَالَ لَوْ حَدَّثْتُ عَنْ عُبَيْدَةَ بِشَىْءٍ لَحَدَّثْتُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عُبَيْدَةُ ضَعِيفٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ مِنْجَابٍ هُوَ سَهْمٌ .

[১২৭২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ৪২৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, হাঃ ১৮১১), আহমাদ (৬/৩২৫), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১১৯১) সকলে 'উতবাহ হতে।

১২৭০। আবূ আইয়ূব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন ঃ যুহরের পূর্বে এক সালামে চার রাক'আত সলাত রয়েছে, এগুলোর জন্য আকাশের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়।[১২৭৩]

হাসান।

٢٩٧– باب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-২৯৭ ঃ 'আসরের ফারয সলাতের পূর্বে সলাত

١٢٧١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا " .

– حسن .

১২৭১। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন, যে 'আসরের পূর্বে চার রাক'আত সলাত আদায় করে।[১২৭৪]

হাসান।

١٢٧٢ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ .

– حسن، لكن بلفظ (أربع ركعات) .

১২৭২। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ 'আসরের পূর্বে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন।[১২৭৫]

হাসান, তবে (চার রাক'আত) শব্দযোগে।

[১২৭৩] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ যুহরের পূর্বে চার রাক'আত, হাঃ ১১৫৭), আহমাদ (৫/৪১৬), ইবনু খুযাইমাহ-(হাঃ ১২১৪), হুমাইদী 'মুসনাদ' (হাঃ ৩৮৫), তিরমিযী 'শামায়িলি মাহমুদিয়্যাহ' (হাঃ ২৭৯), ।

[১২৭৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ 'আসরের পূর্বে চার রাক'আত, হাঃ ৪৩০, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান), আহমাদ (২/১১৭), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১১৯৭) সকলে মুহাম্মাদ ইবনু মিহরান হতে।

[১২৭৫] ত্বাবারানী 'আওসাত্ব' (হাঃ ৯৩১) মায়মুনাহ্‌র হাদীস। হায়সামী একি মাজমা' গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন ঃ 'হাদীসটি আবূ ইয়ালা এবং ত্বাবারানী 'কাবীর ও আওসাত্ব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাতে হানযালাহ দাওসী রয়েছে। তাকে ইমাম আহমাদ, ও ইবনু মাঈদ দুর্বল বলেছেন আর ইবনু হিব্বান বলেছেন বিশ্বস্ত।' ইমাম বাগাভী হাদীসটি 'মাসাবীহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (হাঃ ৮৪০) 'আলীর হাদীস হতে। তবে চার রাক'আত শব্দ যোগে হাদীসটি হাসান।

٢٩٨– باب الصَّلاَة بَعْدَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-২৯৮ ঃ 'আসরের পর সলাত আদায়

١٢٧٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُمَا . فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ . فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا أَمَّا حِينَ صَلاَّهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ . قَالَتْ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ " .

– صحيح : ق .

১২৭৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস, 'আবদুর রহমান ইবনু আযহার ও আল-মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ ﷺ সকলেই তাকে নাবী ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহ ﷺ-এর কাছে প্রেরণ করেন। (তারা তাকে বললেন), আমাদের পক্ষ হতে 'আয়িশাহকে সালাম জানাবে, তাঁকে 'আসরের পরে দু' রাক'আত সলাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে যে, আমাদের জানতে পেরেছি, আপনি ঐ দু' রাক'আত সলাত আদায় করে থাকেন। অথচ আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তা পড়তে নিষেধ করেছেন। (বর্ণনাকারী কুরাইব বলেন), অতঃপর আমি তাঁর কাছে যাই এবং তারা আমাকে যে সংবাদসহ পাঠিয়েছেন, তা পৌঁছাই। তিনি বললেন, এ বিষয়ে উম্মু সালামাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করো। সুতরাং আমি তাদের নিকট ফিরে এসে তার বক্তব্য তাদেরকে জানাই। তারা আমাকে পুনরায়

উম্মু সালামাহ ﵂-এর নিকট 'আয়িশাহর অনুরূপ সংবাদসহ পাঠালেন। উম্মু সালামাহ ﵂ বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এ দু' রাক'আতকে যে নিষেধ করেছেন, তা আমিও শুনেছি। কিন্তু পরবর্তীতে আমি তাকে এ দু' রাক'আত আদায় করতে দেখেছি। তবে তিনি এ দু' রাক'আত আদায় করেছেন 'আসরের (ফারয) সলাতের পরে। অতঃপর তিনি যখন আমার কাছে আসেন, তখন আনসারের বনি হারাম গোত্রীয় কতিপয় মহিলা আমার কাছে উপস্থিত ছিল। তিনি সে সময় তা আদায় করেছেন। আমি আমার এক দাসীকে তাঁর কাছে এ বলে প্রেরণ করি যে, তুমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! উম্মু সালামাহ ﵂ এ দু' রাক'আত সলাত সম্পর্কে আপনাকে নিষেধ করতে শুনেছেন। অথচ এখন তিনি দেখছেন যে, আপনি তা নিজেই আদায় করছেন। এ সময় তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলে তাঁর থেকে সরে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, দাসী তাই করলো। তিনি তাকে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করায় সে সরে দাঁড়িলো। অতঃপর তিনি সলাত শেষে বললেন ঃ হে আবূ উমাইয়্যার কন্যা! তুমি আমাকে 'আসরের পরে দু' রাক'আত সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো। ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'আবদুল ক্বায়িস গোত্রীয় কতিপয় লোক আমার নিকট আসার কারণে আমি যুহরের পরের দু' রাক'আত আদায় করতে পারিনি। এটা সেই দু' রাক'আত।[১২৭৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٩٩ – باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

অনুচ্ছেদ-২৯৯ ঃ সূর্য উপরে থাকতে দু' রাক'আত সলাতের অনুমতি

١٢٧٤ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

– صحيح .

১২৭৪। 'আলী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ 'আসরের পর সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য সূর্য উঁচুতে থাকাবস্থায় আদায় করা যায়।[১২৭৭]

সহীহ।

[১২৭৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতরত অবস্থায় কেউ তার সাথে কথা বললে হাত দিয়ে ইশারা করা, হাঃ ১২৩৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরে সলাত ও ক্বাসর করা) 'আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব হতে।

[১২৭৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ 'আসরের পর সলাত আদায়ের অনুমতি প্রসঙ্গে, হাঃ ৫৭২), আহমাদ (১/৮০, ৮১) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১২৭৪) মানসূর হতে।

١٢٧٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي إِثْرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ .

– ضعيف .

১২৭৫। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌র ও 'আসর ব্যতীত প্রত্যেক ফার্‌য সলাতের পরে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন।[১২৭৮]

দুর্বল।

١٢٧٦ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " .

– صحيح : ق .

১২৭৬। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় আল্লাহর প্রিয় লোক আমার কাছে সাক্ষ্য দেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ ছিলেন তাদের একজন। মূলতঃ আমার নিকট 'উমার (রাঃ) ছিলেন তাদের মধ্যকার অধিক আল্লাহর প্রিয়। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ফাজ্‌রের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সলাত নেই এবং 'আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো সলাত নেই।[১২৭৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٢٧٧ – حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ قَالَ " جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيسَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ

[১২৭৮] আহমাদ (হাঃ ১০১২) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১১৯৬) সুফয়ান হতে।

[১২৭৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ ফাজ্‌রের পর সূর্য উঠার পূর্বে সলাত আদায়, হাঃ ৫৮১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, অনুঃ যে সময়গুলোতে সলাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে) ইবনু 'আব্বাস সূত্রে।

وَتُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ " . وَقَصَّ حَدِيثًا طَوِيلاً قَالَ الْعَبَّاسُ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلاَّمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِلاَّ أَنْ أُخْطِئَ شَيْئًا لاَ أُرِيدُهُ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ .

– صحيح : م، دون جملة (جوف الليل) .

১২৭৭। ‘আমর ইবনু আনবাসাহ আস-সুলামী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! রাতের কোন অংশ অধিক শ্রবণীয় (অর্থাৎ আল্লাহ দু‘আ বেশি কবুল করেন)? তিনি বলেন ঃ রাতের শেষাংশ, এ সময় যতটুকু ইচ্ছা সলাত আদায় করবে। কেননা এ সময়ে মালায়িকাহ (ফিরিশতাগণ) এসে ফাজ্‌রের সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন এবং লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর সূর্য উঠা পর্যন্ত সলাত হতে বিরত থাকবে, যতক্ষণ না তা এক কিংবা দুই তীর পরিমাণ উপরে উঠে। কারণ সূর্য উদিত হয় শাইত্বানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে। আর কাফিররা এ সময় তার পূজা করে থাকে। এরপর তীরের ছায়া ঠিক থাকা (দ্বি প্রহরের পূর্ব) পর্যন্ত যত ইচ্ছা সলাত আদায় করবে, এ সময়ের সলাত সম্পর্কে ফিরিশতাগণ সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর সলাত হতে বিরত থাকবে, কেননা এ সময় জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয় এবং তার সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয়। যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়বে তখন যত ইচ্ছা সলাত আদায় করবে, কেননা ‘আসরের সলাত পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যকার সলাত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়। অতঃপর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সলাত হতে বিরত থাকবে, কেননা তা শাইত্বানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে অস্ত যায় এবং এ সময় কাফিররা তার উপাসনা করে থাকে। অতঃপর বর্ণনাকারী এ বিষয়ে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন।[১২৮০]

আল-‘আব্বাস (র) বলেন, আবূ উমামাহ ﷺ হতে আবূ সাল্লাম (র) আমার কাছে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আমি অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল করেছি, সেজন্যে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাঁরই কাছে তাওবাহ করি।

সহীহ ঃ মুসলিম, এ বাক্য বাদে ঃ (جوف الليل)।

[১২৮০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, অনুঃ ‘আমর ইবনু ‘আবাসাহর ইসলাম গ্রহণ) ‘জাওফুল লাইল’ কথাটি বাদে, তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা‘ওয়াত, হাঃ ৩৫৭৯, মাহমূদ ইবনু গায়লান হতে সংক্ষেপে অনুরূপ অর্থে, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ সূত্রে এ হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব), আহমাদ (৪/১১১)।

١٢٧٨ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي، بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ فَقَالَ " لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ " .

– صحيح .

১২৭৮। ইবনু 'উমার ﷺ-এর মুক্তদাস ইয়াসার (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইবনু 'উমার ﷺ আমাকে সুবহি সাদিকের পর সলাত আদায় করতে দেখে বললেন, হে ইয়াসার! রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। ঠিক ঐ সময় আমরা এ সলাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তোমাদের উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় যে, সুবহি সাদিকের পর (ফাজ্রের) দু' রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত তোমরা অন্য কোন সলাত আদায় করবে না।[১২৮১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٢٧٩ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، قَالاَ نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ – رضى الله عنها – أَنَّهَا قَالَتْ مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ .

– صحيح : ق .

১২৭৯। আল-আসওয়াদ ও মাসরূক্ব (র) সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা 'আয়িশাহ ﷺ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বলেছেন, নাবী ﷺ যে দিনই আমার কাছে আসতেন, তখন তিনি 'আসরের পর দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন।[১২৮২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১২৮১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ফাজ্র সলাতের পর দু' রাক'আত ব্যতীত কোন সলাত নেই, হাঃ ৪১৯, ইমাম তিরমযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব), আহমাদ (২/১০৪) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। সকলে কুদামাহ ইবনু মূসা হতে।

[১২৮২] বুখারী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ 'আসরের পর ক্বাযা বা অনুরূপ কোন সলাত আদায় করা, হাঃ ৫৯৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা)।

١٢٨٠ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ .

– ضعيف .

১২৮০। 'আয়িশাহ ﷺ-এর মুক্তদাস যাকওয়ান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নিজে 'আসরের পরে সলাত আদায় করতেন, তবে লোকদেরকে নিষেধ করতেন এবং তিনি বিরতিহীনভাবে (বহুদিন) সওম পালন করতেন, কিন্তু অন্যদেরকে বিরতিহীনভাবে সওম পালনে নিষেধ করতেন।[১২৮৩]

দুর্বল।

٣٠٠– باب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-৩০০ ঃ মাগরিবের পূর্বে নাফ্ল সলাত

١٢٨١ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ " . ثُمَّ قَالَ " صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ " . خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .

– صحيح : خ .

১২৮১। 'আবদুল্লাহ আল-মুযানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মাগরিবের পূর্বে দু' রাক'আত সলাত আদায় করো। তিনি দু' বার এরূপ বললেন। অতঃপর বললেন, যার ইচ্ছা হয়। এ আশংকায় যে, লোকেরা হয়ত এটাকে সুন্নাত (বা স্থায়ী নিয়ম) বানিয়ে নিবে।[১২৮৪]

সহীহ ঃ বুখারী।

١٢٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

[১২৮৩] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। যঈফাহ (৯৪৫)।

[১২৮৪] বুখারী (তাহাজ্জুদ, অনুঃ মাগরিবের পূর্বে সলাত, হাঃ ১১৮৩) 'আবদুল ওয়ারিস হতে।

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَرَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا .

– صحيح : م، خ نحوه .

১২৮২। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মাগরিবের পূর্বে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেছি। মুখতার ইবনু ফুলফুল (র) বলেন, আমি আনাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি, রসূলুল্লাহ ﷺ আপনাদের সলাত আদায় করতে দেখেছেন কি? তিনি বললেন, হাঁ, তিনি আমাদেরকে দেখেছেন। তবে তিনি আমাদেরকে এ বিষয়ে কোন আদেশ বা নিষেধ করেননি।[১২৮৫]

সহীহ ঃ মুসলিম, অনুরূপ বুখারী।

١٢٨٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ " .

– صحيح : ق .

১২৮৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সলাত রয়েছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সলাত রয়েছে, যার ইচ্ছে হয় পড়তে পারে।[১২৮৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٢٨٤ – حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ، قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا . وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ هُوَ شُعَيْبٌ يَعْنِي وَهِمَ شُعْبَةُ فِي اسْمِهِ .

[১২৮৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, অনুঃ মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত সলাত আদায় মুস্তাহাব)।

[১২৮৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযান ও ইক্বামাতের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু, হাঃ ৬২৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, দুই আযানের মাঝে সলাত) 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ হতে।

১২৮৪। তাউস (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার ﷺ-কে মাগরিবের পূর্বে দু' রাক'আত সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমি কাউকে এ সলাত আদায় করতে দেখিনি। তবে 'আসরের পরে দু' রাক'আত সলাত আদায়ের অনুমতি আছে।[১২৮৭]

দুর্বল।

٣٠١– باب صَلاَةِ الضُّحَى

অনুচ্ছেদ-৩০১ ঃ সালাতুদ্-দুহা (চাশতের সলাত)

١٢٨٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، – الْمَعْنَى – عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنِ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الأَمْرَ وَالنَّهْىَ زَادَ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِلِّهَا أَلَمْ يَكُنْ يَأْثَمُ " .

– صحيح : م .

১২৮৫। আবূ যার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন ঃ আদম সন্তানের শরীরের প্রতিটি অস্থি প্রতিদিন নিজের উপর সদাক্বাহ ওয়াজিব করে। কারোর সাক্ষাতে তাকে সালাম দেয়া একটি সদাক্বাহ। সৎ কাজের আদেশ একটি সদাক্বাহ, অন্যায় হতে নিষেধ করা একটি সদাক্বাহ। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু-সরিয়ে ফেলা একটি সদাক্বাহ। পরিবার-পরিজনের দায়-দায়িত্ব বহন করা একটি সদাক্বাহ। আর চাশতের দু' রাক'আত সলাত এসব কিছুর পরিপূরক হতে পারে।[১২৮৮]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, বর্ণনাকারী 'আব্বাদের বর্ণনাটি পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত। অপর বর্ণনকারী মুসাদ্দাদ তার বর্ণনায় "সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় হতে নিষেধ" বাক্যটি উল্লেখ

[১২৮৭] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ দুর্বল।

[১২৮৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ সলাতুয যুহা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১২২৫) ওয়াসিল হতে।

করেননি। তিনি তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, "এবং নাবী ﷺ বলেছেন, অমুক অমুক কাজ।" ইবনু মানী' তার হাদীসে বৃদ্ধি করেছেন যে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে যৌন-তৃপ্তি মিটাবে এটাও কি তার জন্য সদাক্বাহ? তিনি বললেন ঃ তোমার কি ধারণা, যদি সে তা অবৈধ স্থানে ব্যবহার করতো তবে কি সে গুনাহগার হতো না?

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٢٨٦ – حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ قَالَ " يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فَلَهُ بِكُلِّ صَلاَةٍ صَدَقَةٌ وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ وَحَجٍّ صَدَقَةٌ وَتَسْبِيحٍ صَدَقَةٌ وَتَكْبِيرٍ صَدَقَةٌ وَتَحْمِيدٍ صَدَقَةٌ " . فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ثُمَّ قَالَ " يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى " .

– صحيح : م .

১২৮৬। আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবূ যার ﷺ-এর নিকট অবস্থানকালে তিনি বলেছেন, প্রতিদিন তোমাদের প্রত্যেকের দেহের প্রতিটি অস্থি একটি সদাক্বাহ ওয়াজিব করে। প্রত্যেক সলাত, প্রত্যেক সওম, প্রত্যেক হাজ্জ, প্রত্যেক তাসবীহ, প্রত্যেক তাকবীর এবং প্রত্যেক তাহমীদ তার জন্য সদাক্বাহ স্বরূপ। রসূলুল্লাহ ﷺ এ উত্তম কাজগুলোকে গণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ চাশতের দু' রাক'আত সলাত আদায় করলে তা ঐগুলোর পরিপূরক হবে (অনুরূপ সওয়াব পাবে)।[১২৮৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٢٨٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَىِ الضُّحَى لاَ يَقُولُ إِلاَّ خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ " .

– ضعيف .

[১২৮৯] মুসলিম।

১২৮৭। সাহল ইবনু মু'আয ইবনু আনাস আল-জুহানী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাত আদায় শেষে চাশতের সলাত আদায় পর্যন্ত তার জায়গাাতে বসে থাকলে এবং এ সময়ে উত্তম কথা ছাড়া অন্য কিছু না বললে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হয়। যদিও গুনাহের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনারাশির চেয়ে অধিক হয়।[১২৯০]

দুর্বল।

١٢٨٨ – حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةٌ فِي أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ " .

– حسن .

১২৮৮। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক সলাতের পরে আরেক সলাত যার মধ্যবর্তী সময়ে কোনো গুনাহ হয়নি, তা ইল্লীয়্যুনে (উচ্চ মর্যাদায়) লিপিবদ্ধ করা হয়।[১২৯১]

হাসান।

١٢٨٩ – حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَبِي شَجَرَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ " .

– صحيح .

১২৮৯। নু'আইম ইবনু হাম্মার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমার দিনের পূর্বাহ্নের মধ্যে চার রাক'আত সলাত হতে আমাকে ত্যাগ করো না, তাহলে আমি আখিরাতে তোমার জন্য যথেষ্ট হবো।[১২৯২]

সহীহ।

[১২৯০] আহমাদ (৩/৪৩৮) উভয়ে যাব্বান হতে। সানাদের যাব্বান ইবনু ফায়িদ সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ দুর্বল।

[১২৯১] এটি গত হয়েছে (৫৫৮) নং-এ এর চেয়ে পরিপূর্ণভাবে।

[১২৯২] আহমাদ (৫/২৮৭), দারিমী (হাঃ ১৪৫১) সুলায়মান ইবনু মূসা হতে।

١٢٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ إِنَّ أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَةَ الضُّحَى بِمَعْنَاهُ .

- ضعيف .

১২৯০। আবূ ত্বালিবের কন্যা উম্মু হানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ বিজয়ের দিন আট রাক'আত চাশতের সলাত আদায় করেছেন। তিনি প্রতি দু' রাক'আতে সালাম ফিরিয়েছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আহমাদ ইবনু সলিহ বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ বিজয়ের দিন চাশতের সলাত আদায় করেছেন। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনুস সারহ বলেন, উম্মু হানী ﷺ বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন, কিন্তু এ হাদীসে চাশতের সলাতের উল্লেখ নেই। তবে তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন।[১২৯৩]

দুর্বল।

١٢٩١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلاَّهُنَّ بَعْدُ .

- صحيح : ق .

১২৯১। ইবনু আবূ লায়লাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হানী ﷺ ছাড়া অন্য কেউ আমাদেরকে অবহিত করেননি যে, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে চাশতের সলাত আদায় করতে দেখেছেন। অবশ্য তিনি বর্ণনা করেছেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ তার ঘরে গোসল

[১২৯৩] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ দিনে রাতে দু' দু' রাক'আত করে সলাত আদায়, হাঃ ১৩২৩), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১২৩৪) ইবনু ওয়াহাব হতে। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে 'আইয়্যায ইবনু 'আবদুল্লাহ রয়েছে। তার সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ তার মধ্যে শিথিলতা আছে। আর 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে বলেন ঃ তাকে ইবনু মাঈদ যঈফ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ মুনকারুল হাদীস।

করে আট রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। এরপর কেউই তাঁকে উক্ত সলাত আদায় করতে দেখেনি।[১২৯৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٢٩٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَتْ لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ . قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ قَالَتْ مِنَ الْمُفَصَّلِ .

- صحيح : م الشطر الأول منه .

১২৯২। 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ ﵂-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ কি (একই রাক'আতে) একাধিক সূরাহ একত্রে পাঠ করতেন? তিনি বললেন, (হাঁ) তিনি মুফাস্সাল হতে পাঠ করতেন। (অর্থাৎ সূরাহ হুজরাত হতে নাস পর্যন্ত কুরআনের শেষ দিকের সূরাহগুলো মিলিয়ে পড়তেন)।[১২৯৫]

সহীহ ঃ মুসলিমে এর প্রথমাংশ।

١٢٩٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ .

- صحيح : ق .

১২৯৩। রসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো চাশতের সলাত আদায় করেননি। তবে আমি তা আদায় করি। রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো

[১২৯৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ সফরে সলাতুয যুহা আদায় সম্পর্কে, হাঃ ১১৭৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, অনুঃ চাশতের সলাত আদায় মুস্তাহাব)।

[১২৯৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, অনুঃ চাশতের সলাত আদায় মুস্তাহাব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সিয়াম, হাঃ ২১৮৪) ইয়াযীদ ইবনু যুরাই' হতে।

কাজকে যদিও প্রিয় মনে করতেন, কিন্তু তা এ আশংকায় বর্জন করতেন যে, লোকেরা তার উপর আমল করলে হয়ত তাদের উপর তা ফারয করে দেয়া হবে।[১২৯৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٢٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا فَكَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ صلى الله عليه وسلم .

– صحيح : م .

১২৯৪। সিমাক (র) বলেন, আমি জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহচর্যে থাকতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অধিক সময় তার সাহচর্যে ছিলাম। তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত ঐ স্থানেই বসে থাকতেন সেখানে তিনি ফাজ্‌রের সলাত আদায় করেছেন। অতঃপর সূর্যোদয় হলে তিনি ﷺ উঠে যেতেন।[১২৯৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٣٠٢ باب فِي صَلاَةِ النَّهَارِ

অনুচ্ছেদ-৩০২ ঃ দিনের নাফ্‌ল সলাতের বর্ণনা

١٢٩٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى " .

– صحيح .

১২৯৫। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ রাতের এবং দিনের (নাফ্‌ল) সলাত দু' রাক'আত করে আদায় করতে হয়।[১২৯৮]

সহীহ।

[১২৯৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ যারা চাশতের সলাত আদায় করেন না তবে বিষয়টি প্রশস্ত মনে করেন, হাঃ ১১৭৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত ও ক্বাসর করা, অনুঃ চাশতের সলাত আদায় মুস্তাহাব)।

[১২৯৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ ও সলাতের স্থান, অনুঃ ফাজ্‌র সলাতের পর সলাত আদায়ের স্থানে বসার ফাযীলাত), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ফাজ্‌র সলাতের পর মাসজিদে বসে থাকা মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে, হাঃ ৫৮৫), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সালাম ফিরানোর পর স্বীয় সলাত আদায়ের স্থানে ইমামের বসে থাকা সম্পর্কে, হাঃ ১৩৫৭) সকলে সিমাক হতে।

[১২৯৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ দিনে ও রাতের সলাত দু' দু' রাক'আত, হাঃ ৫৯৭), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ রাতের সলাতের নিয়ম, হাঃ ১৬৬৫), আহমাদ (২/৬২), দারিমী (হাঃ ১৪৫৮), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১২১০)।

নাফ্‌ল সলাতের ব্যাপারে কতিপয় লক্ষণীয় বিষয়

(ক) নাফ্‌ল সলাত মাত্রাতিরিক্ত আদায় না করা ঃ ইসলামী শারীআতের দৃষ্টিতে নাফ্‌ল সলাত এতো বেশি পরিমাণে আদায় করা উচিত নয় যা স্বাস্থ্যহানি ও স্বাভাবিক কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। হাদীসে এসেছে ঃ

'আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) সারাদিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত নাফ্‌ল সলাত আদায়ে কুরআন খতম করতেন। এ কথা শুনে নাবী (সাঃ) তাকে ডেকে বিনিদ্র রাত কাটাতে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ এমনটি করলে তোমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে এবং চোখ কোঠরাগত হয়ে যাবে। মনে রেখো, তোমার শরীরেরও হক রয়েছে, তোমার চোখেরও নিদ্রার হক আছে, তোমার স্ত্রীরও হক আছে এবং তোমার মেহমানদেরও হক আছে। কাজেই কিছু সময় নাফ্‌ল সলাত আদায় করবে একং কিছু সময় ঘুমিয়ে নিবে। অনুরূপভাবে কিছুদিন রোযা রাখবে এবং কিছুদিন বিরতী দিবে। (সহীহুল বুখারী)

(খ) অধিক পরিমাণে নাফ্‌ল আদায় করতে গিয়ে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদায় যেন ত্রুটি না হয় ঃ হাদীসে এসেছে ঃ একদা 'উমার (রাঃ) ফজরের সলাতে সুলায়মান ইবনু আবূ হাসমাকে উপস্থিত পেলেন না। অতঃপর সকালবেলায় উমার (রাঃ) বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। সুলায়মানের বাড়ি মাসজিদে নাববী ও বাজারের মাঝখানে অবস্থিত ছিল। পথিমধ্যে সুলায়মানের মায়ের সাথে উমার (রাঃ) এর সাক্ষাৎ ঘটে। উমার (রাঃ) বললেন ঃ আজ ফজরের জামা'আতে সুলায়মানকে যে দেখলাম না! উত্তরে তার মা বললেন ঃ সে সারারাত জেগে নাফ্‌ল সলাত আদায় করেছিলো। তাই শেষ রাতে তার চোখ লেগে যায়। (ফলে জাগ্রত হয়ে জামা'আতে উপস্থিত হতে পারেনি)। তখন উমার (রাঃ) বললেন ঃ ফজরের সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করাটা আমার কাছে সারারাত নাফ্‌ল সলাত আদায়ের চাইতে অধিক প্রিয়। (মুয়াত্তা মালিক)

সুতরাং নাফ্‌ল ইবাদাতের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং প্রতিটি ইবাদাতে তার প্রাপ্য গুরুত্ব প্রদান করাই শারীআতের বিধান। এদিকে সকলেরই খেয়াল রাখা উচিত।

(গ) সফর অবস্থায় নাফ্‌ল সলাত ঃ

সফরে কেবল ফরয সলাত আদায় করতে হবে, না সুন্নাতও পড়তে হবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। রাসলুল্লাহ (সাঃ) এর কর্মপন্থা থেকে শুধু এতোটুকুই জানা যায় যে, তিনি সফর অবস্থায় ফজরের সুন্নাত এবং বিত্‌র সলাত আদায় করতেন, কিন্তু অন্যান্য ওয়াক্তে কেবল ফরয সলাত আদায় করতেন, নিয়মিত সুন্নাত আদায়ের কথা প্রমাণিত নয়। অবশ্য সময়-সুযোগ হলে তিনি নাফ্‌ল সলাত আদায় করতেন, আরোহী অবস্থায় ও চলতে চলতেও কখনো নাফ্‌ল সলাত আদায় করতেন। এ জন্য আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাত পড়তে লোকদের নিষেধ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলিম সুন্নাত পড়া বা না পড়া উভয়টিই সংগত মনে করেন। তারা ব্যাপারটি লোকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

কতিপয় বিদআতী ও ভিত্তিহীন নাফ্‌ল সলাত

মাগরিবের পর ছয় কিংবা বিশ রাক'আত সলাত

কোন ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাক'আত সলাত আদায় করলে এবং এর মাঝে কোনরূপ মন্দ কথা না বললে তাকে এর বিনিময়ে বার বৎসরের 'ইবাদাতের সওয়াব দেয়া হবে।

আরেক বর্ণনায় রয়েছে ঃ পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

উভয়টি খুবই দুর্বল ঃ ইবনু মাজাহ, রাওযুন নাযীর, তা'লীকুর রাগীব, যঈফাহ্ হা/৪৬৯, তিরমিযী, ইবনু নাসর, ইবনু শাহীন 'আত-তারগীব'। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। আমরা এটিকে 'উমার ইবনু আবূ খাস'আম ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে অবহিত নই। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি, 'উমার ইবনু আবূ খাস'আম হাদীস বর্ণনায় মুনকার। তিনি তাকে খুবই দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার জীবনীতে বলেছেন, তার দুটি মুনকার হাদীস রয়েছে। যার অন্যতম এ হাদীসটি। আর দ্বিতীয় হাদীসের সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু গাযওয়ান রয়েছে। তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম আবূ যুর'আহ বলেন ঃ তার হাদীস বানোয়াট হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যঈফ জামি' হা/৫৬৬১, ৫৬৬৫, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৪৬৮, ৪৬৯।

যে ব্যক্তি মাগরিব ও 'ইশার সলাতের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ রাক'আত সলাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরি করে দিবেন।

বানোয়াট ঃ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। শায়খ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি জাল। যঈফ আল-জামি' হা/৫৬৬২, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ হা/৪৬৭। আল্লামা বুসয়রী বলেন ঃ হাদীসের সানাদে ইয়াকূব রয়েছে। সে দুর্বল এ ব্যাপারে সকলে একমত। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ সে বড় বড় মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত, সে হাদীস জাল করতো। ইমাম ইবনু মাঈন এবং আবূ হাতিমও তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন ঃ জেনে রাখুন, মাগরিব এবং 'ইশার মধ্যে রাক'আত সংখ্যা উল্লেখ করে উৎসাহমূলক যেসব হাদীস এসেছে সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয়। বরং এর একটি অন্যটির চাইতে বেশি দুর্বল। এ সময়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাক'আতের সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে সলাত আদায় করেছেন তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু তাঁর বাণী হিসেবে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা খুবই দুর্বল। তার উপর আমল করা জায়িয হবে না।

যে ব্যক্তি মাগরিব ও 'ইশার মাঝে সলাত আদায় করলো তা আওয়াবীনের সলাত।

দুর্বল ঃ ইবনু নাসর, ইবনুল মুবারক-মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির হতে মুরসালভাবে। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন যঈফ আল-জামি' হা/৫৬৭৬, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৪৬১৭।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ এ সলাতকে আওয়াবীন সলাত নামে অভিহিত করেন। কিন্তু কোন সহীহ্ হাদীসেই একে এ নামে অভিহিত করা হয়নি। তাই মাগরিবের পরের সলাতের নাম আওয়াবীন বলা ভিত্তিহীন। বরং সহীহ হাদীসে চাশতের সলাতকে আওয়াবীন সলাত বলা হয়েছে।

রজব মাসে সলাতুর রাগায়িব

ইমাম গাযযালী এবং 'আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রজব মাসের প্রথম জুমু'আহ্র দিন মাগরিব ও 'ইশার মাঝখানে কেউ যদি ১২ রাক'আত সলাত (তাদের বর্ণিত বিশেষ নিয়মে) আদায় করে তাহলে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা, গাছের পাতা ও বালুকারাশির মত অসংখ্য হয়। (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন ১/৩৫১, গুনিয়াতুত ত্বালিবীন ১/১৫৩-১৫৪)

এ সলাতের নাম সলাতুর রাগায়িব। এ সম্পর্কে নাওয়াব খান বলেন ঃ এ সলাত কোন সহীহ কিংবা হাসান অথবা যঈফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই- (বাযলুল মানফা'আহ ৪৩ পৃষ্ঠা)। বরং মুহাক্কিক 'আলিমগণ একে বিদ'আত বলেছেন।

মুহাদ্দিস আবূ শা-মাহ 'আলবা-য়িস' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ ইহইয়াউ উলূমে এ সলাতের বর্ণনা থাকায় অনেকে, ধোঁকায় পড়েছেন। কিন্তু হাদীসের হাফিযগণ এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে জাল ও বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হাফিয আবুল খাত্তাব বলেন ঃ সলাতুর রাগায়িবের হাদীসটি জাল করার অপবাদ 'আলী ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহযামের উপর দেয়া হয়- (ইসলা-হুল মাসজিদ, উর্দূ অনুবাদ ১২৭ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা সুয়ূতী বলেন ঃ এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট। (আল-লাআলিল মসনুআহ ২য় খণ্ড ৫৬ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা শামী হানাফী বলেন ঃ এই সলাত আদায় করা বিদআত। মুনয়্যার দুই ব্যাখ্যাকার বলেন ঃ এ ব্যাপারে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার সবই জাল হাদীস। (রদ্দুল মুহতার ১/৬৪২)।

এই সলাত ৪৮০ হিজরীর পর আবিস্কৃত হয়েছে। (ঐ ৬৬৪ পৃষ্ঠা)

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী, হাফিয যাহাবী, হাফিয ইরাক্বী, ইবনুল জাওযী, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইমাম নাবাবী ও সুয়ূতী প্রমুখ ইমামগণ উক্ত হাদীসকে জাল বলেছেন। (আমরু বিল ইত্তিবা আননাইয়ু আনিল ইবতিদা-আ ১৬৭ পৃষ্ঠা ২নং টীকা আসসুনান অলমুবতাদাআত ১২৪ পৃষ্ঠা)

শবে-বরাতের হাজারী সলাত

ইমাম গাযযালী ও 'আবদুল কাদির জীলানী বর্ণনা করেছেন শা'বানের ১৫ই রাতে যদি কেউ একশ' রাক'আত সলাতে এক হাজার বার সূরাহ ইখলাস পড়ে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ৭০ বার দৃষ্টিপাত করবেন এবং প্রত্যেক দৃষ্টিপাতে তার ৭০টি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। (ইহইয়া ১/৩৫১, গুনইয়াতুত ত্বালিবীন ১/১৬৬-১৬৭)

ইমাম সিদ্দীক হাসান খান বলেন ঃ এ সলাতের প্রমাণ হাদীস থেকে পাওয়া যায় না। (বাযনুল মানফা'আহ ৪৩ পৃষ্ঠা)

١٢٩٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى أَنْ تَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْ تَبَاءَسَ

সিরিয়ার মুজাদ্দিদ আল্লামা মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন কাসিমী (রহ.) বলেন ঃ ১৫ই শা'বানের রাতে ৪৪৮ হিজরীতে 'হাজারী সলাতের' বিদআত আবিস্কৃত হয়েছিল। যাতে একশত রাক'আত সলাতে এক হাজার বার 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' পড়া হয়। ইবনু অয্যাহ্ বলেন, ইবনু মুলায়কাহ্কে বলা হলো, যিয়াদ নুমাইরী বলতেন, শা'বানের ১৫ই রাত লাইলাতুল ক্বদরের মত। এ কথা শুনে ইবনু আবূ মুলায়কাহ্ বলেন ঃ আমার হাতে যদি লাঠি থাকতো তাকে পিটাতাম। যিয়াদ হল বক্তা। হাফিয আবুল খাত্তাব বলেন ঃ কিছু অজ্ঞাত পরিচয় লোক শা'বানের ১৫ই রাতের সলাত সংক্রান্ত জাল হাদীস তৈরী করে লোকদের উপর একশ' রাক'আত সলাতের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। (ইসলাহুল মাসাজিদ উর্দূ তরজমা ১২৮-১২৯ পৃষ্ঠা)

এ সলাত সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী কতিপয় হাদীস বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন যে, সবগুলো হাদীসই জাল ও বানোয়াট। (আল্লাআ-লিল মাসনু'আহ ২/৫৭-৫৯)

কিছু সালাফ বা পূর্ববর্তী 'আলিম বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সব কাজ করেননি তাকে ভাল মনে করে করা ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি। ঐরূপ বাড়াবাড়ি আমলের জন্য আল্লাহ তা'আলা কখনই কোন সওয়াব দেন না যা তাঁর রসূল করেননি কিংবা হুকুম দেননি। ঈমানের মিষ্টতা, ইহসানের বৈশিষ্ট্য ও ইসলামের মাহাত্ম্য বাড়াবাড়ি না করার মধ্যে আছে। (বাযলুল মানফা'আহ ৪৪ পৃষ্ঠা)

আরো কিছু বিদআতী সলাত

সপ্তাহের প্রত্যেক দিন ও রাতে ইমাম গাযযালী এবং 'আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) কতিপয় বিশেষ সলাতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন রবিবার দিনে ৪ এবং রাতে ২০ রাক'আত, সোমবার দিনে ২ অথবা ১২ এবং রাতে ৪ রাক'আত, মঙ্গলবার দিনে ১০ রাতে ২ কিংবা ১২ রাক'আত, বুধবার দিনে ১২ এবং রাতে ২ অথবা ১৬ রাক'আত, বৃহস্পতিবার দিনে ২ রাক'আত এবং রাতেও ২ রাক'আত, শুক্রবার দিনে ২ কিংবা ৪ এবং রাতে ১২ কিংবা ১৩ রাক'আত এবং শনিবার দিনে ৪ এবং রাতে ১২ রাক'আত সলাত। (ইহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন, মাওঃ ফযলুল করীমর অনূদিত ১/৩৪৫-৩৪৮, গুনিয়াতুত ত্বালিবীন মাওঃ মেহরুল্লা অনূদিত ২/৫৯-৬৭)

উক্ত দুই মনীষী বলেন, উপরোক্ত সলাতসমূহ তাদের গ্রন্থে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী পড়লে বহু অকল্পনীয় নেকী পাওয়া যাবে। কিন্তু মজার কথা এ যে, ঐসব সলাত এবং ওর সওয়াবের প্রমাণে তারা একটি সহীহ হাদীসও পেশ করেন নাই। তাই আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) উক্ত দুই মনীষী বর্ণিত সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের বিশেষ সলাত সম্পর্কে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সব হাদীসগুলোই জাল ও বানোয়াট। (আল-লাআলিল মাসনুআহ ২/৪৮-৫২)

তাই হিজরী তের শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন ঃ ঐ সলাতগুলো কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না- (বাযলুল মানফা'আহ লিয়ীযাহিল আরকা-নিল আরবা'আহ ৪২ পৃষ্ঠা)। তিনি আরো বলেন ঃ এসব সলাত সুফী ও সাধকগণ সময় কাটাবার জন্য আবিষ্কার করেছেন। তারপর তারা ঐসবের জন্য এমন সব নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য তৈরী করেন যে, মুহাক্কিক ও গবেষক 'আলিমগণ ওগুলোকে বিদ'আত বলতে বাধ্য হয়েছেন- (ঐ- ৪৪পৃষ্ঠা)।

আল্লামা সুয়ূতী ১০ই মুহাররমের আশূরার রাতে ৪ রাক'আত এবং ঈদুল ফিতরের রাতে ১০ রাক'আত ও দিনে ৪ রাক'আত এবং হাজ্জের দিন যুহর ও 'আসরের মাঝে ৪ রাক'আত ও দিনের যে কোন সময় ২ রাক'আত এবং ঈদুল আযহার রাতে ২ রাক'আত সলাত আদায়ের অকল্পনীয় ফাযীলাতপূর্ণ হাদীস পেশ করে প্রমাণসহ মন্ত ব্য করেছেন যে, সবগুলো হাদীসই জাল ও বানোয়াট। (আল-লাআলিল মাসনুআহ পৃঃ ৫৪, ৬০-৬৩, সূত্র ঃ আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা)

وَتَمَسْكَنَ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ وَتَقُولَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ " . سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ مَثْنَى قَالَ إِنْ شِئْتَ مَثْنَى وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا .

– ضعيف .

১২৯৬। আল-মুত্তালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন ঃ সলাত দু' রাক'আত দু' রাক'আত করে আদায় করতে হয়। প্রত্যেক দু' রাক'আতে তোমার তাশাহ্হুদ পড়তে হবে। অতঃপর তুমি তোমার বিপদাপদ ও দারিদ্রের কথা দু' হাত উঠিয়ে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এরূপ করে না তার আচরণ হবে ত্রুটিপূর্ণ।[১২৯৯]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-কে রাতে দু' রাক'আত করে সলাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে দু' রাক'আত আদায় করতে পারো, আবার ইচ্ছে হলে চার রাক'আত করেও আদায় করতে পারো।

দুর্বল।

٣٠٣– باب صَلاَةِ التَّسْبِيحِ

অনুচ্ছেদ-৩০৩ ঃ সলাতুত তাসবীহ

١٢٩٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا

[১২৯৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ দিনে রাতে দু' দু' রাক'আত করে সলাত আদায়, হাঃ ১৩৩৫), আহমাদ (১/১৬৭), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১২১২) শু'বাহ হতে।

عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً " .

- صحيح .

১২৯৭। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব ﷺ-কে বললেন ঃ হে 'আব্বাস! হে আমার চাচা ! আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে উপহার দিবো না? আমি কি আপনার দশটি মহৎ কাজ করে দিবো না? আপনি যখন সে কাজগুলো বাস্তবায়ন করবেন, তখন আল্লাহ আপনার প্রথম ও শেষ, অতীত ও বর্তমান, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট ও বড় এবং প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। ঐ দশটি মহৎ কাজ হচ্ছে ঃ আপনি চার রাক'আতের ক্বিরাআত হতে অবসর হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেন, "সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" পনের বার, অতঃপর রুকূ' করুন এবং রুকূ' অবস্থায় তা পাঠ করুন দশবার, আবার রুকূ' হতে মাথা উঠিয়ে তা পাঠ করুন দশবার, অতঃপর সাজদাহ্য় যান এবং সাজদাহ্ অবস্থায় তা পাঠ করুন দশবার, অতঃপর সাজদাহ্ হতে মাথা উঠিয়ে তা পাঠ করুন দশবার। আবার সাজদাহ্ করুন, সেখানে তা পাঠ করুন দশবার। অতঃপর সাজদাহ্ হতে মাথা তুলে তা পাঠ করুন দশবার, এ নিয়মে প্রত্যেক রাক'আতে তাসবীহর সংখ্যা হবে পঁচাত্তুর বার এবং তা করতে থাকুন পূর্ণ চার রাক'আতে। (এতে পুরো সলাতে তাসবীহর সংখ্যা হবে তিন শত বার)। আপনার পক্ষে সম্ভব হলে উক্ত সলাত দৈনিক একবার আদায় করুন। অন্যথায় সপ্তাহে একবার, তাও সম্ভব না হলে মাসে একবার, এটাও সম্ভব না হলে বছরে একবার, যদি তাও না হয় তবে সারা জীবনে অন্তত একবার আদায় করুন।[১৩০০]

সহীহ।

١٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الأُبُلِّيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ أَبُو حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُرَوْنَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ائْتِنِي غَدًا أَحْبُوكَ وَأُثِيبُكَ وَأُعْطِيكَ " . حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِينِي عَطِيَّةً قَالَ " إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ " . فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ " تَرْفَعُ رَأْسَكَ - يَعْنِي مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ - فَاسْتَوِ جَالِسًا وَلاَ

[১৩০০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতুত তাসবীহ, হাঃ ১৩৮৭), ইবনু খুযাইমাহ (২/২২৩)।

تَقُمْ حَتَّى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَتَحْمَدَ عَشْرًا وَتُكَبِّرَ عَشْرًا وَتُهَلِّلَ عَشْرًا ثُمَّ تَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ " . قَالَ " فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ " . قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَالَ " صَلِّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ " .

– حسن صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ خَالُ هِلاَلٍ الرَّائِيِّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ رَوْحٍ فَقَالَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

১২৯৮। আবুল জাওযা' (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নাবী ﷺ এর এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাদের ধারণা, তিনি হচ্ছেন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ। তিনি বলেছেন, একদা নাবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি আগামীকাল ভোরে আমার কাছে আসবে, আমি তোমাকে কিছু দান করবো, আমি তোমাকে দিবো, আমি তোমাকে উপঢৌকন প্রদান করবো। আমি ধারণা করলাম, তিনি আমাকে কোন জিনিস দিবেন। (অতঃপর পরদিন তাঁর নিকটে আসলে) তিনি বললেন ঃ "দুপুরে সূর্য হেলে পড়লে তুমি দাঁড়িয়ে চার রাক'আত সলাত আদায় করবে"। অতঃপর পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ অতঃপর দ্বিতীয় সাজদাহ্ হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে এবং দাঁড়ানোর পূর্বে দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আল্হামদুলিল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবার এবং দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। এভাবে তোমার চার রাক'আত আদায় করবে। তিনি বললেন ঃ তুমি দুনিয়াবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহগার হয়ে থাকলেও এ বিনিময়ে তোমাকে ক্ষমা করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আমি ঐ সময়ে এ সলাত আদায় করতে না পারলে? তিনি বললেন ঃ রাত ও দিনের যে কোন সময়ে সুযোগ পেলেই তা আদায় করে নিবে।[১৩০১]

হাসান সহীহ।

[১৩০১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ৪৮১, ইমাম তিরমিযী বলেন, আনাসের হাদীসটি হাসান গরীব)। উল্লেখ্য, সলাতুত তাসবীহ এর হাদীসগুলোকে হাদীসবিশারদ ইমামগণের একদল দুর্বল বলেছেন এবং আরেক দল বলেছেন হাসান বা সহীহ।

সলাতুত তাসবীহ জামা'আত করে আদায় করা বিদ'আত ঃ তাসবীহের সলাত রসূলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবায়ি কিরাম এবং তাবেঈ ইমামগণ থেকে জামা'আতের সাথে আদায় করার কোন প্রমাণ নেই। না মাসজিদে, না ঘরে, না রমাযান মাসে, না অন্য মাসে। তাই এর জামা'আত করা এবং জামা'আতের ব্যবস্থা করা বিদ'আত থেকে মুক্ত নয়। কাজেই সলাতুত তাসবীহ জামা'আত করে আদায় করা থেকে বিরত থাকা উচিত। (আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা)

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) এ হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমরের ﷺ মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অন্য সানাদে এটি ইবনু 'আব্বাস ﷺ এর নিজস্ব বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

١٣٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ حَدَّثَنِي الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِجَعْفَرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَكَرَ نَحْوَهُمْ قَالَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ .

– صحيح .

১২৯৯। 'উরওয়াহ ইবনু রুওয়াইম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী ﷺ আমাকে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জা'ফারকে উপরোক্ত হাদীসটি বলেছেন। অতঃপর উপরোক্ত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি প্রথম রাক'আতের দ্বিতীয় সাজদাহ্য় তাই বলেছেন, যেরূপ মাহদী ইবনু মাইমূনের হাদীসে রয়েছে।[১৩০২]

সহীহ।

٣٠٤– باب رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيَانِ

অনুচ্ছেদ-৩০৪ ঃ মাগরিবের দু' রাক'আত (সুন্নাত) কোথায় আদায় করবে

١٣٠٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنِي أَبُو مُطَرِّفٍ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلاَتَهُمْ رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا فَقَالَ " هَذِهِ صَلاَةُ الْبُيُوتِ " .

– حسن .

১৩০০। সা'দ ইবনু ইসহাক্ব ইবনু কা'ব ইবনু 'উজরাহ (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা নাবী ﷺ বনী 'আবদুল আশহালের মাসজিদে এসে সেখানে মাগরিবের সলাত আদায়ের পর দেখলেন, সলাত শেষে লোকেরা সেখানেই (সুন্নাত) সলাত আদায় করছে। তখন তিনি বললেন ঃ এটাতো ঘরের সলাত ।[১৩০৩]

হাসান।

[১৩০২] পূর্বের হাদীস দেখুন।

[১৩০৩] অনুঃ বাড়িতে সলাত আদায়ে উৎসাহ দান, হাঃ ১৫৯৯)।

١٣٠١ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ نَصْرٌ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ وَأَسْنَدَهُ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا نَصْرٌ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ .

১৩০১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের ফারয সলাতের পর দু' রাক'আত (সুন্নাত) সলাতের ক্বিরাআত এতো দীর্ঘ করতেন যে, মাসজিদের লোকজন চলে যেতো।[১৩০৪]

দুর্বল।

١٣٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ مُرْسَلٌ .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَعْقُوبَ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ حَدَّثْتُكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مُسْنَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

১৩০২। সাঈদ ইবনু জুবাইর ﷺ হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে এ হাদীসের ভাবার্থ মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।[১৩০৫]

দুর্বল।

[১৩০৪] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/১৯০), এবং তাবরীযী 'মিশকাত' (১/৩৭১)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে সাঈদ ইবনু যুবাইর সূত্রে জা'ফার ইবনু আবূ মুগীরাহ রয়েছে। ইবনু মুনদিহ বলেন ঃ তিনি মজবুত নন।

[১৩০৫] বায়হাক্বী 'সুনান' (২/১৯০) আবূ দাউদের সূত্রে

٣٠٥– باب الصَّلاَة بَعْدَ الْعِشَاء

অনুচ্ছেদ-৩০৫ ঃ ‘ইশার ফার্‌য সলাতের পর নাফ্‌ল সলাত

١٣٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ بَشِيرٍ الْعِجْلِيُّ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَائِشَةَ، – رضى الله عنها – قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَىَّ إِلاَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ نِطْعًا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى ثُقْبٍ فِيهِ يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْهُ وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الأَرْضَ بِشَىْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ قَطُّ .

– ضعيف .

১৩০৩। শুরাইহ ইবনু হানী (র) হতে ‘আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি (শুরাইহ) বলেন, আমি তাকে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সলাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ‘ইশার ফার্‌য সলাত আদায়ের পর আমার ঘরে আসলে অবশ্যই চার কিংবা ছয় রাক‘আত সলাত আদায় করতেন। একদা রাতে আমাদের এখানে বৃষ্টি হওয়ায় আমরা তাঁর জন্য চামড়া বিছিয়ে দেই। আমি যেন এখন চাক্ষুস দেখছি যে, খেজুর পাতার চালনির ছিদ্র দিয়ে পানি গড়ে পড়ছে। আমি তাঁকে কখনো কোনো কাপড় দিয়ে মাটি হতে রক্ষা করতে দেখিনি।[১৩০৩]

দুর্বল।

أبواب قيام الليل

রাতের নাফ্‌ল সলাত

٣٠٦– باب نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّيْسِيرِ فِيهِ

অনুচ্ছেদ-৩০৬ ঃ তাহাজ্জুদ সলাতের বাধ্যবাধকতা রহিত করে শিথিল করা হয়েছে

١٣٠٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ابْنُ شَبُّوَيْهِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الْمُزَّمِّلِ { قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً * نِصْفَهُ }

[1303] আহমাদ (৬/৫৮)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে বাশীর আল-‘ইজলী রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ তাকে চেনা যায়নি।

نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي فِيهَا { عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ } وَنَاشِئَةُ اللَّيْلِ أَوَّلُهُ وَكَانَتْ صَلاَتُهُمْ لأَوَّلِ اللَّيْلِ يَقُولُ هُوَ أَجْدَرُ أَنْ تُحْصُوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يَدْرِ مَتَى يَسْتَيْقِظُ وَقَوْلُهُ { أَقْوَمُ قِيلاً } هُوَ أَجْدَرُ أَنْ يُفْقَهَ فِي الْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ { إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً } يَقُولُ فَرَاغًا طَوِيلاً .

– حسن .

১৩০৪। ইবনু ‘আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি সূরাহ মুয্যাম্মিল সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর বাণী ঃ “কুমিল লায়লাহ ইল্লা ক্বালীলান নিসফাহু” (অর্থ ঃ আপনি রাতের কিছু অংশ ব্যতীত সারা রাত আল্লাহর ‘ইবাদাতে দাঁড়িয়ে থাকুন)। অতঃপর এর পরবর্তী আয়াতটি এ নির্দেশকে রহিত করে ঃ “আলিমা আন লান তুহ্সূহু ফাতাবা ‘আলাইকুম ফাক্বরাউ মা তাইয়াস্সারা মিনাল কুরআন।” (অর্থ ঃ তিনি খুব ভাল করেই জানেন যে, তা করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা কুরআনের যতটুকু পাঠ করা সম্ভব ততটুকুই পড়ো) এবং রাতের প্রথমাংশ। তাদের সলাত রাতের প্রথমভাগেই হয়ে থাকতো। ইবনু ‘আব্বাস ﷺ বলেন, কাজেই আল্লাহ তোমাদের উপর যেটুকু রাতের ইবাদত ফার্‌য করেছেন তা সঠিকভাবে আদায় করো। কেননা মানুষ ঘুমিয়ে গেলে কখন সে জাগ্রত হবে তা বলতে পারে না। আল্লাহর বাণী ঃ “ আকওয়ামু কীলা” -অর্থ হচ্ছে কুরআনকে অনুধাবন করার অধিক যোগ্য। আল্লাহর বাণী ঃ “ইন্না লাকা ফিন নাহারি সাবহান তাবীলা” এর অর্থ হচ্ছে, আপনি দিনের বেলায় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন।[১৩০৪]

হাসান।

١٣٠٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، – يَعْنِي الْمَرْوَزِيَّ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ أَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نَزَلَ آخِرُهَا وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا سَنَةٌ .

– صحيح .

১৩০৫। ইবনু ‘আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাহ মুয্যাম্মিলের প্রথমাংশ অবতীর্ণ হলে মুসলিমরা রমাযান মাসের ন্যায় রাতে দীর্ঘ ক্বিয়াম (সলাত আদায়) করতে লাগলেন। অতঃপর এ সূরাহ্র শেষাংশ অবতীর্ণ হয়। এ সূরাহ্র প্রথম ও শেষাংশ অবতীর্ণের মধ্যে এক বছরের ব্যবধান ছিল।[১৩০৫]

সহীহ।

[১৩০৪] বায়হাক্বী ‘সুনানুল কুবরা’ (২/৫০০) আবূ দাউদ সূত্রে।
[১৩০৫] বায়হাক্বী (২/৫০০)।

٣٠٧– باب قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৩০৭ ঃ ক্বিয়ামুল লাইল

١٣٠٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ " .

– صحيح : ق .

১৩০৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শাইত্বান তার মাথার পিছনে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রতিটি গিরা দেয়ার সময় বলে, আরো ঘুমাও, রাত এখনো অনেক বাকী। যদি ঐ ব্যক্তি সজাগ হয়ে আল্লাহর যিকির করে, তখন একটি গিরা খুলে যায়। যদি সে উযু করে তাহলে আরেকটি গিরা খুলে যায় এবং যদি সে সলাত আদায় করে, তাহলে শেষ গিরাও খুলে যায়। ফলে ঐ ব্যক্তি সতেজ ও উৎফুলতা নিয়ে সকাল করে। (আর এরূপ না করে ঘুমিয়ে থাকলে) সে অলসতা ও মন্দ মন নিয়ে সকাল করবে।[১৩০৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا .

– صحيح .

১৩০৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বায়িস (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ ﷺ বলেছেন, তুমি রাতের ক্বিয়াম ছেড়ে দিবে না। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো একে পরিত্যাগ করতেন না। তিনি ﷺ অসুস্থ হলে কিংবা অলসতা বোধ করলে বসে সলাত আদায় করতেন।[১৩০৭]

সহীহ।

[১৩০৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ রাতে সলাত আদায় না করলে ঘাড়ের পশ্চাদাংশে শাইত্বানের গ্রন্থী বেঁধে দেয়া, হাঃ ১১৪২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত)।

[১৩০৭] বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' (হাঃ ৮০০), আহমাদ (৬/২৪৯), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১১৩৭) সকলে আবূ দাউদ সত্রে।

١٣٠٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ " .

- حسن صحيح .

১৩০৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন যে রাতে সজাগ হয়ে নিজে সলাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও সজাগ করে। স্ত্রী উঠতে না চাইলে সে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটায়।[১৩০৮]

হাসান সহীহ।

١٣٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، - الْمَعْنَى - عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي، هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ " . .

- صحيح .

وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَلاَ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ جَعَلَهُ كَلاَمَ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَأُرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ مَوْقُوفٌ .

১৩০৯। আবূ সাঈদ ও আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি রাতের বেলায় স্বীয় স্ত্রীকে সজাগ করে উভয়ে কিংবা প্রত্যেকে দু' দু' রাক'আত সলাত আদায় করলে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণকারী ও স্মরণকারীর তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়।[১৩০৯]

সহীহ।

[১৩০৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ ক্বিয়ামুল লাইলের প্রতি উৎসাহ দান, হাঃ ১৬০৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ রাতে নিজের পরিবার-পরিজনকে 'ইবাদাতের জন্য ঘুম থেকে জাগানো, হাঃ ১৩৩৬), আহমাদ (হাঃ ৭৪০৪)। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ।

[১৩০৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ রাতে নিজের পরিবার-পরিজনকে ঘুম থেকে জাগানো, হাঃ ১৩৩৫)।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু কাসীর এ হাদীস রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছাননি এবং তিনি আবূ হুরাইরাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেননি বরং বলেছেন, এটি আবূ সাঈদ ﷺ-এর নিজস্ব বক্তব্য।

٣٠٨– باب النُّعَاسِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-৩০৮ ঃ সলাতের মধ্যে তন্দ্রা এলে

١٣١٠ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ " .

– صحيح : ق .

১৩১০। নাবী ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন ঃ সলাতরত অবস্থায় তোমাদের কারো ঝিমনি এলে ঝিমনি দূর না হওয়া পর্যন্ত সে যেন অবশ্যই শুয়ে পড়ে। কেননা কেউ ঘুমের ঘোরে সলাত আদায় করলে হয়ত সে নিজের ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে নিজেকে গালি দিবে।[১৩১০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣١١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ " .

– صحيح : م .

১৩১১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ (ঘুমের ঘোরে) রাতের সলাতে দণ্ডায়মান হলে কুরআন স্বাভাবিকভাবে তার মুখ থেকে বের হয় না, এবং সে কি তিলাওয়াত করছে তাও বুঝতে পারে না। কাজেই এরূপ অবস্থায় সে যেন অবশ্যই ঘুমিয়ে পড়ে।[১৩১১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১৩১০] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ ঘুম থেকে জেগে উযু করা, হাঃ ২১২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত) মালিক হতে।

[১৩১১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত), আহমাদ (২/৩১৮)।

١٣١٢ – حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ " مَا هَذَا الْحَبْلُ " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُصَلِّي فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِتُصَلِّ مَا أَطَاقَتْ فَإِذَا أَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ " . قَالَ زِيَادٌ فَقَالَ " مَا هَذَا " . فَقَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ . فَقَالَ " حُلُّوهُ " . فَقَالَ " لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ " .

– صحيح دون ذكر حمنة : ق .

১৩১২। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করে দু'টি খুটির মাঝে রশি বাধা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ রশিটি কিসের? বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! এটা হামনাহ বিনতু জাহ্শের ﷺ রশি, তিনি রাতে সলাত আদায়কালে ক্লান্তিবোধ হলে এ রশিতে নিজেকে আটকে রাখেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তার উচিত সামর্থ অনুযায়ী সলাত আদায় করা, যখন ক্লান্তিবোধ করবে তখন সলাত ছেড়ে বসে যাবে। যিয়াদের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি? লোকেরা বললো, এটা যাইনাবের ﷺ রশি, তিনি সলাত আদায়কালে ক্লান্তি বা অলসতাবোধ করলে এতে ঝুলে থাকেন। তিনি বললেন ঃ এটা খুলে ফেলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের আনন্দের সাথে সলাত আদায় করা উচিত, যখন ক্লান্তি কিংবা অলসতাবোধ করবে তখন সলাত ছেড়ে বসে পড়বে।[১৩১২]

সহীহ, হামনাহ' শব্দ উল্লেখ বাদে ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٠٩– باب مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

অনুচ্ছেদ-৩০৯ ঃ ঘুমের কারণে ওযীফা ছুটে গেলে

١٣١٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، – الْمَعْنَى – عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ قَالاَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ قَالَ

[১৩১২] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ 'ইবাদাতে কঠোরতা অবলম্বন অপছন্দনীয়, হাঃ ১১৫০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ সলাতে তন্দ্রা এলে), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, হাঃ ১৬৪২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ মুসল্লী সলাতে ঘুমালে), আহমাদ (৩/১১০)।

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ " .

– صحيح : م .

১৩১৩। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঘুমের কারণে রাতের বেলায় তাসবীহ বা কুরআন পূর্ণরূপে পড়তে না পারায় তা ফাজ্‌র ও যুহরের সলাতের মধ্যবর্তী সময়ে পাঠ করে নিয়েছে, এর বিনিময়ে তার জন্য ঐরূপ সওয়াব লিখা হয়, যেন সে রাতেই তা পাঠ করেছে।[১৩১৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٣١٠– باب مَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

অনুচ্ছেদ-৩১০ ঃ নাফ্‌ল সলাতের নিয়্যাত করার পর ঘুমিয়ে গেলে

١٣١٤ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عِنْدَهُ رَضِيٌّ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً " .

– صحيح .

১৩১৪। নাবী (সাঃ) এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সলাত আদায়ের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও ঘুম তাকে পরাভূত করে দিলো, তার আমলনামায় রাতে সলাত আদায়ের সওয়াবই লিখা হবে। তার জন্য ঘুম সদাক্বাহ হিসেবে গণ্য হবে।[১৩১৪]

সহীহ।

[১৩১৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ৫৮১, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, হাঃ ১৭৮৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ যে ব্যক্তি রাতে নির্ধারিত ওয়াজিফা আদায় না করে নিদ্রা যায়, হাঃ ১৩৪৩), আহমাদ (১/৩২) সকলে ইবনু শিহাব হতে সায়িব সূত্রে।

[১৩১৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ যে ব্যক্তির রাতের সলাত বাকি রয়েছে অথচ ঘুম তার উপর প্রাধান্য পেয়ে গেল, হাঃ ১৭৮৩), মালিক (অধ্যায় ঃ রাতের সলাত, হাঃ ১)।

٣١١– باب أَىُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ-৩১১ ঃ (ইবাদাতের জন্য) রাতের কোন্ সময়টি উত্তম?

١٣١٥ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ " .

– صحيح : ق .

১৩১৫। আবূ হুরাইরাহ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ বলেন ঃ আমাদের মহা মহীয়ান রব্ব প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করে বলেন, আছে কেউ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো? আছে কেউ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করবো? আছে কি কেউ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো?[১৩১৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣١٢– باب وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৩১২ ঃ নাবী এর রাতে সলাত আদায়ের সময়

١٣١٦ – حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُوقِظُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ فَمَا يَجِيءُ السَّحَرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ .

– حسن .

১৩১৬। 'আয়িশাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহা মহীয়ান আল্লাহ রসূলুল্লাহ -কে রাতে সজাগ করতেন এবং তিনি সাহরীর সময়ে তাঁর নাফ্ল সলাত, তাসবীহ ইত্যাদি হতে অবসর হতেন।[১৩১৬]

হাসান।

[১৩১৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ রাতের শেষ ভাগে ও সলাতে দু'আ করা, হাঃ ১১৪৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের শেষাংশে দু'আ যিকিরে উৎসাহ দান) ইবনু শিহাব হতে।

[১৩১৬] বায়হাক্বী (৩/৩) আবূ দাউদের সূত্রে।

١٣١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، - وَهَذَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهَا أَىَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي قَالَتْ كَانَ إِذَا سَمِعَ الصُّرَاخَ قَامَ فَصَلَّى .

- صحيح : ق بلفظ : (الصارخ) .

১৩১৭। মাসরূক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি 'আয়িশাহ ﵂-কে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বলি, তিনি কোন সময় সলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, তিনি মোরগের ডাক শুনে উঠে সলাতে দাঁড়াতেন।[১৩১৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম এ শব্দে ঃ (الصارخ) |

١٣١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلاَّ نَائِمًا، تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .

- صحيح : ق .

১৩১৮। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি ﷺ আমার নিকট যখনই ভোর করেছেন, (আমি তাকে) নিদ্রাবস্থায় পেয়েছি।[১৩১৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَخِي، حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى .

- حسن .

১৩১৯। হুযাইফাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে সলাত আদায় করতেন।[১৩১৯]

হাসান।

[১৩১৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ সাহ্রীর সময় যে নিদ্রা যায়, হাঃ ১১৩২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত এবং নাবী সাঃ- তা কত রাক'আত আদায় করতেন), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ কী দ্বারা কিয়াম আরম্ভ করবে, হাঃ ১৬১৫), আহমাদ (৬/৯৪)।

[১৩১৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ সাহ্রীর সময় যে নিদ্রা যায়, হাঃ ১১৩৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বিতর ও ফাজরের দু' রাক'আত সলাতের পর ঘুমানো, হাঃ ১১৯৭), আহমাদ (৬/১৩৭)।

[১৩১৯] আহমাদ (৫/৩৮৮)।

١٣٢٠ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ السَّكْسَكِيُّ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبٍ الأَسْلَمِيَّ، يَقُولُ : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ، فَقَالَ : " سَلْنِي " . فَقُلْتُ : مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ : " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ " . قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ . قَالَ : " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ " .

– صحيح : م .

১৩২০। রবী'আহ ইবনু কা'ব আল-আসলামী ﷺ বলেন, যখন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে রাত যাপন করতাম, তখন তাঁর উযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করে দিতাম। তিনি বললেন ঃ তুমি আমার কাছে কিছু চাও। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সান্নিধ্যে থাকতে চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আরো কিছু? আমি বললাম, এটাই যথেষ্ট। তিনি বললেন ঃ তাহলে অধিক পরিমাণে সাজদাহ্ করে এ কাজে আমাকে সাহায্য করো।[১৩২০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٣٢١ – حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي هَذِهِ الآيَةِ { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } قَالَ : كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قِيَامُ اللَّيْلِ .

– صحيح .

১৩২১। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী ঃ "তারা (মুমিনরা) স্বীয় পিঠ হতে বিছানা ত্যাগ করে তাদের রব্বকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকে, আর আমরা তাদেরকে যা কিছু রিযিক্ব দিয়েছি তা হতে খরচ করে" (সূরাহ আস্-সাজদাহ ঃ ১৬)। তিনি বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তারা (সাহাবীগণ) মাগরিব এবং 'ইশার মধ্যবর্তী সময় জেগে থেকে সলাত আদায় করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, হাসান বাসরী বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, রাত জেগে সলাতে দাঁড়িয়ে থাকা।[১৩২১]

সহীহ।

[১৩২০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সাজদাহর ফাযীলাত), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৩৪১৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদসিটি হাসান ও সহীহ), নাসায়ী (অনুঃ সাজদাহর ফাযীলাত, হাঃ ১১৩৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ দু'আ, হাঃ ৩৮৭৯)।

[১৩২১] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৩/১৯) আবূ দাউদের সানাদে, এর সানাদ সহীহ।

١٣٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ { كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ } قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، زَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى : وَكَذَلِكَ { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ } .

- صحيح .

১৩২২। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী ঃ "তারা রাতের সামান্য সময় ঘুমে কাটাতো" (সূরাহ আয-যারি'আত ঃ ১৭)। তিনি বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, সাহাবীগণ মাগরিব ও 'ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সলাত আদায় করতেন। ইয়াহইয়া তার বর্ণনায় এটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, "তাতাজাফা জুনূবুহুম"-এর অর্থও অনুরূপ।[১৩২২]

সহীহ।

٣١٣- باب افْتِتَاحِ صَلاَةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৩১৩ ঃ দু' রাক'আত নাফ্ল দ্বারা রাতের সলাত আরম্ভ করা

١٣٢٣ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ " .

- ضعيف و الصحيح وقفه، و هو الذي بعده .

১৩২৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ রাতে সলাত আদায় করতে দাঁড়ালে সে যেন প্রথমে সংক্ষেপে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়।[১৩২৩]

দুর্বল, সহীহ হচ্ছে এটি তার মাওকূফ বর্ণনা। যা এর পরের হাদীসে রয়েছে।

١٣٢٤ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِد، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ خَالِد - عَنْ رَبَاحِ بْنِ زَيْد، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : " إِذَا " . بِمَعْنَاهُ زَادَ : " ثُمَّ لِيُطَوِّلْ بَعْدُ مَا شَاءَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

[১৩২২] বায়হাক্বী (৩/১৯) সহীহ সানাদে।

[১৩২৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাতের দু'আ), আহমাদ (হাঃ ১৭৭৬) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। তিরমিযী 'শামায়িল' (হাঃ১৬৩)।

وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : فِيهِمَا تَجَوَّزْ .

– صحيح موقوف .

১৩২৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে এতে রয়েছে, এরপর যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ, যুহাইর ইবনু মু'আবিয়াহ, আইয়ূব, ইবনু 'আওন ও একদল হিশাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তারা এটি আবূ হুরাইরাহ ﷺ-এর নিজস্ব বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু 'আওন মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, প্রথম দু' রাক'আতের ক্বিরাআত ছোট করবে।[১৩২৪]

সহীহ মাওকূফ।

١٣٢٥ – حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، – يَعْنِي أَحْمَدَ – حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ، : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ : " طُولُ الْقِيَامِ "

– صحيح : بلفظ : أيّ الصلاة؟ .

১৩২৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু হুবশী আল-খাস'আমী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-কে সবচেয়ে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা।[১৩২৫]

সহীহ ঃ এ শব্দে ঃ কোন সলাত?।

٣١٤– باب صَلاَةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

অনুচ্ছেদ-৩১৪ ঃ রাতের সলাত দু' দু' রাক'আত করে

١٣٢٦ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، : أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

[১৩২৪] সহীহ মাওকূফ। এর পূর্বেরটি দেখুন।

[১৩২৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫২৫ 'তুলুল কুনূত' শব্দে, দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কোন সলাত সর্বোত্তম, হাঃ ১৪২৪), আহমাদ (৩/৪১১)।

عليه وسلم : " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى " .

– صحيح : ق .

১৩২৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা কতিপয় লোক রসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের সলাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে বলেন ঃ রাতের সলাত হচ্ছে দু' দু' রাক'আত করে। তোমাদের কেউ সুবহি সাদিকের আশংকা করলে পূর্বে যেটুকু সলাত আদায় করেছে তা বিত্র করতে এক রাক'আত সলাত আদায় করে নিবে।[১৩২৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣١٥– باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৩১৫ ঃ রাতের সলাতে উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পাঠ

١٣٢٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ .

– حسن صحيح .

১৩২৭। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘরে সলাত আদায়কালে নাবী ﷺ-এর ক্বিরাআত এতো স্পষ্ট হতো যে, হুজরাহতে অবস্থানকারীরা তা শুনতে পেতো।[১৩২৭]

হাসান সহীহ।

١٣٢٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ اسْمُهُ هُرْمُزُ .

– حسن .

[১৩২৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ বিতর, অনুঃ বিতর সম্পর্কে, হাঃ ৯৯০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত দুই দুই রাক'আত) উভয়ে মালিক হতে নাফি' সূত্রে।

[১৩২৭] আহমাদ (হা ২৪৪৬) "বিল লাইল" শব্দ অতিরিক্ত যোগে। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ।

১৩২৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলে, নাবী ﷺ রাতের সলাতে ক্বিরাআত কখনো সশব্দে আবার কখনো নিঃশব্দে পড়তেন।[১৩২৮]

হাসান।

١٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ - رضى الله عنه - يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ - قَالَ - وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ - قَالَ - فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ " . قَالَ : قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ وَقَالَ لِعُمَرَ : " مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ " . قَالَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ . زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " يَا أَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا " . وَقَالَ لِعُمَرَ : " اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا " .

- صحيح .

১৩২৯। আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। এক রাতে নাবী ﷺ বেরিয়ে আবূ বাকর ﷺ-কে নিঃশব্দে ক্বিরাআত পড়তে দেখলেন। অতঃপর 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে সশব্দে ক্বিরাআত পড়তে দেখলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা উভয়ে নাবী ﷺ এর নিকট একত্র হলে নাবী ﷺ বলেন ঃ হে আবূ বাক্‌র! আমি তোমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তুমি নিঃশব্দে ক্বিরাআত পড়ছিলে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাঁকেই শুনাচ্ছিলাম যাঁর সাথে চুপিসারে কথা বলছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি 'উমার ﷺ-কে বললেন ঃ আমি তোমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তুমি সশব্দে ক্বিরাআত পড়ছিলে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগাতে এবং শাইত্বানকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলাম। হাসান বাসরী (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে ঃ নাবী ﷺ

[১৩২৮] ইবনু খুযাইমাহ (২/১৮৮) 'ইমরান ইবনু যায়িদাহ হতে। এর সানাদে যায়িদাহ্‌র অবস্থা অজ্ঞাত। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ মাক্ববূল।

বললেন ঃ হে আবূ বাক্‌র! তোমার ক্বিরাআত একটু শব্দ করে পড়বে এবং ‘উমারকে বললেন ঃ তোমার ক্বিরাআত একটু নিচু স্বরে পড়বে।[১৩২৯]

সহীহ।

١٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينِ بْنُ يَحْيَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ : " ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا " . وَلِعُمَرَ : " اخْفِضْ شَيْئًا " . زَادَ : " وَقَدْ سَمِعْتُكَ يَا بِلاَلُ وَأَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ " . قَالَ : كَلاَمٌ طَيِّبٌ يَجْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " كُلُّكُمْ قَدْ أَصَابَ " .

- حسن .

১৩৩০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে উপরোক্ত ঘটনা অনুরূপ বর্ণিত। তবে তাতে এটা উল্লেখ নেই ঃ “তিনি আবূ বাকর ﷺ-কে বলেন ঃ তুমি একটু উচ্চস্বরে পড়বে এবং ‘উমার ﷺ-কে বলেন তুমি একটু নিচু স্বরে পড়বে।” এ বর্ণনায় রয়েছে ঃ হে বিলাল! আমি তোমার আওয়াজ শুনেছি, তুমি এই এই সূরাহ হতে তিলাওয়াত করেছিলে। বিলাল বললেন, খুবই উত্তম বাক্য, আল্লাহ একটিকে অন্যটির সাথে সুন্দরভাবে সুজজ্জিত করেছেন। নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা সবাই সঠিক কাজ করেছো।[১৩৩০]

হাসান।

١٣٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها : أَنَّ رَجُلاً، قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " يَرْحَمُ اللَّهُ فُلاَنًا، كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرَنِيهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أَسْقَطْتُهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ هَارُونُ النَّحْوِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي الْحُرُوفِ { وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ } .

- صحيح : ق .

[১৩২৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রাতের ক্বিরাআত, হাঃ ৪৪৭, ইবনু ইসহাক্ব হতে, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব), ইবনু খুযাইমাহ (২/১৮৯)।

[১৩৩০] বায়হাক্বী ‘সুনান’ (৩/১১) আবূ দাউদের সানাদে এর অতিরিক্ত অংশ বাদে।

১৩৩১। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। এক রাতে জনৈক ব্যক্তি সলাতে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করেন। অতঃপর ভোর হলে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ অমুকের প্রতি দয়া করুন। আজ রাতে সে আমাকে কতিপয় আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি বাদ দিয়েছিলাম। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হারূন আন-নাহবী হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তা ছিলো সূরাহ আল 'ইমরানের এ আয়াতটি ঃ "ওয়াকাআইয়্যিম মিন নাবিয়্যীন।"[১৩৩১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٣٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ : " أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ " . أَوْ قَالَ : " فِي الصَّلاَةِ " .

– صحيح .

১৩৩২। আবূ সাঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে ই'তিকাফ কালে সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পড়তে শুনে পর্দা সরিয়ে বললেন ঃ জেনে রাখো! তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় রবের সাথে চুপিসারে আলাপে রত আছো। কাজেই তোমরা পরস্পরকে কষ্ট দিও না এবং পরস্পরের সামনে ক্বিরাআতে বা সলাতে আওয়ায উঁচু করো না।[১৩৩২]

সহীহ।

١٣٣٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ " .

– صحيح .

[১৩৩১] বুখারী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলে কুরআন, হাঃ ৫০৪২), মুসলিম (মুসাফিরের সলাত, অনুঃ কুরআন পাঠের নির্দেশ) উভয়ে হিশাম গতে।

[১৩৩২] আহমাদ (৩/৯৪), ইবনু খুযাইমাহ (২/১৯০) 'আবদুর রাযযাক্ব হতে। এর সানাদ সহীহ।

১৩৩৩। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির আল-জুহানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উচ্চস্বরে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দানকারীর মতো এবং নিঃশব্দে কুরআন পাঠকারী গোপনে দানকারীর মতো।[১৩৩৩]

সহীহ।

٣١٦- باب في صَلاَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৩১৬ ঃ রাতের (তাহাজ্জুদ) সলাত সম্পর্কে

١٣٣٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْفَجْرِ، فَذَلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

- صحيح : ق .

১৩৩৪। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রাতে দশ রাক'আত সলাত আদায় করতেন এবং বিতর পড়তেন এক রাক'আত। অতঃপর ফাজ্‌রের দু' রাক'আত (সুন্নাত) সলাত আদায় করতেন, এ নিয়ে সর্বমোট তের রাক'আত হতো।[১৩৩৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٣٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ .

- صحيح : م .

১৩৩৫। নাবী ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ রাতে এগার রাক'আত সলাত আদায় করতেন। তন্মধ্যে বিতর হতো এক রাক'আত। অতঃপর সলাত শেষে তিনি ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম নিতেন।[১৩৩৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১৩৩৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলে কুরআন, হাঃ ২৯১৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ স্বরবের উপর নিরবের ফাযীলাত, হাঃ ১৬৬২), আহমাদ (৪/১৫১)।

[১৩৩৪] বুখারী (অধ্যায় (তাহাজ্জুদ, অনুঃ নাবী সাঃ-এর রাতের সলাতের পদ্ধতি, তিনি রাতে কত রাক'আত সলাত পড়তেন, হাঃ ১১৪০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত এবং নাবী সাঃ তা কত রাক'আত পড়তেন) 'আয়িশাহ হতে।

[১৩৩৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত এবং নাবী সাঃ- তা কত রাক'আত পড়তেন) মালিক হতে।

١٣٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، - وَقَالَ نَصْرٌ : عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ .

- صحيح : ق .

১৩৩৬। 'আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'ইশার সলাতের পর থেকে সুবহি সাদিক পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে এগার রাক'আত সলাত আদায় করতেন, প্রত্যেক দু' রাক'আতে সালাম ফিরাতেন এবং এক রাক'আত দ্বারা বিতর করতেন। তিনি এতো দীর্ঘক্ষণ সাজদাহ্য় অবস্থান করতেন যে, তাঁর মাথা উঠানোর পূর্বে তোমাদের কেউ আনুমানিক পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারতে। মুয়ায্যিন ফাজ্রের (প্রথম) আযান শেষ করলে তিনি উঠে সংক্ষেপে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন। অতঃপর মুয়াযযিন (জামা'আতের সংবাদ দেয়া জন্য) পুনরায় আসা পর্যন্ত তিনি ডান পাশের পাজরের উপর ভর করে শুয়ে বিশ্রাম নিতেন।[১৩৩৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٣٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ، قَالَ : وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ .

- صحيح : ق .

وَسَاقَ مَعْنَاهُ . قَالَ : وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ .

[১৩৩৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ বিতর, অনুঃ বিতর সম্পর্কে, হাঃ ৯৯৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত এবং নাবী সাঃ- তা কত রাক'আত পড়তেন) 'আয়িশাহ হতে।

১৩৩৭। ইবনু শিহাব (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ সানাদ ও অর্থের হাদীস বর্ণিত। সুলায়মান ইবনু দাউদ বলেন, তিনি বিতর করতেন এক রাক'আত। তিনি এতো দীর্ঘক্ষণ সাজদাহ্য় অবস্থান করতেন যে, তার মাথা উঠানোর পূর্বে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পরিমান তিলাওয়াত করতে পারতে। যখন মুয়াযযিন ফাজ্রের আযান শেষ করতো এবং সুবহি সাদিক উদ্ভাসিত হতো, ... অতঃপর উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ। সুলায়মান বলেন, তাদের একজনের বর্ণনায় অন্যজন হতে কিছু কম-বেশি আছে।[১৩৩৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٣٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ، لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الآخِرَةِ فَيُسَلِّمَ .

– صحيح : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، نَحْوَهُ .

১৩৩৮। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাতে তের রাক'আত সলাত আদায় করতেন। তন্মধ্যে তিনি পাঁচ রাক'আত বিতর আদায় করতেন, এ পাঁচ রাক'আতে কেবল শেষ বৈঠক ছাড়া মাঝখানে বসতেন না, অতঃপর সালাম ফিরাতেন।[১৩৩৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٣٩ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

– صحيح .

১৩৩৯। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাতে তের রাক'আত সলাত আদায় করতেন। অতঃপর ফাজ্র সলাতের আযান শুনতে পেলে সংক্ষেপে দু' রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করতেন।[১৩৩৯]

সহীহ।

[১৩৩৭] বুখারী ও মুসলিম। পূর্বেরটি দেখুন।

[১৩৩৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত এবং নাবী সাঃ- তা কত রাক'আত পড়তেন), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, বিতর পাঁচ রাক'আত পড়ার নিয়ম, হাঃ ১৭৬)।

[১৩৩৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ ফাজরের দু' রাক'আতে কি পড়বে, হাঃ ১১৬৪), আহমাদ (৬/১৭৭) 'উরওয়াহ হতে 'আয়িশাহ সূত্রে।

١٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَكَانَ يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي - قَالَ مُسْلِمٌ : بَعْدَ الْوِتْرِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، وَيُصَلِّي بَيْنَ أَذَانِ الْفَجْرِ وَالإِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ .

- صحيح : م .

১৩৪০। ‘আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ রাতে তের রাক‘আত সলাত আদায় করতেন, তন্মধ্যে আট রাক‘আত (তাহাজ্জুদ), অতঃপর বিতর সলাত পড়তেন। এরপর তিনি আবার সলাত আদায় করতেন। বর্ণনাকারী মুসলিম ইবনু ইবরাহীম বলেন, বিতর সলাতের পর তিনি বসাবস্থায় দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করতেন। তবে রুকূ‘র ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে রুকূ‘ করতেন এবং ফাজ্‌রের আযান ও ইক্বামাতের মাঝখানে দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করতেন।[১৩৪০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٣٤١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ، سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ : " يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي " .

- صحيح : ق .

[১৩৪০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত এবং নাবী সাঃ- তা কত রাক‘আত পড়তেন), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, বিতর ও ফাজরের দু রাক‘আতের মাঝে সলাত বৈধ হওয়া সম্পর্কে, হাঃ ১৭৫৫), আহমাদ (৬/৫২)।

১৩৪১। আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি নাবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ ﵂ -কে জিজ্ঞেস করলেন, রমাযান ও রমাযান ছাড়া অন্য সময়ে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সলাত কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রমাযান ও রমাযান ছাড়া অন্য সময়ে রসূলুল্লাহ ﷺ এগার রাক'আতের অধিক সলাত আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে চার রাক'আত আদায় করতেন, খুবই সুন্দর ও দীর্ঘায়িত করে। অতঃপর চার রাক'আত, তাও এতো সুন্দর ও দীর্ঘায়িত হতো যে, জিজ্ঞেস করো না। সর্বশেষে (বিতর আদায় করতেন) তিন রাক'আত। 'আয়িশাহ ﵂ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি বিতর সলাতের পূর্বে ঘুমান? তিনি বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ ﵂! আমার দু' চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর জাগ্রত থাকে।[১৩৪১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٤٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ لأَبِيعَ عَقَارًا كَانَ لِي بِهَا، فَأَشْتَرِيَ بِهِ السِّلاَحَ وَأَغْزُوَ، فَلَقِيتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا : قَدْ أَرَادَ نَفَرٌ مِنَّا سِتَّةٌ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " . فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ وِتْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ النَّاسِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأْتِ عَائِشَةَ رضى الله عنها . فَأَتَيْتُهَا فَاسْتَتْبَعْتُ حَكِيمَ بْنَ أَفْلَحَ فَأَبَى فَنَاشَدْتُهُ فَانْطَلَقَ مَعِي، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا قَالَ : حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ . قَالَتْ : وَمَنْ مَعَكَ قَالَ : سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ . قَالَتْ : هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الَّذِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ : نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا . قَالَ قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الْقُرْآنَ . قَالَ قُلْتُ : حَدِّثِينِي عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ } قَالَ قُلْتُ : بَلَى . قَالَتْ : فَإِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ السُّورَةِ نَزَلَتْ، فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَحُبِسَ خَاتِمَتُهَا فِي السَّمَاءِ

[১৩৪১] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ রমাযান ও অন্য মাসে নাবী সাঃ- এর ক্বিয়াম, হাঃ ১১৪৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত এবং নাবী সাঃ- তা কত রাক'আত পড়তেন)।

اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ نَزَلَ آخِرُهَا فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَة . قَالَ قُلْتُ : حَدِّثِينِي عَنْ وِتْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ : كَانَ يُوتِرُ بِثَمَانِ رَكَعَات لاَ يَجْلِسُ إِلاَّ فِي الثَّامِنَة، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى، لاَ يَجْلِسُ إِلاَّ فِي الثَّامِنَة وَالتَّاسِعَة، وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي التَّاسِعَة، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَات لَمْ يَجْلِسْ إِلاَّ فِي السَّادِسَة وَالسَّابِعَة، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلاَّ فِي السَّابِعَة، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ هِيَ تِسْعُ رَكَعَات يَا بُنَيَّ، وَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً يُتِمُّهَا إِلَى الصَّبَاحِ، وَلَمْ يَقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَة قَطُّ، وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا يُتِمُّهُ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ بِنَوْمٍ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً . قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ . فَقَالَ : هَذَا وَاللَّهِ هُوَ الْحَدِيثُ، وَلَوْ كُنْتُ أُكَلِّمُهَا لأَتَيْتُهَا حَتَّى أُشَافِهَهَا بِهِ مُشَافَهَةً . قَالَ قُلْتُ : لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لاَ تُكَلِّمُهَا مَا حَدَّثْتُكَ .

– صحيح : م بأتم منه .

১৩৪২। সা'দ ইবনু হিশাম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুদ্ধে যাওয়ার উদ্দেশে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মাদীনাহ্য় আমার যে ভূমি রয়েছে তা বিক্রি করে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করার জন্য (বাসরাহ থেকে) মাদীনাহতে আসলাম। এ সময় নাবী ﷺ এর একদল সাহাবীর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে তারা বললেন, আমাদের মধ্যকার ছয় ব্যক্তির একটি দল এরূপ ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু নাবী ﷺ তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে বলেন ঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মাঝেই উত্তম আদর্শ নিহিত আছে"।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) এর নিকট গিয়ে নাবী ﷺ এর বিতর সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহর সলাত সম্পর্কে যিনি অধিক অভিজ্ঞ আমি তোমাকে তার সন্ধান দিচ্ছি। তুমি 'আয়িশাহ ﷺ-এর নিকট যাও। কাজেই আমি তার নিকট যাই এবং হাকীম ইবনু আফলাহকেও যাবার জন্য অনুরোধ করি, কিন্তু তিনি অস্বীকার করায় আমি তাকে শপথ দিয়ে অনুরোধ করলে তিনি আমার সঙ্গে রওয়ানা হন। আমরা 'আয়িশাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? তিনি বলেন, হাকীম ইবনু আফলাহ। তিনি বলেন, তোমার সাথে কে? তিনি বললেন, সা'দ ইবনু হিশাম। তিনি বললেন, উহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়া হিশাম ইবনু 'আমির? হাকীম ইবনু আফলাহ বলেন, আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, 'আমির তো অত্যন্ত ভাল লোক ছিলেন। তিনি বলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ এর চরিত্র সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? গোটা কুরআনই হচ্ছে রসূলুল্লাহ ﷺ এর চরিত্র। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমাকে রাতের ক্বিয়াম

সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি কুরআনের "ইয়াআইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল" সূরাহ পাঠ করনি? তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ, পাঠ করেছি। তিনি বললেন, এ সূরাহর প্রথমাংশ অবতীর্ণ হবার পর রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীগণ এতো বেশি 'ক্বিয়ামুল লাইল' করতেন যে, তাদের পা ফুলে যেতো। অতঃপর এ সূরাহর শেষাংশ অবতীর্ণ হলে 'কিয়ামুল লাইল' ফার্‌য হতে নাফ্‌ল হিসেবে পরিবর্তন হয়। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমাকে নাবী ﷺ এর বিতর সলাত সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, তিনি আট রাক'আত বিতর করতেন এবং তাতে কেবল অষ্টম রাক'আতেই বসতেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে আরো এক রাক'আত পড়তেন এবং এই অষ্টম ও নবম রাক'আত ছাড়া কোথাও বসতেন না। তিনি নবম রাক'আতে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর বসে বসে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন। হে আমার বৎস! এ এগার রাক'আতই ছিল তাঁর রাতের সলাত । অতঃপর বার্ধক্যের কারণে তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেলে তিনি সাত রাক'আত বিতর করতেন এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম রাক'আত ছাড়া বসতেন না, আর সালাম ফিরাতেন সপ্তম রাক'আতে। অতঃপর বসে বসে দু' রাক'আত নাফ্‌ল সলাত আদায় করতেন। হে বৎস! এ নয় রাক'আতই ছিল রাতের সলাত । রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো সারারাত ভোর পর্যন্ত সলাত আদায় করতেন না, এক রাতে গোটা কুরআন খতম করতেন না এবং রমাযান মাস ছাড়া পুরো এক মাস সওম পালন করতেন না। তিনি কোনো সলাত আরম্ভ করলে তা নিয়মিত আদায় করতেন। ঘুমের কারণে রাতে জাগ্রত হতে না পারলে তিনি দিনের বেলা বারো রাক'আত সলাত আদায় করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি ইবনু 'আব্বাস ﷺ এর কাছে এসে এগুলো বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এটাই হচ্ছে প্রকৃত হাদীস। আমি যদি 'আয়িশাহর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতাম তাহলে আমি এসে এ হাদীস আলোচনা করতাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আমি যদি জানতাম যে, আপনি তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন না, তাহলে আমি হাদীসটি আপনার কাছে বর্ণনা করতাম না।[১৩৪২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٣٤٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ : يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، بِمَعْنَاهُ إِلَى مُشَافَهَةَ .

– صحيح : م .

[১৩৪২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, হাঃ ১৬০০), বুখারী 'আফ'আলুল 'ইবাদ' (হাঃ ২৮৯)।

১৩৪৩। ক্বাতাদাহ (র) হতে উপরোক্ত সানাদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ আট রাক'আত সলাত আদায় করতেন এবং তাতে কেবল অষ্টম রাক'আতেই বসতেন। তিনি বসে আল্লাহর যিক্‌র করতেন, দু'আ করতেন, অতঃপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর বসাবস্থায় দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন, অতঃপর এক রাক'আত সলাত আদায় করতেন। হে বৎস! এটাই তাঁর আদায়কৃত মোট এগার রাক'আত সলাত। অবশ্য বয়োবৃদ্ধির কারণে যখন রসূলুল্লাহর ﷺ শরীর ভারী হয়ে যায় তখন তিনি সাত রাক'আত বিতর আদায় করতেন। অতঃপর সালামের পর বসাবস্থায় দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন।[১৩৪৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٣٤٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ .

- صحيح .

১৩৪৪। সাঈদ (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তিনি এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, আমরা শুনতে পেতাম। যেমনটি রয়েছে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ এর বর্ণনায়।[১৩৪৪]

সহীহ।

١٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا .

- صحيح .

১৩৪৫। সাঈদ (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। ইবনু বাশ্‌শারও ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদের অনুরূপ বলেছেন। তিনি আরো বলেন, তিনি ﷺ আমাদেরকে শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন।[১৩৪৫]

সহীহ।

[১৩৪৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, হাঃ ১৩১৪), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ তিন, পাঁচ ও নয় রাক'আত বিতর সম্পর্কে, হাঃ ১১৯১) তাতে দ্বিতীয় রাক'আতের পর সালামের কথা নেই।

[১৩৪৪] (১৩৪২) নং হাদীস দেখুন।

[১৩৪৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১১২৭)।

١٣٤٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، : أَنَّ عَائِشَةَ، – رضى الله عنها – سُئِلَتْ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ وَطَهُورُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأْسِهِ، وَسِوَاكُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلاَّهُ فَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ، وَلاَ يَقْعُدُ فِي شَىْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ، وَلاَ يُسَلِّمُ، وَيَقْرَأُ فِي التَّاسِعَةِ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَدْعُو بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَهُ، وَيَسْأَلُهُ وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً شَدِيدَةً، يَكَادُ يُوقِظُ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ شِدَّةِ تَسْلِيمِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ، ثُمَّ يَدْعُو مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَّنَ فَنَقَصَ مِنَ التِّسْعِ ثِنْتَيْنِ، فَجَعَلَهَا إِلَى السِّتِّ وَالسَّبْعِ وَرَكْعَتَيْهِ وَهُوَ قَاعِدٌ حَتَّى قُبِضَ عَلَى ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم .

– صحيح دون الأربع ركعات، و المحفوظ عن عائشة ركعتان .

১৩৪৬। যুরারাহ ইবনু আওফা (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা 'আয়িশাহ ﵂-কে রসূলুল্লাহর ﷺ মধ্য রাতের সলাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তিনি 'ইশার সলাত জামা'আতে আদায় করে নিজ পরিজনের কাছে ফিরে এসে চার রাক'আত সলাত আদায় করে স্বীয় বিছানায় ঘুমিয়ে পড়তেন। এ সময় উযুর পানি ও মিসওয়াক তাঁর কাছেই থাকতো। অতঃপর মহান আল্লাহ রাতে যখন সজাগ করার তাঁকে সজাগ করতেন। তিনি মিসওয়াক ও উত্তমরূপে উযু করে তাঁর মুসল্লায় দাঁড়িয়ে আট রাক'আত সলাত আদায় করতেন। তাতে সূরাহ ফাতিহা, কুরআনের অন্য সূরাহ এবং আল্লাহ যা চাইতেন তা পাঠ করতেন। তিনি এতে মাঝখানে না বসে কেবলমাত্র অষ্টম রাক'আতেই বসতেন এবং সালাম না ফিরিয়ে নবম রাক'আতে দাঁড়িয়ে ক্বিরাআত পড়তেন। অতঃপর (শেষ বৈঠকে) বসে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করতেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। সবশেষে তিনি এতো জোরে সালাম ফিরাতেন যে, সালামের আওয়াজে ঘরের লোকের জাগ্রত হবার উপক্রম হতো। অতঃপর তিনি (বসে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন এবং তাতে) বসেই সূরাহ ফাতিহা পাঠ ও রুকূ' করতেন। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় রাক'আতেও বসাবস্থায় রুকূ' ও সাজদাহ্ করতেন। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করে সালাম ফিরিয়ে সলাত শেষ করতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ শরীর ভারী হওয়া পর্যন্ত এভাবেই সলাত আদায় করতেন। অতঃপর (শরীর ভারী হয়ে গেলে) তিনি নয় রাক'আত

থেকে দুই কমিয়ে ছয় রাক'আত (এবং এক যোগ করে) সাত রাক'আত আদায় করেন এবং দু' রাক'আত বসাবস্থায় আদায় করতেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এভাবেই সলাত আদায় করেছেন।[১৩৪৬]

সহীহ, চার রাক'আত কথাটি বাদে। সংরক্ষিত হচ্ছে 'আয়িশাহ সূত্রে দু' রাকআত।

١٣٤٧ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ : يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، لَمْ يَذْكُرِ الأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ : فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَلاَ يُسَلِّمُ، فَيُصَلِّي رَكْعَةً يُوتِرُ بِهَا، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا، ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ .

– صحيح .

১৩৪৭। বাহ্‌য ইবনু হাকীম ﷺ হতে উপরোক্ত সানাদে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি 'ইশার সলাত আদায়ের পর স্বীয় বিছানায় বিশ্রাম নিতেন। এতে চার রাক'আতের কথা উল্লেখ নেই। অতঃপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। এতে রয়েছে, অতঃপর তিনি আট রাক'আত সলাত আদায় করতেন। ক্বিরাআত, রুকূ' ও সাজদাহ্‌ এগুলো পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান ছিলো সমপরিমাণ এবং তিনি এ সলাতে কেবলমাত্র অষ্টম রাক'আতেই বসতেন। অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে এক রাক'আত দ্বারা বিতর করতেন। সবশেষে এমনভাবে উচ্চস্বরে সালাম বলতেন যে, আওয়াজ আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ করে দিতো। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।[১৩৪৭]

সহীহ।

١٣٤٨ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، – يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ – عَنْ بَهْزٍ، حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ : يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّسْلِيمِ : حَتَّى يُوقِظَنَا .

– صحيح إلا الأربع، والمحفوظ ركعتان .

[১৩৪৬] পূর্বের হাদীসগুলোতে গত হয়েছে। এছাড়া আহমাদ (৬/২৩৬)।
[১৩৪৭] (১৩৪২) নং হাদীসে গত হয়েছে।

১৩৪৮। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তাকে রসূলুল্লাহ (সা) এর সলাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, তিনি লোকদেরকে নিয়ে 'ইশার সলাত আদায় শেষে ঘরে ফিরে এসে চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন। এরপর ঘুমের জন্য স্বীয় বিছানায় চলে যেতেন। অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে "ক্বিরাআত, রুকূ' ও সাজদাহতে সমতা রক্ষা করা এবং তাঁর উচ্চস্বরে সালাম উচ্চারণ আমাদেরকে ঘুম থেকে সজাগ করতো" এ বাক্য উল্লেখ নেই।[১৩৪৮]

সহীহ, চার রাক'আত কথাটি বাদে। মাহফূয হচ্ছে দু' রাক'আত।

١٣٤٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، – يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ – عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، – رضى الله عنها – بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمْ .

– صحيح .

১৩৪৯। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে এ সানাদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত।[১৩৪৯]

হীহ।

١٣٥٠ – حَدَّثَنَا مُوسَى، – يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ – حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، – يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ .

– حسن صحيح .

১৩৫০। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তের রাক'আত সলাত আদায় করতেন এবং নবম রাক'আতে বিতর অথবা তিনি অনুরূপ বলেছেন। তিনি বসে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন, অতঃপর ফাজ্‌রের দু' রাক'আত সুন্নাত সলাত আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতেন।[১৩৫০]

হাসান সহীহ।

[১৩৪৮] এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

[১৩৪৯] (৫৬) নং হাদীসে গত হয়েছে।]

[১৩৫০] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মূল হাদীস বুখারীতে রয়েছে (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ নাবী সাঃ-এর সলাত কিরূপ ছিল, হাঃ ১১৩৯, এ শব্দে ঃ 'আয়িশাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, রসূলুল্লাহর সলাত সম্পর্কে? তিনি বললেন ঃ ফাজরের দু' রাক'আত বাদে সাত, নয় ও এগার)।

١٣٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوِتْرِ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ،

- حسن صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ، قَالَ فِيهِ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ : يَا أُمَّتَاهُ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ .

- صحيح .

১৩৫১। 'আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিতর সলাত নয় রাক'আত আদায় করতেন। পরবর্তীতে (পরিণত বয়সে) তিনি সাত রাক'আত বিতর সলাত আদায় করেন এবং বিতরের পর বসাবস্থায় দু' রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। তাতে ক্বিরাআত পাঠ করেছেন এবং রুকূ'র সময় দাঁড়িয়ে রুকূ' করেছেন, অতঃপর সাজদাহ্ করেছেন।

হাসান সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দুটি অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন খালিদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-ওয়াসিত্বী (র) মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর হতে। তাতে রয়েছে, 'আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাস বলেন, হে আম্মাজান! তিনি ঐ দু' রাক'আত কিভাবে আদায় করেছেন? অতঃপর হাদীসের ভাবার্থ উল্লেখ করেন।[১৩৫১]

সহীহ।

١٣٥٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ : أَخْبِرِينِي عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ، فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِلَى طَهُورِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ

[১৩৫১] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ নয় রাক'আত বিতর পড়ার নিয়ম, হাঃ ১৭২১)।

الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ، فَرُبَّمَا جَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ يُغْفِي، وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لاَ، حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاَةِ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى أَسَنَّ وَلَحُمَ، فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

– صحيح .

১৩৫২। হিশাম ইবনু সা'দ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাদীনাহ্য় এসে 'আয়িশাহ ﷺ এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি আমাকে রসূলুল্লাহর ﷺ সলাত সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে 'ইশার সলাত আদায়ের পর নিজের বিছানায় এসে ঘুমাতেন। অতঃপর মাঝ রাতে উঠে নিজের প্রয়োজন সেরে উযুর পানি নিয়ে উযু করে মাসজিদে গিয়ে আট রাক'আত সলাত আদায় করতেন। আমার ধারণা, তিনি ক্বিরাআত, রুকূ' ও সাজদাহ্র মধ্যে সমতা বজায় রাখতেন। তারপর এক রাক'আত বিতর করতেন। সবশেষে বসাবস্থায় দু' রাক'আত সলাত আদায় করে বিশ্রাম নিতেন। অতঃপর কখনো বিলাল এসে তাকে সলাতের সংবাদ দিতেন। কখনো তিনি আবার হালকা ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা, এ নিয়ে আমার সংশয় হতো। অতঃপর তাঁকে আবারো সলাতের জন্য ডাকা হতো। এ ছিল বয়োবৃদ্ধ বা শরীর ভারী হওয়া পর্যন্ত তাঁর রাতের সলাত। অতঃপর 'আয়িশাহ তাঁর শরীর ভারী হওয়া সম্পর্কিত আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যা উল্লেখ করার করেন। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।[১৩৫২]

সহীহ।

١٣٥٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ اسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ : { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ } حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ إِنَّهُ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ – قَالَ عُثْمَانُ : بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ، فَأَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى

[১৩৫২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ নয় রাক'আত বিতর পড়ার নিয়ম, হাঃ ১৭২১)।

الصَّلاَةِ – وَقَالَ ابْنُ عِيسَى : ثُمَّ أَوْتَرَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ – ثُمَّ اتَّفَقَا – وَهُوَ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا " .

– صحيح : م .

১৩৫৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি নাবী ﷺ এর সাথে ঘুমালেন। অতঃপর তিনি দেখলেন যে, তিনি ঘুম থেকে জেগে মিসওয়াক করে উযু সেরে আল্লাহর এ বাণী তিলাওয়াত করলেন ঃ "ইন্না ফি খালক্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি" সূরাহ আল 'ইমরানের শেষ আয়াত পর্যন্ত। তারপর উঠে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলেন। সলাতের ক্বিয়াম, রুকূ' ও সাজদাহ্ খুব দীর্ঘায়িত করলেন। অতঃপর সলাত শেষে তিনি নাক ডেকে ঘুমাতে লাগলেন। এরূপে তিনবারে ছয় রাক'আত আদায় করলেন এবং প্রতিবারই মিসওয়াক করে উযু সেরে উক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন। সবশেষে বিতর পড়লেন। বর্ণনাকারী 'উসমান বলেন, তিনি বিতর সলাত তিন রাক'আত আদায় করেছেন। অতঃপর মুয়াযযিন এলে তিনি মাসজিদে চলে গেলেন। ইবনু ঈসা বলেন, তিনি বিতর করলেন, অতঃপর ফাজ্‌রের আবির্ভাব হলে বিলাল ﷺ এসে তাঁকে সলাতের সংবাদ দিলেন। তিনি ফাজ্‌রের দু' রাক'আত সুন্নাত আদায়ের পর মাসজিদে যান এবং এ দু'আ পাঠ করেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার জবানে নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও, নূর দান করো আমার পেছন ও সম্মুখভাগে এবং আমার উপরে ও নীচে। হে আল্লাহ! আমাকে পর্যাপ্ত নূর দান করো"।[১৩৫৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٣٥٤ – حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، نَحْوَهُ قَالَ : " وَأَعْظِمْ لِي نُورًا "

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو خَالِدٍ الدَّالاَنِيُّ عَنْ حَبِيبٍ فِي هَذَا، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي رِشْدِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

– صحيح : ق .

[১৩৫৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত ও ক্বিয়ামের দু'আ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, হাঃ ১৭০৪)।

১৩৫৪। হুসাইন (র) হতে এ সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তাতে রয়েছে ঃ "আমাকে পর্যাপ্ত নূর দান করো"।

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূ খালিদ আদ-দালানী (র) হাবীব (র) হতে এবং সালামাহ ইবনু কুহাইল (র) আবূ রিশদীন ইবনু 'আব্বাস ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[১৩৫৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قِيَامُهُ مِثْلُ رُكُوعِهِ، وَرُكُوعُهُ مِثْلُ سُجُودِهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ ثُمَّ قَرَأَ بِخَمْسِ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ هَذَا حَتَّى صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى سَجْدَةً وَاحِدَةً فَأَوْتَرَ بِهَا، وَنَادَى الْمُنَادِي عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : خَفِيَ عَلَيَّ مِنِ ابْنِ بَشَّارٍ بَعْضُهُ .

১৩৫৫। আল-ফাদল ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বচক্ষে নাবী ﷺ এর সলাত আদায়ের পদ্ধতি অবলোকনের উদ্দেশে আমি একদা নাবী ﷺ এর সাথে রাত যাপন করি। তিনি ﷺ ঘুম থেকে উঠে উযু করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলেন। তাঁর দাঁড়ানোর দীর্ঘতা তাঁর রুকূ'র সমান এবং তাঁর রুকূ'র দীর্ঘতা ছিলো তাঁর সাজদাহ্র সমান। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আবার সজাগ হয়ে উযু ও মিসওয়াক করে সূরাহ আল 'ইমরান হতে এ পাঁচটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহারি"। এরূপে তিনি দশ রাক'আত সলাত আদায় করলেন এবং শেষে এক রাক'আত দ্বারা বিতর করলেন। এ সময় মুয়াযযিন আযান দিলে তিনি সংক্ষেপে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে বসে থাকলেন। অতঃপর ফাজ্রের সলাত আদায় করলেন।[১৩৫৫]

দুর্বল।

[১৩৫৪] পূর্বের হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

[১৩৫৫] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ দুর্বল। কুরাইব হাদীসটি ফাযল ইবনু 'আবআস হতে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন যেমন 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে রয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু বাশশার বর্ণিত এ হাদীসটির কিছু অংশ আমার নিকট অস্পষ্ট।

١٣٥٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الأَسَدِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا أَمْسَى فَقَالَ : " أَصَلَّى الْغُلاَمُ " . قَالُوا : نَعَمْ . فَاضْطَجَعَ حَتَّى إِذَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَبْعًا أَوْ خَمْسًا أَوْتَرَ بِهِنَّ لَمْ يُسَلِّمْ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ .

- صحيح .

১৩৫৬। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার খালা মায়মূনাহ্র ﷺ নিকট অবস্থান করি। সন্ধ্যার পর রসূলুল্লাহ ﷺ এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'বালকটি কি সলাত আদায় করেছে? তারা বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি শুয়ে পড়লেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি উঠে উযু করে বিতর সহ সাত বা পাঁচ রাক'আত সলাত আদায় করলেন। এতে তিনি কেবল শেষ রাক'আতেই সালাম ফিরান।[১৩৫৬]

সহীহ।

١٣٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَدَارَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسًا ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ - أَوْ خَطِيطَهُ - ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ .

- صحيح .

১৩৫৭। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার খালা মায়মূনাহ বিনতুল হারিসের ﷺ ঘরে অবস্থান করি। নাবী ﷺ 'ইশার সলাত আদায়ের পর ঘরে এসে চার রাক'আত সলাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর আবার উঠে সলাত আদায় করতে লাগলেন, তখন আমি তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন এবং তিনি পাঁচ রাক'আত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি

[১৩৫৬] কানযুল 'উম্মাল (৮/২৭৭), ইবনু জারীর।

আবার ঘুমালেন; এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। অতঃপর আবার উঠে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর (ঘর থেকে) বের হয়ে (মাসজিদে) গিয়ে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করেন।[১৩৫৭]

সহীহ।

١٣٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ فِي، هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ .

- صحيح .

১৩৫৮। সাঈদ ইবনু জুবাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু 'আব্বাস ﵄ তাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি উঠে দু' দু' রাক'আত করে আট রাক'আত সলাত আদায়ের পর পাঁচ রাক'আত বিতর করেন এবং তিনি এ রাক'আতগুলোর মাঝে বসেননি।[১৩৫৮]

সহীহ।

١٣٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْهِ قَبْلَ الصُّبْحِ : يُصَلِّي سِتًّا مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِخَمْسٍ لاَ يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ .

- صحيح .

১৩৫৯। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌রের পূর্বের দু' রাক'আতসহ সর্বমোট তের রাক'আত সলাত আদায় করতেন। দু' দু' রাক'আত করে ছয় রাক'আত এবং বিতর পাঁচ রাক'আত, এর সর্বশেষ রাক'আত ছাড়া তিনি মাঝখানে বসতেন না।[১৩৫৯]

সহীহ।

[১৩৫৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ দুই জন সলাত আদায় করলে মুক্তাদী ইমামের ডান পাশে বরাবর দাঁড়াবে, হাঃ ৬৯৭) শু'বাহ হতে.অনুরূপ।

[১৩৫৮] নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ নাবী সাঃ-এর রাতের সলাতের পদ্ধতি, হাঃ ৪-৬)।

[১৩৫৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, পাঁচ রাক'আত বিতর পড়ার নিয়ম এবং এ সম্পর্কে মতভেদ, হাঃ ১৭১৬)।

١٣٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .

– صحيح : ق .

১৩৬০। ‘উরওয়াহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ‘আয়িশাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাকে বলেছেন, নাবী ﷺ ফাজ্‌রের দু’ রাক‘আত (সুন্নাত) সহ রাতে সর্বমোট তের রাক‘আত সলাত আদায় করতেন।[১৩৬০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٦١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْمُقْرِئَ، أَخْبَرَهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأَذَانَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا . قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ فِي حَدِيثِهِ : وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا بَيْنَ الأَذَانَيْنِ، زَادَ : جَالِسًا .

– صحيح : دون قوله : بَيْنَ الأَذَانَيْنِ، والمحفوظ : بعد الوتر .

১৩৬১। ‘আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ‘ইশার সলাত আদায়ের (অনেকক্ষণ) পরে দাঁড়িয়ে আট রাক‘আত সলাত আদায় করেন এবং দু’ আযানের (ফাজ্‌রের আযান ও ইক্বামাতের) মাঝখানে দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করেন। তিনি কখনো এ দু’ রাক‘আত ছেড়ে দেননি। জা‘ফর ইবনু মুসাফিরের বর্ণনায় রয়েছে ঃ তিনি দু’ আযানের মাঝখানে দু’ রাক‘আত সলাত বসে আদায় করেছেন।[১৩৬১]

সহীহ ঃ তার একথাটি বাদে ঃ দুই আযানের মাঝে। সংরক্ষিত হচ্ছে ঃ বিতরের পরে।

١٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها : بِكَمْ كَانَ

[১৩৬০] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ নাবী সাঃ-এর সলাত আদায়ের নিয়ম, হাঃ ১১৪০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত এবং নাবী সাঃ তা কত রাক‘আত আদায় করতেন)।

[১৩৬১] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ ফাজরের দুই রাক‘আত (সুন্নাত) অব্যাহতভাবে আদায় করা, হাঃ ১১৫৯), আহমাদ (৬/১৫৪)।

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ قَالَتْ : كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ، وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . قُلْتُ : مَا يُوتِرُ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَلِكَ .

– صحيح .

وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ : وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ .

১৩৬২। ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বায়িস (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ ﷺ-কে রসূলুল্লাহর ﷺ বিতর সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন অথবা তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। তিনি সাত রাক‘আতের কম এবং তের রাক‘আতের অধিক বিতর করতেন না।[১৩৬২]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, আহমাদের বর্ণনায় (র) ছয় ও তিন রাক‘আতের কথা উল্লেখ নেই।

١٣٦٣ – حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ . فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَتَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُبِضَ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، وَكَانَ آخِرُ صَلاَتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرَ .

– ضعيف .

১৩৬৩। আল-আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ‘আয়িশাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে রসূলুল্লাহর ﷺ রাতের সলাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি রাতে তের রাক‘আত সলাত আদায় করতেন। পরবর্তীতে তিনি দু’ রাক‘আত বর্জন করে এগার রাক‘আত

[১৩৬২] আহমাদ (৬/১৪৯)।

আদায় করেছেন। অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি রাতে নয় রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। বিতর হতো তাঁর রাতের শেষ সলাত।[১৩৬৩]

দুর্বল।

١٣٦٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ كُرَيْبًا، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ قَالَ : بِتُّ عِنْدَهُ لَيْلَةً وَهُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، فَنَامَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُهُ اسْتَيْقَظَ فَقَامَ إِلَى شَنٍّ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْتُ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي كَأَنَّهُ يَمَسُّ أُذُنِي كَأَنَّهُ يُوقِظُنِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قُلْتُ : فَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ، ثُمَّ نَامَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَقَالَ : الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ .

– صحيح .

১৩৬৪। মাখরামাহ ইবনু সুলায়মান (র) বর্ণনা করেন যে, তাকে ইবনু 'আব্বাসের ﷺ মুক্তদাস কুরাইব (র) অবহিত করেছেন যে, তিনি ইবনু 'আব্বাস ﷺ-কে রসূলুল্লাহর ﷺ রাতের সলাতের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি মায়মূনাহর ﷺ ঘরে নাবী ﷺ এর সাথে রাত যাপন করি। সেখানে তিনি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর জেগে উঠে পানির মশকের নিকট গিয়ে উযু করলেন। আমিও তাঁর সাথে উযু করলাম। তিনি সলাতে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি আমাকে টেনে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। অতঃপর তিনি আমার মাথার উপর তাঁর হাত রাখলেন, যেন তিনি আমার কান মলে আমাকে সজাগ করছেন। অতঃপর তিনি সংক্ষেপে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলেন। প্রতি রাক'আতে তিনি সূরাহ ফাতিহা পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং আবার সলাত আদায় করলেন। শেষ পর্যন্ত বিতর সহ মোট এগার রাক'আত সলাত আদায় করলেন। এরপর ঘুমালেন। অতঃপর বিলাল এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! সলাত। ফলে তিনি উঠে দু' রাক'আত (সুন্নাত) সলাত আদায়ের পর লোকদেকে নিয়ে ফার্‌য সলাত আদায় করলেন।[১৩৬৪]

সহীহ।

[১৩৬৩] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৩/৩৪)। এর সানাদ দুর্বল।
[১৩৬৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, হাঃ ৬৮৫) শু'আইব হতে।

١٣٦٥ - حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ، حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ } لَمْ يَقُلْ نُوحٌ : مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ .

- صحيح .

১৩৬৫। ইবনু ‘আব্বাস রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনাহর রাঃ নিকট এক রাত অতিবাহিত করি। নাবী ﷺ রাতের সলাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। তিনি তের রাক‘আত সলাত আদায় করলেন, তাতে ফাজ্‌রের দু’ রাক‘আত সুন্নাতও ছিল। আমি অনুমান করলাম, তাঁর প্রতি রাক‘আতে দাঁড়ানোর সময়টুকু ছিল “ইয়া আইয়্যুহাল মুয্‌যাম্মিল” সূরাহ পাঠের সময়ের অনুরূপ। বর্ণনাকারী নূহ্ ইবনু হাবীব, ‘তন্মধ্যে ফাজ্‌রের দু’ রাক‘আতও ছিল’ এ কথাটি বলেননি।[১৩৬৫]

সহীহ।

١٣٦٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ - قَالَ - لأَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ، قَالَ : فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

- صحيح : م .

১৩৬৬। যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ এর রাতের সলাত সচক্ষে দেখার সংকল্প করলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর ঘরের চৌকাঠ বা তাঁবুর দরজাতে মাথা রেখে শুয়ে থাকলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর দু’ রাক‘আত আদায় করলেন খুবই দীর্ঘভাবে। অতঃপর আরো দু’ রাক‘আত। তবে এর দীর্ঘতা পূর্বের দু’ রাক‘আতের চেয়ে কম। অতঃপর দু’ রাক‘আত পড়লেন, এটা পূর্বের দু’

[১৩৬৫] আহমাদ (১/২৫২), বায়হাক্বী ‘সুনানুল কুবরা’ (৩/৮)।

রাক'আতের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিলো। অতঃপর আরো দু' রাক'আত আদায় করলেন পূর্বেরটির চেয়ে সংক্ষিপ্ত করে। অতঃপর বিতর আদায় করলেন। এ নিয়ে সর্বমোট তের রাক'আত সলাত।[১৩৬৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٣٦٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ، بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ خَالَتُهُ - قَالَ - فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ - أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ - اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي فَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ الْقَعْنَبِيُّ : سِتَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

- صحيح :ق .

১৩৬৭। ইবনু 'আব্বাসের ﵄ মুক্তদাস কুরাইব (র) সূত্রে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﵄ তাকে বর্ণনা করেছেন যে, এক রাত তিনি তার খালা রসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রী মায়মূনাহর ﵂ ঘরে অবস্থান করেন। তিনি বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়ি ঘুমিয়ে পড়ি আর রসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর স্ত্রী লম্বালম্বী ঘুমালেন। রসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে থাকলেন। অতঃপর রাতের অর্ধেক অথবা সামান্য অতিবাহিত হলে রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল হতে ঘুমের রেশ মুছতে মুছতে উঠে বসেন এবং সূরাহ আলে 'ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপর পানির একটি ঝুলন্ত মশকের নিকট গিয়ে তা থেকে খুব ভালভাবে উযু করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে লাগলেন। 'আবদুল্লাহ ﵁ বলেন, আমিও উঠে তিনি যা যা করেছেন তা

[১৩৬৬] **মুসলিম** (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত ও ক্বিয়ামের দু'আ), তিরমিযী 'শামায়িলি মাহমুদিয়্যাহ' (হাঃ ২৫৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ রাতে কত রাক'আত সলাত পড়বে, হাঃ ৩৬২). 'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ 'যাওয়ায়িদে মুসনাদ' (৫/১৯৩)।

করলাম এবং তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রেখে আমার কান ধরে টানলেন। অতঃপর তিনি দু' রাক'আত, দু' রাক'আত, অতঃপর দু' রাক্'আত, দু' রাক'আত, আবার দু' রাক'আত এবং আবার দুই রাক'আত সলাত আদায় করলেন। বর্ণনাকারী আল-কা'নাবী বলেন, তিনি এভাবে ছয়বার আদায় করেন। অতঃপর বিতর করে বিশ্রাম নেন। অবশেষে মুয়াযযিন এলে তিনি উঠে সংক্ষেপে দু' রাক'আত (সুন্নাত) সলাত আদায় করে বের হলেন এবং (মাসজিদে গিয়ে) ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন।[১৩৬৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣١٧- باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-৩১৭ ঃ সলাতে ভারসাম্য বজায় রাখার নির্দেশ

١٣٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ " . وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ .

- صحيح : ق .

১৩৬৮। 'আয়িশাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাধ্যানুযায়ী (নিয়মিতভাবে) আমল করবে। কেননা তোমরা বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ প্রতিদান দেয়া বন্ধ করেন না। মহান আল্লাহ ঐ আমলকে ভালবাসেন যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়। তিনি ﷺ কোন আমল করলে তা নিয়মিতভাবে করতেন।[১৩৬৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٦٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ : " يَا عُثْمَانُ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي " . قَالَ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ

[১৩৬৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, হাঃ ১৮৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত ও ক্বিয়ামের দু'আ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, হাঃ ৬৮৫)।

[১৩৬৮] বুখারী অধ্যায় ঃ সওম, অনুঃ শা'বানের রোযা, হাঃ ১৯৭০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ তাহাজ্জুদ সলাত বা অন্যান্য 'ইবাদাত স্থায়ীভাবে করার ফাযীলাত)।

أَطْلُبُ . قَالَ : " فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ " .

– صحيح .

১৩৬৯। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ 'উসমান ইবনু মাযউন ﷺ-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে নাবী ﷺ বললেন, হে 'উসমান! তুমি কি আমার সুন্নাতকে এড়িয়ে চলছো? তিনি বললেন, না, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রসূল! বরং আমি আপনার সুন্নাতেরই প্রত্যাশী। তিনি বললেন ঃ আমি (রাতে) ঘুমাই এবং সলাতও আদায় করি, সওম পালন করি এবং ইফতারও করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। হে উসমান! আল্লাহকে ভয় করো! কেননা তোমার প্রতি তোমার পরিবারের হক আছে, তোমার মেহমানের হক আছে এবং তোমার নিজের শরীরেও হক আছে। কাজেই তুমি সওম পালন করবে এবং ইফতারও করবে, সলাত আদায় করবে এবং নিদ্রায়ও যাবে।[১৩৬৯]

সহীহ।

١٣٧٠ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ قَالَتْ : لاَ، كَانَ كُلُّ عَمَلِهِ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَطِيعُ؟!

– صحيح : ق .

১৩৭০। আলক্বামাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আয়িশাহ ﷺ-কে রসূলুল্লাহ ﷺ এর আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তিনি 'ইবাদাতের জন্য কোনো বিশেষ দিনকে নির্ধারণ করতেন কিনা? তিনি বললেন, না। তিনি প্রতিটি আমল নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ যা করতে সক্ষম ছিলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি সেরূপ করতে সক্ষম?[১৩৭০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১৩৬৯] আহমাদ (৬/২৬৮)। হায়সামী এটি মাজমাউয যাওয়ায়িদ (৪/৩০১) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে আহমাদ ও বায্যারের দিকে সম্পর্কিত করে বলেছেন ঃ আহমাদের সানাদের রিজাল বিশ্বস্ত। শায়খ আলবানী ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে বলেন ঃ এর সানাদ ভাল, ইবনু ইসহাক্বের শ্রবণ স্পষ্ট হয়েছে।

[১৩৭০] বুখারী (অধ্যায় ঃ সওম, হাঃ ১৯৮৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ তাহাজ্জুদ সলাত বা অন্যান্য 'ইবাদাত স্থায়ীভাবে করার ফাযীলাত)।

তাহাজ্জুদ সলাত বিষয়ক (১৩০৪-১৩৭০ নং) হাদীসসমূহ হতে শিক্ষা ঃ

১। তাহাজ্জুদ হচ্ছে রাতের নাফ্ল সলাত।
২। এ সলাত নিয়মিত পড়াটাই উত্তম।
৩। দাঁড়িয়ে এবং বসে দু' ভাবেই এ সলাত আদায় করা যায়। তবে ওজর না থাকলে দাঁড়িয়ে পড়া ভালো।
৪। নিজ স্ত্রীকে সাথে নিয়ে তাহাজ্জুদ পড়া খুবই ফাযীলাতপূর্ণ কাজ।

كتاب شهر رمضان

অধ্য য়

(রমাযান মাস)

٣١٨- باب فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৩১৮ ঃ রমাযান মাসের ক্বিয়াম

١٣٧١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، - قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ ثُمَّ يَقُولُ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ - رضى الله عنه - وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رضى الله عنه .

- صحيح : ق، لكن خ جعل قوله : (فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ....) من كلام الزهري .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عُقَيْلٌ وَيُونُسُ وَأَبُو أُوَيْسٍ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ " . وَرَوَى عُقَيْلٌ " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ " .

- حسن صحيح .

১৩৭১। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) রমাযান মাসের ক্বিয়ামে খুবই উৎসাহী ছিলেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে লোকদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দিতেন না। তিনি

৫। ঘুমের ঘোরে তাহাজ্জুদ পড়া অনুচিত। শরীরেরও হক রয়েছে। কাজেই এ অবস্থায় শরীরের উপর কষ্ট না দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিবে কিংবা ঝিমনি দূর হলে সলাত আদায় করবে।

৬। তাহাজ্জুদের নিয়্যাত করার পর রাতে জাগ্রত হতে না পারলেও মহান আল্লাহ এর সওয়াব দান করবেন। এতে প্রমাণিত হয়, নেক কাজের নিয়্যাত করার পর তা না করতে পারলেও সওয়াব পাওয়া যায়।

৭। এ সলাত রাতের এক তৃতীয়াংশে আদায় করা উত্তম।

৮। তাহাজ্জুদের সলাত দু' দু' রাক'আত করে আদায় করতে হয়।

৯। তাহাজ্জুদ সলাত শুরুর আগে সংক্ষেপে দু' রাক'আত সলাত আদায় করা যেতে পারে।

১০। তাহাজ্জুদ সলাতের ক্বিরাআত আস্তে এবং জোরে উভয়ভাবেই পড়া যায়। তবে কারো যেন অসুবিধা না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরী।

বলতেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের রাতে সলাতে দাঁড়ায়, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। রসূলুল্লাহর ﷺ ইন্তিকাল পর্যন্ত এর বিধান এরূপই থাকলো। অতঃপর আবূ বাকর ﷺ এর পূর্ণ খিলাফাত ও 'উমার ﷺ এর খিলাফাতের প্রথম দিকেও এ নিয়ম চালূ থাকে।[১৩৭১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। কিন্তু বুখারীতে "রসূলুল্লাহর ইন্তিকাল পর্যন্ত..." অংশটুকু যুহরীর বক্তব্য হিসেবে এসেছে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন 'উক্বাইল, ইউনুস ও আবূ উওয়ায়স। তবে তাতে রয়েছে, 'যে ব্যক্তি রমাযানে সওম পালন ও ক্বিয়াম করে'।

হাসান সহীহ।

١٣٧٢ – حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، – الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

– صحيح : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ .

১৩৭২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি এ হাদীস নাবী ﷺ এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমাযানে সওম পালন করে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় ক্বদরের রাতে ক্বিয়াম করে তারও পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।[১৩৭২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১৩৭১] বুখারী (অধ্যায় ঃ লাইলতুল ক্বদরের ফাযীলাত, অনুঃ ক্বদরের রাত, হাঃ ২০১৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রমাযান মাসের রাতের বেলায় 'ইবাদাত করা তথা তারাবীহ সলাত আদায়ের প্রতি উৎসাহ দান)।

[১৩৭২] বুখারী (অধ্যায় ঃ সওম, অনুঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় সওম পালন করে, হাঃ ১৯০১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রমাযান মাসের রাতের বেলায় 'ইবাদাত করা তথা তারাবীহ সলত আদায়ের প্রতি উৎসাহ দান)।

١٣٧٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ " قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ " . وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ .

- صحيح : ق .

১৩৭৩। নাবী ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ মাসজিদে (তারাবীহ) সলাত আদায় করলে লোকেরাও তাঁর সাথে সলাত আদায় করলো। পরবর্তী রাতেও তিনি সলাত আদায় করেন এবং তাতে অনেক লোকের সমাগম হয়। অতঃপর পরবর্তী (তৃতীয়) রাতেও লোকজন সমবেত হলো, কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে তাদের কাছে এলেন না। অতঃপর ভোর হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি করেছো আমি তা দেখেছি। তবে তোমাদের উপর ফার্‌য করে দেয়া হতে পারে, এ আশংকায় আমি তোমাদের কাছে আসিনি। এটি রমাযান মাসের ঘটনা।[১৩৭৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٧٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبْتُ لَهُ حَصِيرًا فَصَلَّى عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فِيهِ قَالَ - تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - " أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا وَاللَّهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِي هَذِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ غَافِلاً وَلاَ خَفِيَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ " .

- حسن صحيح .

১৩৭৪। 'আয়িশাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রমাযান মাসে মাসজিদে বিচ্ছিন্নভাবে সলাত আদায় করতো। আমার প্রতি রসূলুল্লাহর ﷺ নির্দেশ মোতাবেক আমি তাঁর জন্য একটা মাদুর বিছিয়ে দিলে তিনি তার উপর সলাত আদায় করলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, অতঃপর নাবী ﷺ বললেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহর শপথ!

[১৩৭৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ ক্বিয়ামুল লাইলের প্রতি নাবী সাঃ- এর উৎসাহ দান), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রমাযান মাসের রাতের বেলায় 'ইবাদাত করা তথা তারাবীহ সলত আদায়ের প্রতি উৎসাহ দান)।

আল্লাহর প্রশংসা, আমার রাতটি আমি গাফিলভাবে অতিবাহিত করি নাই এবং তোমাদের অবস্থাও আমার নিকট গোপন থাকেনি।[১৩৭৪]

হাসান সহীহ।

١٣٧٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ . قَالَ فَقَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ " . قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ . قَالَ قُلْتُ مَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُورُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ .

– صحيح .

১৩৭৫। আবূ যার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে রমাযান মাসের সওম পালন করতাম। তিনি এ মাসে (প্রথম দিকের অধিকাংশ দিনই) আমাদেরকে নিয়ে (তারাবীহ) সলাত আদায় করেননি। অতঃপর রমাযানের সাত দিন বাকী থাকতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। তিনি পরবর্তী রাতে আমাদেরকে নিয়ে (মাসজিদে) সলাত আদায় করলেন না। অতঃপর পঞ্চম রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে সলাতে দাঁড়িয়ে অর্ধেক রাত অতিবাহিত করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি এ পুরো রাতটি আমাদেরকে নিয়ে সলাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে ('ইশার) সলাত আদায় করে প্রত্যাবর্তণ করলে তাকে পুরো রাতের সলাত আদায়কারী হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি বলেন, অতঃপর পরবর্তী চতুর্থ রাতে তিনি (মাসজিদে) সলাত আদায় করেননি। যখন তৃতীয় রাত এলো তিনি তার পরিবার-পরিজন, স্ত্রী ও অন্য লোকদের একত্র করলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে এত দীর্ঘক্ষণ সলাত আদায় করলেন যে, আমরা 'ফালাহ' ছুটে যাওয়ার আশংকা করলাম। জুবাইর ইবনু

[১৩৭৪] আহমাদ (৬/২৬৭) আবূ সালামাহ হতে।

নুফাইর বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ফালাহ' কি? তিনি বললেন, সাহারী খাওয়া। অতঃপর তিনি এ মাসের অবশিষ্ট রাতে আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়াননি।[১৩৭৫]

সহীহ।

[১৩৭৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সওম, অনুঃ ক্বিয়ামে রামাযান, হাঃ ৮০৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তাঁর ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সলাত আদায় করলে, হাঃ ১৩৬৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ক্বিয়ামের রমাযান, হাঃ ১৩২৭)।

এক নজরে তারাবীহ সলাতের নিয়ম ঃ

(১) তারাবীহ সলাতের রাক'আত সংখ্যা সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক বিতর সহ ১১ রাক'আত। আর দুর্বল হাদীস মোতাবেক ২০ কিংবা তার চাইতে বেশি।

* শায়খ 'আবদুল হক দেহলবী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে ২০ রাক'আতের প্রমাণ নেই। বিশ রাক'আতের হাদীস দুর্বল সানাদে বর্ণিত হয়েছে, যার দুর্বলতার ব্যাপারে সকল হাদীসবিশারদ ইমামগণ একমত।

* শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আমল দ্বারা তারাবীহ্র সলাত বিতর সহ ১১ রাক'আতই প্রমাণিত। (দেখুন, আল-মুসাফফাহ শরহে মুয়াত্তা)

* মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ হানাফী শায়খদের কথার দ্বারা ২০ রাক'আত তারাবীহ বুঝা যায় বটে, কিন্তু দলীল প্রমাণ মতে বিতর সহ ১১ রাক'আতই সঠিক।

* আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রহঃ) 'ফাতহুল ক্বাদীর' গ্রন্থে তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে বিশদ আলোচনার উপসংহারে বলেন ঃ এ সমস্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, রমাযানের রাতের সলাত জামা'আতের সাথে বিতর সহ ১১ রাক'আত পড়া সুন্নাত, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদায় করেছেন। (দেখুন, ফাতহুল ক্বাদীর ১/৪০৭)

* আল্লামা রশীদ আহমাদ গাংগুহী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ তারাবীহ্র সলাত বিতর সহ মাত্র ১১ রাক'আতই প্রমাণিত এবং তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। (রিসালাহ আল-হাক্কুশ শরীফ পৃঃ ২২)

* আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ যদি প্রশ্ন করা হয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে রাতগুলিতে তারাবীহ পড়েছিলেন তা কত রাক'আত ছিলো? তাহলে জাবির (রাঃ) কতৃর্ক বর্ণিত হাদীসের আলোকে উত্তর হবে ৮ রাক'আত। আর যদি প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি কখনো ২০ রাক'আত পড়েছেন? তাহলে উত্তর হবে, এ মর্মে বর্ণিত হাদীস দুর্বল। (তুহফাতুল আখবার পৃঃ ২৮)

* আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরী (রহঃ) বলেন ঃ 'নাবী (সাঃ) থেকে সহীহ সানাদে ৮ রাক'আতই প্রমাণিত হয়েছে। আর ২০ রাক'আতের সানাদ দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে, বরং তা সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ।' তিনি আরো বলেন ঃ অতীব বাস্তব বিষয়ে আত্নসমার্পন করা ছাড়া উপায় নেই যে, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তারাবীহ্র সলাত ছিল ৮ রাক'আত। (দেখুন, আল-আরফুশ শাযী শরহে জামি' তিরমিযী)

ইমাম যায়লায়ী হানাফী, আহমাদ 'আলী সাহারানপুরী সহ বহু হানাফী মণীষীগণও একই ধরনের মন্তব্য করেছেন।

* হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন ঃ ২০ রাক'আতের হাদীস সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ায় তা বিনা দ্বিধায় বর্জনীয়।

* বিংশ শতাব্দীর যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ নাবী (সাঃ) বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ সলাত আদায় করেছেন। যে হাদীসে বিশ রাক'আত তারাবীহর কথা উল্লেখ রয়েছে তা খুবই দুর্বল। (দেখুন, আলবানী প্রণীত সলাতুত তারাবীহ)

সুতরাং মুহাদ্দিসীনে কিরামের মন্তব্যের ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, সংশয়পূর্ণ ও দুর্বল সানাদে বর্ণিত হাদীসের পরিবর্তে সহীহ সানাদে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস মোতাবেক আমল করাটাই বুদ্ধিমান ও সচেতন মুমিনের পরিচয় বহন করে।

(২) তারাবীহ সলাতে কুরআন খতম করা শর্ত নয়। কুরআন মাজীদ খতম করা অতি উত্তম এ ব্যাপারে কোন দলীল রয়েছে বলে জানা নেই। বরং গুরুত্ববহ হচ্ছে, সলাতের ক্বিরাআতে খুশুখুযু বা প্রশান্তি সৃষ্টি করার মাধ্যমে

মুসল্লীদের উপকৃত করা। যদিও কুরআন খতম না হয়। এমনকি কুরআন মাজীদের ১৫ পারা কিংবা ১০ পারা সম্পূর্ণ করাও যদি না হয়।

(৩) কেউ যদি কোন ক্বারীর সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনার উদ্দেশে এলাকার নিকটস্থ মাসজিদ ছেড়ে দূরে অবস্থিত অন্য মাসজিদে যায় এবং এতে তার একাগ্রতা, প্রশান্তির প্রত্যাশা থাকে তাহলে দোষের কিছু নেই। বরং নিয়্যাত ভাল হলে তিনি এর বিনিময়ে সওয়াব পাবে। তবে এতে লোক দেখানো উদ্দেশ্য থাকা চলবে না।

(৪) কিছু সংখ্যক ইমাম কতৃর্ক প্রতি রাক'আতে ও প্রতি রাতে কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে পড়ার নিয়মের ব্যাপারে কোন বর্ণনা আছে বলে আমাদের জানা নেই। বরং বিষয়টি ইমামের ইজতিহাদ ও মানসিকতার উপর নির্ভর করে। যদি ইমামের কাছে ভালো লাগে এবং মুসল্লীগণ কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শুনে পরিতৃপ্ত হন, সেক্ষেত্রে ইমাম বেশি পরিমাণ তিলাওয়াত করতে পারেন। অনুরূপভাবে ইমামের শারীরিক অসুস্থতা বা বিভিন্ন কারণে কুরআন তিলাওয়াত পরিমাণে কমও করতে পারেন। কিন্তু পরিমাণ নির্ধারণ করলে এরূপ ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

(৫) তারাবীহ সলাতের জন্য ইমাম কতৃর্ক বেতন নির্ধারণ অনুচিত। সালফে সালিহীন এরূপ কাজকে অপছন্দ করেছেন। মুসল্লীগণ যদি নির্ধারণ ব্যতিরেকে কিছু দিয়ে তাকে সহযোগিতা করেন যেমন, গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি তাতে অসুবিধা নেই। আর যদি কোন ইমাম বেতন নির্দিষ্ট করে ইমামতি করেন তবে ইনশাআল্লাহ তার পিছনে সলাত আদায়ে সমস্যা নেই। কেননা প্রয়োজন মানুষকে এরূপ করতে বাধ্য করে। কিন্তু ইমামের উচিত, এমনটি না করা।

(৬) ইমাম যদি হিফযে দুর্বল হন অথবা ভুলে যান কিংবা মুখস্ত না থাকে সে ক্ষেত্রে তিনি কুরআন মাজীদের পাণ্ডুলিপি নিয়ে সলাত আদায় করতে পারবেন। ইমামের জন্য এরূপ করা বৈধ। কিন্তু ইমামের অনুসরণের অজুহাতে মুসল্লীর জন্য এরূপ করা অনুচিত ও ভিত্তিহীন। বরং তা কয়েকটি কারণে সুন্নাত বিরোধী। যেমন ঃ

(ক) এতে ক্বিয়াম অবস্থায় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার বিধানটি ছুটে যাচ্ছে।

(খ) মুসল্লীগণ সলাতে অতিরিক্ত নড়াচড়ায় জড়িয়ে পড়ছেন। যা নিস্প্রয়োজন। যেমন, কুরআন মাজীদ খোলা, পাতা উল্টানো, বন্ধ করা, তা বগলে কিংবা পকেটে রাখা ইত্যাদি।

(গ) সলাতরত অবস্থায় সাজদাহ্‌র দিকে চোখ রাখা সুন্নাত ও অতি উত্তম। কিন্তু ঐরূপ করার কারণে তা ছুটে যাচ্ছে।

(ঘ) যারা এরূপ করেন তারা কখনো ভুলেই যান যে, তারা সলাতরত আছেন। এতে করে সলাতের খুশুখুযু ও একাগ্রতা সৃষ্টি হয় না।

(৭) তারাবীহ্‌র সলাত ও দু'আর সময় উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা মোটেই উচিত নয়। এ কাজ মানুষকে কষ্ট দেয়, মন মানসিকতার উপর চাপ সৃষ্টি করে, মুসল্লীদের সলাতে এবং ক্বারীর ক্বিরাআতে দ্বীধা ও সংশয় সৃষ্টি করে। মুমিনের জন্য উচিত হলো, তার কান্নার আওয়াজ যেন কেউ না শুনতে পারে সেদিকে সজাগ থাকা ও লোক দেখানো ভাব হতে সতর্ক হওয়া। কেননা এরূপ কাজে শাইত্বান তাকে প্রভাবিত করে লোক দেখানো কাজে ধাবিত করে। অবশ্য অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি এমনটি হয়ে যায় তবে তা ক্ষমাযোগ্য।

(দেখুন, ফাতাওয়াহ শায়খ 'আবদুল 'আযীয বিন বায এবং ফাতাওয়াহ শায়খ সালিহ আল-উসাইমিন -রহঃ)

(৮) রমাযান মাসে প্রথম রাতে তারাবীহ পড়লে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না। অবশ্য কেউ যদি কিছু কিছু করে দুটোকে মিলিয়ে পড়তে চান তবে পড়া যেতে পারে। যেমন, প্রথম রাতে তারাবীহ চার রাক'আত পড়লো এবং পরে শেষ রাতে চার রাক'আত তাহাজ্জুদ পড়লো, অতঃপর তিন রাক'আত বিতর পড়ে নিলো। এতে মোট ১১ রাক'আত পূর্ণ হলো।

(৯) ১১ রাক'আত আদায়ের নিয়ম হলো ঃ দুই দুই রাক'আত করে ৮ রাক'আত। অতঃপর একটানা তিন রাক'আত বিতর করে শেষে বৈঠক করবে। (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

অথবা ঃ দুই দুই করে মোট ১০ রাক'আত। অতঃপর এক রাক'আত বিতর।

অথবা একটানা ৮ রাক'আত সলাত আদায় করে প্রথম বৈঠক এবং নবম রাক'আতে শেষ বৈঠক। এভাবে বিতর শেষে দু' রাক'আত, মোট ১১ রাক'আত।

١٣٧٦ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَدَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، – وَقَالَ دَاوُدُ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، – عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ .

– صحيح : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو يَعْفُورٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ .

১৩৭৬। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রমাযানের শেষ দশক এলে নাবী ﷺ সারা রাতই জাগ্রত থাকতেন, ('ইবাদাতের উদ্দেশে) শক্তভাবে কোমড় বাঁধতেন এবং পরিবারের লোকদের জাগাতেন।[১৩৭৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٧٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ " مَا هَؤُلاَءِ " . فَقِيلَ هَؤُلاَءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا " .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْقَوِيِّ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيفٌ .

১৩৭৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রমাযান মাসে রসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে দেখলেন যে, মাসজিদের এক পাশে কতিপয় লোক সলাত আদায় করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরা কারা? বলা হলো, এরা কুরআন মুখস্ত না জানার কারণে উবাই ইবনু কা'ব ﷺ

---

(১০) তারাবীহ সলাতের খতম অনুষ্ঠান করা, এজন্য চাঁদা আদায় করা ইত্যাদি শারীআত সম্মত কিনা তাতে চিন্তার বিষয় রয়েছে। কেননা রসূলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবায়ি কিরাম, তাবেঈ, তাবে তাবেঈন ও নেককার পূর্বসুরীগণের কেউ এমনটি করেননি।

[১৩৭৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ লাইলাতুল ক্বদরের ফাযীলাত, অনুঃ রমাযানের শেষ দশকের 'আমাল, হাঃ ২০২৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ ই'তিকাফ, অনুঃ রামাযানের শেষ দশকে কঠোরভাবে 'ইবাদাত করা)।

এর ইমামতিতে (তারাবীহ্) সলাত আদায় করছে। নাবী ﷺ বললেন ঃ এরা ঠিকই করছে এবং চমৎকার কাজই করছে![১৩৭৭]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস শক্তিশালী নয়। মুসলিম ইবনু খালিদ (র) দুর্বল বর্ণনাকারী।

٣١٩– باب فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অনুচ্ছেদ-৩১৯ ঃ ক্বদরের রাত সম্পর্কে

١٣٧٨ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، – الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ قُلْتُ لأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، يَا أَبَا الْمُنْذِرِ فَإِنَّ صَاحِبَنَا سُئِلَ عَنْهَا . فَقَالَ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا . فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ – زَادَ مُسَدَّدٌ وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ يَتَّكِلُوا أَوْ أَحَبَّ أَنْ لاَ يَتَّكِلُوا ثُمَّ اتَّفَقَا – وَاللَّهِ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لاَ يَسْتَثْنِي . قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَنَّى عَلِمْتَ ذَلِكَ قَالَ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قُلْتُ لِزِرٍّ مَا الآيَةُ قَالَ تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطَّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ .

– حسن صحيح : م .

১৩৭৮। যির ইবনু হুবাইশ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'ব -কে বললাম, হে আবুল মুনযির! আমাকে লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে বলুন। কেননা আমাদের সাথী (ইবনু মাসউদ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'কেউ সারা বছর ক্বিয়ামুল লাইল করলে সে তা পেয়ে যাবে। এ কথা শুনে উবাই বললেন, আল্লাহ আবূ 'আবদুর রহমানের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহর শপথ! তিনি তো জানেন, ক্বদর রাত রমাযান মাসেই রয়েছে।[১৩৭৮]

বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ আরো বলেন, তিনি (ইবনু মাসউদ) এজন্যই তা প্রকাশে অপছন্দ করেছেন, যেন লোকেরা কোন নির্দিষ্ট একটি রাতের উপর নির্ভর না করে। অতঃপর উভয়

[১৩৭৭] বায়হাক্বী 'সুনান' (২/১৯৫) মুসলিম ইবনু খালিদ হতে। সানাদের মুসলিম ইবনু খালিদকে ইমাম আবূ দাউদ দুর্বল বলেছেন। অনুরূপ বলেছেন হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে।

[১৩৭৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুঃ লাইলাতুল ক্বদরের ফাযীলাত), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সওম, অনুঃ লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে, হাঃ ৭৯৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২১৯১)।

বর্ণনাকারীর বর্ণনা একই রকম। আল্লাহর শপথ! তা হচ্ছে রমাযানের সাতাশ তারিখ। আমি বললাম, হে আবুল মুনযির! আপনি তা কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন, আমাদের নিকট রসূলুল্লাহর ﷺ বর্ণনাকৃত নিদর্শন দ্বারা। 'আসিম (র) বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি নিদর্শন? তিনি বললেন, ঐ রাতের ভোরের সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত নিস্প্রভ থাকবে, যেন একটি থালার মত।

হাসান সহীহ ঃ মুসলিম।

١٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسِ بَنِي سَلِمَةَ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ، فَقَالُوا مَنْ يَسْأَلُ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَذَلِكَ صَبِيحَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ . فَخَرَجْتُ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قُمْتُ بِبَابِ بَيْتِهِ فَمَرَّ بِي فَقَالَ " ادْخُلْ " . فَدَخَلْتُ فَأُتِيَ بِعَشَائِهِ فَرَآنِي أَكُفُّ عَنْهُ مِنْ قِلَّتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ " نَاوِلْنِي نَعْلِي " . فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ فَقَالَ " كَأَنَّ لَكَ حَاجَةً " . قُلْتُ أَجَلْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَهْطٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ " كَمِ اللَّيْلَةُ " . فَقُلْتُ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ قَالَ " هِيَ اللَّيْلَةُ " . ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ " أَوِ الْقَابِلَةُ " . يُرِيدُ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ .

– حسن صحيح .

১৩৭৯। দামরাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি বনু সালামাহ্র মাজলিসে উপস্থিত হই এবং সেখানে আমিই ছিলাম বয়সে ছোট। তারা বললেন; আমাদের মাঝে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ক্বদর রাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার মত কেউ আছে কি? ঘটনাটি রমাযানের একুশ তারিখ সকাল বেলার। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি এ উদ্দেশে বের হই এবং মাগরিবের সলাতে রসূলুল্লাহর ﷺ সাক্ষাত লাভ করি। আমি তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে ভিতরে প্রবেশ করতে বললে আমি প্রবেশ করি। এ সময় তাঁর রাতের খাবার আনা হলো। খাবার কম থাকায় আমি সামান্য খেয়েছি। তিনি খাওয়া শেষ করে বললেন ঃ আমার জুতা দাও। এরপর তিনি উঠলে আমিও তাঁর সাথে উঠি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোনো প্রয়োজন আছে কি? আমি বললাম, হাঁ, বনু সালামাহ্র লোকেরা আপনার নিকট 'লাইলাতুল ক্বদর' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার

জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আজ কত তারিখ? আমি বললাম, বাইশ। তিনি বললেন ঃ তা আজ রাতেই। তিনি তেইশ তারিখের রাতের দিকে ইংগিত করেন।[১৩৭৯]

হাসান সহীহ।

١٣٨٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا وَأَنَا أُصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ . فَقَالَ " انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ " . فَقُلْتُ لاِبْنِهِ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ .

– حسن صحيح .

১৩৮০। ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস আল- জুহানী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার একটি খামার রয়েছে, আমি ওখানেই অবস্থান করি এবং আল্লাহর প্রশংসা যে, আমি ওখানেই সলাত আদায় করি। কাজেই আমাকে এমন একটি রাতের নির্দেশ দিন, যে রাতে আমি এ মাসজিদে ('ইবাদাতের উদ্দেশে) অবস্থান করবো। তিনি বললেন ঃ তেইশ তারিখের রাতে অবস্থান করো।[১৩৮০]

বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম বলেন, আমি তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করি, তোমার পিতা কেমন করতেন? তিনি বলেন, তিনি 'আসরের সলাত আদায় করে মসজিদে প্রবেশ করে ফাজ্‌রের সলাত পর্যন্ত অবস্থান করতেন, কোনো প্রয়োজনেই তিনি সেখান থেকে বের হতেন না। অতঃপর ফাজ্‌রের সলাত আদায়ের পর মাসজিদের দ্বারে রক্ষিত তাঁর সওয়ারীর উপর চরে নিজের খামারে যেতেন।

হাসান সহীহ।

١٣٨١ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى وَفِي سَابِعَةٍ تَبْقَى وَفِي خَامِسَةٍ تَبْقَى " .

– صحيح : خ .

[১৩৭৯] নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' (অনুঃ কোন রাতটি ক্বদরের রাত, হাঃ ৩৪০১) ইবরাহীম ইবনু ত্বাহমান হতে।
[১৩৮০] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২২০০), বায়হাক্বী 'সুনান' (৪/৩১০)।

১৩৮১। ইবনু 'আব্বাস সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা রমাযানের শেষ দশকে 'লাইলাতুল ক্বদর' অন্বেষণ করো। রমাযানের নয় দিন বাকী থাকতে, সাত দিন বাকী থাকতে এবং পাঁচদিন বাকী থাকতে।[১৩৮১]

সহীহ ঃ বুখারী।

٣٢٠– باب فِيمَنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

অনুচ্ছেদ-৩২০ ঃ যারা বলেন, লাইলাতুল ক্বদর একুশ তারিখের রাতে

١٣٨٢ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ قَالَ " مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ " . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمُطِرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ .

– صحيح : ق .

১৩৮২। আবূ সাঈদ আল-খুদরী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের মধ্যম দশকে ই'তিকাফ করতেন। এক বছর তিনি এভাবে ইতিকাফ করাকালে একুশ তারিখে তিনি ই'তিকাফ হতে বেরিয়ে বললেন ঃ যে ব্যক্তি (মধ্যম দশকে) আমার সাথে ই'তিকাফে শরীক হয়েছে, সে যেন শেষ দশ দিনও ই'তিকাফ করে। আমি লাইলাতুল ক্বদর প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি নিজেকে ক্বদরের রাতের সকালে পানি ও কাদায় সাজদাহ্ করতে দেখেছি। কাজেই তোমরা শেষ দশকে এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা অন্বেষণ করো। আবূ সাঈদ বলেন, ঐ রাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তখনকার মাসজিদ খেজুর পাতার চালনীর হওয়াতে ছাদ থেকে পানি পড়ছিলো। আবূ সাঈদ বলেন, একুশ

[১৩৮১] বুখারী (অধ্যায় ঃ লাইলাতুল ক্বদরের ফাযীলাত, হাঃ ২০২১), আহ্মাদ (১/২৩১)।

তারিখ সকালে আমার চোখ দিয়ে আমি রসূলুল্লাহর ﷺ কপালে ও নাকে কাদামাটি লেগে থাকতে দেখেছি।[১৩৮২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ " . قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا . قَالَ أَجَلْ . قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ وَإِذَا مَضَى ثَلاَثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ وَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ .

- صحيح : م .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ لاَ أَدْرِي أَخَفِيَ عَلَىَّ مِنْهُ شَىْءٌ أَمْ لاَ .

১৩৮৩। আবূ সাঈদ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রমাযানের শেষ দশকে লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করো এবং তা অন্বেষণ করো নয়, সাত এবং পাঁচের মধ্যে।[১৩৮৩]

আবূ নাদরাহ বলেন, আমি বললাম, হে আবূ সাঈদ! গণনার ব্যাপারে আপনারা আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তাতো বটেই! আমি জিজ্ঞেস করলাম, নয়, সাত এবং পাঁচ কি? তিনি বললেন, নয় হচ্ছে রমাযানের একুশ তারিখের রাত, সাত হলো তেইশের রাত এবং পাঁচ হলো পঁচিশ তারিখের রাত।

সহীহ ঃ মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের কোন অংশ আমার নিকট অস্পষ্ট কিনা আমি তা অবহিত নই।

[১৩৮২] বুখারী (অধ্যায় ঃ লাইলাতুল ক্বদরের ফাযীলাত, হাঃ ২০১৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুঃ লাইলাতুল ক্বদরের ফাযীলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সালামের পর কপাল মাসাহ না করা, হাঃ ১৩৫৫) আবূ সালামাহ হতে।

[১৩৮৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুঃ লাইলাতুল ক্বদরের ফাযীলাত) সাঈদ হতে।

٣٢١- باب مَنْ رَوَى أَنَّهَا، لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

অনুচ্ছেদ-৩২১ ঃ যিনি বর্ণনা করেন, ক্বদরের রাত সতের তারিখে

١٣٨٤ - حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ زَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اطْلُبُوهَا لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ " . ثُمَّ سَكَتَ .

- ضعيف .

১৩৮৪। ইবনু মাসউদ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করো রমাযানের সতের, একুশ ও তেইশ তারিখের রাতে। অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন।[১৩৮৪]

দুর্বল।

٣٢٢- باب مَنْ رَوَى فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ

অনুচ্ছেদ-৩২২ ঃ যিনি বর্ণনা করেন, (ক্বদর রাত রমাযানের) শেষ সপ্তাহে

١٣٨٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ " .

- صحيح : ق .

১৩৮৫। ইবনু 'উমার রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা লাইলাতুল ক্বদর রমাযানের শেষ সাত দিনে অন্বেষণ করো।[১৩৮৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১৩৮৪] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৪/৩১০) আবূ দাউদের সূত্রে এবং এর সানাদ সহীহ।

[১৩৮৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ লাইলাতুল ক্বদরের ফাযীলাত, অনুঃ সাতাশে রমাযানে লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করা, হাঃ ২০১৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুঃ লাইলাতুল ক্বদরের ফাযীলাত) ইবনু 'উমার হতে।

٣٢٣- باب مَنْ قَالَ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ

অনুচ্ছেদ-৩২৩ ঃ যিনি বলেন, সাতাশের রাত শবে ক্বদর

١٣٨٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُطَرِّفًا، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ " لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ " .

- صحيح .

১৩৮৬। মু'আবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে বলেছেন ঃ লাইলাতুল ক্বদর সাতাইশের রাতে।[১৩৮৬]

সহীহ।

٣٢٤- باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৩২৪ ঃ যিনি বলেন, রমযানের যে কোন রাতে শবে ক্বদর অনুষ্ঠিত হয়

١٣٨٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُويَهْ النَّسَائِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ " هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَرْفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

- ضعيف : والصحيح موقوف .

১৩৮৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'লাইলাতুল ক্বদর' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তা আমি শুনি। তিনি বলেছেন ঃ তা পুরো রমাযানেই নিহিত আছে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সুফয়ান ও শু'বাহ এ হাদীসটি আবূ ইসহাক্ব হতে ইবনু 'উমারের নিজস্ব বক্তব্য রূপে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা এর সানাদ নাবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছাননি।[১৩৮৭]

দুর্বল ঃ সহীহ হচ্ছে মাওকূফ।

[১৩৮৬] আহমাদ (৫/১৩২), ইবনু হিব্বান (হাঃ ৯২৫), বায়হাক্বী 'সুনান' (৪/৩১২)।
[১৩৮৭] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৪/৩০৭)। এর সানাদ দুর্বল।

ক্বদর রাত বিষয়ক (১৩৭৮-১৩৮৭ নং) হাদীসসমূহ হতে শিক্ষা ঃ

১। ক্বদরের রাত রমাযান মাসেই নিহীত।

أبواب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَحْزِيبِه وَتَرْتِيلِه

কুরআন তিলাওয়াত ও তা নির্ধারিত অংশে ভাগ করে তারতীলের সাথে পাঠ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ

٣٢٥- باب فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

অনুচ্ছেদ-৩২৫ ঃ কুরআন কত দিনে খতম করতে হয়

١٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْ فِي عِشْرِينَ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْ فِي عَشْرٍ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْ فِي سَبْعٍ وَلاَ تَزِيدَنَّ عَلَى ذَلِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ أَتَمُّ .

- صحيح : ق .

১৩৮৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﵁ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাকে বলেছেন ঃ তুমি কুরআন এক মাসে খতম করবে। তিনি বললেন, আমি এর চাইতে অধিক সামর্থ রাখি। তিনি ﷺ বললেন ঃ তাহলে বিশ দিনে খতম করবে। তিনি বললেন, আমি এর চাইতে বেশি সামর্থ রাখি। তিনি ﷺ বললেন ঃ তাহলে পনের দিনে খতম করবে। তিনি বললেন, আমি এর চেয়েও অধিক শক্তি রাখি। তিনি ﷺ বললেন ঃ তাহলে দশ দিনে খতম করবে। তিনি বললেন, আমি আরো সামর্থ রাখি। তিনি ﷺ বললেন ঃ তাহলে সাত দিনে, কিন্তু এর চেয়ে অধিক করবে না।[১৩৮৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুসলিমের বর্ণনাটি পরিপূর্ণ।

২। এটি খুবই ফাযীলাতপূর্ণ রাত।

৩। এ রাত রমাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতসমূহে নিহীত।

৪। প্রতি বছর ক্বদর রাত একই তারীখে অনুষ্ঠিত হয় না। বরং তা পরিবর্তন হয়। কাজেই বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে কোনটিকে নির্দিষ্ট না করে রমাযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ও ২৯ এগুলোর প্রতিটি রাতেই ক্বদর অনুসন্ধান করতে হবে।

[১৩৮৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, হাঃ ৫০৫৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুঃ আজীবন রোযা রাখা নিষেধ)।

١٣٨٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ " . فَنَاقَصَنِي وَنَاقَصْتُهُ فَقَالَ " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا " . قَالَ عَطَاءٌ وَاخْتَلَفْنَا عَنْ أَبِي فَقَالَ بَعْضُنَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ بَعْضُنَا خَمْسًا .

- صحيح .

১৩৮৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন ঃ তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সওম পালন করবে এবং কুরআন এক মাসে খতম করবে। তারপর তিনি কুরআন খতমের সময় কমাতে থাকলে আমিও কমাতে থাকি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি একদিন সওম পালন করতে এবং একদিন বিরতি দিবে।[১৩৮৯]

সহীহ।

'আত্বা বলেন, আমরা আমার পিতার বর্ণনাতে মতভেদ করি, কেউ সাত দিন এবং কেউ পাঁচ দিনের কথা বর্ণনা করেন।

١٣٩٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ " فِي شَهْرٍ " . قَالَ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ - يُرَدِّدُ الْكَلاَمَ أَبُو مُوسَى - وَتَنَاقَصَهُ حَتَّى قَالَ " اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ " . قَالَ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ " .

- صحيح .

১৩৯০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কয়দিনে কুরআন খতম করবো? তিনি বললেন ঃ এক মাসে। তিনি বললেন, আমি এর চেয়ে অধিক শক্তি রাখি। আবূ মূসার বর্ণনায় রয়েছে অতঃপর আলোচনার মাধ্যমে সময়ের ব্যবধান কমিয়ে অবশেষে বললেন, সাত দিনে খতম করবে। তিনি বললেন, আমি এর চেয়েও বেশি শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করে, সে কুরআনকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি।[১৩৯০]

সহীহ।

[১৩৮৯] আহমাদ (হাঃ ৬৫০৬) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ।

[১৩৯০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ ক্বিরাআত, হাঃ ২৯৪৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ কতদিনে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব, হাঃ ১৩৪৭), নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, অনুঃ কতদিনে কুরআন পড়বে, হাঃ ৮০৬৭)।

١٣٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَطَّانُ، خَالُ عِيسَى بْنِ شَاذَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا الْحَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ " . قَالَ إِنَّ بِي قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْهُ فِي ثَلاَثٍ " .

- حسن صحيح .

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ - يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ - يَقُولُ عِيسَى بْنُ شَاذَانَ كَيِّسٌ .

১৩৯১। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি কুরআন এক মাসে খতম করবে। তিনি বলেন, আমার এর চেয়ে অধিক শক্তি আছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে তিন দিনে খতম করবে।[১৩৯১]

হাসান সহীহ।

٣٢٦- باب تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-৩২৬ ঃ কুরআন নির্ধারিত অংশে ভাগ করে তিলাওয়াত করা

١٣٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، قَالَ سَأَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَقَالَ لِي فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقُلْتُ مَا أُحَزِّبُهُ . فَقَالَ لِي نَافِعٌ لاَ تَقُلْ مَا أُحَزِّبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَرَأْتُ جُزْءًا مِنَ الْقُرْآنِ " . قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ .

- صحيح .

১৩৯২। ইবনুল হাদ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাফি‘ ইবনু জুবাইর ইবনু মুত্ব‘ইম (র) আমাকে জিজ্ঞেস করে বললেন, আপনি কুরআন মাজীদ কতটুকু পাঠ করেন? আমি বললাম, আমি কুরআন নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করে পড়ি না। নাফি‘ (র) আমাকে বললেন, নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করে পড়ি না- এরূপ বলো না। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ‘আমি কুরআনের একাংশ পাঠ করেছি’। তিনি (ইবনুল হাদ) বলেন, আমার ধারণা, এ হাদীস তিনি মুগীরাহ ইবনু শু‘বাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।[১৩৯২]

সহীহ।

[১৩৯১] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।
[১৩৯২] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٣٩٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ، – وَهَذَا لَفْظُهُ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ، – قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِهِ أَوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ – قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ – قَالَ – فَنَزَلَتِ الأَحْلاَفُ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي مَالِكٍ فِي قُبَّةٍ لَهُ . قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ كَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ يَأْتِينَا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحَدِّثُنَا . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَأَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ يَقُولُ لاَ سَوَاءً كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِّينَ – قَالَ مُسَدَّدٌ بِمَكَّةَ – فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُونَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةً أَبْطَأَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ فَقُلْنَا لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَنَّا اللَّيْلَةَ . قَالَ إِنَّهُ طَرَأَ عَلَىَّ جُزْئِي مِنَ الْقُرْآنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيءَ حَتَّى أُتِمَّهُ . قَالَ أَوْسٌ سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا ثَلاَثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلاَثَ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَتَمُّ .

– ضعيف .

১৩৯৩। ‘উসমান ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু আওস ﵁ হতে তার দাদা আওস ইবনু হুযাইফাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বনু সাক্বীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল সহ আমরা রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যাই। তিনি বলেন, মুগীরাহ ইবনু শু‘বাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ লোকেরা তার মেহমান হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ বনু মালিককে তাঁর এক তাঁবুতে স্থান দিলেন। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় রয়েছে ঃ বনু সাক্বীফের যে প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসেছিল তাদের মধ্যে আওস ইবনু হুযাইফাহও ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি ﷺ প্রত্যেক রাতে ‘ইশার সলাতের পর আমাদের কাছে এসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। আবূ সাঈদের বর্ণনায় আছে ঃ তিনি ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় কথাবার্তা বলতেন এবং (দীর্ঘক্ষণ) দাঁড়ানোর কারণে কখনো এক পায়ের উপর দাঁড়াতেন এবং কখনো আরেক পায়ের উপর। তিনি ﷺ অধিকাংশ সময় আমাদেরকে তাঁর কুরাইশ সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে তাঁর উপর চালানো নির্যাতনের কথা শুনাতেন এবং বলতেন ঃ আমরা ও তারা সমপর্যায়ের ছিলাম না, বরং মাক্কাহ্য় আমরা ছিলাম অসহায় ও দুর্বল। অতঃপর

আমরা মাদীনাহ্য় চলে আসার পর যুদ্ধের পাল্লা কখনো আমাদের ও কখনো তাদের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে। কখনো আমরা তাদের উপর বিজয়ী হতাম আবার কখনো তারা আমাদের উপর বিজয়ী হতো। এক রাতে তিনি ﷺ আমাদের কাছে তাঁর আসার নির্দিষ্ট সময় থেকে অনেক দেরীতে আসলেন। আমরা বললাম, আপনি তো আজ রাতে আমাদের কাছে আসতে অনেক দেরী করেছেন। তিনি বললেন ঃ কুরআনের যে নির্ধারিত অংশ আমি নিয়মিত তিলাওয়াত করি, তা শেষ না করে এখানে আসা আমি পছন্দ করিনি। আওস رضي الله عنه বলেন, আমি রসূলুল্লাহর ﷺ সাথীদের জিজ্ঞেস করি, প্রতিদিন আপানারা কিভাবে কুরআনকে ভাগ করে পড়েন? তারা বললেন, তিন সূরাহ, পাঁচ সূরাহ, সাত সূরাহ, নয় সূরাহ, এগার সূরাহ, তের সূরাহ এবং এককভাবে মুফাস্সাল সূরাহসমুহ (অর্থাৎ সাত দিনে কুরআন খতম করি)। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূ সাঈদের হাদীস পরিপূর্ণ।[১৩৯৩]

দুর্বল।

١٣٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ " .

- صحيح .

১৩৯৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করেছে, সে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি।[১৩৯৪]

সহীহ।

١٣٩٥ - حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي كَمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ " فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا " . ثُمَّ قَالَ " فِي شَهْرٍ " . ثُمَّ قَالَ " فِي عِشْرِينَ " . ثُمَّ قَالَ " فِي خَمْسَ عَشْرَةَ " . ثُمَّ قَالَ " فِي عَشْرٍ " . ثُمَّ قَالَ " فِي سَبْعٍ " . لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ .

- صحيح : إلا قوله : (لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ) شاذ لمخالفته لقوله المتقدم (١٣٩١) : (إقرأه في ثلاث) .

[১৩৯৩] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ কতদিনে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব, হাঃ ১৩৪৫), আহমাদ (৪/৯) 'উসমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আওস হতে। 'উসমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আওস সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ মাক্ববূল। যা জাহালাতের একটি স্তর বিশেষ।

[১৩৯৪] এটি পূর্বে (১৩৯০) নং- এ উল্লেখ হয়েছে।

১৩৯৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে কুরআন খতমের সময়সীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, চল্লিশ দিনে। অতঃপর বলেন ঃ এক মাসে, অতঃপর বলেন ঃ বিশ দিনে, অতঃপর বলেন ঃ পনের দিনে, অতঃপর বলেন ঃ দশ দিনে, সর্বশেষে বলেন, সাত দিনে। আর তিনি সাত দিনের কম উল্লেখ করেননি।[১৩৯৫]

সহীহ ঃ তবে "সাত দিনের কমে" কথাটি শায। পূর্বের (১৩৯১ নং) হাদীসের এ কথাটির কারণে ঃ "তাহলে তিন দিনে খতম করবে।"

١٣٩٦ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، قَالاَ أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ . فَقَالَ أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ لَكِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِي رَكْعَةٍ وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ وَإِذَا وَقَعَتْ وَن فِي رَكْعَةٍ وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ . وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِي رَكْعَةٍ وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِي رَكْعَةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا تَأْلِيفُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ .

– صحيح : سرد السور : ق .

১৩৯৬। 'আলক্বামাহ ও আল-আসওয়াদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু মাসউদের ﷺ নিকট এসে বললো, আমি মুফাস্‌সাল সূরাহগুলো (সূরাহ হুজরাত থেকে সূরাহ নাস পর্যন্ত) এক রাক'আতেই পাঠ করে থাকি। তিনি বললেন, এটা তো (খুবই দ্রুত তিলাওয়াত) কবিতা পাঠের অনুরূপ কিংবা গাছ থেকে শুকনো পাতা ঝরে পরার মতই। অথচ নাবী ﷺ সমান দৈর্ঘ্যের দু'টি সূরাহ একত্রে এক রাক'আতে তিলাওয়াত করতেন। যেমন, সূরাহ আন-নাজ্‌ম ও আর-রহমান এক রাক'আতে এবং ওয়াকতারাবাত ও আল-হাক্কাহ আরেক রাক'আতে। সূরাহ আত-তূর ও ওয়ায্‌-যারিয়াত এক রাক'আতে এবং সূরাহ ইযা ওয়াক্ব'আত ও সূরাহ নূন অপর রাক'আতে। সাআলা সায়িলুন ও ওয়ান-নাযিআতি এক রাক'আতে, ওয়াইলুল্লিল মুতাফ্‌ফিফিন ও 'আবাসা আরেক রাক'আতে। আল-মুদ্দাসির ও আল-মুয্‌যাম্মিল এক রাক'আতে

[১৩৯৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ ক্বিরাআত, হাঃ ৮০৬৯)।

এবং হাল আতা ও লা উক্বসিমু বি-ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ অপর রাক'আতে, 'আম্মা ইয়াতাসাআলুন ও ওয়াল-মুরসিলাত এক রাক'আতে এবং আদ্-দুখান ও ইযাশ-শামসু কুব্বিরাত অপর রাক'আতে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, কুরআনের সূরাহগুলোর এ তারতীব 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের ﷺ।[১৩৯৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٩٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ " .

– صحيح : ق .

১৩৯৭। 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (র) বলেন, একদা আবূ মাসউদ ﷺ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন, এমন সময় আমি তাকে কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরাহ বাক্বারাহর শেষ আয়াত দু'টি পাঠ করবে, সেটা তার জন্য যথেষ্ট হবে।[১৩৯৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا سَوِيَّةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ " .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ حُجَيْرَةَ الأَصْغَرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ .

১৩৯৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের সলাতে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার নাম গাফিলদের

[১৩৯৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ এক রাক'আতে দুই সূরাহ মিলিয়ে পড়া, সূরাহর শেষাংশ পড়া এবং এক সূরাহর পূর্বে আরেক সূরাহ পড়া) হাঃ ৭৭৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ ধারাবাহিকভাবে ক্বিরাআত পাঠ করা এবং দ্রুত না করা)।

[১৩৯৭] বুখারী (অধ্যায়ঃ মাগাযী, হাঃ ৪০০৮, এবং অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, অনুঃ সূরাহ বাক্বারাহর ফাযীলাত, হাঃ ৫০০৮, ৫০০৯), মুসলিম (অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ সূরা ফাতিহা এবং বাক্বারাহর শেষাংশের ফাযীলাত)।

তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি (রাতের) সলাতে এক শত আয়াত পাঠ করবে, তার নাম অনুগত বান্দাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যে ব্যক্তি সলাতে দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে অফুরন্ত পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।[১৩৯৮]

সহীহ।

١٤٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ الرَّاءِ " . فَقَالَ كَبِرَتْ سِنِّي وَاشْتَدَّ قَلْبِي وَغَلُظَ لِسَانِي . قَالَ " فَاقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ حم " . فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ . فَقَالَ " اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ " . فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرِئْنِي سُورَةً جَامِعَةً . فَأَقْرَأَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ } حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا . فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَدًا ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ " . مَرَّتَيْنِ .

– ضعيف .

১৩৯৯। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ রসূল! আমাকে কুরআন পড়া শিখান। তিনি বললেন, ‘আলিফ-লাম-রা’ বিশিষ্ট তিনটি সূরাহ পাঠ করো। সে বললো, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার অন্তর শক্ত হয়ে গেছে এবং আমার জিহ্বা ভারী হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে ‘হা-মীম’ বিশিষ্ট তিনটি সূরাহ পাঠ করো। সে পূর্বের ন্যায় উক্তি করলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এমন তিনটি সূরাহ পাঠ করো যেগুলোর শুরুতে ‘সাব্বাহা’ বা ইউসাব্বিহু’ আছে। সে এবারও অনুরূপ উক্তি করে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি সূরাহ শিক্ষা দিন যা সর্বদিক হতে পরিপূর্ণ। সুতরাং নাবী ﷺ তাকে সূরাহ “ইযা যুলযিলাতিল আরদু যিলযালাহা” শেষ পর্যন্ত পাঠ করালেন।

[১৩৯৮] ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১১৪৪)।

লোকটি বললো, ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমি এর অতিরিক্ত করবো না। অতঃপর লোকটি চলে গেলে নাবী ﷺ বললেন ঃ লোকটি সফলকাম হয়েছে, লোকটি কামিয়াব হয়েছে।[১৩৯৯]

দুর্বল।

٣٢٧- باب فِي عَدَدِ الآىِ

অনুচ্ছেদ-৩২৭ ঃ আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কে

١٤٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ { تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ } " .

– حسن .

১৪০০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কুরআনে তিরিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরাহ রয়েছে। সূরাহটি তার পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে, শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। সূরাহটি হচ্ছে 'তাবারকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্‌ক।'[১৪০০]

হাসান।

[১৩৯৯] আহমাদ (হাঃ ৬৫৭৫) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ, নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা' (হাঃ ৭১৬), হাকিম (২/৫৩২) ইমাম হাকিম বলেন ঃ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ বরং কেবল সহীহ। আলবানী বলেন ঃ দুর্বল।

[১৪০০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, অনুঃ সূরাহ মুলক এর ফাযীলাত, হাঃ ২৮৯১, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আদাব, অনুঃ কুরআনের সওয়াব, হাঃ ৩৭৮৬), আহমাদ (২/২৯৯) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। সকলে শু'বাহ হতে।

كتاب سجود القرآن

অধ্যায়

কুরআন তিলাওয়াতের সাজদাহ্সমূহ

٣٢٨- بابِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-৩২৮ ঃ সাজদাহ্সমূহের অনুচ্ছেদমালা এবং কুরআন তিলাওয়াতের সাজদাহ্ সংখ্যা

١٤٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيدِ الْعُتَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَيْنٍ، - مِنْ بَنِي عَبْدِ كُلاَلٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ .

– ضعيف : المشكاة (١٠٢٩) .

১৪০১। ‘আমর ইবনুল ‘আস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাকে কুরআনের মধ্যে পনেরটি সাজদাহ্ পাঠ করিয়েছেন। তন্মধ্যে সূরাহ মুফাস্সলে তিনটি এবং সূরাহ হাজ্জের মধ্যে দু’টি।[১৪০১]

[১৪০১] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ কুরআনে সাজদাহর সংখ্যা, হাঃ ১০৫৭) ইবনু আবূ মারইয়াম হতে। এর সানাদ দুর্বল। আবূ দাউদ বলেন ঃ এর সানাদ নিকৃষ্ট।

এক নজরে কুরআনে সাজদাহ্র আয়াতসমূহ ঃ

কুরআনে সাজদাহ্র আয়াতসমূহ ১৫টি- (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৫-১৬৭)। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) সূরাহ আল-আ‘রাফ/ আয়াত ঃ ২০৬।

(২) সূরাহ রা‘দ/ আয়াত ঃ ১৫।

(৩) সূরাহ আন-নাহল/ আয়াত ঃ ৪৯।

(৪) মারইয়াম/ আয়াত ঃ ১০৭।

(৫) সূরাহ ইসরা/ আয়াত ঃ ৫৮।

(৬-৭) সূরাহ হাজ্জ/ আয়াত ঃ ১৮, ৭৭।

(৮) সূরাহ ফুরক্বান/ আয়াত ৬০।

(৯) সূরাহ নাম্ল/ আয়াত ঃ ২৫।

(১০) সূরাহ সাজদাহ্/ আয়াত ঃ ১৫।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূ দারদা ﷺ নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, সাজদাহ্ এগারটি। তবে এ বর্ণনার সানাদ নিকৃষ্ট।

দুর্বল ঃ মিশকাত (১০২৯)।

١٤٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، أَنَّ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ أَبَا الْمُصْعَبِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ " نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا " .

– حسن .

১৪০২। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির ﷺ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রসূল! সূরাহ হাজ্জে কি দু'টি সাজদাহ্ রয়েছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। যে ব্যক্তি এ দু'টি সাজদাহ্ আদায় করবে না সে যেন তা তিলাওয়াত না করে।[১৪০২]

হাসান।

---

(১১) সূরাহ সোয়াদ/ আয়াত ঃ ২৪।
(১২) হামীম সাজদাহ্/ আয়াত ঃ ৩৭।
(১৩) সূরাহ নাজ্ম/ আয়াত ঃ ৬২।
(১৪) সূরাহ ইনশিক্বাক্ব ঃ ২১।
(১৫) সূরাহ 'আলাক্ব/ আয়াত ঃ ১৯।

তিলাওয়াতে সাজদাহর কতিপয় নিয়ম ঃ

১। এ সাজদাহ্র জন্য উযু শর্ত নয়।
২। তিলাওয়াতে সাজদাহ্র ক্বাযা নেই।
৩। একই আয়াত বারবার পড়লে শেষে কেবল একবার সাজদাহ্ দিলেই চলবে।
৪। যানবাহনে চলার পথে সাজদাহর আয়াত শুনলে ইশারায় নিজ হাতের উপর সাজদাহ্ করবে।
৫। সাজদাহকারী 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদাহ্ করবে। অতঃপর সাজদাহ্র যেকোন দু'আ পড়বে।
৬। তিলাওয়াতের সাজদাহ্ হবে মাত্র একটি।
৭। এ সাজদাহ ফার্‌য নয়। তাই করলে সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই।
৮। সলাত সশব্দে হোক বা নিঃশব্দে সাজদাহ্র আয়াত তিলাওয়াত করলে সাজদাহ্ করতে হবে।

[১৪০২] এর সানাদ দুর্বল। তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সূরাহ হাজ্জের সাজদাহ্ সম্পর্কে, হাঃ ৫৭৮, ইমাম তিরমিযী বলেন, এভাবে সানাদটি মজবুত নয়), আহমাদ (৪/১৫১) ইবনু লাহী'আহ হতে, হাকিম (১/২২১) হাকিম ও যাহাবী এতে নীরব থেকেছেন। এর সানাদে মিশরাহ ইবনু হা'আন সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ মাক্ববূল। আর ইবনু লাহী'আহ একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٩– باب مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ

অনুচ্ছেদ-৩২৯ ঃ যার ধারণা, 'মুফাস্‌সল' সূরাহগুলোতে সাজদাহ্ নেই

١٤٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، – قَالَ مُحَمَّدٌ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ – حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ .

– ضعيف : المشكاة (١٠٣٤) .

১৪০৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহ্য় আগমনের পর মুফাস্‌সলের কোথাও সাজদাহ্ করেননি।[১৪০৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১০৩৪)।

١٤٠٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا .

– صحيح : ق .

১৪০৪। যায়িদ ইবনু সাবিত ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মুখে সূরাহ নাজ্‌ম তিলাওয়াত করেছি কিন্তু তিনি এ সূরাহতে সাজদাহ্ করেননি।[১৪০৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٤٠٥ – حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ زَيْدٌ الإِمَامَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا .

[১৪০৩] এর সানাদ দুর্বল। আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদে ইবনু কুদামাহ হচ্ছে হারিস ইবনু 'উবাইদ। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ সত্যবাদী, তবে ভুল করেন। 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে রয়েছে ঃ ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি মুয্‌তারিবুল হাদীস। ইমাম আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি ঐরূপ মজবুত নন।

[১৪০৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ কুরআনের সাজদাহ্‌সমূহ, অনুঃ যে সাজদাহ পাঠ করেও সাজদাহ করল না, হাঃ ১০৭২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ তিলাওয়াতে সাজদাহ)।

১৪০৫। খারিজাহ ইবনু যায়িদ ইবনু সাবিত (র) হতে তার পিতা থেকে নাবী ﷺ এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, যায়িদ ﷺ ইমাম হওয়া সত্ত্বেও সাজদাহ্ করেননি।[১৪০৫]

٣٣٠- باب مَنْ رَأَى فِيهَا السُّجُودَ

অনুচ্ছেদ-৩৩০ ঃ যাদের মতে, তাতে একাধিক সাজদাহ্ রয়েছে

١٤٠٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا وَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا .

– صحيح : ق .

১৪০৬। ‘আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ সূরাহ নাজ্‌ম তিলাওয়াতের পর সাজদাহ্ করলে উপস্থিত সকলেই সাজদাহ্ করলো। কিন্তু এক ব্যক্তি সাজদাহ না করে এক মুষ্টি কংকর অথবা মাটি স্বীয় কপালের কাছে নিয়ে বললো, আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। ‘আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, পরবর্তীতে আমি লোকটিকে কাফির অবস্থায় মরতে দেখেছি।[১৪০৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٣١ - باب السُّجُودِ فِي { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } وَ { اقْرَأْ }

অনুচ্ছেদ-৩৩১ ঃ সূরাহ ইযাস-সামাউন-শাক্কাত ও সূরহা ইক্বরা- এর সাজদাহ্ সম্পর্কে

١٤٠٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } وَ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } .

– صحيح : م .

[১৪০৫] ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৫৬৬), সহীহ আবূ দাউদ।

[১৪০৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ কুরআনের সাজদাহসমূহ, অনুঃ সূরাহ নাজম এ সাজদাহ, হাঃ ১০৭০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ তিলাওয়াতে সাজদাহ) শু'বাহ হতে।

১৪০৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে 'ইযাস্-সামাউন শাককাত্ এবং 'ইক্বরা বিসমি রব্বিকাল্লাযী খালাক্ব' সূরাহ দু'টিতে সাজদাহ্ করেছি। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূ হুরাইরাহ ﷺ ষষ্ঠ হিজরীতে খায়বার যুদ্ধের বছরে ইসলাম কবুল করেন। আর এ সাজদাহ্ ছিলো রসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের শেষদিকের আমল।[১৪০৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٤٠٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ .

– صحيح : ق .

১৪০৮। আবূ রাফি' ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ ﷺ-এর সাথে 'ইশার সলাত আদায় করি। তিনি সূরাহ 'ইযাস্-সামাউন শাক্কাত' তিলাওয়াত করে সাজদাহ্ করলেন। আমি তাকে বলি, এ সাজদাহ্ কিসের? তিনি বললেন, আমি আবুল ক্বাসিম ﷺ এর পিছনে এ সাজদাহ্ করেছি এবং মৃত্যু পর্যন্ত আমি এ সাজদাহ্ আদায় করতে থাকবো।[১৪০৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٣٢– باب السُّجُودِ فِي { ص }

অনুচ্ছে-৩৩২ ঃ সূরাহ সোয়াদের সাজদাহ্

١٤٠٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَيْسَ { ص } مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا .

– صحيح : خ .

[১৪০৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ তিলাওয়াতে সাজদাহ), আহমাদ (২/২৪৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ কুরআনে সাজদাহর সংখ্যা, হাঃ ১০৫৮), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সূরাহ 'আলাক্ব ও সূরাহ ইনশিক্বাক্ব এ সাজদাহ সম্পর্কে, হাঃ ৫৭৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, আবূ হুরাইরাহর হাদীসটি হাসান ও সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, অনুঃ সাজদাহসমূহ, হাঃ ৯৬৬), দারিমী (অধ্যায়ঃ সলাত, অনুঃ সূরাহ 'আলাক্বে সাজদাহ, হাঃ ১৪৭১), হুমাইদী 'মুসনাদ' (৯৯১) সকলে সুফয়ান হতে।

[১৪০৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ 'ইশার সলাতে সশব্দে ক্বিরাআত, হাঃ ৭৬৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ) মু'তামির হতে।

১৪০৯। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাহ সোয়াদের সাজদাহ্ আবশ্যক নয়। তবে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এখানে সাজদাহ্ করতে দেখেছি।[১৪০৯]

সহীহ ঃ বুখারী।

١٤١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ { ص } فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُودِ " . فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا .

- صحيح .

১৪১০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর 'সূরাহ সোয়াদ' তিলাওয়াতকালে সাজদাহ্র আয়াত পর্যন্ত পৌছলে নীচে নেমে সাজদাহ্ করলে লোকজনও তাঁর সাথে সাজদাহ্ করলো। অতঃপর আরেক দিন তিনি তা তিলাওয়াত করলেন, তখন সাজদাহ্র আয়াত পর্যন্ত পৌছলে লোকজন সাজদাহ্র জন্য প্রস্তুত হলে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এটা নাবীর জন্য তওবাহ স্বরূপ ছিলো। অথচ আমি দেখছি তোমরা সাজদাহ্ করার জন্য প্রস্তুত। অতঃপর তিনি সাজদাহ্ করলে লোকেরাও সাজদাহ্ করলো।[১৪১০]

সহীহ।

٣٣٣- باب فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৩৩ ঃ বানে আরোহী অবস্থায় কিংবা সলাতের বাইরে সাজদাহ্র আয়াত শুনলে

١٤١١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو الْجُمَاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ – عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

[১৪০৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ কুরঅএনর সাজদাহসমূহ, অনুঃ সাজদাহ, হাঃ ১০৬৯), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সাজদাহ সম্পর্কে, হাঃ ৫৭৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ (১/২৭৯), দারিমী (হাঃ ১৪৬৭), হুমাইদী 'মুসনাদ' (হাঃ ৪৭৭)।

[১৪১০] দারিমী (হাঃ ১৪৬৬), ইবনু খুযাইমাহ (২/৩৫৪) 'আয়ায হতে।

صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ .

– ضعيف : المشكاة (١٠٣٣) .

১৪১১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ বিজয়ের বছরে (বিজয়ের দিন) সাজদাহ্র আয়াত পাঠ করলে উপস্থিত সকলেই সাজদাহ্ করলো। তাদের মধ্যে কেউ আরোহী ছিলো এবং কেউ ছিলো মাটিতে সাজদাহ্কারী। এমনকি আরোহী নিজ হাতের উপর সাজদাহ্ আদায় করেছে।[১৪১১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১০৩৩)।

١٤١٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، – الْمَعْنَى – عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ – قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ ثُمَّ اتَّفَقَا – فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى لاَ يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ .

– صحيح : ق .

১৪১২। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে সূরাহ পড়লেন। ইবনু নুমাইর বলেন, সলাতের বাইরে, অতঃপর উভয় বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, তিনি সাজদাহ্ করলে আমরাও তাঁর সাথে সাজদাহ্ করতাম। এমনকি (ভীড়ের কারণে) আমাদের কেউ কেউ স্বীয় কপাল রাখার জায়গাও পেতো না।[১৪১২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٤١٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُعْجِبُهُ لأَنَّهُ كَبَّرَ .

– منكر بذكر التكبير ، و المحفوظ دونه، كما في الذي قبله .

[১৪১১] ইবনু খুযাইমাহ (১/২৭৯) আবূ দাউদ হতে। এর সানাদে মুস'আব ইবনু সাবিত দুর্বল।

[১৪১২] বুখারী (অধ্যায় ঃ কুরআনের সাজদাহসমূহ, অনুঃ সাজদাহ, হাঃ ১০৭৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ তিলাওয়াতে সাজদাহ) 'উবাইদুল্লাহ হতে।

১৪১৩। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে কুরআন পড়ার সময় সাজদাহ্‌র আয়াত অতিক্রমকালে তাকবীর বলে সাজদাহ্ করতেন এবং আমরাও সাজদাহ্ করতাম।[১৪১৩]

'আবদুর রায্‌যাক বলেন, ইমাম সাওরী এ হাদীস পছন্দ করতেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, কেননা এতে তাকবীর উচ্চারণের কথা রয়েছে।

মুনকার, তাকবীর শব্দ উল্লেখ দ্বারা। মাহফূয হচ্ছেঃ তাকবীর ছাড়া। যেমন এর পূর্ববরটিতে রয়েছে।

٣٣٤– باب مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

অনুচ্ছেদ-৩৩৪ ঃ সাজদাহ্‌তে কি বলবে?

١٤١٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، – رضى الله عنها – قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا " سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ " .

– صحيح .

১৪১৪। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রাতে কুরআন তিলাওয়াতের সাজদাহ্ করতেন এবং সাজদাহ্‌তে বারবার বলতেন ঃ 'সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়া শাক্কা সাম্'আহু ওয়া বাসরহু, বি-হাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী। (অর্থঃ আমার মুখমণ্ডল ঐ সত্ত্বাকেই সাজদাহ্ করেছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, কানে শ্রবণশক্তি এবং চোখে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। তাঁর দয়া ও শক্তির বলেই এগুলো বলীয়ান।[১৪১৪]

সহীহ।

٣٣٥– باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ-৩৩৫ ঃ ফাজ্‌রের সলাতের পর যিনি সাজদাহ্‌র আয়াত পাঠ করলে

١٤١٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ، قَالَ لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ – قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ –

[১৪১৩] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[১৪১৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সাজদায়ে কুরআনে কী পড়বে, হাঃ ৫৮০, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (হাঃ ১১২৮)।

كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَنْتَهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ – رضى الله عنهم – فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

– ضعيف .

১৪১৫। আবূ তামীমাহ আল-হুজায়মী (রহঃ) বলেন, যখন আমরা কাফেলার সাথে মাদীনাহ্য় আসি তখন ফাজ্রের সলাতের পর আমি লোকদেরকে ওয়ায করতাম, এ সময় সাজদাহ্র আয়াত পাঠ করলে আমি সাজদাহ্ করতাম। ইবনু 'উমার ﷺ আমাকে পরপর তিনবার নিষেধ করা সত্ত্বেও আমি তার কথায় কর্ণপাত না করায় তিনি পুনরায় নিষেধ করে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাকর, 'উমার এবং 'উসমান ﷺ-এর পেছনে সলাত আদায় করেছি। কিন্তু তাঁরা সূর্য না উঠা পর্যন্ত সাজদাহ্ করেননি।[১৪১৫]

দুর্বল।

[১৪১৫] আহমাদ (হাঃ ৪৭৭১)। আবূ দাউদের সানাদে আবূ বাহর রয়েছে। হাফিয তাকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু তার তাবে' করেছেন ওয়াকী' আহমাদের নিকট। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। সুতরাং হাদীসটি সহীহ।'

كتاب الوتر

অধ্যায়

বিতর সলাত

٣٣٦– باب اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৩৬ ঃ বিতর সলাত মুস্তাহাব

١٤١٦ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ " .

– صحيح .

১৪১৬। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে কুরআনের ধারকগণ! তোমরা বিতর সলাত আদায় করো। কেননা আল্লাহ বেজোড়, তাই তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন।[১৪১৬]

সহীহ।

١٤١٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ زَادَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا تَقُولُ فَقَالَ " لَيْسَ لَكَ وَلاَ لأَصْحَابِكَ " .

– صحيح .

১৪১৭। 'আবদুল্লাহ ﷺ হতে মারফু'ভাবে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তাতে রয়েছে ঃ এক বেদুঈন জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি বলেছেন? তিনি বললেন, এটা তোমার ও তোমার সাথীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।[১৪১৭]

সহীহ।

[১৪১৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বিতর শেষ সলাত নয়, হাঃ ৪৫৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি অধিক সহীহ তার পূর্বের বাক্র ইবনু 'আয়াশের হাদীসের চেয়ে), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ বিতর সলাতের নির্দেশ, হাঃ ১৬৭৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বিতর সম্পর্কে, হাঃ ১১৬৯), আহমাদ (১/৬৮) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। সকলে ইবনু ইসহাক্ব হতে।

[১৪১৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বিতর শেষ সলাত নয়, হাঃ ৪৫৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, 'আলীর হাদীসটি হাসান), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বিতর সলাত, হাঃ১১৭০)।

Contents

١٤١٨ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، - قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ – قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ " .

– ضعيف : المشكاة (١٢٦٧) .

১৪১৮। খারিজাহ ইবনু হুযাফা আল-আদাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ মহা মহীয়ান আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত সলাত দিয়েছেন, সেটা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। তা হলো বিতর। তোমাদের জন্য এ সলাত আদায়ের সময় হচ্ছে 'ইশা সলাতের পর হতে ফাজ্‌র উদয় হওয়া পর্যন্ত।[১৪১৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১২৬৭)।

٣٣٧– باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

অনুচ্ছেদ-৩৩৭ ঃ যে ব্যক্তি বিতর সলাত আদায় করেনি

١٤١٩ – حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ".

– ضعيف : المشكاة (١٢٧٨) .

১৪১৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ বিতর সলাত সত্য। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না সে আমার

[১৪১৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বিতর সলাতের ফাযীলাত, হাঃ ৪৫২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বিতর সলাত, হাঃ ১১৬৮), দারিমী (হাঃ ১৫৭৬), হাকিম (১/৩০৬) ইমাম হাকিম বলেন ঃ সানাদ সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

দলভুক্ত নয়। বিতর সলাত সত্য। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না সে আমার দলভুক্ত নয়। বিতর সলাত সত্য। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।[১৪১৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১২৭৮)।

١٤٢٠ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلاً، بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ . قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ " .

– صحيح : و قد مضى (٤٢٥) .

১৪২০। ইবনু মুহাইরীয (র) সূত্রে বর্ণিত। বনু কিনানাহ্‌র আল-মুখদাজী সিরিয়াতে আবূ মুহাম্মাদ নামক এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, বিতর ওয়াজিব। মুখদাজী বলেন, আমি 'উবাদাহ ইবনুস সামিতের ﷺ কাছে গিয়ে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বললেন, আবূ মুহাম্মাদ মিথ্যা বলেছে। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফার্‌য করেছেন। যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে পালন করবে, আর অবহেলাহেতু এর কোনটি পরিত্যাগ করবে না, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা (যথাযথভাবে) আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১৪২০]

সহীহ।

[১৪১৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বিতর সলাতের ফাযীলাত, হাঃ ৪৫২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বিতর সলাত, হাঃ ১১৬৮), দারিমী (হাঃ ১৫৭৬), হাকিম (১/৩০৬) ইমাম হাকিম বলেন ঃ সানাদ সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

[১৪২০] এটি (৪২৫) নং- এ উল্লেখ হয়েছে।

٣٣٨- باب كَمِ الْوِتْرُ

অনুচ্ছেদ-৩৩৮ ঃ বিতর সলাতের রাক'আত সংখ্যা

١٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذَا مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ .

- صحيح : م .

১৪২১। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা এক বেদুঈন নাবী ﷺ-কে রাতের সলাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর দুই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলেন ঃ দু' দু' রাক'আত এবং রাতের শেষভাগে বিতর এক রাক'আত।[১৪২১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٤٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ " .

- صحيح .

১৪২২। আবূ আইয়ূব আল-আনসারী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিতর সলাত অপরিহার্য। সুতরাং কেউ ইচ্ছে হলে পাঁচ রাক'আত আদায় করবে, কেউ তিন রাক'আত আদায় করতে চাইলে সে তাই করবে এবং কেউ এক রাক'আত বিতর আদায় করতে চাইলে সে এক রাক'আত আদায় করবে।[১৪২২]

সহীহ।

[১৪২১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত দু' দু' রাক'আত করে), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ বিতর কত রাক'আত, হাঃ ১৬৯০), আহমাদ (২/৪০) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ।

[১৪২২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, মতভেদের উল্লেখ, হাঃ ১৭১০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বিতর সলাত তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাক'আত, হাঃ ১১৯০), দারিমী (হাঃ ১৫৮২), আহমাদ (৫/৪১৮)।

٣٣٩– باب مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৩৯ ঃ বিতর সলাতের ক্বিরাআত

١٤٢٣ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ، – وَهَذَا لَفْظُهُ – عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، وَزُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِـــ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا } وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ .

– صحيح .

১৪২৩। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিতর সলাতে সূরাহ 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা', 'কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সমাদ' তিলাওয়াত করতেন।[১৪২৩]

সহীহ।

١٤٢٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِـــ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ .

– صحيح .

১৪২৪। 'আবদুল 'আযীয ইবনু জুরাইজ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশাহ ﷺ-কে বিতর সলাতে রসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন সূরাহ তিলাওয়াত করতেন তা জিজ্ঞেস করি। এরপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তৃতীয় রাক'আতে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' এবং 'কুল আ'উযু বিরাব্বিন নাস' সূরাহ তিনটি তিলাওয়াত করতেন।[১৪২৪]

সহীহ।

[১৪২৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, হাঃ ১৬৯৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বিতর সলাতে কী পড়বে, হাঃ ১১৭১), আহমাদ (৫/১২৩)।

[১৪২৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বিতর সলাতে কী পড়বে, হাঃ ৪৬৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বিতর সলাতে কী পড়বে, হাঃ ১১৭৩), আহমাদ (৬/২২৭) সকলে মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে।

٣٤٠- باب الْقُنُوت فِي الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৪০ ঃ বিতর সলাতের দু'আ কুনূত

١٤٢٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضى الله عنهما عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ " اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ " .

- صحيح .

১৪২৫। আবুল হাওরা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-হাসান ইবনু 'আলী ﷺ বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন কতগুলো বাক্য শিখিয়েছেন, যা আমি বিতর সলাতে পাঠ করে থাকি। তা হলো ঃ "আল্লাহুম্মা ইহদিনী ফীমান হাদাইতা ওয়া'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা ওয়া বা-রিক লী ফীমা আ'তাইতা ওয়াক্বিনী শাররা মা ক্বাদাইতা, ইন্নাকা তাক্বদী ওয়ালা ইউক্‌দা 'আলাইকা ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা ওয়ালা ইয়াইয্‌যু মান 'আ-দাইতা তাবা-রাকতা রব্বানা ওয়া তা'আলাইতা।"[১৪২৫]

সহীহ।

١٤٢٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ هَذَا يَقُولُ فِي الْوِتْرِ فِي الْقُنُوتِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَوْرَاءِ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ .

[১৪২৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বিতরের কুনূত, হাঃ ৪৬৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান), ইবনু মাজহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বিতরের কুনূত, হাঃ ১১৭৮), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, হাঃ ১৭৪৪), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ দু'আয়ে কুনূত, হাঃ ১৫৯৩), আহমাদ (১/১৯৯) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। বুরাইদাহ ইবনু আবূ মারইয়াম একজন বিশ্বস্ত তাবেঈ। ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১০৯৫)।

১৪২৬। আবূ ইসহাক হতে উপরোক্ত সানাদ ও অর্থে বর্ণিত। তাতে শেষাংশে রয়েছে ঃ এগুলো বিতরের কুনূতে বলেছেন। কিন্তু এ কথা উল্লেখ নেই যে, 'আমি এগুলো বিতরে বলেছি।'[১৪২৬]

সহীহ।

١٤٢٧ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هِشَامٌ أَقْدَمُ شَيْخٍ لِحَمَّادٍ وَبَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ – يَعْنِي فِي الْوِتْرِ – قَبْلَ الرُّكُوعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَىٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَرُوِيَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ وَلاَ ذَكَرَ أُبَيًّا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ وَسَمَاعُهُ بِالْكُوفَةِ مَعَ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْقُنُوتَ وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا الْقُنُوتَ وَحَدِيثُ زُبَيْدٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الْقُنُوتَ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ

[১৪২৬] এর পূর্বেটি দেখুন।

هُوَ بِالْمَشْهُورِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ نَخَافُ أَنْ يَكُونَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ غَيْرِ مِسْعَرٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيُرْوَى أَنَّ أُبَيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .

– صحيح .

১৪২৭। 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিতর সলাত শেষে বলতেন ঃ আল্লাহুমা ইন্নী আ'উযু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমু'আফাতিকা মিন 'উকুবিকা ওয়া আ'উযুবিকা মিনকা লা উহসী সানা 'আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা 'আলা নাফসিকা।" (অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার ক্রোধ হতে আশ্রয় চাই। আপনার শাস্তি হতে আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আশ্রয় চাই। আমি আপনার থেকে সর্বপ্রকারের আশ্রয় চাই। আমি আপনার প্রশংসা গণনা করে শেষ করতে পারবো না, বরং তুমি আপনার নিজের যেরূপ প্রশংসা করেছেন, ঠিক সেরূপই"। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হিশাম হাম্মাদের প্রাক্তন শায়খ এবং ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন হতে আমার কাছে এ হাদীস পৌঁছে যে, তার থেকে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ছাড়া অন্য কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেননি। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বিতর সলাতে রুকূ'র আগে কুনূত পাঠ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু আবযা হতে তার পিতা থেকে নাবী ﷺ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে কুনূতের কথা এবং উবাইয়ের নাম উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে 'আবদুল আ'লা এবং মুহাম্মাদ ইবনু বিশর আল-আবদী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এ হাদীসটি ঈসা ইবনু ইউনুসের সাথে কুফাতে শুনেছেন। তবে কুনূতের কথা উল্লেখ করেননি। একইভাবে হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ এবং শু'বাহ (র) ক্বাতাদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এখানেও কুনূতের কথা উল্লেখ নেই। যুবাইদী সূত্রে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, নাবী ﷺ রুকূ'র পূর্বে কুনূত পাঠ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এরূপও বর্ণিত হয়েছে যে, উবাই ﷺ রমাযানের অর্ধ মাস কুনূত পাঠ করতেন।[১৪২৭]

সহীহ।

١٤٢٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، أَمَّهُمْ – يَعْنِي فِي رَمَضَانَ – وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

– ضعيف .

[১৪২৭] এটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে (৮৭০) নং- এ।

১৪২৮। মুহাম্মাদ (র) হতে তার এক সাথীর সূত্রে বর্ণিত। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ রমাযানে তাদের ইমামতি করেছেন এবং রমাযানের শেষদিকে কুনূত পড়েছেন।[১৪২৮]

দুর্বল।

١٤٢٩ – حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَد، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْد، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب، جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْب فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَلاَ يَقْنُتُ بِهِمْ إِلاَّ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ فَكَانُوا يَقُولُونَ أَبَقَ أُبَىٌّ .

– **ضعيف** .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْقُنُوت لَيْسَ بِشَىْءٍ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ أُبَيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي الْوِتْرِ .

১৪২৯। হাসান বাসরী (র) সূত্রে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ (তারাবীহ সলাতের জন্য) উবাই ইবনু কা'বের পিছনে লোকদেরকে জামা'আতবদ্ধ করলেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে বিশ রাত সলাত আদায় করলেন। কিন্তু তিনি রমাযান মাসের অর্ধেক পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেননি। অতঃপর যখন রমাযানের শেষ দশকে তিনি মাসজিদ ছেড়ে নিজ ঘরে সলাত আদায় করলেন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, উবাই পালিয়ে গেছে।[১৪২৯]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস এটাই প্রমাণ করে যে, কুনূত সংক্রান্ত যা কিছু উল্লেখ হয়েছে তা অনির্ভরযোগ্য এবং উল্লেখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, নাবী ﷺ বিতরে কুনূত পড়েছেন এ মর্মে উবাইর বর্ণনা দুর্বল।

٣٤١– باب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৪১ ঃ বিতরের পরে দু'আ পাঠ

١٤٣٠ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ الأَيَامِيِّ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيٍّ

[১৪২৮] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ দুর্বল। সানাদটি মুনকাতি।

[১৪২৯] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ দুর্বল। তাবরীযী একে মিশকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (হাঃ ১২৯৩) হাসান হতে 'উমার সূত্রে। এর সানাদ মুনকাতি। হাসান 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে পাননি। যেমন আত-তাহযীব গ্রন্থে এসেছে।

بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " .

– صحيح .

১৪৩০। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বিতর সলাতের সালাম ফিরিয়ে বলতেন ঃ সুব্হানাল মালিকিল কুদ্দুস।[১৪৩০]

সহীহ।

١٤٣١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ " .

– صحيح .

১৪৩১। আবূ সাঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিতর সলাত আদায় না করেই ঘুমায় অথবা আদায় করতে ভুলে যায়, পরে স্মরণ হওয়া মাত্রই সে যেন তা আদায় করে নেয়।[১৪৩১]

সহীহ।

٣٤٢– باب فِي الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৩৪২ ঃ ঘুমানোর পূর্বে বিতর সলাত আদায় করা

١٤٣٢ – حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، – مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ رَكْعَتَىِ الضُّحَى وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَأَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ .

– صحيح : ق دون قوله : فِي سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ

[১৪৩০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বিতরে কী পড়বে, হাঃ ১১৭১), আহমাদ (৩/৪০৬), ইবনু হিব্বান 'মাওয়ারিদ' (হাঃ ৬৭৬), দারাকুতনী (২/৩১, হাঃ ৬), বায়হাক্বী 'সুনান' (৩/৩৮) আ'মাশ হতে।

[১৪৩১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কোন ব্যক্তি বিতর না পড়ে ঘুমালে, হাঃ ৩৬৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বিতর না পড়ে ঘুমানো, হাঃ ১১৮৮), আহমাদ (৩/৩১)।

১৪৩২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি কাজের ওয়াসিয়াত করেছেন, যা আমি সফরে কিংবা বাড়িতে অবস্থানকালেও পরিহার করি না। তা হলো ঃ চাশতের দু' রাক'আত সলাত, প্রতি মাসে তিন দিন (১৩, ১৪,ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বিযের) সওম পালন এবং বিতর আদায় না করা পর্যন্ত না ঘুমানো।[১৪৩২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম, এ কথা বাদে ঃ সফরে কিংবা বাড়িতেও নয়।

١٤٣٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ السَّكُونِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ " أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ لِشَىْءٍ أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلاَ أَنَامُ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ وَبِسُبْحَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ .

– صحيح : دون قوله : فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ .

১৪৩৩। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি কাজের ওয়াসিয়াত করেছেন যা আমি কখনো বর্জন করি না। তিনি আমাকে ওয়াসিয়াত করেছেন প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করতে, বিতর সলাত আদায়ের পূর্বে নিদ্রা না যেতে এবং বাড়িতে ও সফরে প্রত্যেক অবস্থায় চাশতের সলাত আদায় করতে।[১৪৩৩]

সহীহ ঃ তার এ কথা বাদে ঃ মুকীম অবস্থায় এবং সফর অবস্থায়ও নয়।

١٤٣٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِي بَكْرٍ " مَتَى تُوتِرُ " قَالَ أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ . وَقَالَ لِعُمَرَ " مَتَى تُوتِرُ " . قَالَ آخِرَ اللَّيْلِ . فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ " أَخَذَ هَذَا بِالْحَزْمِ " . وَقَالَ لِعُمَرَ " أَخَذَ هَذَا بِالْقُوَّةِ " .

– صحيح .

১৪৩৪। আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ আবূ বাক্র ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিতর সলাত তুমি কোন সময়ে আদায় করো? তিনি বললেন, আমি রাতের প্রথমাংশে বিতর আদায় করি। তিনি 'উমার ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিতর কোন সময়ে আদায়

[১৪৩২] বুখারী (অধ্যায় ঃ সওম, অনুঃ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে আইয়্যামে বীযের রোযা রাখা, হাঃ ১৯৮১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ চাশতের সলাত আদায় মুস্তাহাব এবং এ সলাত কম পক্ষে দু' রাক'আত)।

[১৪৩৩] আহমাদ (৬/৪৪০) সাফওয়ান ইবনু 'আমর হতে।

করো? তিনি বললেন, আমি বিতর শেষ রাতে আদায় করি। অতঃপর তিনি আবূ বাক্র ﷺ সম্পর্কে বলেন ঃ সে সতর্কতা অবলম্বন করেছে এবং 'উমার ﷺ সম্পর্কে বলেন ঃ সে শক্তভাবে ধারণ করেছে।[১৪৩৪]

সহীহ।

٣٤٣- باب فِي وَقْتِ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৪৩ ঃ বিতর সলাতের ওয়াক্ত

١٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَتَى كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ وَلَكِنِ انْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ .

- صحيح : ق .

১৪৩৫। মাসরূক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি 'আয়িশাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি, রসূলুল্লাহ ﷺ বিতর সলাত কোন সময়ে আদায় করতেন? তিনি বলেন, তিনি রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে- এগুলোর প্রত্যেক সময়েই বিতর আদায় করেছেন। তবে তিনি ইন্তিকালের পূর্বে বিতর সলাত সাহারীর শেষ সময়ে আদায় করেছেন।[১৪৩৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٤٣٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ " .

- صحيح .

১৪৩৬। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা সুবহি সাদিকের আগেই বিতর আদায় করে নিবে।[১৪৩৬]

সহীহ।

١٤٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ رُبَّمَا أَوْتَرَ

[১৪৩৪] ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১০৮৪), হাকিম (১/৩০১) ইমাম হাকিম বলেন ঃ এ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। তবে বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[১৪৩৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ বিতর, অনুঃ বিতরের সময়, হাঃ ৯৯৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত এবং উহা কত রাক'আত) আ'মাশ হতে।

[১৪৩৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত দু' দু' রাক'আত করে), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ৪৬৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ (২/৩৭) 'উবাইদুল্লাহ হতে।

أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ . قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِي فِي الْجَنَابَةِ .

– صحيح : م ، و مضي (٢٢٦) بأتم منه .

১৪৩৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বায়িস (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি 'আয়িশাহ ﵂-কে রসুলুল্লাহর ﷺ বিতর সলাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি বিতর সলাত কখনো রাতের প্রথমাংশে আবার কখনো শেষাংশে আদায় করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করি, নাবী ﷺ কিভাবে ক্বিরাআত করেছেন? তিনি কি নিঃশব্দে পড়তেন নাকি সশব্দে? তিনি বলেন, তিনি কখনো আস্তে এবং কখনো জোরে- উভয়ভাবেই পড়েছেন। তিনি কখনো গোসল করে ঘুমিয়েছেন এবং কখনো উযু করে ঘুমিয়েছেন।[১৪৩৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, কুতাইবাহ ছাড়া অন্যরা 'স্ত্রী সহবাসের গোসল' বলেছেন।

١٤٣٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا " .

– صحيح : ق .

১৪৩৮। ইবনু 'উমার ﵁ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ বিতরকে তোমাদের রাতের শেষ সলাতে পরিণত করবে।[১৪৩৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٤٤– باب فِي نَقْضِ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৪৪ ঃ বিতর সলাত দুইবার আদায় করবে না

١٤٣٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ " .

– صحيح .

[১৪৩৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ জুনবী ব্যক্তির ঘুমানো জায়িয এবং উযু করা মুস্তাহাব) আবূ দাউদ সূত্রে।

[১৪৩৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ বিতর, অনুঃ বিতরকে শেষ সলাত গণ্য করা, হাঃ ৯৯৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাত দু' দু' রাক'আত করে এবং তার শেষে বিতর এক রাক'আত) ইয়াহইয়া হতে।

১৪৩৯। ক্বায়িস ইবনু ত্বালক্ব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রমাযান মাসে ত্বালক্ব ইবনু 'আলী ﷺ আমাদের সাথে দেখা করতে এসে এখানে সন্ধ্যা অতিবাহিত করেন এবং এখানেই ইফতার করেন। অতঃপর রাতে আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ ও বিতর সলাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি নিজেদের মাসজিদের গিয়ে তার সাথীদেরকে নিয়েও সলাত আদায় করেন। অতঃপর বিতর সলাতের জন্য এক ব্যক্তিকে সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে বলেন, তোমার সাথীদেরকে বিতর পড়াও। কেননা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ একই রাতে দুইবার বিতর হয় না।[১৪৩৯]

সহীহ।

[১৪৩৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ একই রাতে দুইবার বিতর নেই, হাঃ ৪৭০, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামুল লাইল, অনুঃ নাবী -সাঃ দুইবার বিতর পড়তে নিষেধ করেছেন, হাঃ ১৬৭৮), আহমাদ (৪/২৩), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১১০১) সকলে মুলাযিম হতে।

এক নজরে বিতর সলাতের পদ্ধতি ঃ

(১) বিতর সলাত ১, ৩, ৫, ৭, ৯ রাকআত আদায় করা যায়। এর সবগুলোর সমর্থনেই হাদীস বর্ণিত আছে। তবে চার খলীফা সহ অধিকাংশ সাহাবায়ি কিরাম, তাবেঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণ এক রাকআত বিতরে অভ্যস্ত ছিলেন। হাদীসে এসেছে, নাবী (সাঃ) বলেন ঃ বিতর রাতের শেষভাগে মাত্র এক রাক'আত- (সহীহ মুসলিম)। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ রসূল (সাঃ) এক রাক'আত দ্বারা বিতর করতেন। (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৫৫)

(২) ১ রাকআত থেকে ৫ রাকআত পর্যন্ত এক বৈঠকে সালাম সহ বিতর সলাত আদায় করবে। আর ৭ রাক'আত বিতর পড়লে তাতে ছয় রাক'আতে প্রথম বৈঠক করবে, তারপর ৭ম রাক'আতে শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরাবে। আর ৯ রাক'আত বিতর সলাত আদায় করলে তাতে আট রাক'আতে প্রথম বৈঠক করবে এবং ৯ম রাক'আতে শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরাবে- (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, বায়হাক্বী, হাকিম, মিরআত। উল্লেখ্য, ৩ রাক'আত বিতর সলাতে মাগরিবের ন্যায় দ্বিতীয় রাক'আতে প্রথম বৈঠক এবং তৃতীয় রাক'আতে শেষ বৈঠক করার নিয়ম সঠিক নয়)

(৩) বিতর সলাত 'ইশা, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি রাতের সলাতের শেষে আদায় করা সুন্নাত। বিতর সলাত রাতের প্রথম, মধ্য এবং শেষ ভাগ- যেকোন সময়ে আদায় করা যায়। (মিরআত, নায়লুল আওত্বার, সহীহুল বুখারী ও মুসলিম)

(৪) কেউ বিতর সলাত আদায় করতে ভুলে গেলে কিংবা না আদায় করেই ঘুমিয়ে পড়লে স্মরণ হলেই বা ঘুম থেকে জাগার পরই তা আদায় করবে। (আবূ দাউদ, মিরআত)

(৫) বিতর সলাতের দুআ কুনূত সারা বছরই পড়া যায়। তবে বিতর সলাতের জন্য যেহেতু কুনূত শর্ত নয় তাই মাঝে মধ্যে কুনূত পাঠ না করাও উত্তম। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত)

(৬) বিতরের কুনূত রুকূ'র আগে এবং রুকূ'র পরে দুই ভাবেই পড়া জায়িয আছে। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত)।

(৭) বিতরের কুনূতের সময় হাত উঠিয়ে দুআ করবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (রহঃ) বলেন ঃ বিতরের কুনূত পাঠ কালে দুই হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে। ইমাম ত্বাহাবী ও ইমাম কারখীও এটাকে পছন্দ করেছেন। ইমাম আহমাদের মতও তাই। সাহাবী 'উমার, ইবনু মাসউদ, আবূ হুরাইরাহ, আনাস (রাঃ) প্রমূখ সাহাবায়ি কিরাম হতে এর প্রমাণ রয়েছে। (মিরআত)

(৮) রমাযান মাসে বিতরের কুনূতে দুআ লম্বা করা যাবে। নেককার পূর্বসূরীদের অনেকে এরূপ করতেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, দুআ যেন এতো বেশি দীর্ঘ না হয় যাতে মুসল্লীদের বিরক্তির কারণ ঘটে।

(৯) বিতর সলাতের কুনূত ঃ "আল্লাহুম্মাহদিনী ফী মান হাদায়তা, ওয়া 'আফিনী ফী মান 'আফায়তা, ওয়াতাওল্লানী ফী মান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিকলী ফী মা আ'তায়তা, ওয়াক্বিনী শাররামা ক্বাযাইতা, ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা ইউক্বযা 'আলাইকা, ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লুমাও ওয়া লায়তা, ওয়ালা ইয়া 'ইয্যুমান 'আদায়তা, তাবারকতা রব্বানা ওয়া তা'আ-লায়তা, ওয়া আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলায়কা, ওয়া সল্লাল্লাহু আলান্

٣٤٥- باب الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদ-৩৪৫ ঃ অন্যান্য সলাতে কুনূত পাঠ সম্পর্কে

١٤٤٠ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ وَاللَّهِ لأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ .

- صحيح : ق .

১৪৪০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রসূলুল্লাহর ﷺ সলাতের নিকটবর্তী করবো। আবূ হুরাইরাহ ﷺ যুহর, 'ইশা এবং ফাজ্‌রের সলাতের শেষ রাক'আতে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন। এতে মুমিনদের জন্য দু'আ এবং কাফিরদের জন্য বদদু'আ করতেন।[১৪৪০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٤٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالُوا، كُلُّهُمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ وَصَلاَةِ الْمَغْرِبِ .

- صحيح : م .

নাবী।" (হাদীস সহীহ ঃ আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, দারিমী, ইবনু আবূ শায়বাহ, হাকিম, বায়হাক্বী, আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনু খুযায়মাহ, ইবনু হিব্বান, মিশকাত হা/১২৭৩, ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৯)

উল্লেখ্য, জামা'আতে দুআর সময় ইমাম ক্রিয়াপদের শেষে এক বচন 'নী' এর স্থলে বহুবচন 'না' শব্দ বলতে পারবেন। (ফাতাওয়াহ ইবনু বায)

(১০) বিতর সলাত শেষে এই দুআ পড়তে হয় ঃ "সুবহানাল মালিকুল কুদ্দুস।" এরপর স্বরবে বলতে হয় "রাব্বিল মালায়িকাতি ওয়ার রূহি" (সুনানু নাসায়ী)

[১৪৪০] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযানম, হাঃ ৭৯৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সকল সলাতে কুনূত মুস্তাহাব)।

১৪৪১। আল-বারাআ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ফাজ্‌রের সলাতে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন। ইবনু মুয়াযের বর্ণনায় মাগরিবের সলাতেও কুনূত পড়ার কথা রয়েছে।[১৪৪১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٤٤٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ " اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا " .

– صحيح : م، خ دون قوله : فذكرت . . . .

১৪৪২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস পর্যন্ত 'ইশার সলাতে দু'আ কুনূত পাঠ করেছেন। তিনি কুনূতে বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীকে মুক্ত করুন! হে আল্লাহ! সালামাহ ইবনু হিশামকে মুক্ত করুন! হে আল্লাহ! দুর্বল মুমিনদেরকে মুক্তি দিন! হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের উপর আপনি কঠোর হোন! হে আল্লাহ! তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ দিন যেমন দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলেন ইউসুফ (আ)-এর যুগে।" আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, একদিন ভোরে রসূলুল্লাহ ﷺ আর দুর্বল ও নির্যাতিত মুমিনদের জন্য দু'আ না করায় আমি তাকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন ঃ তুমি কি তাদেরকে (নির্যাতিত মুসলিমদের) দেখছো না যে, তারা মাদীনাহ্য় ফিরে এসেছে?[১৪৪২]

সহীহ ঃ মুসলিম। বুখারীতে এ কথা বাদে ঃ "আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে... ।"

١٤٤٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ

[১৪৪১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সকল সলাতে কুনূত মুস্তাহাব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ মাগরিব সলাতে কুনূত পাঠ, হাঃ ১০৭৫), আহমাদ (৪/২৮০), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকূ'র পরে কুনূত পড়া, হাঃ ১৫৯৭), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১০৯৯) শু'বাহ হতে।

[১৪৪২] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সাজদাহর সময় তাকবীর বলতে বলতে নত হওয়া), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সকল সলাতে কুনূত মুস্তাহাব)।

لِمَنْ حَمِدَهُ " . مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ .

– حسن .

১৪৪৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ পুরো এক মাস যুহর, 'আসর, মাগরিব, 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাতে শেষ রাক'আতে "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার পর কুনূত পাঠ করেছেন। এ সময় তিনি বনু সুলাইমের কয়েকটি গোত্র, যেমন রি'ল, যাকওয়ান ও উসাইয়্যার উপর বদদু'আ করেছেন এবং তাঁর পিছনের মুক্তাদীরা আমীন আমীন বলেছেন।[১৪৪৩]

হাসান।

١٤٤٤ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَالَ نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ . قَالَ مُسَدَّدٌ بِيَسِيرٍ .

– صحيح : ق .

১৪৪৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ফাজ্‌রের সলাতে কুনূত পড়েছেন কিনা এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হাঁ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, রুকূ'র পূর্বে নাকি পরে? তিনি বলেন, রুকূ'র পরে। মুসাদ্দাদ বলেন, ছোট কুনূত পড়েছেন।[১৪৪৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٤٤٥ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ .

– صحيح : م .

১৪৪৫। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ পুরো এক মাস কুনূত পড়েছেন, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়েছেন।[১৪৪৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১৪৪৩] আহমাদ (হাঃ ২৭৪৬), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৬১৮) সাবিত ইবনু যায়িদ হতে। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ।

[১৪৪৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ বিতর, অনুঃ রুকূ'র পূর্বে ও পরে কুনূত, হাঃ ১০০১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সকল সলাতে কুনূত মুস্তাহাব) আইয়ূব হতে।

[১৪৪৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সকল সলাতে কুনূত মুস্তাহাব)।

١٤٤٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ، صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْغَدَاةِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيَّةً .

– صحيح .

১৪৪৬। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এর সাথে ফাজ্‌রের সলাত আদায়কারী এক সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ দ্বিতীয় রাক'আতে (রুকূ') হতে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছেন।[১৪৪৬]

সহীহ।

٣٤٦– باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ-৩৪৬ ঃ নাফ্‌ল সলাত ঘরে আদায়ের ফাযীলাত

١٤٤٧ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، – يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ – عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ حُجْرَةً فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا قَالَ فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلاَتِهِ – يَعْنِي رِجَالاً – وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَنَحْنَحُوا وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا بَابَهُ – قَالَ – فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ " .

– صحيح : ق .

১৪৪৭। যায়িদ ইবনু সাবিত ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে একটি হুজরাহ বানিয়ে নিলেন। রাতে সেখানে গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরাও তাঁর সাথে সলাত আদায় করতো এবং তারা প্রতি রাতে সেখানে একত্র

[১৪৪৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ ফাজ্‌র সলাতে কুনূত, হাঃ ১০৭১) বিশর ইবনু মুফায্‌যাল হতে। সানাদ সহীহ। সাহাবীর জাহালাতে কোন অসুধিা নেই, যা জানা বিষয়।

হতো। এক রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট (মাসজিদে) না আসায় তারা গলা খাকাড়ি ও উচ্চস্বরে কথাবার্তা বললো, এমনকি তাঁর ঘরের দরজায় কংকর নিক্ষেপ করলো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট মনে তাদের নিকট এসে বললেন ঃ হে লোকেরা! তোমাদের কি হলো যে, তোমরা (নাফ্‌ল সলাত জামা'আতে আদায়ের জন্য) ব্যতিব্যস্ত হচ্ছো? আমি আশংকা করছি, তোমরা এভাবে এলে রাতের নাফ্‌ল সলাত তোমাদের উপর ফারয করা হতে পারে? কাজেই নাফ্‌ল সলাত তোমাদের নিজ নিজ ঘরে আদায় করা উচিত। কেননা ফারয সলাত ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির নাফ্‌ল সলাত নিজ ঘরে আদায় করাই উত্তম।[১৪৪৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٤٤٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " .

– صحيح : ق ، مضي (١٠٤٣) .

১৪৪৮। ইবনু 'উমার ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কিছু সলাত নিজ নিজ ঘরে আদায় করবে এবং তোমাদের ঘরগুলোকে ক্বরস্থানে পরিণত করবে না।[১৪৪৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। এটি গত হয়েছে (১০৪৩)।

٣٤٧– باب طول القيام

অনুচ্ছেদ-৩৪৭ ঃ সলাতে দীর্ঘ ক্বিয়াম

١٤٤٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " طُولُ الْقِيَامِ " . قِيلَ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " جُهْدُ الْمُقِلِّ " . قِيلَ فَأَىُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ " مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ " . قِيلَ فَأَىُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ " مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ " . قِيلَ فَأَىُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ " مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ " .

– صحيح : بلفظ : (أي الصلاة) تقدم تحت رقم (١٣٢٥) .

[১৪৪৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ রাতের সলাত, হাঃ ৭৩১), মুসলিম (মুসাফিরের সলাত, অনুঃ নাফ্‌ল সলাত মুস্তাহাব) আবূ নাযর হতে।

[১৪৪৮] বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের (১০৪৩) নং হাদীস দেখুন।

১৪৪৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু হুবশী আল-খাস'আমী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ-কে সর্বোত্তম কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন সদাক্বাহ উত্তম? তিনি বলেন ঃ নিজ শ্রমে উপার্জিত সামান্য সম্পদ হতে যে দান করা হয় সেটা। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন হিজরাত উত্তম? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু হতে দূরে থাকা। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিহাদ উত্তম? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ধরনের হত্যা মর্যাদা সম্পন্ন? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি (যুদ্ধের ময়দানে) নিজের ঘোড়া সহ নিহত হয়।[১৪৪৯]

সহীহ ঃ এ শব্দে ঃ (কোন সলাত?)।

٣٤٨– باب الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৩৪৮ ঃ ক্বিয়ামুল লাইল করতে উৎসাহ প্রদান

١٤٥٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ " .

– حسن صحيح : و مضي (١٣٠٨) .

১৪৫০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে দয়া করুন, যে রাতে উঠে নিজেও সলাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও সলাত আদায় করে। সে উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ এমন নারীর প্রতিও অনুগ্রহ করুন, যে রাতে উঠে নিজে সলাত আদায় করে এবং তার স্বামীকেও জাগায়। সে উঠতে না চাইলে তার মুখণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।[১৪৫০]

হাসান সহীহ ঃ এটি গত হয়েছে (১৩০৮)।

١٤٥١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي، هُرَيْرَةَ

[১৪৪৯] এটি (১৩২৫) নং হাদীসে গত হয়েছে।
[১৪৫০] এটি (১৩০৮) নং হাদীসে গত হয়েছে।

قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ " .

– صحيح : و مضي (١٣٠٩) .

১৪৫১। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ও আবূ হুরাইরাহ ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে নিজে সজাগ হলো এবং তার স্ত্রীকেও জাগিয়ে দিলো। অতঃপর উভয়েই একত্রে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলো। তাদের দু'জনকেই (আল্লাহর) অধিক যিকিরকারী ও যিকিরকারিণীর তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়।[১৪৫১]

সহীহ ঃ এটি গত হয়েছে (১৩০৯)।

٣٤٩– باب فِي ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-৩৪৯ ঃ কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব

١٤٥٢ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ " .

– صحيح : خ .

১৪৫২। 'উসমান ﵁ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কুরআন নিজে শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।[১৪৫২]

সহীহ ঃ বুখারী।

١٤٥٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا " .

– ضعيف .

[১৪৫১] এটি (১৩০৯) নং হাদীসে গত হয়েছে।

[১৪৫২] বুখারী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, অনুঃ তোমাদের মধ্যকার ঐ ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়, হাঃ ৫০২৭), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, অনুঃ কুরআন তা'লীম দেয়া সম্পর্কে, হাঃ ২৯০৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ ফাযায়িল কুরআন, অনুঃ কুরআন শিখা ও শিক্ষা দেয়ার ফাযীলাত, হাঃ ২১১), দারিমী (হাঃ ৩৩৩৮), আহমাদ (১/৫৮) সকলে শু'বাহ হতে।

১৪৫৩। সাহল ইবনু মু'আয আল-জুহানী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, ক্বিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন মুকুট পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চাইতেও উজ্জল হবে। ধরে নাও, যদি সূর্য তোমাদের ঘরে বিদ্যমান থাকে (তাহলে তার আলো কিরূপ হবে?)। তাহলে যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী আমল করে তার ব্যাপারটি কেমন হবে, তোমরা ধারণা করো তো![১৪৫৩]

দুর্বল।

١٤٥٤ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ " .

– صحيح : ق .

১৪৫৪। 'আয়িশাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফিরিশতাদের সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ার সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে তিলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুন সওয়াব।[১৪৫৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٤٥٥ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " .

– صحيح : م .

১৪৫৫। আবূ হুরাইরাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তা নিয়ে আলোচনা করে, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, তাদেরকে রহমাত ঢেকে নেয়, ফিরিশতাগণ

[১৪৫৩] আহমাদ (৩/৪৪০) যাব্বান ইবনু ফায়িদ হতে। এর সানাদ দুর্বল। সানাদের যাব্বান ইবনু ফায়িদ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সৎ এবং 'ইবাদাতগুজারী হওয়া সত্ত্বেও যঈফ।

[১৪৫৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাফসীর, হাঃ ৪৯৩৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ কুরআন পারদর্শী হওয়ার ফাযীলাত) ক্বাতাদাহ হতে।

তাদেরকে ঘিরে রাখে, এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশতাদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন।[১৪৫৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٤٥٦ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى بُطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ فَيَأْخُذَ نَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ بِغَيْرِ إِثْمٍ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ " . قَالُوا كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَلأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَإِنْ ثَلاَثٌ فَثَلاَثٌ مِثْلُ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ " .

– صحيح : م .

১৪৫৬। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির আল-জুহানী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা সুফ্‌ফাতে (মাসজিদে নাববীর আঙ্গিনায়) অবস্থান করছিলাম এমন সময় রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করবে যে, ভোরে বুতহান অথবা আক্বীক্ব উপত্যকায় গিয়ে সেখান থেকে আল্লাহর সাথে কোনরূপ অন্যায় না করে ও আত্মীয়তা ছিন্ন না করে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট উজ্জল বর্ণের সুন্দর দু'টি উটনী নিয়ে আসবে? তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সবাই। তিনি বললেন ঃ অবশ্য তোমাদের কেউ ভোরে মাসজিদে এসে আল্লাহর কিতাব হতে দু'টি আয়াত শিক্ষা করা এরূপ দু'টি উটনীর চেয়েও উত্তম এবং তিনটি আয়াত শিক্ষা করা তিনটি উটের চেয়ে উত্তম। আয়াতের সংখ্যা যত বেশী হবে তা তত সংখ্যক উটের চেয়ে উত্তম হবে।[১৪৫৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১৪৫৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যিকর ও দু'আ), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ ক্বিরাআত, অনুঃ 'আলিমগণের ফাযীলাত, হাঃ ২২৫) সকলে আ'মাশ হতে।

[১৪৫৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ সলাতে ক্বুরআন তিলাওয়াতের ফাযীলাত) আহমাদ (৪/১৫৪) মূসা ইবনু 'আলী হতে।

٣٥٠– باب فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-৩৫০ ঃ সূরাহ আল-ফাতিহা

١٤٥٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي " .

– صحيح .

১৪৫৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সূরাহ "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন" হচ্ছে উম্মুল কিতাব, উম্মুল কুরআন এবং বারবার পঠিতব্য সাতটি আয়াত।[১৪৫৭]

সহীহ।

١٤٥٨ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَعَاهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ فَقَالَ " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي " . قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي . قَالَ " أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ فِي الْقُرْآنِ " . شَكَّ خَالِدٌ " قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلَكَ . قَالَ " { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّتِي أُوتِيتُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ " .

– صحيح : خ .

১৪৫৮। আবূ সাঈদ ইবনুল মু'আল্লা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি সলাতে রত থাকাবস্থায় নাবী ﷺ তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ডাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সলাত আদায় শেষে তাঁর নিকট এলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার ডাকে সাড়া দিতে কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছে? তিনি বললেন, আমি সলাতে রত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ কি বলেননি ঃ "হে মুমিনগণ! যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে

[১৪৫৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাফসীর, অনুঃ আমি তোমাকে দিয়েছি সাতটি মাসানী এবং কুরআন মাজীদ, হাঃ ৪৭০৪) অনুরূপ, দারিমী (হাঃ ৩১২৪), আহমাদ (২/৪৪৮) সকলে ইবনু আবূ যি'ব হতে।

যা তোমাদেরকে প্রাণবন্তকরে। (সূরাহ আল-আনফাল ঃ ২৪) আমি মাসজিদ থেকে বের হবার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের অত্যধিক মর্যাদা সম্পন্ন একটি সূরাহ শিক্ষা দিবো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার কথাটি স্মরণ রাখবো। তিনি ﷺ বললেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন", এটি হচ্ছে সাত আয়াতবিশিষ্ট সূরাহ। আমাকে এটি এবং কুরআনুল 'আযীম প্রদান করা হয়েছে।[১৪৫৮]

সহীহ ঃ বুখারী।

٣٥١– باب مَنْ قَالَ هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

অনুচ্ছেদ-৩৫১ ঃ যিনি বলেন, সূরাহ ফাতিহা দীর্ঘ সূরাহসমূহের অর্ন্তভূক্ত

١٤٥٩ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي الطُّوَلِ وَأُوتِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ سِتًّا فَلَمَّا أَلْقَى الأَلْوَاحَ رُفِعَتْ ثِنْتَانِ وَبَقِيَ أَرْبَعٌ .

– صحيح .

১৪৫৯। ইবনু 'আব্বাস ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাব'উ মাসানী (সাত আয়াতবিশিষ্ট) নামক দীর্ঘ সূরাহ দেয়া হয়েছে এবং মূসা (আ)-কে দেয়া হয়েছিল ছয়টি। অতঃপর তিনি তাওরাতের লিখিত ফলকগুলো ছুড়ে ফেলায় দু'টি উঠিয়ে নেয়া হয় এবং চারটি অবশিষ্ট থাকে।[১৪৫৯]

সহীহ।

٣٥٢– باب مَا جَاءَ فِي آيَةِ الْكُرْسِيِّ

অনুচ্ছেদ-৩৫২ ঃ আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে

١٤٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَبَا الْمُنْذِرِ أَىُّ آيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

[১৪৫৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাফসীর, হাঃ ৪৬৪৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আদাব, অনুঃ কুরআনের সওয়াব, হাঃ ৩৭৮৫), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, হাঃ ৯১২), দারিমী (হাঃ ৩৩৭১), আহমাদ (৩৩/৪৫০), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৮৬২) সকলে শু'বাহ হতে।

[১৪৫৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, হাঃ ৯১৪) জারীর হতে।

قَالَ " أَبَا الْمُنْذِرِ أَىُّ آيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ " . قَالَ قُلْتُ { اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ } قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ " لِيَهْنِ لَكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمُ " .

– صحيح : م .

১৪৬০। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আবুল মুনযির! তোমার কাছে আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি আবার বলেন, হে আবুল মুনযির! তোমার কাছে আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ? আমি বললাম, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম" (আয়াতুল কুরসী)। তখন তিনি আমার বুকে (হালকা) আঘাত করে বলেন ঃ হে আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞান আনন্দদায়ক হোক।[১৪৬০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٣٥٣– باب فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

অনুচ্ছেদ-৩৫৩ ঃ সূরাহ আস-সমাদ (আল-ইখলাস) সম্পর্কে

١٤٦١ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، سَمِعَ رَجُلاً، يَقْرَأُ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ " .

– صحيح : خ .

১৪৬১। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বারবার সূরাহ 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতে শুনে ঘটনাটি ভোর বেলায় রসূলুল্লাহ ﷺ নিকট এসে উল্লেখ করলো। লোকটি যেন এ সূরাহ বারবার পাঠ করাকে তুষ্ট মনে করলো। নাবী ﷺ বললেন ঃ ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! এ সূরাহটি পুরো কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।[১৪৬১]

সহীহ ঃ বুখারী।

[১৪৬০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ সূরাহ কাহাফ ও আয়াতুল কুরসির ফাযীলাত), আহমাদ (৫/১৪১)।

[১৪৬১] বুখারী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, অনুঃ সূরাহ ইখলাসের ফাযীলাত, হাঃ ৫০১৩), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, অনুঃ সূরাহ ইখলাসের ফাযীলাত, হাঃ ৯৯৪), মালিক (অধ্যায় ঃ কুরআন, অনুঃ সূরাহ ইখলাসের ফাযীলাত, হাঃ ১৭), আহমাদ (৩/৯৩) সকলে মালিক হতে।

٣٥٤- باب فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৩৫৪ ঃ সূরাহ আল-ফালাক্ব ও সূরাহ আন-নাস সম্পর্কে

١٤٦٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لِي " يَا عُقْبَةُ أَلاَ أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا " . فَعَلَّمَنِي { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } قَالَ فَلَمْ يَرَنِي سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلاَةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلاَةِ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ " يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ " .

– صحيح .

১৪৬২। ‘উক্ববাহ ইবনু ‘আমির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরকালে রসূলুল্লাহর ﷺ উষ্ট্রীর লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যেতাম। একদা তিনি আমাকে বললেন ঃ হে ‘উক্ববাহ! আমি কি তোমাকে পঠিতব্য দু'টি সূরাহ শিক্ষা দিবো না? অতঃপর তিনি আমাকে সূরাহ ‘কুল আ‘উযু বিরব্বিল ফালাক্ব এবং কুল আ‘উযু বিরব্বিন নাস’ শিখালেন। এতে তিনি আমাকে তেমন খুশী হতে দেখেননি। অতঃপর তিনি সলাতের জন্য অবতরণ করে লোকদেরকে নিয়ে ফাজ্‌র সলাতে এ দু'টি সূরাহ পাঠ করলেন। সলাত শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ কেমন দেখলে, হে ‘উক্ববাহ![১৪৬২]

সহীহ।

١٤٦٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ بِـ { أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ { أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } وَيَقُولُ " يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا " . قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِي الصَّلاَةِ .

– صحيح .

[১৪৬২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা, হাঃ ৫৪৫১), আহমাদ (৪/১৪৪), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৫৩৪) ক্বাসিম হতে।

১৪৬৩। ‘উক্ববাহ ইবনু ‘আমির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে আল-জুহফা ও আল-আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় সফরকালে আমরা হঠাৎ প্রবল বাতাস ও ঘোর অন্ধকারের কবলে পড়ি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ ‘কুল আ‘উযু বিরব্বিল ফালাক্ব এবং কুল আ‘উযু বিরব্বিন নাস’ সূরাহ দু’টি পাঠ করে আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বললেন ঃ হে ‘উকবাহ! এ সূরাহ দু’টি দ্বারা পানাহ চাও। কেননা পানাহ চাওয়ার জন্য এরূপ সূরাহ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে এ দু’টি সূরাহ দ্বারা সলাতের ইমামতি করতেও শুনেছি।[১৪৬৩]

সহীহ।

٣٥٥– باب اسْتِحْبَابِ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৫৫ ঃ তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত পছন্দনীয়?

١٤٦٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا " .

– حسن صحيح .

১৪৬৪। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (ক্বিয়ামাতে) কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন পাঠ করতে করতে উপরে উঠতে থাকো। তুমি দুনিয়াতে যেভাবে ধীরেসুস্থে পাঠ করতে সেভাবে পাঠ করো। কেননা তোমার তিলাওয়াতের শেষ আয়াতেই (জান্নাতে) তোমার বাসস্থান হবে।[১৪৬৪]

হাসান সহীহ।

١٤٦٥ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ مَدًّا .

– صحيح : خ .

[১৪৬৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা, হাঃ ৫৪৫৩), দারিমী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, অনুঃ সূরাহ নাস ও ফালাক্বের ফাযীলাত, হাঃ ৩৪৪০), হুমাইদী ‘মুসনাদ’ (হাঃ ৮৫১) সাঈদ মাক্ববুরী হতে।

[১৪৬৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, হাঃ ২৯১৪, ইমাম তিরমিয বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ (হাঃ ৬৭৯৯) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ।

১৪৬৫। ক্বাতাদাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ﷺ-কে নাবী ﷺ এর ক্বিরাআত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি যেখানে যতটুকু দীর্ঘ করা প্রয়োজন, সেখানে ততটুকু দীর্ঘ করে টেনে পাঠ করতেন।[১৪৬৫]

সহীহ ঃ বুখারী।

١٤٦٦ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلاَتِهِ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ كَانَ يُصَلِّي وَيَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ وَنَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ حَرْفًا حَرْفًا .

– ضعيف .

১৪৬৬। ইয়া'লা ইবনু মামলাক (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি উম্মু সালামাহ ﷺ-কে রসূলুল্লাহর ﷺ সলাত ও ক্বিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তাঁর সলাত সম্পর্কে জেনে তোমাদের কি দরকার? তিনি সলাত আদায় করতেন এবং সলাত আদায়ের সমপরিমান সময় ঘুমাতেন, আবার যেটুকু সময় ঘুমাতেন সে পরিমাণ সময় সলাত আদায় করতেন। আবারো সলাত আদায়ের সমপরিমান সময় ঘুমাতেন। এভাবেই ভোর হয়ে যেতো। তিনি তাঁর ক্বিরাআতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি ক্বিরাআতে এক একটি হরফ স্পষ্ট উচ্চারণ করতেন।[১৪৬৬]

দুর্বল।

١٤٦٧ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفَتْحِ وَهُوَ يُرَجِّعُ .

– صحيح : ق .

[১৪৬৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, অনুঃ ক্বিরাআত দীর্ঘ করা, হাঃ ৫০৪৫), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, হাঃ ১০১৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ রাতের সলাতের ক্বিরাআত, হাঃ ১৩৫৩), আহমাদ (৩/১১৯) সকলে জারীর হতে।

[১৪৬৬] বুখারী 'খালকু আফ'আলুল 'ইবাদ' (হাঃ ১৩২), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, অনুঃ নাবী সাঃ-এর ক্বিরাআত, হাঃ ২৯২৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, অনঃ ধীরস্থিরভাবে কুরআন পড়া, হাঃ ১০২১), আহমাদ (৬/২৯৪), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১১৫৮) সকলে লাইস হতে। এর দোষ হচ্ছে এটির মূল বিষয় বর্তায় ই'য়ালা ইবনু মামলাকের উপর। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ মাক্ববূল।

১৪৬৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাক্কাহ বিজয়ের দিন রসূলুল্লহ ﷺ-কে তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহিত অবস্থায় সূরাহ 'আল-ফাতহ্' পাঠ করতে শুনেছি এবং প্রতিটি আয়াত পুনরাবৃত্তিসহ।[১৪৬৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٤٦٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ " .

- صحيح .

১৪৬৮। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সুললিত কণ্ঠে কুরআনকে সুসজ্জিত করো।[১৪৬৮]

সহীহ।

١٤٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، بِمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، - وَقَالَ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ، قُتَيْبَةُ هُوَ فِي كِتَابِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ " .

- صحيح .

১৪৬৯। আবুল ওয়ালীদ, কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ ও ইয়াযীদ ইবনু খালিদ হতে পুর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনু আবূ সাঈদ ﵁ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মধুর সূরে কুরআন পাঠ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[১৪৬৯]

সহীহ।

[১৪৬৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাফসীর, অনুঃ সূরাহ ফাতহ্, হাঃ ৪৮৩৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ মাক্কাহ বিজয়ের দিন নাবী সাঃ-এর সূরাহ ফাতহ্ পড়া) শু'বাহ হতে।

[১৪৬৮] বুখারী 'খালকু আফ'আলুল 'ইবাদ' (হাঃ ১৯৫) আ'মাশ হতে, ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা, হাঃ ১৩৪২), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, অনুঃ কুরআন পাঠে আওয়াজ সুন্দর করা, হাঃ ১০১৪), দারিমী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, হাঃ ৩৫০০) ত্বালহা হতে, আহমাদ (৪/২৩৮)।

[১৪৬৯] আহমাদ (১/১৭২), দারিমী (হাঃ ১৪৯০), হুমাইদী 'মুসনাদ' (হাঃ৭৬) সকলে ইবনু আবূ মুলাইকা হতে।

١٤٧٠ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

১৪৭০। সা'দ ﷺ হতে রসূলুল্লাহর ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।[১৪৭০]

١٤٧١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ مَرَّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ فَاتَّبَعْنَاهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ " . قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ .

– حسن صحيح .

১৪৭১। 'উবায়দুল্লাহ ইবনু আবূ ইয়াযীদ (র) বলেন, একদা আবূ লুবাবাহ (রাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে আমরা তার অনুসরণ করি। যখন তিনি তার ঘরে ঢুকলেন, আমরাও তাতে ঢুকে পড়ি এবং দেখি, তিনি এমন লোক যার ঘরটি একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ এবং অবস্থাও অসচ্ছল। আমি তাকে বলতে শুনি, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কুরআনকে মধুর সূরে পাঠ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবনু আবূ মুলায়কাহকে বলি, হে আবূ মুহাম্মাদ! যদি কারো স্বরই শ্রুতিমধুর না হয়? তিনি বললেন, সাধ্যমত সুন্দরভাবে পড়ার চেষ্টা করবে।[১৪৭১]

হাসান সহীহ।

١٤٧٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، قَالَ قَالَ وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ يَعْنِي يَسْتَغْنِي بِهِ.

– صحيح مقطوع : خ .

১৪৭২। ওয়াকী' ও ইবনু 'উয়াইনাহ (র) বলেন, 'মান লাম ইতাগান্না' এর অর্থ হচ্ছে 'মধুর সূরে স্পষ্ট আওয়াযে কুরআন পড়ার চেষ্টা করা।[১৪৭২]

সহীহ মাক্বতূ' ঃ বুখারী।

[১৪৭০] পূর্বের হাদীস দেখুন।

[১৪৭১] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[১৪৭২] বুখারী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, অনুঃ যে গানের সূরে কুরআন পড়ে না, হাঃ ৫০২৪)।

١٤٧٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ، وَحَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ " .

– صحيح : ق.

১৪৭৩। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ অন্য কিছু এতো মনোযোগ দিয়ে শুনেন না, যেভাবে তিনি নাবীর সুমধুর কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে কুরআন পাঠ শুনেন।[১৪৭৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٥٦– باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

অনুচ্ছেদ-৩৫৬ ঃ কুরআন হিফ্য করার পর তা ভুলে যাওয়ার পরিণাম

١٤٧٤ — حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنِ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَنْسَاهُ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ " .

– ضعيف .

১৪৭৪। সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ (মুখস্ত) করার পর তা ভুলে যায়, সে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে পঙ্গু অবস্থায় (বা খালি হাতে) সাক্ষাত করবে।[১৪৭৪]

দুর্বল।

[১৪৭৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, হাঃ ৫০২৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ মুস্তাহাব) সকলে আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমান হতে।

[১৪৭৪] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি মুনযিরি 'আত-তারগীব' গ্রন্থে এবং তাবরীযী 'মিশকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর সানাদ দুর্বল। সানাদের ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ হাশিমী সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ দুর্বল, বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিশক্তি বিকৃত হয়ে যাওয়ায় তালক্বীন করতে শুরু করেন। এবং সানাদে তার শায়খ ঈসা ইবনু ফায়িদ ঃ অজ্ঞাত। যেমন হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন। তাতে এও রয়েছে ঃ সাহাবী সূত্রে তার বর্ণনা মুরসাল।

٣٥٧- باب أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

অনুচ্ছেদ-৩৫৭ ঃ কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হয়েছে

١٤٧٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَأْ " . فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " . ثُمَّ قَالَ لِي " اقْرَأْ " . فَقَرَأْتُ فَقَالَ " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ " .

- صحيح : ق .

১৪৭৫। ‘উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনু হাকীম ইবনু হিযামকে সূরাহ আল-ফুরক্বান আমার পড়ার নিয়মের ব্যতিক্রম পড়তে শুনেছি। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আমাকে তা পড়িয়েছেন। আমি তার উপর ঝাপিয়ে পড়তে চাইলাম। কিন্তু আমি তাকে পড়া শেষ করতে সুযোগ দিলাম। তার সলাত শেষ হলে আমি আমার চাদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে তাকে টেনে রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে নিয়ে এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে সূরাহ আল-ফুরক্বান পড়তে শুনেছি আপনি আমাকে যেভাবে পড়িয়েছেন তার বিপরীতভাবে। রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ আচ্ছা পাঠ করো তো! তখন সে ঐরূপে পড়লো যেভাবে আমি তাকে পড়তে শুনেছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তা এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন ঃ আচ্ছা তুমি পড়ো তো। তখন আমিও পাঠ করলাম। তিনি বললেন ঃ এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এ কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং যেভাবে পড়তে সহজ হয় পড়ো।[১৪৭৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১৪৭৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, অনুঃ কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে, হাঃ ৪৯৯২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে) ইবনু শিহাব হতে।

١٤٧٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِنَّمَا هَذِهِ الأَحْرُفُ فِي الأَمْرِ الْوَاحِدِ لَيْسَ تَخْتَلِفُ فِي حَلاَلٍ وَلاَ حَرَامٍ .

– صحيح مقطوع : م .

১৪৭৬। মা'মার (র) বলেন, ইমাম যুহরী (র) বলেছেন, উল্লেখিত বর্ণের পার্থক্য এক একটি বর্ণে সীমিত (অর্থাৎ তা কেবল আক্ষরিক পার্থক্য), এখানে হালাল-হারাম সম্পর্কে কোন বিভেদ নেই।[১৪৭৬]

সহীহ মাক্বতূ' ঃ মুসলিম।

١٤٧٧ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا أُبَىُّ إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ فَقِيلَ لِي عَلَى حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى حَرْفَيْنِ . قُلْتُ عَلَى حَرْفَيْنِ . فَقِيلَ لِي عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ . فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى ثَلاَثَةٍ . قُلْتُ عَلَى ثَلاَثَةٍ . حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا إِلاَّ شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ سَمِيعًا عَلِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ " .

– صحيح .

১৪৭৭। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ হে উবাই! আমাকে কুরআন শিখানো হয়েছে। আমাকে বলা হলো, এক হরফে নাকি দু' হরফে? তখন আমার সঙ্গী ফিরিশতা বললেন, বলুন, দু' হরফে। আমি বললাম, দু' হরফে। অতঃপর আমাকে বলা হলো, দু' হরফে নাকি তিন হরফে? আমার সঙ্গী ফিরিশতা বললেন, বলুন, তিন হরফে। তখন আমি বললাম ঃ আমি তিন হরফে (রীতিতে) পাঠ করতে চাই। এভাবে পর্যায়ক্রমে সাত হরফে পৌঁছে। অতঃপর ফিরিশতা বললেন, এর যে কোনো রীতিতে পাঠ করা মুর্খতার নিরাময় এবং সলাতের জন্য যথেষ্ট। অতঃপর বললেন, আপনি সামী'আন, 'আলীমান, 'আযীযান, হাকীমান-এর স্থলে অন্য কোনো সিফাত পরিবর্তন করে পাঠ করলে দোষ নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত 'আযাবের আয়াতকে রহমাত দিয়ে এবং রহমাতের আয়াতকে 'আযাবের আয়াত দিয়ে পরিবর্তন না করা হয়।[১৪৭৭]

সহীহ।

[১৪৭৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ কুরআন সাত রকমের উচ্চারণসহ নাযিল হয়েছে- এ কথার অর্থ ও তার বর্ণনা)।

[১৪৭৭] আহমাদ (৫/১২৪)।

١٤٧٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ عَلَى حَرْفٍ . قَالَ " أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ إِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ " . ثُمَّ أَتَاهُ ثَانِيَةً فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا .

- صحيح .

১৪৭৮। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ বনু গিফারের কূপ বা ঝর্ণার নিকট অবস্থানকালে জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ আপনার উম্মাতকে এক হরফে (রীতিতে) কুরআন পড়ানোর জন্য আপনাকে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কাছে তাঁর ক্ষমা ও উদারতা কামনা করি যে, আমার উম্মাত (ভাষা ও আঞ্চলিকতার বিভিন্নতার দরুন) এই এক হরফে পাঠ করতে সক্ষম হবে না। অতঃপর জিবরাঈল দ্বিতীয়বার এসে আগের মতই বললেন। অবশেষে সাত হরফ পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, আল্লাহ আপনার উম্মাতকে সাত হরফে কুরআন পড়াতে আপনাকে আদেশ করেছেন। আপনার উম্মাত এর যে কোনো হরফে পড়লেই তাদের পড়া নির্ভুল হবে।[১৪৭৮]

সহীহ।

٣٥٨- باب الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩৫৮ ঃ দু'আ সম্পর্কে

١٤٧٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ { قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } " .

- صحيح .

[১৪৭৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ কুরআন সাত রকমের উচ্চারণসহ নাযিল হয়েছে- এ কথার অর্থ ও তার বর্ণনা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, হাঃ ৯৩৮), আহমাদ (৫/১২৭) সকলে শু'বাহ হতে।

১৪৭৯। নু'মান ইবনু বাশীর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ দু'আও একটি 'ইবাদাত। তোমাদের রব্ব বলেছেন ঃ"তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো" (সূরাহ আল-মু'মিন ঃ ৬০)।[১৪৭৯]

সহীহ।

١٤٨٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ، عَنْ أَبِي نُعَامَةَ، عَنِ ابْنٍ لِسَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعَنِي أَبِي، وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلاَسِلِهَا وَأَغْلاَلِهَا وَكَذَا وَكَذَا فَقَالَ يَا بُنَىَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ " . فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ إِنْ أُعْطِيتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ أُعِذْتَ مِنَ النَّارِ أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ .

– حسن صحيح : و مضي نحوه (٩٦٥) .

১৪৮০। সা'দ ﷺ এর এক পুত্রের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা আমাকে বলতে শুনলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত, তার সমস্ত নিয়ামাত ও আনন্দদায়ক বস্তু চাই এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আগুন হতে ও তথাকার শক্ত শিকল ও হাতকড়া বেড়ী হতে, এবং ইত্যাদি।' তিনি বললেন, হে আমার পুত্র! আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ শীঘ্রই এমন জাতির আবির্ভাব হবে যারা দু'আর মধ্যে সীমালঙ্ঘন করবে। সাবধান! তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। তোমাকে জান্নাত দেয়া হলে সমগ্র জান্নাত ও তার যাবতীয় কল্যণকর সম্পদও তোমাকে দেয়া হবে। আর যদি জাহান্নামের আগুন হতে রেহাই পাও তাহলে তথাকার যাবতীয় অমঙ্গল ও কষ্টদায়ক সব কিছু হতেই রেহাই পাবে।[১৪৮০]

হাসান সহীহ ঃ অনুরূপ গত হয়েছে (৯৬৫)।

١٤٨١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ، عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُو فِي

[১৪৭৯] বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' (হাঃ ৭১৪), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ তাফসীর, অনুঃ সূরাহ বাক্বারাহ, হাঃ ২০৬৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ দু'আ, অনুঃ দু'আর ফাযীলাত, হাঃ ৩৮২৮), আহমাদ (৪/২৬৭)।

[১৪৮০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ দু'আ, অনুঃ দু'আতে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ, হাঃ ৩৮৬৪)।

صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَجِلَ هَذَا " . ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ " .

– صحيح .

১৪৮১। রসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবী ফাদালাহ ইবনু 'উবাইদ ؓ বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সলাতের মধ্যে দু'আকালে আল্লাহর বড়ত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা এবং নাবী ﷺ এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে শুনলেন না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে। অতঃপর তিনি ঐ ব্যক্তিকে অথবা অন্য কাউকে বললেন ঃ তোমাদের কেউ সলাত আদায়কালে যেন সর্বপ্রথম তার প্রভূর মহত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা করে এবং পরে নাবী ﷺ এর উপর দরূপ পাঠ করে, অতঃপর ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করে।[১৪৮১]

সহীহ।

١٤٨٢ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ .

– صحيح .

১৪৮২। 'আয়িশাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পরিপূর্ণ বাক্যে দু'আ করা পছন্দ করতেন (যে দু'আয় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কথা থাকে), এছাড়া অন্যান্য দু'আ ত্যাগ করতেন।[১৪৮২]

সহীহ।

١٤٨٣ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ " .

– صحيح : ق .

[১৪৮১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৩৪৭৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ নাবী সাঃ-এর উপর দরূদ পাঠ, হাঃ ১২৮৩)।

[১৪৮২] আহমাদ (৬/১৪৮), মিশকাত (২/৬৯৫)।

১৪৮৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমার প্রতি অনুগ্রহ করো। বরং যা চাওয়ার দৃঢ়তার সাথে চাইবে। কেননা তাঁর উপর কারোর প্রভাব চলে না।[১৪৮৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٤٨٤ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي " .

– **صحيح** : ق .

১৪৮৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের দু'আ কবুল হয়ে থাকে, যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে এবং বলে, আমি তো দু'আ করেছি, অথচ কবুল হয়নি?[১৪৮৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٤٨٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَسْتُرُوا الْجُدُرَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ " .

– **ضعيف** .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهَذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا .

১৪৮৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ঘরের দেয়ালগুলো পর্দায় আবৃত করো না। যে ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে তার ভাইয়ের চিঠিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, সে যেন জাহান্নামের আগুনের দিকে তাকালো। তোমরা হাতের

[১৪৮৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৬৩৩৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যিকর ও দু'আ)।

[১৪৮৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, অনুঃ তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দু'আ কবুল করা হয়, হাঃ ৬৩৪০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যিকর ও দু'আ, অনুঃ দু'আ কারী তাড়াহুড়া না করলে তার দু'আ কবুল করা সম্পর্কে বর্ণনা) সকলে মালিক হতে।

পৃষ্ঠের দ্বারা নয় বরং হাতের তালুর দ্বারা আল্লাহর কাছে চাইবে। অতঃপর দু'আ শেষে তোমাদের হাতের তালু দিয়ে নিজের চেহারা মুছবে।[১৪৮৫]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব হতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর সবগুলো সূত্রই নিকৃষ্ট। তবে এ সূত্রের বর্ণনাটি ভালো, কিন্তু এটাও দুর্বল।

١٤٨٦ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ قَرَأْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ – يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ – حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ أَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ السَّكُونِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا " .

– حسن صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ لَهُ عِنْدَنَا صُحْبَةٌ يَعْنِي مَالِكَ بْنَ يَسَارٍ .

১৪৮৬। মালিক ইবনু ইয়াসার আস-সাকূনী আল-'আওফী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আর সময় হাতের তালুকে সম্মুখে রেখে দু'আ করবে, হাতের পৃষ্ঠ দিয়ে নয়।[১৪৮৬]

হাসান সহীহ।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, সুলায়মান ইবনু 'আবদুল হামীদ (র) বলেন, আমাদের মতে মালিক ইবনু ইয়াসার ﵁ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য পেয়েছেন।

١٤٨٧ – حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبْهَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو هَكَذَا بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَظَاهِرِهِمَا

– صحيح : بلفظ : (جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه، و باطنهما مما يلي الأرض) .

[১৪৮৫] বায়হাক্বী 'সুনান' (২/২১২), হাকিম (৪/২৭০)। আবূ দাউদ ও বায়হাক্বীর সানাদ দুর্বল। উভয়ের সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আয়মান রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ তাকে দুর্বল বলেছেন। অনুরূপ তার শায়খ 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াকূব, যার নাম নেয়া হয়নি। তিনি অজ্ঞাত। এছাড়া হাকিমের সানাদ সম্পর্কে ইমাম হাকিম বলেন ঃ 'এ হাদীসের ভিন্ন সানাদ রয়েছে তাতে কিছু অক্ষর বাড়িয়ে।' ইমাম যাহাবী তার বিরোধীতা করে বলেন ঃ সানাদে হিশাম মাতরূক এবং মুহাম্মাদ ইবনু মু'আবিয়াহকে ইমাম দারাকুতনী মিথ্যুক বলেছেন এবং তার হাদীসকে বাতিল আখ্যা দিয়েছেন।

[১৪৮৬] বাগাভী, ইবনু আবূ 'আসিম, ইবনুস সাকান, ইবনুস সুন্নী 'আল-ইয়াওমু ওয়াল লায়লাহ, ইবনু 'আসাকির (১২/২৩০)।

১৪৮৭। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো তাঁর দু' হাতের তালু দ্বারা এবং কখনো দু' হাতে পৃষ্ঠ দ্বারা দু'ভাবেই দু'আ করতে দেখেছি।[১৪৮৭]

সহীহ ঃ এ শব্দে ঃ (جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه، و باطنهما مما يلي الأرض)

١٤٨٨ – حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ – حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ صَاحِبَ الأَنْمَاطِ – حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا " .

– صحيح .

১৪৮৮। সালমান ফারসী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমাদের রব্ব চিরঞ্জীব ও মহান দাতা। বান্দাহ দু' হাত তুলে তাঁর নিকট চাইলে তিনি খালি হাত ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।[১৪৮৮]

সহীহ।

١٤٨٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ – حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ، يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا وَالاِسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ وَالاِبْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا .

– صحيح .

১৪৮৯। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি উভয় হাতকে তোমার কাঁধ বরাবর বা অনুরূপ উঁচু করে দু'আ করবে এবং ইস্তিগফারের সময় এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে এবং দু'আতে কাকুতি মিনতির সময় দু' হাত প্রসারিত করবে।[১৪৮৯]

সহীহ।

[১৪৮৭] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[১৪৮৮] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ দু'আ, অনুঃ দু'আতে দু' হাত উত্তোলন করা, হাঃ ৩৮৬৫) জা'ফার ইবনু মায়মূন হতে।

[১৪৮৯] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। যায়লাঈ একে নাসবুর রায়াহ (৩/৫১) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ইবনু 'আব্বাস হতে মাওকূফভাবে।

١٤٩٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ وَالاِبْتِهَالُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ .

– صحيح .

১৪৯০। 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মা'বাদ ইবনু 'আব্বাস (র) হতে এ হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কাকুতি মিনতির প্রার্থনা এরূপ ঃ দু' হাতের পৃষ্ঠকে চেহারার কাছাকাছি নিয়ে যাবে।[১৪৯০]

সহীহ।

١٤٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

– صحيح .

১৪৯১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন...অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[১৪৯১]

সহীহ।

١٤٩٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ .

– ضعيف .

১৪৯২। আস-সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ দু'আর সময় দু' হাত উপরে উঠাতেন এবং দু' হাত দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল মুছতেন।[১৪৯২]

দুর্বল।

[১৪৯০] এটি (১৪৮৯) নং হাদীসে গত হয়েছে।

[১৪৯১] (১৪৮৯) নং হাদীসে এর তাখরীজ উল্লেখ হয়েছে।

[১৪৯২] এ সূত্রে আবূ দাউদ একক হয়ে গেছেন। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে হাফস ইবনু হাশিম অজ্ঞাত। অনুরূপ ইবনু লাহী'আহ একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির শাহিদ (সমর্থক) বর্ণনা রয়েছে তিরমিযীতে হাম্মাদ ইবনু জুহানী হতে ইবনু 'উমার সূত্রে। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ 'হাদীসটি সহীহ গরীব। আমরা এটি কেবল হাম্মাদ ইবনু ঈসার হাদীস বলেই জানি। তিনি এতে একক হয়ে গেছেন। তার হাদীস কম।' হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেনঃ তিনি দুর্বল। আলবানী ইওয়াউল গালীল (২/১৭৯) গ্রন্থে বলেন ঃ এর সানাদ দুর্বল। কঠিন দুর্বল হওয়ার কারণে উভয় সূত্র একটি অপরটিকে শাহিদ হিসেবে শক্তি যোগাবে না।

١٤٩٣ — حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . فَقَالَ " لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالاِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ " .

– صحيح .

১৪৯৩। ‘আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই, আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি একক, তুমি ঐ সত্তা যে, তুমি কারো হতে জন্ম নাওনি এবং কাউকে জন্মও দাওনি, কেউই তোমার সমকক্ষ নয়"। তিনি বললেন ঃ তুমি এমন নামে আল্লাহর কাছে চেয়েছো, যে নামে চাওয়া হলে তিনি দান করেন এবং যে নামে ডাকা হলে সাড়া দেন।[১৪৯৩]

সহীহ।

١٤٩٤ — حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ " لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ " .

– صحيح .

১৪৯৪। মালিক ইবনু মিগওয়াল (র) এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নাবী ﷺ বললেন ঃ তুমি আল্লাহর ইসমে আযম দ্বারাই প্রার্থনা করেছো।[১৪৯৪]

সহীহ।

١٤٩٥ — حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَخِي أَنَسٍ - عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ

[১৪৯৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৩৪৭৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাসান গরীব), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আদাব, অনুঃ আল্লাহর ইসমে আযম, হাঃ ৩৮৫৭) মালিক ইবনু মিগওয়াল হতে।

[১৪৯৪] (১৪৯৩) নং এ উল্লেখ হয়েছে।

وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى " .

– صحيح .

১৪৯৫। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বসা ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি সলাত আদায় করে এই বলে দু'আ করলো ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি। তুমিই তো সকল প্রশংসার মালিক, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি দয়াশীল। তুমিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা! হে মহান সম্রাট ও সবোর্চ্চ মর্যাদার অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"। নাবী ﷺ বলেন ঃ এ ব্যক্তি ইসমে আযম দ্বারা দু'আ করেছে, যে নামে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নামে তাঁর নিকট চাওয়া হলে তিনি দান করেন।[১৪৯৫]

সহীহ।

١٤٩٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ { وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ } وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ { الم * اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ } .

– حسن .

১৪৯৬। আসমা বিনতু ইয়াযীদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ইসমে আযম এ দু'টি আয়াতে রয়েছে ঃ (এক) তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তিনি অতি দয়ালূ মেহেরবান (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ঃ ১৬৩)। (দুই) সূরাহ আলে-'ইমরানের প্রথমাংশ, আলিফ-লাম-মীম, তিনিই সেই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।[১৪৯৬]

হাসান।

[১৪৯৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ যিকরের পর দু'আ করা, হাঃ ১২৯৯), আহমাদ (৩/১৫৮)।

[১৪৯৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৩৪৭৮, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আদাব, অনুঃ আল্লাহর ইসমে আযম, হাঃ ৩৮০৫) সকলে ইউনূস হতে।

١٤٩٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِت، عَنْ عَطَاء، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُرِقَتْ مِلْحَفَةٌ لَهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى مَنْ سَرَقَهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُسَبِّخِي عَنْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لاَ تُسَبِّخِي أَىْ لاَ تُخَفِّفِي عَنْهُ .

– ضعيف .

১৪৯৭। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তার একখানা চাদর চুরি হয়ে যায়। তিনি চোরকে বদদু'আ করতে শুরু করলে নাবী ﷺ বলেন, তুমি তার পাপকে হালকা করো না। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, 'লা তুসাববিখী' এর অর্থ হচ্ছে, হালকা করো না।[১৪৯৭]

দুর্বল।

١٤٩٨ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، - رضى الله عنه – قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ " لاَ تَنْسَنَا يَا أُخَىَّ مِنْ دُعَائِكَ " . فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُ عَاصِمًا بَعْدُ بِالْمَدِينَةِ فَحَدَّثَنِيهِ وَقَالَ " أَشْرِكْنَا يَا أُخَىَّ فِي دُعَائِكَ " .

– ضعيف .

১৪৯৮। 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমরাহ করতে যাবার জন্য নাবী ﷺ এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিয়ে বললেন ঃ হে আমার ছোট ভাই! তোমার দু'আয় আমাদেরকে যেন ভুলো না। পরবর্তীতে 'উমার ﷺ বলেন, তাঁর এ একটি শব্দ আমাকে এতোটা আনন্দ দিয়েছে যে, এর বিনিময়ে সমগ্র দুনিয়ার সম্পদও আমাকে এতোটা আনন্দিত করতে পারতো না। শু'বাহ (র) বলেন, পরবর্তীতে আমি মাদীনাহ্য় 'আসিমের সাথে দেখা করলে তিনি আমাকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তিনি 'আমাদেরকে ভুলো না' এর স্থলে 'আমাদেরকেও শরীক করো' বলেছেন।[১৪৯৮]

দুর্বল।

[১৪৯৭] ইবনু আবূ শায়বাহ 'মুসান্নাফ' (১০/৩৪৮), আলবানী একে উল্লেখ করেছেন যঈফ আল-জামি' (৬২৩৩) এবং একে যঈফ বলেছেন। সম্ভবতঃ এর দোষ হচ্ছে সানাদের হাবীব ইবনু আবূ সাবিত। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ তার ইরসাল ও তাদলীস অধিক।

[১৪৯৮] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৫/২৫১), ইবনু সা'দ 'ত্বাবাক্বাত (৩/১৯৫) 'আসিম ইবনু 'উবাইদুল্লাহ হতে। এর সানাদ দুর্বল। সানাদের 'আসিম ইবনু 'উবাইদুল্লাহ সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ দুর্বল।

١٤٩٩ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ مَرَّ عَلَىَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَدْعُو بِأُصْبُعَىَّ فَقَالَ " أَحِّدْ أَحِّدْ " . وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

– صحيح .

১৪৯৯। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি দু' আঙ্গুল উঠিয়ে দু'আ করছিলাম, এমন সময় নাবী ﷺ আমার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন ঃ এক আঙ্গুল দিয়ে দু'আ করো এবং তিনি তর্জনী (শাহাদাত আঙ্গুল) দ্বারা ইশারা করলেন।[১৪৯৯]

সহীহ।

٣٥٩– باب التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

অনুচ্ছেদ-৩৫৯ ঃ কংকর দ্বারা তাসবীহ পাঠ করা

١٥٠٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ، حَدَّثَهُ عَنْ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ " أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ " . فَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ . وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ . وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ " .

– ضعيف .

১৫০০। 'আয়িশাহ বিনতু সা'দ (রাঃ) হতে তার পিতার সুত্রে বর্ণিত। একদা তিনি রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে এক মহিলার কাছে গিয়ে তার সম্মুখে খেজুর বিচি অথবা কংকর দেখতে পেলেন। মহিলাটি ওগুলোর সাহায্যে তাসবীহ পাঠ করছিলো। নাবী ﷺ বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এর চাইতে অধিক সহজ ও উত্তম পদ্ধতি জানাবো না! "আকাশের সমস্ত সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ সুবহানাল্লাহ এবং যমীনের সমস্ত সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ সুবহানাল্লাহ। আকাশ ও যমীনের

[১৪৯৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ দুই আঙ্গুলে ইশারা করা নিষেধ, হাঃ ১২৭২) আবূ মু'আবিয়াহ হতে।

মাঝে যা কিছু রয়েছে সে পরিমাণ সুবহানাল্লাহ এবং অনুরূপ সংখ্যক আল্লাহু আকবার, আল্‌হামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"[১৫০০]

দুর্বল।

١٥٠١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ يُسَيْرَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ .

– حسن .

১৫০১। ইউসায়রাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তোমরা তাকবীর, তাকদীস এবং তাহলীল এগুলো খুব ভালভাবে স্মরণে রাখবে এবং এগুলোকে আঙ্গুলে গুনে রাখবে। কেননা আঙ্গুলগুলোকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং এগুলোও সেদিন (ক্বিয়ামাতে) কথা বলবে।[১৫০১]

হাসান।

١٥٠٢ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، – فِي آخَرِينَ – قَالُوا حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم – يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ – بِيَمِينِهِ .

– صحيح .

১৫০২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আঙ্গুলে গুনে গুনে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি। ইবনু কুদামাহ (র) বলেন, ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা।[১৫০২]

সহীহ।

[১৫০০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত অনুঃ প্রত্যক ফারয সলাতে নাবী সাঃ-এর দু'আ ও আশ্রয় প্রার্থনা, হাঃ ৩৫৬৮) ইবনু ওয়াহাব হতে , ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব)। এর সানাদে খুযাইমাহ রয়েছে। হাফিয আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ 'আয়িশাহ বিনতু সা'দ হতে খুযাইমাহকে চেনা যায়নি।

[১৫০১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, অনুঃ তাসবীহ তাহলীল ও তাক্বদীসের ফাযীলাত, হাঃ ৩৫৮৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব), আহমাদ (৬/৩৭০)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদের হানী ইবনু 'উসমান সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ মাক্ববূল।

[১৫০২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৩৪১০, ইমাম তরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় সাহু, অনুঃ সালাম ফিরানোর পর কতবার তাসবীহ পড়বে, হাঃ ১৩৪৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সালামের পর কী বলবে, হাঃ ৯২৬)।

١٥٠٣ – حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِيَةَ – وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَحَوَّلَ اسْمَهَا – فَخَرَجَ وَهِيَ فِي مُصَلاَّهَا وَرَجَعَ وَهِيَ فِي مُصَلاَّهَا فَقَالَ " لَمْ تَزَالِي فِي مُصَلاَّكِ هَذَا " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ " قَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ " .

– صحيح : م .

১৫০৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ জুওয়াইরিয়াহ ﷺ এর কাছ থেকে বেরিয়ে এলেন। ইতিপূর্বে তার নাম ছিলো বাররাহ, নাবী ﷺ তার এ নাম পরিবর্তন করেন। তিনি তার কাছ থেকে বেরিয়ে আসার সময়ও মুসাল্লায় বসে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেন এবং ফিরে এসেও তাকে ঐ মুসাল্লায় বসে থাকতে দেখেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তখন থেকে একটানা এ মুসাল্লায় বসে রয়েছো? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি তিনবার চারটি কালেমা পড়েছি; এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তুমি যা কিছু পাঠ করেছো, উভয়টি 'ওজন হলে আমার ঐ চারটি কালেমা ওজনে ভারী হবে। তা হচ্ছে ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি 'আদাদা খালক্বিহি, ওয়া রিদা নাফসিহি, ওয়া যিনাতা 'আরশিহি, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি।"[১৫০৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥٠٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا ذَرٍّ أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلاَ يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلاَّ مَنْ

[১৫০৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ দু'আ ও যিকর, অনুঃ দিনের প্রথম প্রহরে তাসবীহ পাঠ), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৩৫৫৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, হাঃ ১৩৫১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আদাব, অনুঃ তাসবীহ পাঠের ফাযীলাত, হাঃ ৩৮০৮)।

أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ " . قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " تُكَبِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدُهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَخْتِمُهَا بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ "

– صحيح : لكن قوله : (غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) مدرج .

১৫০৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ যার ﷺ বলেন, হে আল্লাহর রসূল! ধনীরা তো সওয়াবে অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। আমরা যেমন সলাত আদায় করি, তেমন তারাও সলাত আদায় করে, আমরা যেমন সওম পালন করি, তারাও তেমন সওম পালন করে। কিন্তু তারা তাদের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করে। (দান খয়রাতের জন্য) আমাদের তো পর্যাপ্ত সম্পদ নেই। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে আবূ যার! আমি কি তোমাকে এমন দুটি বাক্য শিক্ষা দিবো না যা পাঠ করলে তুমি তোমার চেয়ে অগ্রগামীদের সমপর্যায় হতে পারবে এবং তোমার পিছনের লোকেরাও তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না? তবে তার কথা ভিন্ন যে তোমার মতো আমল করে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রত্যেক সলাতের পর তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার', তেত্রিশবার 'আলহামদু লিল্লাহ', তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' এবং শেষে একবার "লা 'ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর" বলবে। কেউ এ দু'আ পড়লে তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনারাশি পরিমাণ হলেও তা ক্ষমা হবে।[১৫০৪]

সহীহ ঃ কিন্তু ঃ "কেউ এ দু'আ পড়লে তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনারাশি পরিমাণ হলেও তা ক্ষমা হবে।" তার এ কথাটুকু মুদরাজ।

٣٦٠– باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৩৬০ ঃ সলাতের সালাম ফিরানোর পর কি পড়বে?

١٥٠٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَىُّ شَىْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ فَأَمْلاَهَا الْمُغِيرَةُ عَلَيْهِ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ

[১৫০৪] দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ প্রত্যেক ফারয সলাতের পর তাসবীহ পাঠ করা, হাঃ ১৩৫৩), আহমাদ (হাঃ ৭২৪২) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ অওযাঈ সূত্রে এর সানাদ সহীহ।

لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " .

– صحيح : ق .

১৫০৫। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের সালাম ফিরানোর পর কোন দু'আ পাঠ করতেন তা জানার জন্য মু'আবিয়াহ ﷺ মুগীরাহ ইবনু শু'বাহর কাছে পত্র লিখলেন। অতঃপর মুগীরাহ ﷺ মু'আবিয়াহর ﷺ নিকট পত্রের জবাব লিখে পাঠালেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'ত্বায়তা ওয়ালা মু'ত্বি'আ লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দু মিনকাল জাদ্দ।"[১৫০৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٥٠٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ يَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ " .

– صحيح : م .

১৫০৬। আবুয-যুবাইর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণে বলতে শুনেছি, নাবী ﷺ ফারয সলাত শেষে বলতেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ দীন ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন। আহলুন নি'আমি ওয়াল ফাদলি, ওয়াস সানায়িল হুসনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ দীন ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন।"[১৫০৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১৫০৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সলাতের পর যিকর, হাঃ ৮৪৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতের পর যিকর করা মুস্তাহাব)।

[১৫০৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতের পর যিকর করা মুস্তাহাব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সালামের পর তাহলীল করা, হাঃ ১৩৩৮)।

١٥٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُهَلِّلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الدُّعَاءِ زَادَ فِيهِ " وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ " . وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ .

– صحيح : م .

১৫০৭। আবুয-যুবাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ প্রত্যেক ফারয সলাতের পর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করতেন। অতঃপর উপরোক্ত দু'আর অনুরূপ। তিনি আরো বৃদ্ধি করেন ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন নি'মাতু.. ।" অতঃপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন।[১৫০৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥٠٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، – وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ – قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطُّفَاوِيَّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلاَتِهِ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبِ اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ اللَّهُمَّ نُورَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ " . قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ " رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ " . " اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ " .

– ضعيف .

১৫০৮। যায়িদ ইবনু আরক্বাম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। বর্ণনাকারী সুলায়মানের বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ফারয সলাতের পর বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এবং প্রত্যেক বস্তুর রব্ব। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আপনার বান্দাহ ও রসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এবং প্রত্যেক বস্তুর রব্ব!

[১৫০৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতের পর যিকর করা মুস্তাহাব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সালামের পর তাহলীল করা, হাঃ ১৩৩৮)।

আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতি মুহূর্তে আপনার অকৃত্রিম 'ইবাদাতকারী বানিয়ে দিন। হে মহান পরাক্রমশালী ও সম্মানের অধিকারী! আমার ফরিয়াদ শুনুন, আমার দু'আ কবুল করুন। আল্লাহ মহান, আপনি সবচেয়ে মহান। হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের নূর। সুলায়মান ইবনু দাউদ বলেছেন, আপনিই আকাশ ও যমীনের রব্ব! হে আল্লাহ! আপনি মহান, অতি মহান। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম অভিভাবক। হে আল্লাহ! আপনি মহান! অতি মহান।"[১৫০৮]

দুর্বল।

١٥٠٩ — حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " .

— صحيح : م .

১৫০৯। 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সলাতের সালাম ফিরানোর পর বলতেন ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মা ক্বাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহি মিন্নী আনতাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখখিরু লা ইলাহা ইল্লা আনতা।" অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন যা কিছু আমি পূর্বে ও পরে করেছি, গোপনে, প্রকাশ্যে ও সীমালঙ্ঘন করেছি, এবং যা আমার চেয়ে আপনি অধিক জ্ঞাত। আপনিই আদি ও অন্ত। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।[১৫০৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥١٠ — حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ طُلَيْقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو " رَبِّ أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَىَّ وَامْكُرْ لِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَاىَ إِلَىَّ وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَىَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا

[১৫০৮] আহমাদ (৪/৩৬৯), নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' (১৮৩, হাঃ১০১)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে দাউদ তুফাবিয়্যা রয়েছে। ইবনু মাঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' বলেন ঃ তিনি হাদীস বর্ণনায় শিথিল।

[১৫০৯] এটি (৭৬০) নং হাদীসের অংশ বিশেষ। পূর্বে এর তাখরীজ উল্লেখ হয়েছে।

إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي " .

– صحيح .

১০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ দু'আ করতেন ঃ "হে আমার রব্ব! আমাকে সাহায্য করুন, আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন না। শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে প্রতারিত করুন, কিন্তু তাকে আমার উপর প্রতারক বানাবেন না। আমাকে কল্যাণের পথ দেখান, অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার পথকে আমার জন্য সহজ করুন, যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার কৃতজ্ঞ ও স্মরণকারী, ভীত ও আনুগত্যকারী, আপনার প্রতি আস্থাশীল ও আপনার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানিয়ে দিন। হে রব্ব! আমার তাওবাহ কবুল করুন, আমার সমস্ত গুনাহ ধুয়ে পরিস্কার করুন, আমার ডাকে সারা দিন, আমার ঈমান ও 'আমলের প্রমাণে আমাকে ক্ববরে ফিরিশতাদের প্রশ্নে স্থির রাখুন, আমার অন্তরকে সরল পথের অনুসারী করুন, আমার জিহ্বাকে সদা সত্য বলার তাওফীক দিন এবং আমার অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ ও যাবতীয় দোষ হতে মুক্ত রাখুন।"[১৫১০]

সহীহ।

١٥١١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ " وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَىَّ " . وَلَمْ يَقُلْ " هُدَاىَ " .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالُوا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا .

১৫১১। সুফয়ান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আমর ইবনু মুররাহকে উপরোক্ত সানাদ ও অর্থে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি 'ওয়া ইয়াসসিরিল হুদা ইলাইয়্যা' বলেছেন, কিন্তু 'হুদায়া' বলেননি।[১৫১১]

সহীহ।

[১৫১০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ নাবী সাঃ- এর দু'আ, হাঃ ৩৫৫১, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ দু'আ, অনুঃ দু'আর ফাযীলাত, হাঃ ৩৮৩০), আহমাদ (হাঃ ১৯৯৭) সকলে সুফয়ান হতে।

[১৫১১] এর পূর্বেরটি দেখুন।

١٥١٢ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ " اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ " .

– صحيح : م .

১৫১২। ‘আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ সলাতের সালাম ফিরানোর পর বলতেন ঃ “আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারকতা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম।”[১৫১২] ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সুফয়ান (র) ‘আমর ইবনু মুররাহ হতে আঠারটি হাদীস শুনেছেন, এ হাদীস সেগুলোরই একটি।

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥١٣ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ " . فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ رضى الله عنها .

– صحيح : م .

১৫১৩। রসূলুল্লাহ ﷺ এর মুক্তদাস সাওবান ﵁ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ সলাত শেষে তিনবার ‘ইস্তিগফার’ পাঠ করতেন। অতঃপর সাওবান (রাঃ) ‘আল্লাহুম্মা’ হতে... ‘আয়িশাহর ﵂ হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করেন।[১৫১৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১৫১২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতের পর দু‘আ করা মুস্তাহাব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ ইসতিগফারের পর যিকর করা, হাঃ ১৩৩৭), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ২৯৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সালামের পর কী বলবে, হাঃ ৯২৪) ‘আসিম হতে।

[১৫১৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতের পর যিকর করা মুস্তাহাব) আওযাঈ হতে।

٣٦١– باب فِي الاِسْتِغْفَارِ

অনুচ্ছেদ-৩৬১ ঃ (ইস্তিগফার) ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে

١٥١٤ – حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِي نُصَيْرَةَ، عَنْ مَوْلًى، لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً " .

– ضعيف .

১৫১৪। আবূ বাক্র সিদ্দীক ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গুনাহ করার পরপরই ক্ষমা চায়, সে বারবার গুনাহকারী গণ্য হবে না। যদি সে দৈনিক সত্তর বারও ঐ পাপে লিপ্ত হয়।[১৫১৪]

দুর্বল।

١٥١٥ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ، – قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ " .

– صحيح : م .

১৫১৫। আগার আল-মুযানী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কখনো কখনো আমার হৃৎপিণ্ডের উপরও আবরণ পড়ে। তাই আমি দৈনিক একশো বার ক্ষমা চাই।[১৫১৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥١٦ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ " رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ " .

– صحيح .

[১৫১৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৩৫৫৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব, আমরা এটি আবূ নাযরাহর হাদীস বলে জানি, এর সানাদ মজবুত নয় 'উসমান ইবনু ওয়াক্বিদ সূত্রে)। সানাদে আবূ বাক্র এর মুক্তদাসের জাহালাতের কারণে এর সানাদ দুর্বল।

[১৫১৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যিকর, অনুঃ ইসতিগফার করা মুস্তাহাব), আহমাদ (৪/২১১) হাম্মাদ হতে।

১৫১৬। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে অবস্থানকালে একই বেঠকে একশো বার এ দু'আ পাঠ করেছেন এবং আমরা তা গণনা করেছি ঃ "রব্বিগফিরলী ওয়াতুব 'আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়াবুর রহীম।" প্রভূ হে! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার তাওবাহ কবুল করে নাও, তুমিই তাওবাহ কবুলকারী ও দয়ালু।"[১৫১৬]

সহীহ।

١٥١٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّنِّيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُنِيهِ عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ " .

- صحيح .

১৫১৭। নাবী ﷺ এর মুক্তদাস বিলাল ইবনু ইয়াসার ইবনু যায়িদ ﷺ বলেন, আমি আমার আব্বাকে আমার দাদার সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি দু 'আ পাঠ করবে ঃ আসতাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলায়হি" সে জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করলেও তাকে ক্ষমা করা হবে।[১৫১৭]

সহীহ।

١٥١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ " .

- ضعيف .

[১৫১৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, অনুঃ মাজলিস থেকে দাঁড়ালে কী বলবে, হাঃ ৩৪৩৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃআদাব, অনুঃ ইসতিগফার, হাঃ ৩৮১৪), আহমাদ (৪৭২৬) সকলে ইবনু ইবনু মিগওয়াল হতে।

[১৫১৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, অনুঃ মেহমানের দু'আ, হাঃ ৩৫৭৭, আবূ 'উমার ইবনু মুররাহ হতে, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদসিটি হাসান গরীব, আমরা এটি কেবল এ সূত্রেই অবগত হয়েছি), মুনযিরী একে 'আত-তারগীব' গ্রন্থে ২/৪৭০) এবং সুয়ূতী 'দুররে মানসূর' গ্রন্থে (৩/১৭৪) বর্ণনা করেছেন।

১৫১৮। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নিয়মিত ইসতিগফার পড়লে আল্লাহ তাকে প্রত্যেক বিপদ হতে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, সকল দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক্ব দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।[১৫১৮]

দুর্বল।

١٥١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - الْمَعْنَى - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسًا أَىُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا " اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " . وَزَادَ زِيَادٌ وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهَا .

- صحيح : ق .

১৫১৯। 'আবদুল 'আযীয ইবনু সুহাইব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ক্বাতাদাহ (র) আনাস ﷺ-কে নাবী ﷺ অধিকাংশ সময় কোন দু'আ পাঠ করতেন তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি অধিকাংশ সময় এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ্‌দুনয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা 'আযাবান নারি।" যিয়াদের বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, আনাস ﷺ কেবল একটি দু'আ দিয়ে মুনাজাতের ইচ্ছা করলে এটিই পাঠ করতেন, আর একাধিক দু'আ পড়তে চাইলেও তাতে এ দু'আ শামিল করতেন।[১৫১৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٥٢٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ " .

- صحيح : م .

[১৫১৮] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আদাব, অনুঃ ইসতিগফার, হাঃ ৩৮১৯), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৩/৩৫১) হিশাম ইবনু 'উমারাহ হতে। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে হাকাম ইবনু মুস'আব সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ মাজহুল (অজ্ঞাত)।

[১৫১৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, অনুঃ নাবী সাঃ-এর এরূপ বলা- রব্বানা আ-তিনা, হাঃ ৬৩৮৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যিকর ও দু'আ, অনুঃ আল্লাহুম্মা বলে দু'আ করার ফাযীলাত)।

১৫২০। আবূ উমামাহ ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ ﷠ হতে তার পিতার সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে আল্লাহর নিকট শাহাদাত চায়, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদা দিবেন, যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।[১৫২০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥٢١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ " . ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

- صحيح .

১৫২১। আসমা ইবনুল হাকাম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আলী ﷠-কে বলতে শুনেছি, আমি এমন এক ব্যক্তি, যখন আমি সরাসরি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে কোনো হাদীস শুনি, তখন তার মাধ্যমে মহান আল্লাহ যতটুকু চান কল্যাণ লাভ করি। কিন্তু যদি তাঁর কোন সাহাবী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন, আমি তাকে (সত্যতা যাচাইয়ের জন্য) শপথ করাতাম। তিনি শপথ করলে আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। তিনি বলেন, আবূ বাক্র ﷠ আমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন, মুলতঃ তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন কোনো বান্দা কোনরূপ গুনাহ করার পর উত্তমরূপে উযু করে দাঁড়িয়ে দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করে এবং আল্লাহর নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসেবে এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ “এবং যখন তারা কোনো অন্যায়

[১৫২০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ ‘ইমারাহ, অনুঃ হত্যার ব্যাপারে সাক্ষ্য চাওয়া), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ জিহাদ, অনুঃ ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ, হাঃ ২৭৯৭), দারিমী (অধ্যায় ঃ জিহাদ, অনুঃ যে আল্লাহর কাছে শাহাদাত কামনা করে, হাঃ ২৪০৭) ইবনু শুরাইহ হতে।

কাজ করে কিংবা নিজেদের উপর অত্যাচার করে.....আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরাহ আলে 'ইমরান ঃ ১৩৫)।[১৫২১]

সহীহ।

١٥٢٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ " يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ " . فَقَالَ " أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " . وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ وَأَوْصَى بِهِ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

- صحيح .

১৫২২। মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয! আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি। তিনি বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে ওয়াসিয়াত করছি, তুমি প্রত্যেক সলাতের পর এ দু'আটি কখনো পরিহার করবে না ঃ "আল্লাহুম্মা আঈন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিকা" (অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম 'ইবাদাতে আমাকে সাহায্য করুন)। অতঃপর মু'আয ﷺ আস-সুনাবিহী (র)-কে এবং আস-সুনাবিহী 'আবদুর রহমানকে এরূপ দু'আ করার ওয়াসিয়াত করেন।[১৫২২]

সহীহ।

١٥٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ حُنَيْنَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُلَىِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ .

- صحيح .

[১৫২১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ তাফসীর, অনুঃ সূরাহ আলে-'ইমরান, হাঃ ৩০০৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাত কাফফারাহ স্বরূপ, হাঃ ১৩৯৫), আহমাদ (হাঃ ৬৫) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ।

[১৫২২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ দু'আর ভিন্ন পরিচ্ছদ, হাঃ ১৩০২), হাকিম (১/২৭৩) ইমাম হাকিম বলেন ঃ এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে তারা এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আহমাদ (৫/২৪৪), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৭৫১)।

১৫২৩। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক সলাতের পর 'কুল আ'উযু বি-রব্বিল ফালাক্ব ও কুল আ'উযু বি-রব্বিন্ নাস' সূরাহ দুটি পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[১৫২৩]

সহীহ।

١٥٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلاَثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلاَثًا .

- ضعيف .

১৫২৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার দু'আ পাঠ করা এবং তিনবার ক্ষমা চাওয়া পছন্দ করতেন।[১৫২৪]

দুর্বল।

١٥٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ أَوْ فِي الْكَرْبِ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا " .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا هِلاَلٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ جَعْفَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ .

১৫২৫। আসমা বিনতু উমাইস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিবো না, যা তুমি বিপদের সময় পাঠ

[১৫২৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলি কুরআন, অনুঃ সূরাহ নাস ও ফালাক্ব প্রসঙ্গ, হাঃ ২৯০৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতে সালাম ফিরানোর পর সূরাহ নাস ও ফালাক্ব পড়ার নির্দেশ, হাঃ ১৩৩৫), আহমাদ (৪/১৫৫)।

[১৫২৪] আহমাদ (হাঃ ৩৭৪৪) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' (৪৫৭), ইবনু হিব্বান 'মাওয়ারিদ' (হাঃ ২৪১০) এবং 'ইহসান' (হাঃ ৯১৯) সকলে আবূ ইসহাক্ব হতে।

করবে? তা হচ্ছে ঃ "আল্লাহু আল্লাহু রব্বী লা উশরিকু বিহি শাইয়ান" (অর্থ ঃ আল্লাহ! আল্লাহ! আমার রব্ব! তাঁর সাথে আমি কাউকে শরীক করি না)।[১৫২৫]

সহীহ।

١٥٢٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، وَسَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ كَبَّرَ النَّاسُ وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْنَاقِ رِكَابِكُمْ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا مُوسَى أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ " . فَقُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ " لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ " .

– صحيح : ق دون قوله : (إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْنَاقِ رِكَابِكُمْ) و هو منكر .

১৫২৬। আবূ 'উসমান আন-নাহদী (র) সূত্রে বর্ণিত। আবূ মূসা আল-আশ'আরী ﷺ বলেন, আমি রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর আমরা মাদীনাহ্র নিকটবর্তী হলে লোকেরা উচ্চস্বরে তাকবীর বললো। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা তো কোনো বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না, যাকে তোমরা ডাকছো তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড়ের চাইতেও অতি নিকটে আছেন। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে আবূ মূসা! আমি কি তোমাকে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডারসমূহ হতে একটি ভাণ্ডারের খোঁজ দিবো না? আমি বললাম, সেটা কি? তিনি বললেন ঃ "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"[১৫২৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম এ কথাটি বাদে ঃ "তোমরা যাকে ডাকছো তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড়ের চাইতেও অতি নিকটে আছেন।" কেননা এ অংশটুকু মুনকার।

١٥٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يَتَصَعَّدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ فَجَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلاَ الثَّنِيَّةَ نَادَى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكُمْ لاَ تُنَادُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا " . ثُمَّ قَالَ " يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

– صحيح : ق .

[১৫২৫] নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' (হাঃ ৬৪৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ দু'আ, হাঃ ৩৮৮২), আহমাদ (৬/৩৬৯) 'আবদুল 'আযীয ইবনু 'উমার হতে।

[১৫২৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যিকর ও দু'আ, অনুঃ নিচুস্বরে যিকর করা মুস্তাহাব)।

১৫২৭। আবূ মূসা আল-আশ‘আরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা তারা আল্লাহর নাবী ﷺ এর সঙ্গে পাহাড়ী পথে এক টিলার চূড়ায় আরোহণকালে এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে বললো, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয় তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ক্বায়িস.. এরপর অবশিষ্ট পূর্ববতী হাদীসের অনুরূপ।[১৫২৭]

সহীহ ঃ বুখারী মুসলিম।

١٥٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ " .

- صحيح : ق .

১৫২৮। আবূ মূসা ﷺ হতে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তাতে তিনি বলেন, অতঃপর নাবী ﷺ বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের নফসের প্রতি সদয় হও।[১৫২৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٥٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " .

- صحيح .

১৫২৯। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বলে ঃ আমি আল্লাহকে রব্ব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।[১৫২৯]

সহীহ।

[১৫২৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যিকর ও দু‘আ, অনুঃ নিচুস্বরে যিকর করা মুস্তাহাব)।

[১৫২৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ জিহাদ, হাঃ ২৯৯২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যিকর ও দু‘আ, অনুঃ নিচুস্বরে যিকর করা মুস্তাহাব) ‘আসিম হতে।

[১৫২৯] নাসায়ী ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ’ (হাঃ ৫), হাকিম (১/৫১৮) ইমাম হাকিম বলেন ঃ এ হাদীসের সানাদ সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইবনু হিব্বান ‘মাওয়ারিদ’ (হাঃ ২৩৬৮), আলবানী একে সিলসিলাহ সহীহাহ (হাঃ ৩৩৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١٥٣٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا " .

– صحيح : م .

১৫৩০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ আমার উপর একবার দরূদ পড়লে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমাত বর্ষণ করেন।[১৫৩০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥٣١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ " . قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ قَالَ يَقُولُونَ بَلِيتَ . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ " .

– صحيح .

১৫৩১। আওস ইবনু আওস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের সর্বোত্তম দিনগুলোর মধ্যে জুমু'আহর দিনটি উৎকৃষ্ট। কাজেই এ দিনে তোমরা আমার প্রতি বেশী পরিমাণে দরূদ পাঠ করবে। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের দরূদ আপনার কাছে কিভাবে উপস্থিত করা হবে অথচ আপনি তো মাটির সাথে মিশে যাবেন? বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা বললো, আপনি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। তিনি ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ নাবীদের দেহকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।[১৫৩১]

সহীহ।

[১৫৩০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তাশাহহুদের শেষে নাবী সাঃ- এর উপর দরূদ পাঠ), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ নাবী সাঃ-এর উপর দরূদ পাঠের ফাযীলাত, হাঃ ৪৮৫, ইমাম দিরমিযী বলেন, আবূ হুরাইরাহর হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ নাবী সাঃ- এর উপর দরূদ পাঠের ফাযীলাত, হাঃ ১২৯৫) ইসমাঈল ইবনু জা'ফার হতে।

[১৫৩১] এটি (১০৪৭) নং এ গত হয়েছে।

٣٦٢– باب النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسَانُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ

অনুচ্ছেদ-৩৬২ ঃ কোন ব্যক্তির স্বীয় পরিবার ও সম্পদকে বদদু'আ করা নিষেধ

١٥٣٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ " .

– صحيح : م .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّصِلُ الإِسْنَادِ فَإِنَّ عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ لَقِيَ جَابِرًا .

১৫৩২। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদেরকে বদ্দু'আ করো না, তোমাদের সন্তানদের বদ্দু'আ করো না, তোমাদের খাদিমদের বদ্দু'আ করো না এবং তোমাদের ধন-সম্পদের উপরও বদ্দু'আ করো না। কেননা ঐ সময়টি আল্লাহর পক্ষ হতে কবুলের মুহূর্তও হতে পারে, ফলে তা কবুল হয়ে যাবে।[১৫৩২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি মুত্তাসিল। 'উবাদাহ ইবনুল ওয়ালীদ ইবনু 'উবাদাহ (র) জাবিরের ﷺ সাক্ষাত পেয়েছেন।

٣٦٣– باب الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ-৩৬৩ ঃ নাবী-রসূল ছাড়া অন্যের উপর দরূদ পাঠ সম্পর্কে

١٥٣٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلِّ عَلَىَّ وَعَلَى زَوْجِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ " .

– صحيح .

[১৫৩২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যুহদ, অনুঃ জাবির আত-ত্বাবীল এর হাদীস)।

১৫৩৩। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। এক মহিলা নাবী ﷺ-কে বললো, আপনি আমার ও আমার স্বামীর জন্য দু'আ করুন। তখন নাবী ﷺ বললেন, তোমার উপর ও তোমার স্বামীর উপর আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করুন।[১৫৩৩]

সহীহ।

٣٦٤– باب الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

অনুচ্ছেদ-৩৬৪ ঃ কারো অনুপস্থিততে তার জন্য দু'আ করা সম্পর্কে

١٥٣٤ – حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ ثَرْوَانَ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ " .

– صحيح : م .

১৫৩৪। আবুদ দারদা ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে, তখন ফিরিশতাগণ বলেন, আমীন, এবং তোমার জন্যও অনুরূপ হবে।[১৫৩৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥٣٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ " .

– ضعيف .

১৫৩৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস ؓ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অনুপস্থিত ব্যক্তিদের পরস্পরের জন্য দু'আ অতি দ্রুত কবুল হয়।[১৫৩৫]

দুর্বল।

[১৫৩৩] দারিমী (হাঃ ৪৫), বায়হাক্বী 'কিতাবুস সলাত' (২/১৫২)।

[১৫৩৪] মুসলিম (দু'আ, অনুঃ যিকর ও দু'আ, অনুঃ অনুপস্থিত মুসলিমদের জন্য দু'আ)।

[১৫৩৫] এর সানাদ দুর্বল। বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' (অধ্যায় ঃ আদাব, অনুঃ ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করা, হাঃ ৬২৩), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ বির ওয়াস সিলাহ, অনুঃ এক ভাইয়ের অনুপস্থিতিরেত আরেক ভাইয়ের তার জন্য দু'আ করা, হাঃ ১৯৮০, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব, আমরা এটি কেবল এ

١٥٣٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ " .

- حسن .

১৫৩৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তির দু'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়ঃ (এক) পিতার দু'আ, (দুই) মুসাফিরের দু'আ, (তিন) মজলুমের দু'আ।[১৫৩৬]

হাসান।

٣٦٥- باب مَا يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

অনুচ্ছেদ-৩৬৫ঃ কোন সম্প্রদায় দ্বারা ক্ষতির আশংকা করলে যে দু'আ পড়তে হয়

١٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ " اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ " .

- صحيح .

১৫৩৭। আবূ বুরদা ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ কোনো সম্প্রদায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করলে বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আমরা তাদের মোকাবিলায় তোমাকে যথেষ্ট ভাবছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি।"[১৫৩৭]

সহীহ।

٣٦٦- باب فِي الاِسْتِخَارَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৬৬ঃ 'ইস্তিখারা' সম্পর্কে

١٥٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُقَاتِلٍ، خَالُ الْقَعْنَبِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

সূত্রই অবগত হয়েছি, সানাদের আফরীকীকে হাদীসে দুর্বল বলা হয়)। হাফিয আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে আফরীকীকে দুর্বল বলেছেন।

[১৫৩৬] বুখারী (অধ্যায়ঃ আদাব, অনুঃ পিতা-মাতার দু'আ, হাঃ ৩২), তিরমিযী (অধ্যায়ঃ বির ওয়াস সিলাহ, অনুঃ মা-বাবার দু'আ, হাঃ ১৯০৫), আহমাদ (হাঃ ৭৫০১)।

[১৫৩৭] আহমাদ (৪/৪১৫), বায়হাক্বী 'সুনান' (৫/২৫৩), তাবরীযী 'মিশকাত' (হাঃ ২৪৪১)।

بْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ لَنَا " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ - يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ الَّذِي يُرِيدُ - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي مِثْلَ الأَوَّلِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ " . أَوْ قَالَ " فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ " .

- صحيح : خ .

قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَابْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ .

১৫৩৮। জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কুরআনের সূরাহ শিক্ষাদানের ন্যায় ইসতিখারাও শিক্ষা দিতেন। তিনি ﷺ আমাদেরকে বলতেন ঃ তোমাদের কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের মনস্থ করলে সে যেন ফারয ছাড়া দু’ রাক‘আত নাফ্‌ল সলাত আদায় করে এবং বলে ঃ “হে আল্লাহ! আমি আপনার অবগতির মাধ্যমে আপনার কাছে ইসতিখারা করছি। আপনার কুদরতের মাধ্যমে আমি শক্তি কামনা করি। আমি আপনার মহান অনুগ্রহ কামনা করি। আপনিই ক্ষমতাবান, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আপনিই সবকিছুই অবগত, আমি অজ্ঞ। আপনিই অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার এ কাজ (এ সময় নির্দিষ্ট কাজের নাম বলবে) আমার দ্বীন, পার্থিব জীবন, পরকাল এবং সর্বোপরি আমার পরিণামে কল্যাণকর হলে তা আমাকে হাসিল করার শক্তি দিন, আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার জন্য তাতে বরকত দিন। আর আপনার অবগতিতে সেটা আমার জন্য প্রথমে উল্লিখিত কাজসমূহে অকল্যাণকর হলে আমাকে তা থেকে দূরে রাখুন এবং সেটিকেও আমার থেকে দূরে রাখুন। আমার জন্য যা কল্যাণকর আমাকে তাই হাসিল করার শক্তি দিন, তা যেখানেই থাক না কেন। অতঃপর আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অথবা বলেছেন, অবিলম্বে কিংবা দেরীতে।

সহীহ ঃ বুখারী।

ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, ইবনু মাসলাম ও ইবনু ঈসা (র) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১৫৩৮]

٣٦٧- باب فِي الاِسْتِعَاذَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৬৭ ঃ (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় প্রার্থনা করা

١٥٣٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

- ضعيف .

১৫৩৯। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) পাঁচটি বস্তু হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন ঃ ভীরুতা, কৃপণতা, বয়োবৃদ্ধি জনিত দূরাবস্থা, অন্তরের ফিতনাহ এবং ক্ববরের শাস্তি হতে।[১৫৩৯]

দুর্বল।

[১৫৩৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ নাফ্‌ল সলাত দুই দুই রাক'আত করে, হাঃ ১১৬৬), তিরমযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ইস্তিখারা সলাত, হাঃ ৪৮০, ইমাম তিরমিযী বলেন, জাবিরের হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব)।

এক নজরে ইস্তিখারা সলাতের পদ্ধতি ঃ

(১) ইস্তিখারা করতে হবে সাদা মনে। এ সময় কোন বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করবে না। কেননা তাতে ইস্তিখারা করার পরও তার ঐ দৃঢ় সংকল্পই তার মনে উদয় হবে।

(২) ইস্তিখারার পর তার মন যেদিকে টানবে সে তাই করবে। এতে ইনশাআল্লাহ সে নিরাশ হবে না। উল্লেখ্য, ইস্তিখারার পরে ঐ বিষয়ে স্বপ্ন দেখা বা উক্ত বিষয়টি তার সামনে পরিস্কার হয়ে যাওয়া- এমন কোন শর্ত নেই। বরং মনের আকর্ষন যেদিকে যাবে সেভাবেই কাজ করবে।

(৩) ইস্তিখারার সলাত দিনে রাতে যেকোন সময় পড়া যাবে। তবে 'ইশার সলাতের পর ঘুমানোর পূর্বে এটি আদায় করা উত্তম। আর এরপর সে কোন কথা বলবে না।

(৪) ইমাম শাওকানী বলেন ঃ ইস্তিখারা একই বিষয়ে একাধিকবার করা যেতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, নাবী (সাঃ) কখনো দু'আ করলে একই সময়ে তিনবার দু'আ করতেন।

(৫) ফারয সলাতের জন্য নির্ধারিত সুন্নাত সমূহে কিংবা তাহিয়্যাতুল মাসজিদের দু' রাকআত সলাতে অথবা পৃথকভাবে দু' রাকআত নফল সলাতে ইস্তিখারার দু'আ পাঠের মাধ্যমে এ সলাত আদায় করা যেতে পারে।

(৬) ইস্তিখারার সলাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠের পরে যেকোন সূরাহ পাঠ করবে। অতঃপর হামদ ও দরূদ পাঠ করবে। তারপর ইস্তিখারার দুআটি পাঠ করবে।

(৭) ইস্তিখারার দুআ সলাতের মধ্যে ক্বিরাআতের পর রুকূ'র পূর্বে, কিংবা সাজদাহতে অথবা সালাম ফিরানোর পূর্বে সর্বাবস্থায় পাঠ করা যাবে।

(৮) ইমাম শাওকানী বলেন ঃ সলাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে অন্যান্য দু'আর ন্যায় ইস্তিখারার দু'আ পাঠ করা যাবে এবং এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। (নায়লুল আওত্বার, সলাতুর রাসূল ও অন্যান্য)

[১৫৩৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা, হাঃ ৫৪৪৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ দু'আ, হাঃ ৩৮৪৪)।

١٥٤٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ " .

– صحيح : ق .

১৫৪০। আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপনতা ও বার্ধক্য হতে আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই ক্ববরের শাস্তি হতে এবং আশ্রয় চাই জীবন ও মরণের বিপদাপদ হতে।"[১৫৪০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٥٤١ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، – قَالَ سَعِيدٌ الزُّهْرِيُّ – عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ " . وَذَكَرَ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ التَّيْمِيُّ .

– صحيح : خ .

১৫৪১। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ এর খিদমাত করতাম। আমি তাঁকে অধিকাংশ সময় বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা, দুঃখ-বেদনা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের নির্যাতন হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাই"।[১৫৪১]

সহীহ ঃ বুখারী।

١٥٤٢ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ " .

– صحيح : م .

[১৫৪০] বুখারী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, অনুঃ কাপুরুষতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, হাঃ ৬৩৬৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যিকর ও দু'আ, অনুঃ কাপুরুষতা, অলসতা ও অন্যান্য বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া) আনাস ইবনু মালিক হতে।

[১৫৪১] বুখারী (অধ্যায় ঃ জিহাদ, হাঃ ২৮৯৩), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৩৪৮৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গরীব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আশ্রয় প্রার্থনা, হাঃ ৫৪৬৬) কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ হতে।

১৫৪২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিচের দু'আটি এমনভাবে শিখাতেন, যেমনভাবে তাদেরকে কুরআনের সূরাহ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের আযাব হতে আশ্রয় চাই, ক্ববরের আযাব হতে আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের ফিতনাহ হতে এবং আশ্রয় চাই জীবন ও মরণের বিপদাপদ হতে।"[১৫৪২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ " .

- **صحيح** : ق .

১৫৪৩। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এ বাক্যগুলো দিয়ে দু'আ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের পরীক্ষা, আগুনের আযাব এবং প্রাচুর্য ও দারিদ্রের মধ্যে নিহিত অকল্যাণ হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।"[১৫৪৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٥٤٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ " .

- **صحيح** .

১৫৪৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি দরিদ্রতা হতে, আপনার কম দয়া হতে এবং অসম্মানী হতে। আমি আপনার কাছে আরো-আশ্রয় চাইছি যুলুম করা হতে অথবা অত্যাচারিত হওয়া হতে।"[১৫৪৪]

সহীহ।

[১৫৪২] এটি (৯৮৪) নং এ উল্লেখ হয়েছে।

[১৫৪৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৬৩৭৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যিকর, অনুঃ ফিতনাহর খারাবী থেকে আশ্রয় চাওয়া) উভয়ে 'আয়িশাহ হতে।

[১৫৪৪] নাসায়ী ৯ অধ্যায় ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা, হাঃ ৫৪৭৫), আহমাদ (৩/৩০৫), হাকিম (১/৫৪০) ইমাম হাকিম বলেন ঃ এ হাদীসের সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ তবে বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে।

Contents

١٥٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْف، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ " .

- صحيح .

১৫৪৫। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহর ﷺ বিভিন্ন দু'আর মধ্যে এটাও অন্যতম ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আপনার নিয়ামাতে বিলুপ্তি, আপনার অনুকম্পার পরিবর্তন, আকস্মিক শাস্তি এবং আপনার সমস্ত ক্রোধ হতে।"[১৫৪৫]

সহীহ।

١٥٤٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّلِيكِ، عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الأَخْلاَقِ " .

- ضعيف .

১৫৪৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ এ বলে দু'আ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ঝগড়া-বিবাদ, মুনাফেকী ও দুশ্চরিত্রতা থেকে আশ্রয় চাই।"[১৫৪৬]

দুর্বল।

١٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ " .

- حسن .

[১৫৪৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যিকর ও দু'আ, অনুঃ জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র লোকেরা), হাকিম (১/৫৩১) ইমাম হাকিম বলেন ঃ এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে তারা এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[১৫৪৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা, অনুঃ মুনাফিকী হতে আশ্রয় চাওয়া, হাঃ ৫৪৮৬), হাদীসটি মুনযিরী 'আত-তারগীব' গ্রন্থে (৩/৪১৩) এবং তাবরীযী 'মিশকাত' গ্রন্থে (২৪৬৮) উল্লেখ করেছেন।

১৫৪৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা হতে আশ্রয় চাই, কারণ তা নিকৃষ্ট শয্যাসঙ্গী। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই খিয়ানাত করা হতে, কেননা তা খুবই নিকৃষ্ট বন্ধু।"[১৫৪৭]

হাসান।

١٥٤٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَخِيهِ، عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ " .

– صحيح : م، زيد ابن أرقم .

১৫৪৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চারটি বস্তু হতে আশ্রয় চাই ঃ এমন জ্ঞান যা উপকারে আসে না, এমন হৃদয় যা ভীত হয় না, এমন আত্মা যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ যা কবুল হয় না।"[১৫৪৮]

সহীহ ঃ মুসলিম, যায়দ ইবনু আরক্বাম হতে।

١٥٤٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ قَالَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ أُرَى أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلاَةٍ لاَ تَنْفَعُ " . وَذَكَرَ دُعَاءً آخَرَ .

– صحيح .

১৫৪৯। আবুল মু'তামির (র) বলেন, আমার ধারণা আনাস ইবনু মালিক ﷺ আমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই এমন সলাত হতে যা উপকার দেয় না।" এছাড়া অন্য দু'আও উল্লেখ করেন।[১৫৪৯]

সহীহ।

[১৫৪৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা, অনুঃ ক্ষুদা থেকে আশ্রয় চাওয়া, হাঃ ৫৪৮৩) মুহাম্মাদ ইবনু 'আলা হতে।

[১৫৪৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা, হাঃ ৫৪৮২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ দু'আ, অনুঃ দু'আর ফাযীলাত, হাঃ ৩৮৩৭), আহমাদ (হাঃ ৮৪৬৯) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ।

[১৫৪৯] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٥٥٠ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ قَالَتْ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ " .

– صحيح : م .

১৫৫০। ফারওয়াহ ইবনু নাওফাল আল-আশজাঈ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উম্মুল মু'মিনীন ﷺ-কে রসূলুল্লাহ ﷺ কি দু'আ পড়তেন তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আমার কর্মের অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই, যা আমি করেছি এবং যা এখনও করি নাই।"[১৫৫০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥٥١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، – الْمَعْنَى – عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلاَلٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ – قَالَ – قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً قَالَ " قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي " .

– صحيح .

১৫৫১। আবূ আহমাদ শাকাল ইবনু হুমাইদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটি দু'আ শিক্ষা দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি বলো ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কানের অশ্লীল শ্রবণ, চোখের কুদৃষ্টি, জিহ্বার কুবাক্য, অন্তরের কপটতা ও কামনার অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই।"[১৫৫১]

সহীহ।

[১৫৫০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যিকর ও দু'আ, অনুঃ কৃত মন্দ আমলের খারাবী থেকে আশ্রয় চাওয়া), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা, হাঃ ১৩০৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ দু'আ, অনুঃ রসূল সাঃ যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, হাঃ ৩৮৩৯), আহমাদ (৩/৩১) জারীর হতে হিলাল ইবনু ইয়াসাফ সূত্রে।

[১৫৫১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, অনুঃ আহমাদ ইবনু মানী', হাঃ ৩৪৯২), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা, অনুঃ দেখা ও শোনার খারাবী হতে আশ্রয় প্রার্থনা, ৫৪৫৯), আহমাদ (৩/৪২৯), হাকিম (১/৫৩২) ইমাম হাকিম বলেন ঃ এই হাদীসের সানাদ সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। সা'দ ইবনু আওস হতে।

١٥٥٢ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا " .

– صحيح .

১৫৫২। আবুল ইয়াসার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ ﷺ এরূপ দু'আ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ হতে আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই গহ্বরে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ হতে, আমি আপনার নিকট হতে আশ্রয় চাই পানিতে ডুবে ও আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ হতে এবং অতি বার্ধক্য হতে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই মৃত্যুকালে শাইত্বানের প্রভাব হতে, আমি আশ্রয় চাই আপনার পথে জিহাদ থেকে পলায়নপর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা হতে এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মৃত্যুবরণ হতে।"[১৫৫২]

সহীহ।

١٥٥٣ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي مَوْلًى، لأَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، زَادَ فِيهِ " وَالْغَمِّ " .

– صحيح .

১৫৫৩। আবুল ইয়াসার ﷺ সূত্রে (পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ) বর্ণিত। তাতে আরো রয়েছে ঃ "দুশ্চিন্তা হতে আশ্রয় চাই।"[১৫৫৩]

সহীহ।

١٥٥٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ " .

– صحيح .

[১৫৫২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আশ্রয় প্রার্থনা, হাঃ ৫৫৪৬), হাকিম (হাঃ ১/৫৩১) ইমাম হাকিম বলেন ঃ এ হাদীসটি সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সাঈদ হতে।
[১৫৫৩] পূর্বের হাদীস দেখুন।

১৫৫৪। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেত, উন্মাদনা, কুষ্ঠ এবং সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি হতে।"[১৫৫৪]

সহীহ।

١٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا غَسَّانُ بْنُ عَوْفٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ " يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ " . قَالَ هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَمًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ " . قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ " . قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي .

– ضعيف .

১৫৫৫। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করে সেখানে আবূ উমামাহ নামক এক আনসারী সাহাবীকে দেখতে পেয়ে তাকে বললেন ঃ হে আবূ উমামাহ! কি ব্যাপার! আমি তোমাকে সলাতের ওয়াক্ত ছাড়া মাসজিদে বসে থাকতে দেখছি? তিনি বললেন, সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও ঋণের বোঝার কারণে হে আল্লাহর রসুল! তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিবো না, তুমি তা বললে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দুর করবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থাও করে দিবেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি ﷺ বললেন ঃ তুমি সকাল-সন্ধ্যায় বলবে ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে আশ্রয় চাই। আমি আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা হতে, আপনার কাছে আশ্রয় চাই ভীরুতা ও কার্পন্য হতে, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই ঋণের বোঝা ও মানুষের রোষানল হতে"। আবূ উমামাহ ﷺ বলেন, আমি তাই করলাম। ফলে মহান আল্লাহ আমার দুশ্চিন্তা দূর করলেন এবং আমার ঋণ পরিশোধের ব্যাবস্থাও করে দিলেন।[১৫৫৫]

দুর্বল।

[১৫৫৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আশ্রয় প্রার্থনা, হাঃ ৫৫০৮), আহমাদ (৩/১৯২) ক্বাতাদাহ হতে।

[১৫৫৫] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। যুবাইদী একে 'আল-ইলতিহাফ' ৫/১০০) এবং মুনযিরী 'আত-তারগীব' (হাঃ ২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে। এর সানাদ দুর্বল। সম্ভবত এর দোষ দোষ হচ্ছে সানাদের গাস্সান ইবনু 'আওফ। হাফিয বলেন ঃ তিনি হাদীসে শিথিল।

٣- كتاب الزكاة

অধ্যায় - ৩ ঃ যাকাত

١- باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ যাকাত দেয়া ওয়াজিব

١٥٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ - قَالَ - فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

- صحيح : ق، لكن قوله (عقالاً) شاذ، والمحفوظ : (عناقاً)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعِقَالُ صَدَقَةُ سَنَةٍ وَالْعِقَالاَنِ صَدَقَةُ سَنَتَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عِقَالاً . وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ عَنَاقًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا . وَرَوَى عَنْبَسَةُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَنَاقًا .

- صحيح : خ، و قال : إنه أصح من رواية (عقالاً) .

১৫৫৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহর ﷺ ইন্তিকালের পর আবূ বাক্‌র ﷺ খলীফা হিসেবে নিযুক্ত হন। তখন আরবের কিছু গোত্র কুফরী করলো। 'উমার ﷺ আবূ বাক্‌র ﷺ-কে বললেন, আপনি এ লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন? অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা বলে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে, তার জান-মাল আমার থেকে নিরাপদ। তবে আইনের বিষয়টি ভিন্ন এবং তার প্রকৃত বিচার মহান আল্লাহর উপর ন্যস্ত"। তখন আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, আল্লাহ শপথ! যে ব্যক্তি সলাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। অর্থ-সম্পদের প্রদেয় অংশ হলো যাকাত। আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমাকে একটি রশি দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিতো, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। 'উমার ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পারলাম যে, মহান আল্লাহ আবূ বাকরের হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য উম্মুখ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, এটাই হাক্ব ও সঠিক।[১৫৫৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। কিন্তু তার উক্তি ঃ (عقالاً) শায। মাহফূয হচ্ছে ঃ (عناقاً)।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, রাবাহ ইবনু যায়িদ মা'মার হতে, তিনি যুহরী হতে উল্লেখিত সানাদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, উটের রশি। বর্ণনাকারী ইবনু ওয়াহাব ইউনুস সূত্রে বলেছেন, ছাগল ছানা। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, শু'আইব ইবনু আবূ হামযাহ এবং মা'মার ও যুবাইদী যুহরী হতে এ হাদীসে বলেছেন, 'যদি তারা একটি বকরীর বাচ্চা দিতেও অস্বীকার করে'। আর আনবাসাহ ইউনুস হতে যুহরী সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, বকরীর বাচ্চা।

সহীহ ঃ বুখারী, এবং তিনি বলেছেন, এটি (عقالاً) এর বর্ণনার চাইতে অধিক বিশুদ্ধ।

١٥٥٧ – حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ وَقَالَ عِقَالاً .

– صحيح : و لكنه شاذ بهذا اللفظ كما تقدم .

১৫৫৭। যুহরী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র ﷺ বলেছেন, মালের হাক্ব হচ্ছে যাকাত এবং তিনি রশির কথা উল্লেখ করেছেন।[১৫৫৭]

সহীহ ঃ কিন্তু হাদীসটি এ শব্দে শায।

[১৫৫৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ ই'তিসাম, অনুঃ নাবী সাঃ-কে জাওয়ামিউল কালাম বলা, হাঃ ৭২৮৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুঃ মানুষের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ যদি তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' না বলে)।

[১৫৫৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুঃ মানুষের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ)।

٢- باب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ যে পরিমাণ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব

١٥٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " .

- صحيح : ق .

১৫৫৮। ‘আমর ইবনু ইয়াহইয়া আল-মাযিনী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই।[১৫৫৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٥٥٩ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ " . وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا .

- ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ .

১৫৫৯। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই। এক ওয়াসাক হচ্ছে ষাট সা‘।[১৫৫৯]

দুর্বল।

[১৫৫৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ যে সম্পদের যাকাত দেয়া হয় তা গচ্ছিত সম্পদ নয়, হাঃ ১৪০৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

[১৫৫৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, যে পরিমান সম্পদ সদাক্বাহ ওয়াজিব, হাঃ ২৪৮৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ ষাট সা'তে এক ওয়াসাক, হাঃ ১৮৩২), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৩১০)।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবুল বাখতারী (র) আবূ সাঈদ ﷺ হতে হাদীস শুনেননি।

١٥٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيِّ .

– صحيح مقطوع .

১৫৬০। ইবরাহীম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ওয়াসাক হচ্ছে ষাট সা'। এটি আল-হাজ্জাজ কর্তৃক নির্ধারিত।[১৫৬০]

সহীহ মাক্বতূ'।

١٥٦١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا صُرَدُ بْنُ أَبِي الْمَنَازِلِ، قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبًا الْمَالِكِيَّ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَنَا بِأَحَادِيثَ مَا نَجِدُ لَهَا أَصْلاً فِي الْقُرْآنِ . فَغَضِبَ عِمْرَانُ وَقَالَ لِلرَّجُلِ أَوَجَدْتُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةً شَاةٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيرًا كَذَا وَكَذَا أَوَجَدْتُمْ هَذَا فِي الْقُرْآنِ قَالَ لاَ . قَالَ فَعَنْ مَنْ أَخَذْتُمْ هَذَا أَخَذْتُمُوهُ عَنَّا وَأَخَذْنَاهُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ أَشْيَاءَ نَحْوَ هَذَا .

– ضعيف .

১৫৬১। সুরাদ ইবনু আবুল মানাযিল (র) বলেন, আমি হাবীব আল-মালিকী (র)-কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি 'ইমরান ইবনু হুসাইন ﷺ-কে বললো, হে আবূ নুজাইদ! আপনারা আমাদের কাছে এমন হাদীসও বর্ণনা করেন, যার কোনো বুনিয়াদ কুরআনে পাই না। এ কথা শুনে 'ইমরান ﷺ অসন্তুষ্ট হয়ে লোকটিকে বললেন, তোমরা কি কুরআনের মধ্যে কোথাও পেয়েছো যে, প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে (যাকাত) দিতে হবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে এটা তোমরা কোথায় পেয়েছ? মূলতঃ তোমরা এটা সাহাবীদের কাছ থেকে জেনেছো এবং আমরা পেয়েছি আল্লাহর নাবী ﷺ থেকে। তিনি অনুরূপ আরো কিছু বিষয়ের কথাও উল্লেখ করেন।[১৫৬১]

দুর্বল।

[১৫৬০] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[১৫৬১] এর সানাদ দুর্বল। সানাদের সুরাদা ইবনু আবূল মানাযিল সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ মাক্ববূল। অনুরূপ হাবীবুল মালিকীর অবস্থাও। এছাড়া আরেকটি দোষ রয়েছে। তা হচ্ছে হাবীব ও 'ইমরানের মধ্যবর্তী লোকটি অজ্ঞাত।

٣- باب الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ

অনুচ্ছেদ- ৩ ঃ বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত দিতে হবে কি?

١٥٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ .

- ضعيف .

১৫৬২। সামুরাহ ইবনু জুনদুব সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত দিতে নির্দেশ করেছেন।[১৫৬২]

দুর্বল।

٤- باب الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ

অনুচ্ছেদ- ৪ গচ্ছিত মাল কি এবং অলংকারের যাকাত প্রসঙ্গে

١٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، - الْمَعْنَى - أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا " أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا " . قَالَتْ لاَ . قَالَ " أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ " . قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ .

- حسن .

১৫৬৩। ‘আমর ইবনু শু‘আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। একদা এক মহিলা তার কন্যাকে নিয়ে রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে আসলো। তার কন্যার হাতে দু’টি

[১৫৬২] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদে জা‘ফার ইবনু সা‘দ সামুরাহ সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। আর হাবীব ইবনু সুলায়মান অজ্ঞাত। যেমন ‘আত-তাক্বরীব’ গ্রন্থে রয়েছে।

মোটা স্বর্ণের কঙ্কন ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে ক্বিয়ামাতের দিন তোমাকে আগুনের দু'টি কঙ্কন পরিয়ে দিবেন? বর্ণনাকারী বলেন, সে তৎক্ষণাত তা খুলে নাবী ﷺ সামনে রেখে দিয়ে বললো, এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য।[১৫৬৩]

হাসান।

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، - يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ " مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ " .

– حسن : المرفوع منه فقط .

১৫৬৪। উম্মু সালামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণের অলংকার পরতাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এটা কি কান্‌য (সঞ্চিত সম্পদ) হিসেবে গণ্য হবে? তিনি বললেন ঃ যে সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয় এবং তার যাকাত দেয়া হয়, তা 'কান্‌য' নয়।[১৫৬৪]

হাসান ঃ এর কেবল মারফূ অংশটুকু।

١٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ " . فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ " . قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ . قَالَ " هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ " .

– صحيح .

১৫৬৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহর ﷺ নিকট গেলে তিনি বললেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এসে

[১৫৬৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ গহনার যাকাত, হাঃ ৬৩৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন মুসান্না ইবনু সাব্বাহ 'আমর ইবনু শু'আইব হতে, মুসান্না ইবনু সাব্বাহ এবং ইবনু লাহী'আহ দু'জনেই হাদীসে দুর্বল), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ গহনার যাকাত, হাঃ ২৪৭৮), আহমাদ (হাঃ ৬৬৬৭) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এরি সানাদ সহীহ।

[১৫৬৪] বায়হাক্বী (৪/১৪০), হাকিম (১/৩৯০) ইমাম হাকিম বলেন ঃ হাদীসটি বুখারীর শর্তে সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

আমার হাতে রূপার বড় আংটি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে 'আয়িশাহ! এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার উদ্দেশে সাজসজ্জার জন্য আমি এটা বানিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত দাও? আমি বললাম, না, অথবা আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। তিনি বললেন, তোমাকে (জাহান্নামের) আগুনে নিয়ে যেতে এটাই যথেষ্ট।[১৫৬৫]

সহীহ।

١٥٦٦ - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الْخَاتَمِ . قِيلَ لِسُفْيَانَ كَيْفَ تُزَكِّيهِ قَالَ تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ .

- ضعيف .

১৫৬৬। 'উমার ইবনু ই'য়ালা (র) হতে এ সূত্রেও আংটি সম্পর্কিত পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুফয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এর যাকাত কিভাবে দিবে? তিনি বলেন, যাকাতের অন্যান্য মালের সাথে যোগ করে।[১৫৬৬]

দুর্বল।

٥- باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ মাঠে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল পশুর যাকাত

١٥٦٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَتَبَهُ لأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا

[১৫৬৫] হাকিম (১/৩৮৯) ইমাম হাকিম বলেন ঃ এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে তারা এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[১৫৬৬] এর সানাদ দুর্বল। আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদের 'আমর ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়া'লাকে হাফিয দুর্বল বলেছেন।

بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَا هُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَمَا أُحِبُّ " وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى هَا هُنَا ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ " وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " .

- صحيح :خ مختصر .

১৫৬৭। হাম্মাদ (র) বলেন, আমি সুমামাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আনাস ﷺ হতে একখানা কিতাব গ্রহণ করি। সুমামাহ্র ধারণা, আবূ বাক্র ﷺ এটি আনাস ﷺ-কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণকালে লিখেছিলেন এবং তাতে রসূলুল্লাহর মোহরাঙ্কিত ছিলো। তাতে লিখা ছিলো ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ ফারয যাকাতের বিষয়ে মুসলিমদের উপর যা নির্ধারিত করেছেন এবং এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে যা আদেশ করেছেন। কাজেই যেকোন মুসলিমের নিকট বিধি অনুসারে যাকাত চাওয়া হবে সে যেন তা দিয়ে দেয়। কিন্তু কারো কাছে অতিরিক্ত দাবি করা হলে সে যেন অতিরিক্ত না দেয়। পঁচিশটি উটের কম হলে প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী দিতে হবে। উটের সংখ্যা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হলে তাতে একটি বিনতু মাখাদ (দুই বছরের) উষ্ট্রী দিতে হবে। তার কাছে এরূপ উট না থাকলে একটি 'ইবনু লাবূন' (তিন বছরের) উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হলে তাতে একটি 'বিনতু লাবূন' (তিন বছর বয়সের উষ্ট্রী) দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছেচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত হলে তাতে একটি 'হিককাহ' (চার বছরের) উষ্ট্রী দিতে হবে। উটের সংখ্যা একষট্টি থেকে পঁচাত্তর হলে তাতে একটি 'জাযাআহ্' (পাঁচ বছরের) উষ্ট্রী দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হলে তাতে দু'টি 'বিনতু লাবূন' দিতে হবে। উটের সংখ্যা একানব্বই থেকে এক শত বিশ-এর উর্ধে হলে প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি করে 'বিনতু লাবূন' এবং প্রতি পঞ্চাশটির জন্য একটি করে 'হিককাহ' দিবে।

যদি যাকাতযোগ্য বয়সের উট না থাকে, যেমন, কারো জাযাআহ্ ওয়াজিব, কিন্তু তার কাছে সেটার পরিবর্তে হিককাহ আছে, তখন হিককাহ গ্রহণ করতে হবে এবং এর সাথে সহজলভ্য হলে দু'টি বকরী কিংবা বিশ দিরহামও দিতে হবে। একইভাবে কারো উপর হিককাহ দেয়া ওয়াজিব, কিন্তু তার কাছে সেটা নেই বরং জাযাআহ আছে। তখন তার থেকে জাযাআহ গ্রহণ করতে হবে এবং যাকাত উসুলকারী বিশ দিহরাম কিংবা দু'টি বকরী যাকাত প্রদানকারীকে দিবে। এমনিভাবে কারো উপর হিককাহ ওয়াজিব, কিন্তু তার কাছে তা নেই, বরং জাযাআহ আছে। তার থেকে সেটাই নিতে হবে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এখানে আমি আমার উস্তাদ মূসা ইবনু ইসমাঈল হতে আশানুরূপ আয়ত্ত করতে পারিনি। এখানেও যাকাতদাতা সহজলভ্য দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম প্রদান করবে। যার উপর বিনতু লাবূন ওয়াজিব কিন্তু সেটা তার কাছে নেই, বরং তার কাছে হিককাহ আছে। সেটাই তার কাছ থেকে নিতে হবে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ পর্যন্ত আমি সন্দিহান ছিলাম, পরবর্তীতে আমি পূর্ণ আস্থাশীল হই। অর্থাৎ তহশীলদার বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী যাকাত প্রদানকারীকে ফেরত দিবে। যদি কারো উপর বিনতু লাবূন ওয়াজিব হয় এবং সেটা তার কাছে না থাকে, বরং বিনতু মাখাদ থাকে, তখন তার থেকে সেটাই গ্রহণ করবে এবং এর দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম প্রদান করবে। যদি কারো উপর বিনতু মাখাদ ওয়াজিত হয়, অথচ তা তার কাছে নেই, বরং তার

নিকট আছে ইবনু লাবূন, তখন সেটাই গ্রহণ করবে এবং সাথে কিছুই দিতে হবে না। আর কারো কাছে চারটি উট থাকলে তাকে কিছুই দিতে হবে না। অবশ্য উটের মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিলে তা ভিন্ন কথা।

স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানো মেষ-বকরীর সংখ্যা চল্লিশ থেকে একশো বিশ পর্যন্ত পৌছলে একটি বকরী দিতে হবে। একশত বিশ অতিক্রম করে দুইশো পর্যন্ত পৌঁছলে দু'টি বকরী। বকরীর সংখ্যা দুইশো অতিক্রম করে তিনশো পর্যন্ত হলে তিনটি বকরী এবং তিনশো থেকে অধিক হলে প্রতি একশোটির জন্য একটি বকরী যাকাত দিতে হবে। যাকাত হিসেবে অতিবৃদ্ধ অথবা অন্ধ বকরী-ছাগল নেয়া হবে না। তবে আদায়কারী তা নিতে চাইলে ভিন্ন কথা। যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে যেন একত্র না করা হয় এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন না করা হয়। দুই শরীকের কাছ থেকে যে যাকাত আদায় করা হবে সেটা তারা নিজ নিজ অংশ হিসাবে বহন করবে। চরে বেড়ানো বকরীর সংখ্যা চল্লিশ না হলে কিছুই দিতে হবে না। তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে ভিন্ন কথা।

রূপার যাকাতের পরিমাণ হলো চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। রৌপ্য মুদ্রা একশো নব্বই হলে কিছুই দিতে হবে না। হাঁ, মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিলে তাতে আপত্তি নেই।[১৫৬৭]

সহীহ ঃ বুখারী সংক্ষেপে।

١٥٦٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ " فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى

[১৫৬৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৪৪৮), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ উটের যাকাত, হাঃ ২৪৪৬), ইবুন মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৮০০)।

ثَلاَثمائَة فَإنْ كَانَت الْغَنَمُ أَكْثَرَ منْ ذَلكَ فَفي كُلِّ مائَة شَاة شَاةٌ وَلَيْسَ فيهَا شَىْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمائَةَ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَة وَمَا كَانَ منْ خَليطَيْنِ فَإنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بالسَّويَّة وَلاَ يُؤْخَذُ في الصَّدَقَة هَرمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ " . قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسمَت الشَّاءُ أَثْلاَثًا ثُلُثًا شرَارًا وَثُلُثًا خيَارًا وَثُلُثًا وَسَطًا فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ منَ الْوَسَط وَلَمْ يَذْكُر الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ .

- صحيح .

১৫৬৮। সালিম (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত হিসেবে যে পত্র লিখেছেন তা কমকর্তাদের নিকট পৌছার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। ফলে তা তাঁর তরবারির খাপের মধ্যেই থেকে যায়। অতঃপর আবূ বাক্‌র ؓ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সে বিধান অনুযায়ী কাজ করেন। তাঁর পরে 'উমার ؓ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তদানুযায়ী কাজ করেন। তাতে লিখা ছিল ঃ প্রত্যেক পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী, দশটির জন্য দু'টি বকরী, পনেরটির জন্য তিনটি বকরী এবং বিশটির জন্য চারটি বকরী প্রদান করতে হবে। পঁচিশটির জন্য দিতে হবে একটি বিনতু মাখাদ এবং তা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত। এর থেকে একটিও বৃদ্ধি পেলে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি বিনতু লাবূন দিতে হবে। এর থেকে একটিও বৃদ্ধি পেলে ষাট পর্যন্ত দিতে হবে একটি হিককাহ। যখন এর থেকে একটিও বর্ধিত হবে, তখন পঁচাত্তর পর্যন্ত দিতে হবে একটি জাযাআহ। যখন এর থেকে একটিও বর্ধিত হবে, তখন দু'টি বিনতু লাবূন দিতে হবে। যখন এর থেকেও একটি বৃদ্ধি পাবে, তখন দু'টি হিককাহ দিতে হবে, তা একশো বিশ পর্যন্ত। উটের সংখ্যা এর অধিক হলে প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি হিককাহ এবং প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতু লাবূন দিতে হবে।

ছাগলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক চল্লিশটি ছাগলের জন্য একটি বকরী একশো বিশ পর্যন্ত। এর থেকে একটিও বর্ধিত হলে দুইশো পর্যন্ত দু'টি বকরী। দুই শতের অধিক হলে তিনশো পর্যন্ত তিনটি বকরী। ছাগলের সংখ্যা এর চাইতে অধিক হলে প্রত্যেক একশো'তে একটি বকরী দিতে হবে। ছাগলের সংখ্যা একশো না হলে কিছুই দিতে হবে না। যাকাত দেয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্নকে একত্র এবং একত্রকে ভিন্ন ভিন্ন করা যাবে না। দুই শরীকের উপর যে যাকাত ধার্য হবে, তা উভয়ে সমান হারে বহন করবে। যাকাত হিসেবে অতিবৃদ্ধ অথবা দোষযুক্ত (পশু) গ্রহণ করা যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, যুহরী (র) বলেছেন, যাকাত আদায়কারীর উচিত হলো, যাকাত আদায়ের সময় সমস্ত বকরীগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করবে। এক ভাগ নিকৃষ্ট, এক ভাগ উৎকৃষ্ট এবং এক

ভাগ মধ্যম। সুতরাং আদায়কারী 'মধ্যম' মানের পশুই নিবে। যুহরীর বর্ণনায় গরুর যাকাত সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নেই।[১৫৬৮]

সহীহ।

١٥٦٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ " . وَلَمْ يَذْكُرْ كَلاَمَ الزُّهْرِيِّ .

- صحيح .

১৫৬৯। সুফয়ান ইবনু হুসাইন (র) হতে উপরোক্ত সানাদে এ হাদীসের ভাবার্থ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, বিনতু মাখাদ না থাকলে ইবনু লাবূন দিতে হবে। এ বর্ণনায় যুহরীর কথাটি উল্লেখ নেই।[১৫৬৯]

সহীহ।

١٥٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ " فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا

[১৫৬৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত, হাঃ ৬২১, ইমাম তিরমিযী বলেন, ইবনু 'উমারের হাদীসটি হাসান), আহমাদ (হাঃ ৪৬৩২)।

[১৫৬৯] পূর্বের হাদীস দেখুন।

لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَىُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ " . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَفِيهِ " وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ " .

– صحيح .

১৫৭০। ইবনু শিহাব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত সম্পর্কে যে ফরমান লিখিয়েছেন এটা সেই পাণ্ডুলিপি যা ‘উমার ইবনুল খাত্তাবের ﷺ পরিবারে সংরক্ষিত আছে। ইবনু শিহাব (র) বলেন, সালিম ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ তা আমাকে পড়িয়েছেন এবং আমি তা হুবহু মুখস্ত করি। পরবর্তীতে তা ‘উমার ইবনু ‘আবদুল ‘আযীয (র) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ এবং সালিম ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ হতে কপি করেন। তিনি বলেন, উটের সংখ্যা একশো একুশ থেকে একশো উনত্রিশ হলে তিনটি বিনতু লাবূন দিতে হবে। একশো ত্রিশ থেকে একশো উনচল্লিশ হলে দু'টি বিনতু লাবূন ও একটি হিককাহ দিতে হবে। আর একশো চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ হলে দু'টি হিককাহ ও একটি বিনতু লাবূন দিতে হবে। একশো পঞ্চাশ থেকে একশো উনষাট হলে দিতে হবে তিনটি হিক্কাহ। একশো ষাট থেকে একশো উনসত্তর পর্যন্ত তিনটি বিনতু লাবূন ও একটি হিক্কাহ দিতে হবে। একশো আশি থেকে একশো ঊননব্বই পর্যন্ত দু'টি হিক্কাহ ও দুটি বিনতু লাবূন দিতে হবে। একশো নব্বই হলে তা থেকে একশো নিরানব্বই পর্যন্ত তিনটি হিক্কাহ ও একটি বিনতু লাবূন। দুইশো হলে চারটি হিককাহ অথবা পাঁচটি বিনতু লাবূন দিতে হবে। এ উভয় বয়সের মধ্যে যেটাই পাওয়া যাবে সেটাই নেয়া হবে। আর চরে বেড়ানো ছাগল (এর যাকাত সম্বন্ধে) ইবনু শিহাব ইতিপূর্বে সুফয়ান ইবনু হুসাইনের হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, যাকাত বাবদ অতিবৃদ্ধ ও দোষযুক্ত বকরী নেয়া হবে না, এবং পুরুষ জাতীয় (পাঠা)-ও না। অবশ্য যাকাত আদায়কারী প্রয়োজনে নিতে চাইলে নিতে পারে।[১৫৭০]

সহীহ।

١٥٧١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رضى الله عنه لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلاَّ يَكُونَ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا

[১৫৭০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ বকরীর সদাক্বাহ, হাঃ ১৮০৭)।

كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلاَّ شَاةٌ فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ .

– صحيح مقطوع .

১৫৭১। ইমাম মালিক (র) বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাবের ﷺ উক্তি ঃ "একত্রকে বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্নকেও একত্র করা যাবে না"। এর ব্যাখ্যা হলো, দুই মালিকের পৃথক পৃথকভাবে চল্লিশটি ছাগল আছে। অতঃপর তাদের কাছে যাকাত আদায়কারী উপস্থিত হলে তারা উভয়ের পৃথক পৃথক ছাগলগুলোকে একত্র করে (তা যৌথ বলে দাবী করলো)। যাতে তাদের একটির অধিক বকরী দিতে না হয়। আর একত্রকে বিচ্ছিন্ন না করার ব্যাখ্যা হলো, যেমন দু'জন সমান অংশীদারের প্রত্যেকের একশো একটি ছাগল আছে। (হিসেব মতে, দুইশো দু'টিতে) যাকাত দিতে হয় তিনটি বকরী। কিন্তু যখন তাদের কাছে যাকাত আদায়কারী উপস্থিত হয় তখন তারা (একশো একটি করে) পৃথক করে ফেললো। ফলে উভয়কে একটি করে বকরী দিতে হলো। ইমাম মালিক (র) বলেন, এর ব্যাখ্যা আমি এরূপই শুনেছি।[১৫৭১]

সহীহ মাক্বতূ'।

١٥٧٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ، – رضى الله عنه – قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ " . وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ " وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِي الإِبِلِ " . فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ " وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ " . ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ " فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً – يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ – فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى

[১৫৭১] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ " . وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ " الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ " . قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ " مَرَّةً " . وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ " إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ " .

– صحيح .

১৫৭২। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। যুহাইর (র) বলেন, আমার ধারনা, এ হাদীস নাবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম (যাকাত) দিবে এবং দুইশো দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন যাকাত নেই। আর দুইশো দিরহাম পূর্ণ হলে তাতে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে এবং এর অতিরিক্ত হলে, উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী দিতে হবে। ছাগলের যাকাত হলো, প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি বকরী। বকরীর সংখ্যা ঊনচল্লিশ হলে যাকাত হিসেবে তোমার উপর কিছুই ওয়াজিব নয়। অতঃপর বকরীর হিসাব ও যাকাত যুহরীর বর্ণনানুযায়ী বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, গরুর যাকাত হচ্ছে, প্রতি ত্রিশটি গরুর জন্য পূর্ণ এক বছর বয়সী একটি বাছুর এবং চল্লিশটির জন্য পূর্ণ দুই বছরের একটি বাছুর। তবে কৃষিকাজে নিয়োজিত পশুর যাকাত নেই। উটের যাকাতও যুহরীর বর্ণনানুরূপ দিতে হবে। তিনি ﷺ বলেন ঃ পঁচিশটি উটের জন্য পাঁচটি বকরী এবং একটিও বর্ধিত হলে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত একটি বিনতু মাখাদ দিতে হবে। বিনতু মাখাদ না থাকলে একটি ইবনু লাবূন দিবে। এর থেকে একটিও বৃদ্ধি পেলে ষাট পর্যন্ত গর্ভধারণ করার উপযোগী একটি হিককাহ দিতে হবে। অতঃপর যুহরীর হাদীসের বর্ণনানুরূপ। তিনি বলেন ঃ যদি একটিও বর্ধিত হয় অর্থাৎ একানব্বই হয়, তা থেকে একশো বিশ পর্যন্ত গর্ভধারণ করার উপযোগী দু'টি হিককাহ দিবে। আর যাকাত দেয়ার ভয়ে একত্রকে বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্নকে একত্র করা যাবে না। যাকাত হিসেবে অতিবৃদ্ধ এবং দোষযুক্ত পশু গ্রহণ করা যাবে না এবং কোনো পাঠাও নেয়া যাবে না। তবে আদায়কারী নিতে চাইলে নিতে পারবে। শস্যের যাকাত হচ্ছে, ভূমি নদ-নদী অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা সিঞ্চিত হলে 'উশর' দিতে হবে (এক-দশমাংশ)। আর যেসব ভূমিতে পানিসেচ করতে হয় তাতে দিতে হবে বিশ ভাগের এক ভাগ। 'আসিম ও হারিসের হাদীসে এটাও রয়েছে, যাকাত প্রতি বছরই দিতে হবে। যুহাইর বলেন, আমার ধারণা, প্রতি বছর একবার বলেছেন। 'আসিমের হাদীসে রয়েছে, বিনতু মাখাদ ও ইবনু লাবূন না থাকলে দশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী প্রদান করতে হবে।[১৫৭২]

সহীহ।

[১৫৭২] ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২২৯৭) 'আসিম হতে। এর সানাদ সহীহ 'আসিমের সূত্রে। হারিস আ'ওয়ার দুর্বল।

١٥٧٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى، آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " . قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " . إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .

- صحيح .

১৫৭৩। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে এ হাদীসের প্রথম দিকের কিছু অংশ বর্ণনার পর বলেন, তিনি বলেছেন, তোমার কাছে দুইশো দিরহাম থাকলে এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে পাঁচ দিরহাম (যাকাত) দিবে। স্বর্ণের ক্ষেত্রে বিশ দীনারের কমে যাকাত নেই। বিশ দীনারে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। এরপর যা বাড়বে তাতে উপরোক্ত হিসেবে যাকাত দিতে হবে। বর্ণনাকারী বলেন, "উপরোক্ত হিসেবে যাকাত দিতে হবে" এটা 'আলীর ﷺ কথা নাকি রসূলুল্লাহর ﷺ তা আমার জানা নেই। আর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সম্পদেই যাকাত দিতে হয় না। ইবনু ওয়াহব বলেন, জারীর তার বর্ণনায় বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, এক বছর অতিবাহিত না হলে কোনো সম্পদেই যাকাত নেই।[১৫৭৩]

সহীহ।

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ عَفَوْتُ عَنِ

[১৫৭৩] আহমাদ (হাঃ ১২৬৪) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। আর এটি 'আলী সূত্রে মাওকূফ বর্ণনা ইবনু ইসহাক্ব হতে।

الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِيِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ .

১৫৭৪। ‘আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত মাফ করেছি। কিন্তু রৌপ্যের যাকাত প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম দিতে হবে এবং একশো নব্বই তোলা পর্যন্ত যাকাত নেই, যখন দুইশো পূর্ণ হবে তখন পাঁচ দিরহাম দিতে হবে।[১৫৭৪]

সহীহ।

١٥٧٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا " . قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ " مُؤْتَجِرًا بِهَا " . " فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ " .

– حسن .

১৫৭৫। বাহ্‌য ইবনু হাকীম ﷺ হতে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চারণভূমিতে বিচরণশীল উটের চল্লিশটির জন্য একটি বিনতু লাবূন যাকাত দিতে হবে এবং একটি উটকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের উদ্দেশে দিবে, ইবনুল ‘আলা’ বলেন, “যে সওয়াবের জন্য দিবে, সে তাই পাবে। আর যে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকৃতি জানাবে, আমি তা আদায় করবোই এবং (শাস্তিস্বরূপ) তার সম্পদের অর্ধেক নিবো। কেননা এটাই

[১৫৭৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ রূপার যাকাত, হাঃ ৬২০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, রূপার যাকাত, হাঃ ২৪৭৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ সোনা ও রূপার যাকাত, হাঃ ১৭৯০)।

আমাদের মহান রব্বের হাক্ব। মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিবার-পরিজনের জন্য এর থেকে সামান্য পরিমাণও নেই।"[১৫৭৫]

হাসান।

١٥٧٦ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ .

- صحيح .

১৫৭৬। মু'আয ইবনু জাবাল ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাকে ইয়ামান দেশে পাঠানোর সময় এ নির্দেশ দেন যে, গরুর (যাকাত) প্রতি ত্রিশটির জন্য পূর্ণ এক বছর বয়সী একটি এড়ে বাছুর বা বকনা বাছুর এবং প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক যিম্মী থেকে এক দীনার বা এর সম-মূল্যের কাপড়- যা ইয়ামেনে তৈরি হয় আদায় করতে হবে।[১৫৭৬]

সহীহ।

١٥٧٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالنُّفَيْلِيُّ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

১৫৭৭। মু'আয ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।[১৫৭৭]

١٥٧٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ . وَلاَ ذَكَرَ يَعْنِي مُحْتَلِمًا .

- صحيح .

[১৫৭৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ যাকাত না দেয়ার শাস্তি, হাঃ ২৪৪৩), দারিমী (হাঃ ১৬৭৭)।

[১৫৭৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ গরুর যাকাত, হাঃ ৬২৩, ইমাম তিরমিযী বলে, এ হাদীসটি হাসান), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ গরুর যাকাত, হাঃ ২৪১৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ গরুর সদাক্বাহ, হাঃ ১৮০৩)।

[১৫৭৭] এর পূর্বেটি দেখুন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ جَرِيرٌ وَيَعْلَى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ - قَالَ يَعْلَى وَمَعْمَرٌ - عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ .

১৫৭৮। মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তাকে ইয়ামান দেশে প্রেরণ করেন... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে ইয়ামান দেশের তৈরি কাপড়ের কথা উল্লেখ করেননি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পর্কে কিছুই বলেননি।[১৫৭৮]

সহীহ।

١٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ سِرْتُ أَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ، سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنْ لاَ تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلاَ تَجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ " . وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُولُ أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ . قَالَ فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ - قَالَ - قُلْتُ يَا أَبَا صَالِحٍ مَا الْكَوْمَاءُ قَالَ عَظِيمَةُ السَّنَامِ - قَالَ - فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلِي . قَالَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا وَقَالَ إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِي عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " لاَ يُفَرِّقْ "

- حسن .

১৫৭৯। সুওয়াইদ ইবনু গাফালার (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফর করেছি অথবা যে ব্যক্তি নাবী ﷺ এর যাকাত আদায়কারীর সঙ্গে সফর করেছেন তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহর ﷺ যুগে (নিয়ম ছিলো) দুগ্ধ প্রদানকারী পশু নেয়া যাবে না। বিচ্ছিন্নকে একত্র করা এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এরপর লোকেরা তাদের পশুপালকে পানি পান করানোর জন্য কূপের কাছে নিয়ে এলে আদায়কারী পানির কূপের নিকট এসে বলতেন, তোমরা তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় করো'। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের এক ব্যক্তি একটি কূমাআ উষ্ট্রী নিয়ে এলো। আমি বললাম, হে আবূ সলিহ! কূমাআ কি? তিনি বললেন, উঁচু কুঁজবিশিষ্ট। বর্ণনাকারী বলেন, (আদায়কারী সেটা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে) যাকাতদাতা বললো, আমি

[১৫৭৮] এটি (১৫৭৬) নং এ গত হয়েছে।

আকাঙ্খা করেছি যে, আপনি আমার সর্বোৎকৃষ্ট উটটি গ্রহণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আদায়কারী তা গ্রহণ না করায় সে ওটার চেয়ে নিকৃষ্ট মানের একটি উটে লাগাম ধরে নিয়ে এলো কিন্তু তিনি এটাও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে পরে ওটার চাইতে আরো নিকৃষ্ট মানের একটি উট লাগাম ধরে নিয়ে আসেন এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি তা গ্রহণে এজন্য ভয় করছি যে, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার উপর ক্ষুদ্ধ হয়ে একথা না বলেন যে, এ ব্যক্তি তার উটের উপর তোমাকে স্বাধীনতা দেয়ায় তুমি তার উত্তম সম্পদটিই নিয়ে এসেছো।[১৫৭৯]

হাসান।

١٥٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ " لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " وَلَمْ يَذْكُرْ " رَاضِعَ لَبَنٍ " .

- حسن .

১৫৮০। সুয়াইদ ইবনু গাফালাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এর যাকাত আদায়কারী আমাদের নিকট আসলে আমি তার হাত ধরে মুসাফাহা করি। অতঃপর আমি তার কাছে যাকাত সম্পর্কিত যে নির্দেশনামা ছিলো তাতে এ বিষয়টি পাঠ করেছি ঃ যাকাত আদায়ের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে একত্র এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তবে তিনি এ কথা বর্ণনা করেননি যে, 'দুগ্ধ দানকারী পশু' (নেয়া যাবে না)।[১৫৮০]

হাসান।

١٥٨١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ، - قَالَ الْحَسَنُ رَوْحٌ يَقُولُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ - قَالَ اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ قَالَ فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ سَعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ - يَعْنِي لأُصَدِّقَكَ - قَالَ ابْنَ أَخِي وَأَىَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نَتَبَيَّنُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ . قَالَ ابْنَ أَخِي فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

[১৫৭৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৪৫৬)।

[১৫৮০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ উটের যাকাত, হাঃ ১৮০১)।

اللَّه صلى الله عليه وسلم فِي غَنَمٍ لِي فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالاَ لِي إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ . فَقُلْتُ مَا عَلَيَّ فِيهَا فَقَالاَ شَاةٌ . فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا . فَقَالاَ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا . قُلْتُ فَأَىَّ شَىْءٍ تَأْخُذَانِ قَالاَ عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً . قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ . وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا . فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ . كَمَا قَالَ رَوْحٌ .

– ضعيف .

১৫৮১। মুসলিম ইবনু শু‘বাহ (র) বলেন, নাফি’ ইবনু আলক্বামাহ (র) আমার পিতাকে নিজ গোত্রপ্রধান নিযুক্ত করে তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা আমাকে তাদের এক গোষ্ঠীর কাছে প্রেরণ করেন। অতঃপর আমি সি‘র ইবনু দায়সাম নামক এক বৃদ্ধের কাছে এসে বললাম, আমার পিতা আমাকে আপনার কাছে যাকাত উসূল করতে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কিভাবে নিবে? আমি বললাম, আমরা বাছাই করবো, আমরা বকরীর বাঁট দেখে যাচাই করবো। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! আমি তোমাকে একটি হাদীস বলছি। রসূলুল্লাহর ﷺ যুগে একদা আমি কোন এক উপত্যকায় আমার মেষপাল চরাচ্ছিলাম। এমন সময় দুইজন লোক একটি উটে চড়ে আমার নিকট এসে বললো, আমরা রসূলুল্লাহর ﷺ প্রতিনিধি হিসাবে আপনার মেষপালের যাকাত উসূল করতে আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছি। আমি বললাম, আমি কি প্রদান করবো? তারা বলেন, বকরী। সুতরাং আমি এমন একটি বিশেষ বকরী দেয়ার মনস্থ করলাম, সেটির বাট দুগ্ধে ভরতি, খুব মোটাতাজা চর্বিওয়ালা। আমি তাদেরকে সেটা বের করে দিলে তারা বললেন, এটা তো জোড়াওয়ালা (বাচ্চাওয়ালা) বকরী। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জোড়াওয়ালা বকরী নিতে বারণ করেছেন। আমি বললাম, তাহলে আপনারা কেমন বকরী নিবেন? তারা বললেন, এক বছর কিংবা দুই বছর বয়সী বকরী। তিনি বলেন, তখন আমি একটি ‘সু‘তাত্’ বকরীর দেয়ার মনস্থ করলাম। সু‘তাত্ ঐ বকরীকে বলে যা কোনো বাচ্চা দেয়নি, কিন্তু গর্ভধারণের উপযুক্ত হয়েছে। সেটি এনে তাদেরকে দিলে তারা বললেন, হ্যাঁ, আমরা এটি নিতে পারি। অতঃপর তারা বকরীটিকে তাদের উটের পিঠে তুলে নিয়ে চলে যান।[১৫৮১]

দুর্বল।

[১৫৮১] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৪৬১), আহমাদ (৩/৪১৪)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদের মুসলিম ইবনু শু‘বাহ সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ মাক্ববূল। ইরওয়াউল গালীল (৭৯৬)।

١٥٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ . قَالَ فِيهِ وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ .

- ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ بِحِمْصَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْحِمْصِيِّ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ - مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلاَ يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ الْمَرِيضَةَ وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ " .

- صحيح .

১৫৮২। যাকারিয়্যাহ ইবনু ইসহাক্ব (র) হতে তার সানাদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। বর্ণনাকারী মুসলিম ইবনু শু'বাহ তার বর্ণনায় বলেন, শাফি' বলা হয় গর্ভবতী বকরীকে।

দুর্বল।

গাদিরাহ ক্বায়িসের 'আবদুল্লাহ ইবনু মু'আবিয়াহ আল-গাদিরী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করেছে সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (এক) যে এক আল্লাহর 'ইবাদাত করে। (দুই) এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। (তিন) যে স্বতঃস্ফূর্ত মনে নিঃসঙ্কোচে প্রতি বছর তার মালের যাকাত দেয়। বৃদ্ধ বয়সের, রোগগ্রস্ত, ত্রুটিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট মাল যাকাত দেয় না, বরং মধ্যম মানের যাকাত দিয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তোমাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ চান না এবং তোমাদের নিকৃষ্ট দেয়ারও নির্দেশ করেন না।[১৫৮২]

সহীহ।

١٥٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه

[১৫৮২] বায়হাক্বী 'সুনান' (৪/৯৫), ত্বাবারানী 'সাগীর' (১/২০১), বুখারী 'তারীখুল কাবীর' (৫/৩১)। সহীহাহ ১০৪৬)।

وسلم مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ . فَقَالَ ذَاكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا . فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَىَّ فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ . قَالَ فَإِنِّي فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَىَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي وَايْمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَىَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذَلِكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَىَّ وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ " . قَالَ فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا . قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ .

– حسن .

১৫৮৩। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যাকাত আদায়কারী হিসেবে পাঠালেন। অতঃপর আমি এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলে সে তার মাল (উট) একত্র করলো। আমি দেখলাম যে, তার উপর একটি বিনতু মাখাদ ফারয হয়েছে। সুতরাং আমি তাকে বললাম, একটি বিনতু মাখাদ দিন। কেননা তোমার যাকাত সেটাই। সে বললো, এর এতে দুগ্ধও নেই এবং এটি বাহনের উপযোগীও নয়, বরং এর পরিবর্তে আমার এই বড় মোটাতাজা যুবতী উটনী নিন। আমি বললাম, আমি এটা নিতে পারবো না, এরূপ নিতে আমাকে আদেশ করা হয়নি। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তো তোমার নিকটেই আছেন। তুমি আমাকে যা বলেছো, তা ইচ্ছে হলে তাকেঁ বলে দেখতে পারো। তিনি এটা গ্রহণ করলে আমি নিবো, আর প্রত্যাখ্যান করলে আমিও প্রত্যাখ্যান করবো। সে বললো, আমি তাই করবো। অতঃপর সে আমাকে নিয়ে উক্ত উষ্ট্রী সহ রওয়ানা হলো। অবশেষে আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মুখে উপস্থিত হই। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রতিনিধি আমার কাছে আমার সম্পদের যাকাত নিতে এসেছে। আল্লাহর শপথ! এর পূর্বে রসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং কিংবা তাঁর প্রতিনিধি কখনো আমার সম্পদের যাকাত নিতে আসেননি। কাজেই আমি আমার সমস্ত মাল তাঁর সম্মুখে একত্র করেছি। কিন্তু তিনি বলেন, আমার মালের উপর নাকি একটি মাখাদ ফারয। অথচ

তাতে দুগ্ধও নেই বা আরোহণেরও অনুপযোগী। তাই আমি একটি বড় ও মোটাতাজা যুবতী উষ্ট্রী পেশ করেছি। কিন্তু তিনি এটা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। আর সেটি এটাই, আমি আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। হে আল্লাহর রসূল! এটা গ্রহণ করুন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, আদায়কারী যা বলেছে তাই তোমার উপর ফারয। তবে তুমি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত দিলে আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দিবেন এবং আমরাও সেটা তোমার থেকে গ্রহণ করলাম। সে বললো, এটাই সেই উষ্ট্রী, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার নিকট নিয়ে এসেছি, গ্রহণ করুন। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তা গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন এবং তার ও তার সম্পদের বরকতের জন্য দু'আ করলেন।[১৫৮৩]

হাসান।

١٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ " .

– صحيح : ق .

১৫৮৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয ﷺ-কে ইয়ামানে প্রেরণকালে বললেন, তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো যারা আহলি কিতাব। তুমি (সর্বপ্রথম) তাদেরকে এ সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রসূল। তারা তোমার এ কথা মেনে নিলে তাদেরকে অবহিত করবে, আল্লাহ তাদের উপর তাদের মালের যাকাত প্রদান ফারয করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে নেয়া হবে এবং তাদের গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদের উত্তম সম্পদগুলো গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। আর মযলুমের বদদু'আকে ভয় করবে। কেননা তার দু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক নেই।[১৫৮৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১৫৮৩] আহমাদ (৫/১৪২), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২২৭৭)।

[১৫৮৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ যাকাত ওয়াজিব, হাঃ ১৩৯৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ ঈমান)।

١٥٨٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا " .

– حسن .

১৫৮৫। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাকাত সংগ্রহে সীমালংঘনকারী ঐ ব্যক্তির মতই যে যাকাত দিতে অস্বীকার করে।[১৫৮৫]

হাসান।

٦– باب رِضَا الْمُصَدِّقِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যাকাত আদায়কারীর সন্তুষ্টি অর্জন সম্পর্কে

١٥٨٦ – حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، – الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ – وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ – عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ، – قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا – وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ بَشِيرًا قَالَ قُلْنَا إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَقَالَ " لاَ " .

– ضعيف .

১৫৮৬। বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। বর্ণনাকারী ইবনু 'উবাইদ তার বর্ণনায় বলেন, আসলে তার নাম বাশীর ছিলো না, বরং রসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম বাশীর রাখেন। তিনি বলেন, আমরা বললাম, যাকাত আদায়কারীরা আমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেন (ফারযের অধিক নিয়ে যান)। কাজেই তারা যে পরিমাণ মাল আমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেন ঐ পরিমাণ মাল কি আমরা গোপন করবো? তিনি বলেন, না।[১৫৮৬]

দুর্বল।

[১৫৮৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৬৪৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, আনাসের হাদীসটি এ সূত্রে গরীব, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল সা'দ ইবনু সিনানের সমালোচনা করেছেন), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৮০৮), ইবনু খুযাইমাহ (৪/৫১)।

[১৫৮৬] সানাদ দুর্বল। মিশকাত (হাঃ ১৭৮৪)। সানাদের দায়সাম সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ মাক্ববূল।

١٥٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ .

- ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ .

১৫৮৭। আইয়ূব (র) হতে উপরোক্ত হাদীসের ভাবার্থ একই সানাদে বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে রয়েছে ঃ আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যাকাত আদায়কারীগণ সীমালঙ্ঘন করে।[১৫৮৭]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এটি 'আবদুর রাযযাক্ব (র) মা'মার হতে রসূলুল্লাহর ﷺ হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٥٨٨ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الْغُصْنِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْغُصْنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ غُصْنٍ .

- ضعيف .

১৫৮৮। 'আবদুর রহমান ইবনু জাবির ইবনু আতীক (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অচিরেই তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় যাকাত আদায়কারী দল আসবে, যাদের আচরণে অসন্তুষ্ট হবে। তারা এলে তোমরা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে এবং যা গ্রহণ করতে চায়, তাদের মাঝে তা উন্মুক্ত করে দিবে। তারা ন্যায়নীতি অনুসরণ করলে তাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর হবে। আর যদি যুলুম করে তাহলে এর পাপ তাদেরই উপর বর্তাবে। তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট করবে, কেননা তোমাদের যাকাতের পরিপূর্ণতা তাদের সন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত। তাদের উচিত হলো, তারা যেন তোমাদের জন্য দু'আ করে।[১৫৮৮]

দুর্বল।

[১৫৮৭] সানাদ দুর্বল। এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

[১৫৮৮] বায়হাক্বী (৪/১১৪), মিশকাত (হাঃ ১৭৮২), কানযুল 'উম্মাল (হাঃ ১৫৯১০)। এর সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু জাবির ইবনু আতীক অজ্ঞাত। এবং সাখর ইবনু ইসহাক্ব শিথিল।

١٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي كَامِلٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ جَاءَ نَاسٌ - يَعْنِي مِنَ الأَعْرَابِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا فَيَظْلِمُونَا . قَالَ فَقَالَ " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا قَالَ " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ " . زَادَ عُثْمَانُ " وَإِنْ ظُلِمْتُمْ " . قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ .

- صحيح .

১৫৮৯। জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কতিপয় বেদুঈন রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট এসে বললো, যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের কাছে এসে আমাদের উপর যুলুম করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি ﷺ বললেন, তোমাদের যাকাত আদায়কারীদেরকে তোমরা সন্তুষ্ট রাখবে। তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! তারা আমাদের উপর যুলুম করলেও? তিনি বললেন, তোমাদের যাকাত আদায়কারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। বর্ণনাকারী 'উসমানের বর্ণনায় এটাও আছে ঃ যদিও তারা তোমাদের উপর যুলুম করে।[১৫৮৯]

বর্ণনাকারী আবূ কামিল তার হাদীসে বলেন, জারীর ﷺ বলেছেন, আমি যখন থেকে রসূলুল্লাহর ﷺ একথা শুনেছি, তখন থেকে প্রত্যেক যাকাত আদায়কারী আমার উপর সন্তুষ্ট হয়েই ফিরেছেন।

সহীহ।

٧- باب دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যাকাত প্রদানকারীর জন্য যাকাত আদায়কারীর দু'আ করা

١٥٩٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ

[১৫৮৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৪৫৯)।

الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ " . قَالَ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى " .

– صحيح : ق .

১৫৯০। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা ছিলেন গাছের নিচে বাইয়াতে রিদওয়ান গ্রহণকারীদের একজন। কোন সম্প্রদায় নাবী ﷺ এর নিকট তাদের যাকাত নিয়ে এলে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! অমুক পরিবারের উপর রহমাত বর্ষণ করুন। 'আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পিতা তাঁর কাছে তার সদাক্বাহ নিয়ে এলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আবূ আওফার পরিবারের উপর রহমাত বর্ষণ করুন।[১৫৯০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨– باب تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبِلِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ উটের বয়স সম্পর্কে

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ، وَأَبِي، حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَمِنْ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ قَالُوا يُسَمَّى الْحُوَارَ ثُمَّ الْفَصِيلَ إِذَا فَصَلَ ثُمَّ تَكُونُ بِنْتَ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى تَمَامِ سَنَتَيْنِ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ فَهِيَ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ ثَلاَثُ سِنِينَ فَهُوَ حِقٌّ وَحِقَّةٌ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ لأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ وَهِيَ تَلْقَحُ وَلاَ يُلْقِحُ الذَّكَرُ حَتَّى يُثَنِّيَ وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ لأَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ جَذَعَةٌ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيٌّ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِتًّا فَإِذَا طَعَنَ فِي السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًا وَالأُنْثَى رَبَاعِيَةً إِلَى تَمَامِ السَّابِعَةِ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ السَّدِيسَ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ إِلَى تَمَامِ الثَّامِنَةِ فَإِذَا دَخَلَ فِي التِّسْعِ وَطَلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلٌ أَىْ بَزَلَ نَابُهُ - يَعْنِي طَلَعَ - حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ ثَلاَثَةِ أَعْوَامٍ إِلَى خَمْسِ

[১৫৯০] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৪৯৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

Contents

سِنِينَ وَالْخَلِفَةُ الْحَامِلُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْجَذُوعَةُ وَقْتٌ مِنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ وَفُصُولُ الأَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنْشَدَنَا الرِّيَاشِيُّ إِذَا سُهَيْلٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعْ فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَذَعٌ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ وَالْهُبَعُ الَّذِي يُولَدُ فِي غَيْرِ حِينِهِ .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি আর-রিয়াশী, আবূ হাতিম ও অন্যদের কাছে শুনেছি এবং নাদর ইবনু শুমাইল ও আবূ 'উবাইদের কিতাবে দেখেছি। তাদের দু' জনের একজন কর্তৃক আলোচ্য বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে। তারা বলেছেন, গর্ভস্থ ভ্রুণের নাম 'আল-হুয়ার'। নবজাত বাচ্চার নাম 'আল-ফাসিল'। এক বছর হতে দু' বছরে পদার্পণকারী হচ্ছে 'বিনতু মাখাদ'। তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী 'ইবনাতু লাবূন'। তিন বছর হতে চতুর্থ বছর পূর্ণ হলে 'হিককাহ'। কারণ তখন তা আরোহণ এবং প্রজননের উপযোগী হয়। আর ছয় বছর পূর্ণ হওয়ার আগে পুরুষ উট বালেগ হয় না। হিককহকে 'ত্বরুক্বাতুল ফাহল' বলার কারণ হলো পুরুষ উট তাকে পাল দেয়। চতুর্থ বছর শেষে পঞ্চম বছরে পদার্পনকারীকে 'জাযাআহ' বলে। ষষ্ঠ বছরে পদার্পন করলে এবং সামনে দুটি দাঁত পড়ে গেলে তা হয় 'সানি'। এ নাম ষষ্ঠ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকে। অতঃপর সপ্তম বছর হলে উটের নাম হয় 'রুবাঈ' এবং উষ্ট্রীর নাম হয় 'রুবাঈয়াহ', সপ্তম বছর শেষ হওয়া পর্যন্ত এ নাম বহাল থাকে। অতঃপর নবম বছরে প্রবেশ করলে এবং পাশের ধারালো দাঁত প্রকাশ হলে এ দাঁত প্রকাশ হওয়ার কারণে তাকে বলা হয় 'বাযিল'। সবশেষে দশম বছরে পদার্পন করলে তার নাম 'মাখলাফ'। এরপর তার আর কোনো নাম নেই। অবশ্য (এরপর) এক বর্ষীয়া 'বাযিল', দুই বর্ষীয়া 'বাযিল' এবং এক বর্ষীয়া 'মাখলাফ', দুই বর্ষীয়া মাখলাফ এবং তিন বর্ষীয়া 'মাখলাফ' এভাবে পাঁচ বছর পর্যন্ত। খুলফাহ হচ্ছে গর্ভধারী উষ্ট্রী। আবূ হাতিম (রহঃ) বলেন, 'আল-জাযু'আহ' শব্দটি কালের একটি সময়কে বুঝায়, এর অর্থ দাঁত নয়। উটের বয়সের ব্যবধান ঘটে সুহাইল তারকার উদয়ের সাথে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, কবি আর-রিয়াশী আমাদের নিকট তা কয়েক লাইন কবিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন ঃ "রাতের প্রথম প্রহরে যখন সুহাইল তারকা উদিত হয় তখন ইবনু লাবূন হয় হিককাহ আর হিককাহ হয় জাযাআহ। তারপর হুবা' ছাড়া উটের বয়স আর গণনা করা হয় না। সুহাইল তারকার উদয়ের সাথে জন্মগ্রহণকারী উটকে হুবা' বলা হয়।

٩- باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ যে স্থানে সম্পদ সমূহের যাকাত গ্রহণ করবে

١٥٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ " .

– حسن صحيح .

১৫৯১। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, দূরে অবস্থান করে যাকাত আদায় করবে না এবং যাকাতের মালও দুরে সরিয়ে নিবে না। যাকাত দাতাদের বসতি থেকেই যাকাত আদায় করতে হবে।[১৫৯১]

হাসান সহীহ।

١٥٩٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فِي قَوْلِهِ " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ " . قَالَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا وَلاَ تُجْلَبُ إِلَى الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا لاَ يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا يَقُولُ وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ .

– صحيح مقطوع .

১৫৯২। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব (র) সূত্রে বর্ণিত। 'লা জালাবা ওয়া লা জানাবা'-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত তার অবস্থানস্থল থেকেই নিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তা আদায়কারীর নিকট টেনে নিতে বাধ্য করা যাবে না এবং 'ওয়া লা জানাবা'-ও একইরূপ। মালের অধিকারী তা আদায়কারীর কাছে হাঁকিয়ে নিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, যাকাত আদায় কারী যাকাত দাতার নিকট থেকে দূরে অবস্থান করবে না, বরং, বরং মালের স্থানে থেকেই যাকাত নেয়া হবে।[১৫৯২]

সহীহ মাক্বতূ'।

[১৫৯১] আহমাদ (হাঃ ৬৬৯২), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা (৭/২৯) ইবনু ইসহাক্ব হতে। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ।

[১৫৯২] সহীহ আবূ দাঊদ (১/৩০০)।

١٠– باب الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যাকাত দিয়ে ঐ মাল পুনরায় ক্রয় করা

١٥٩٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، – رضى الله عنه – حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " .

– صحيح : ق .

১৫৯৩। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ এক ব্যক্তিকে জিহাদের উদ্দেশে একটি ঘোড়া দান করেন। পরে তিনি ঐ ঘোড়াটি বিক্রি হতে দেখে তা কেনার ইচ্ছা করলেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ﷺ বলেন, তুমি তা কিনবে না এবং তোমার সদাক্বাহ তুমি ফিরিয়ে নিবে না।[১৫৯৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١– باب صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ দাস-দাসীর যাকাত সম্পর্কে

١٥٩٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ " .

– صحيح .

১৫৯৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়া ও দাস-দাসীতে কোন যাকাত নেই। কিন্তু দাস-দাসীর পক্ষ হতে সদাক্বাতুল ফিতর (ফিতরাহ) দিতে হবে।[১৫৯৪]

সহীহ।

[১৫৯৩] বুখারী (অদ্যায় ঃ জিহাদ, হাঃ ৩০০২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হিবাত) সকলে মালিক হতে।

[১৫৯৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৪৬৭), আহমাদ (হাঃ ৭৭৪৩), বায়হাক্বী ‘সুনানুল কুবরা (৪/১১৭)।

١٥٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " .

- صحيح : ق .

১৫৯৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিমদের উপর তার দাস-দাসী ও তার ঘোড়ার কোনো যাকাত নেই।[১৫৯৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٢- باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ ফসলের যাকাত সম্পর্কে

١٥٩٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ " .

- صحيح : ق .

১৫৯৬। সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) হতে তার পিতার সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা যে ভূমিতে তলদেশে থেকে আপনা আপনিই পানি সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশর' দেয়া ওয়াজিব (অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ যাকাত দিবে)। আর যে ভূমি উষ্ট্রী, বালতি কিংবা সেচ যন্ত্র দিয়ে সিঞ্চন করা হয়, তার যাকাত হলো, উশরের অর্ধেক (অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ)।[১৫৯৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১৫৯৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৪৬৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ ঈমান)।

[১৫৯৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৪৮৩), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৬৪০) ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ, নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৫৪৮৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৮১৭)।

١٥٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ " .

- صحيح : م .

১৫৯৭। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ভূমি নদ-নদী ও ঝর্ণার পারি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তার যাকাত হলো, এক-দশমাংশ। আর যে ভূমি উষ্ট্রী দ্বারা (অন্য উপায়ে) সিঞ্চিত হয়, তার যাকাত বিশ ভাগের এক ভাগ।[১৫৯৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥٩٨ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، وَحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ الْعِجْلِيُّ، قَالاَ قَالَ وَكِيعٌ الْبَعْلُ الْكَبُوسُ الَّذِي يَنْبُتُ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ . قَالَ ابْنُ الأَسْوَدِ وَقَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ سَأَلْتُ أَبَا إِيَاسٍ الأَسَدِيَّ عَنِ الْبَعْلِ فَقَالَ الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ . وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْبَعْلُ مَاءُ الْمَطَرِ .

- صحيح مقطوع .

১৫৯৮। ওয়াকী' (র) বলেন, কাবূস-কেই বা'ল ভূমি বলা হয়। যে ভূমিতে বৃষ্টির পানির সাহায্যে ফসল জন্মায়, তাই 'কাবূস'। ইবনুল আসওয়াদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু আদাম (র) বলেছেন, আমি আবূ ইয়াস আল-আসাদীকে 'বা'ল' (ভূমি) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, বৃষ্টির পানি দ্বারা সিঞ্চিত ভূমি।[১৫৯৮]

সহীহ মাক্বতূ'।

١٥٩٩ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ " .

- ضعيف .

[১৫৯৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত) 'আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব হতে।

[১৫৯৮] সহীহ আবূ দাউদ (১/৩০১)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَبَّرْتُ قِثَّاءَةً بِمِصْرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شِبْرًا وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً عَلَى بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ .

১৫৯৯। মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইয়ামানে প্রেরণের সময় বললেন, ফসল থেকে ফসল, বকরীপাল থেকে বকরী, উটপাল থেকে উষ্ট্রী, গরুর পাল থেকে গাভী যাকাত বাবদ গ্রহণ করবে।[১৫৯৯]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি মিসরের একটি শসা মেপেছি তের বিঘত লম্বা এবং একটি তরমুজ বা লেবু দেখেছি, যা দুই টুকরা করে একটি উষ্ট্রীর উপর দু'টি বোঝার মত সমান ভারী অবস্থায় ছিল।

١٣ – باب زَكَاة الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ মধুর যাকাত

١٦٠٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ جَاءَ هِلاَلٌ – أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ – إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رضى الله عنه – كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ رضى الله عنه إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ لَهُ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ .

– حسن .

১৬০০। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা সূত্রে বর্ণিত। মুত্‌য়ান গোত্রের হিলাল নামক এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট তার মধুর 'উশর' নিয়ে এলেন এবং তাঁর নিকট 'সালাবাহ্' নামক একটি সমতলভূমি বন্দোবস্ত চাইলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উক্ত

[১৫৯৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৮১৪), হাকিম (অধ্যায় ঃ যাকাত) ইমাম হাকিম বলেন, এ হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ যদি মু'আয হতে ইবনু ইয়াসারের শ্রবণ প্রমাণিত হয়। ইমাম যাহাবী বলেন, মু'আযের সাথে ইবনু ইয়াসারের সাক্ষাৎ হয়নি। কাজেই বর্ণনাটি মুনকাতি।

ভূমিটি বন্দোবস্ত দিলেন। পরবর্তীতে যখন 'উমার ﷺ খলীফা হন, তখন (এ এলাকার আমীর) সুফয়ান ইবনু ওয়াহাব 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে ﷺ ঐ ভূমির বিষয়ে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন। উত্তরে 'উমার ﷺ তাকে লিখেন ঃ তিনি (হিলাল) রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট তার মধুর যে 'উশর' দিতেন তিনি যদি তা তোমাকেও দেন তাহলে 'সালাবা' ওয়াদীতে তার বন্দোবস্ত বহাল রাখবে। অন্যথায় তা বনের মৌমাছি হিসেবে গণ্য হবে এবং যে কেউ তার মধু খেতে পারবে।[১৬০০]

হাসান।

١٦٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - وَنَسَبَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ شَبَابَةَ، - بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ وَكَانَ يُحَمِّي لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَمَّى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ .

- حسن .

১৬০১। 'আমর ইবনু শু'আইব ﷺ হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। 'শাবাবাহ' হচ্ছে ফাহ্‌ম গোত্রের উপগোত্র। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, (মধুর যাকাত হচ্ছে) প্রত্যেক দশ মশকের জন্য এক মশক। সুফয়ান ইবনু 'আবদুল্লাহ আস-সাকাফী তাদেরকে দু'টি সমতলভূমি বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। তারা তাকে (মধুর) যাকাত সেভাবেই দিতেন যেমনটি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিতেন। তিনি তাদের দু'টি সমভূমির বন্দোবস্ত বহাল রেখেছিলেন।[১৬০১]

হাসান।

١٦٠٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ بَطْنًا، مِنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيرَةِ قَالَ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ . وَقَالَ وَادِيَيْنِ لَهُمْ .

- حسن .

১৬০২। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। ফাহ্‌ম গোত্রের উপগোত্র...অতঃপর মুগীরাহ্‌র হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেন, (মধুর

[১৬০০] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৪৯৮)।

[১৬০১] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/১২৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৮২৪)।

যাকাত) দশ মশকে এক মশক দেয়া ওয়াজিব। তিনি আরো বলেন, সমভূমি দু'টি তাদের মালিকানায় ছিল।[১৬০২]

হাসান।

١٤– باب فِي خَرْصِ الْعِنَبِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ অনুমানে আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা

١٦٠٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا .

– ضعيف .

১৬০৩। আত্তাব ইবনু আসীদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ হয় এবং আঙ্গুরের যাকাত গ্রহণ করবে কিশমিশ দ্বারা, যেমন খেজুরের যাকাত খুরমা দ্বারা নেয়া হয়।[১৬০৩]

দুর্বল।

١٦٠٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتَّابٍ شَيْئًا .

১৬০৪। ইবনু শিহাব (র) হতে পূর্বোক্ত সানাদে এ হাদীসের ভাবার্থ বর্ণিত হয়েছে।[১৬০৪]

দুর্বল।

[১৬০২] পূর্বেরটি দেখুন।

[১৬০৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৬৪৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ সানাদটি হাসান গরীব, নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৬১৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৮১৯), দারাকুতনী (হাঃ১৭)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদের সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব আত্তাব ইবনু আসীদের যুগ পাননি। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার আত-তাহযীব গ্রন্থে বলেছেন।

[১৬০৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৬৪৪) ইমাম তিরমিযী বলেন, এ সানাদটি হাসান গরীব, দারাকুতনী (হাঃ ২২)। এর সানাদ দুর্বল।

١٥- باب فِي الْخَرْصِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ গাছের ফলের পরিমাণ অনুমানে নির্ধারণ করা

١٦٠٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ .

- ضعيف .

১৬০৫। 'আবদুর রহমান ইবনু মাসউদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ (রাঃ) আমাদের মাজলিসে এসে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ যখন অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করবে, তখন তা হতে এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিবে। এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিতে অসম্মত হলে এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দিবে।[১৬০৫]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, অনুমানকারী উৎপাদন খরচের জন্য এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিবে।

দুর্বল।

١٦- باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ খেজুরের পরিমাণ কখন অনুমান করবে?

١٦٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ .

- ضعيف .

[১৬০৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৬৪৩), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ২৪৯০), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (২৩১৯)। সকলে শু'বাহ হতে। এর সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু মাসউদ সম্পর্কে হাফিয বলেন, মাক্ববুল।

১৬০৬। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি খায়বারের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, নাবী ﷺ 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ-কে খায়বারের ইহুদীদের কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি গাছের খেজুর অনুমানে নির্ধারণ করতেন- যখন তা পুষ্ট হতো, তবে খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে।[১৬০৬]

দুর্বল।

١٧– باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ কোন ধরণের ফল যাকাত হিসেবে গ্রহণ জায়িয নয়

١٦٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

– صحيح .

১৬০৭। আবূ উমামাহ ইবনু সাহল (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত হিসেবে জু'রূর ও হুবাইক বর্ণের খেজুর গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, এগুলো মাদীনাহ্‌র দু'টি বিশেষ বর্ণের খেজুর।[১৬০৭]

সহীহ।

١٦٠٨ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، – يَعْنِي الْقَطَّانَ – عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنَّا قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ " لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا " . وَقَالَ " إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

– حسن .

[১৬০৬] আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ২৩১৫, 'আবদুর রাযযাক্ব মুসান্নাফ (হাঃ৭২১৯) ইবনু জুরাইজ হতে। এর সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে।

[১৬০৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ২৪৯১), মালিক, দারাকুতনী (হাঃ ১১) সকলে যুহরী হতে।

১৬০৮। 'আওফ ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন, তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিলো। মাসজিদে আমাদের এক ব্যক্তি নিকৃষ্ট মানের এক গুচ্ছ খেজুর ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি ঐ খেজুর গুচ্ছে লাঠি দিয়ে আঘাত করে বলেন ঃ এর সদাক্বাহ্কারী ইচ্ছে করলে এর চাইতে উত্তমটি সদাক্বাহ করতে পারতো। তিনি আরো বলেন ঃ এর সদাক্বাহকারীকে ক্বিয়ামাতের দিন নিকৃষ্ট ফল খেতে হবে।[১৬০৮]

হাসান।

١٨ – باب زَكَاةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ যাকাতুল ফিতর (ফিতরাহ)

١٦٠٩ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلاَنِيُّ، – وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ – حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، – قَالَ مَحْمُودٌ الصَّدَفِيُّ – عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ .

– حسن .

১৬০৯। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সদাক্বাতুল ফিতর ফারয করেছেন- অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রমাযানের) সওমকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য। যে ব্যক্তি (ঈদের) সলাতের পূর্বে তা আদায় করে সেটা কবুল সদাক্বাহ গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সলাতের পরে আদায় করে, তা সাধারন দান হিসেবে গৃহীত হবে।[১৬০৯]

হাসান।

[১৬০৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ২৪৯২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৮২১)।

[১৬০৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৮২৭), দারাকুতনী (হাঃ ১), হাকিম (১/৪০৯)। ইমাম হাকিম বলেন, বুখারীর শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।

١٩– باب مَتَى تُؤَدَّى

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ ফিতরাহ প্রদানের সময়?

١٦١٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ .

– صحيح : ق دون فعل ابن عمر ، ول(خ) نحوه .

১৬১০। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ লোকেরা সলাতের উদ্দেশে (ঈদগাহে) যাওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে সদাক্বাতুল ফিতর প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নাফি' (র) বলেন, ইবনু 'উমার ﷺ ঈদের একদিন ও দুইদিন পূর্বেই তা আদায় করতেন।[১৬১০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম ইবনু 'উমারের কর্ম বাদে। অনুরূপ বুখারীতে।

٢٠– باب كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ সদাক্বাতুল ফিতর কি পরিমাণ দিতে হবে?

١٦١١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، – وَقَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ أَيْضًا – عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ – قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيَّ مَالِكٌ – زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

– صحيح : ق .

১৬১১। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ সদাক্বাতুল ফিতর ফারয করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ (র) তার বর্ণনায় বলেন, ইমাম মালিক (র) তাকে পাঠ করে শুনিয়েছেন যে, প্রত্যেক স্বাধীন অথবা গোলাম, পুরুষ কিংবা নারী নির্বিশেষে সকল মুসলিমের উপর মাথাপিছু এক সা' খেজুর বা যব রমাযানের ফিতরাহ ওয়াজিব।[১৬১১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১৬১০] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৫০৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।
[১৬১১] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৫০৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

١٦١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ زَادَ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

– **صحيح** : خ .

১৬১২। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যাকাতুল ফিতর এক সা‘ ফারয করেছেন। অতঃপর মালিকের হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করেন। তাতে এ কথাটিও আছে ঃ ছোট এবং বড় সকলের পক্ষ হতেই। তিনি লোকদের (ঈদের) সলাতে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[১৬১২]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস ‘আবদুল্লাহ আল-উমারী (র) নাফি‘ (র) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপর’। আল-জুমাহী ‘উবায়দুল্লাহ হতে, তিনি নাফি‘ হতে বর্ণনা করেছেন, তাতে ‘মুসলিমের পক্ষ হতে, কথাটি উল্লেখ নেই।

সহীহ ঃ বুখারী।

١٦١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ زَادَ مُوسَى وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَعَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي الْعُمَرِيَّ - فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى . أَيْضًا .

– **صحيح** .

[১৬১২] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৫০৩), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫০৩)।

১৬১৩। 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ স্বাধীন ও গোলাম, ছোট ও বড়- এদের উপর সদাক্বাতুল ফিতর এক সা' ফারয করেছেন। বর্ণনাকারী মূসা "পুরুষ ও নারীর" কথাটি বৃদ্ধি করেছেন।[১৬১৩]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আইয়ূব ও 'আবদুল্লাহ আল-'উমারী তাদের হাদীসে নাফি' হতে "পুরুষ ও নারী" কথা বর্ণনা করেছেন।

সহীহ।

١٦١٤ – حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ . قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ – رضى الله عنه – وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ .

– ضعيف .

১৬১৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে লোকেরা মাথাপিছু এক সা' যব কিংবা খেজুর অথবা খোসাবিহীন গম অথবা কিসমিস সদাক্বাতুল ফিতর দিতো। নাফি' (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, 'উমার ﷺ খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর পর্যাপ্ত পরিমাণে গম উৎপাদিত হলে 'উমার ﷺ ঐ বস্তুগুলোর এক সা' এর স্থলে অর্ধ সা' গম নির্ধারণ করলেন।[১৬১৪]

দুর্বল।

١٦١٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ التَّمْرُ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ .

– صحيح : خ مختصراً .

[১৬১৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৫১২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

[১৬১৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫১৫)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদের 'আবদুল 'আযীব ইবনু আবূ রাওয়াদ সম্পর্কে হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন, সত্যবাদী, তবে ভুল করতো।

১৬১৫। নাফি‘ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, পরবর্তীতে লোকেরা (‘উমারের নিধারিত) অর্ধ সা‘ গম দিতে থাকলো। নাফি‘ (র) বলেন, ‘আবদুল্লাহ ﷺ নিজে খেজুর (ফিতরাহ) দিতেন। অতঃপর একবার মাদীনাহতে খেজুরের আকাল হওয়ায় তিনি যব দিয়ে (ফিতরাহ) দেন।[১৬১৫]

সহীহ ঃ বুখারী সংক্ষেপে।

١٦١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٌّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ .

- صحيح : م .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ . وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .

১৬১৬। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যতদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে ছিলেন, আমরা ফিতরাহ দিতাম- প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও গোলামের পক্ষ হতে মাথাপিছু এক সা‘ খাদ্য অথবা এক সা‘ পনির অথবা এক সা‘ যব অথবা এক সা‘ খেজুর অথবা এক সা‘ কিসমিস। আমরা এ নিয়মেই ফিতরাহ দিয়ে আসছিলাম। অবশেষে মু‘আবিয়াহ ﷺ হাজ্জ কিংবা ‘উমরাহ্ করতে এসে মিম্বারের আরোহন করে ভাষণ দানকালে লোকদেরকে বললেন, আমার মতে সিরিয়ার দুই মুদ্দ গম এক সা‘ খেজুরের সমান। ফলে লোকেরা তাই গ্রহণ করলো। কিন্তু আবূ সাঈদ ﷺ বলেন, আমি যত দিন বেঁচে থাকি সর্বদা এক সা‘ ফিতরাহই দিবো।[১৬১৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১৬১৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৫১১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

[১৬১৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৫০৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত,), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫১২)

١٦١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، " نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ " . وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ .

- ضعيف .

১৬১৭। মুসাদ্দাদ হতে ইসমাঈল সূত্রে বর্ণিত হাদীসে গমের কথাটি উল্লেখ নেই। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মু'আবিয়াহ ইবনু হিশাম এ হাদীসে আবূ সাঈদ ﷺ হতে অর্ধ সা' গমের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা মু'আবিয়াহ ইবনু হিশাম অথবা তার সূত্রে বর্ণনাকারীর অনুমান মাত্র।[১৬১৭]

দুর্বল।

١٦١٨ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، سَمِعَ عِيَاضًا، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ لاَ أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى زَادَ سُفْيَانُ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ .

- ضعيف .

قَالَ حَامِدٌ فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

১৬১৮। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সর্বদা এক সা' ফিতরাহই দিবো। কেননা আমরা রসূলুল্লাহর ﷺ যুগে এক সা' খেজুর বা এক সা' যব কিংবা এক সা' কিসমিস দিতাম। এটা ইয়াহইয়া বর্ণিত হাদীস। সুফয়ান বর্ধিত করেন ঃ অথবা এক সা' আটা। ইমাম হামিদ (রহঃ) বলেন, মুহাদ্দিসগণ এ বাক্যটি গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে সুফয়ান এ কথাটি পরিহার করেছেন।

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আসলে এ বর্ধিত কথাটি সুফয়ান ইবনু 'উয়াইনার অনুমান।[১৬১৮]

[১৬১৭] যঈফ আবূ দাউদ।

[১৬১৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫১৩), ইবনু খুযাইমাহ (২৪১৪)।

٢١- باب مَنْ رَوَى نِصْفَ، صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ অর্ধ সা' গম ফিতরাহ দেয়ার বর্ণনা

١٦١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، - قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، - عَنْ أَبِيهِ، - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ " . زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ .

- ضعيف .

১৬১৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ সু'আইর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ছোট, বড়, স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ অথবা নারী প্রত্যেক দুইজনের উপর এক সা' গম (ফিতরাহ) নির্ধারিত। আল্লাহ তোমাদের ধনীদেরকে এর দ্বারা পবিত্র করবেন এবং তোমাদের দরিদ্রদেরকে আল্লাহ তাদের দানের চাইতে অধিক দিবেন। সুলায়মান তার বর্ণনায় 'ধনী ও দরিদ্র' শব্দ বৃদ্ধি করেছেন ।[১৬১৯]

দুর্বল ।

١٦٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - هُوَ ابْنُ وَائِلٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ أَوْ صَاعِ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ .

- صحيح .

[১৬১৯] আহমাদ, বায়হাক্বী, দারাকুতনী (হাঃ ৪১)। সানাদের নু'মান ইবনু রাশিদ সম্পর্কে হাফিয বলেন, সত্যবাদী, কিন্তু স্মরণশক্তি খারাপ ।

১৬২০। সা'লাবাহ ইবনু সু'আইর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে ভাষণ দানকালে নির্দেশ দিলেন, ফিতরাহ মাথাপিছু এক সা' যব। 'আলী ইবনুল হাসান তার বর্ণনায় বলেন, অথবা প্রতি দুইজনে এক সা' গম। অতঃপর উভয়ের বর্ণনা একই রকম ঃ 'প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন এবং গোলামের পক্ষ হতে আদায় করতে হবে।'[১৬২০]

সহীহ।

١٦٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ قَالَ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ الْعَدَوِيُّ وَإِنَّمَا هُوَ الْعُذْرِيُّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُقْرِئِ .

– صحيح .

১৬২১। ইবনু শিহাব বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'লাবাহ ও আহমাদ ইবনু সলিহ তার সাথে আল-আদাবী অর্থাৎ আল-'উযরী বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দুই দিন পূর্বে লোকদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিলেন। অতঃপর মুকরীর ('আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদের) হাদীসের অনুরূপ।[১৬২১]

সহীহ।

١٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حُمَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ . قَالَ حُمَيْدٌ وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ .

– ضعيف .

[১৬২০] ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৪১০), বায়হাক্বী, দারাকুতনী (হাঃ ৪৩)।

[১৬২১] দারকুতনী (হাঃ ৫২) 'আবদুর রাযযাক্ব হতে।

১৬২২। হাসান বসরী (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা ইবনু 'আব্বাস ﷺ রমাযানের শেষভাগে বাসরাহতে মিম্বারে ভাষণ দিতে দিয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের সওমের সদাক্বাহ প্রদান করো। লোকেরা হয়ত বিষয়টি অবগত ছিল না। তিনি বললেন, এখানে মাদীনাহবাসী কেউ আছে কি? তোমরা তোমাদের ভাইদের কাছে গিয়ে তাদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা দাও। কেননা তারা (ফিতরাহ সম্পর্কে) অজ্ঞ। রসূলুল্লাহ ﷺ ফিতরাহ নির্ধারণ করেছেন মাথাপিছু এক সা' খেজুর বা যব বা অর্ধ সা' গম স্বাধীন কিংবা গোলাম, পুরুষ অথবা নারী, ছোট অথবা বড়- সকলের পক্ষ হতে। পরবর্তীতে 'আলী ﷺ বাসরাহতে এসে জিনিসপত্রের দাম খুবই কম দেখে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রাচুর্য দান করেছেন। সুতরাং তোমরা প্রত্যেক বস্তু হতে এক সা' প্রদান করো (এটাই ভাল হয়)। হুমাইদ আত-তাবীল (র) বলেন, হাসান বাসরীর মতে, কেবল সওম পালনকারীর উপর রমাযানের ফিতরাহ দেয়া ওয়াজিব।[১৬২২]

দুর্বল।

٢٢- باب فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ অবিলম্বে যাকাত প্রদান

١٦٢٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا " . ثُمَّ قَالَ " أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الأَبِ " . أَوْ " صِنْوُ أَبِيهِ " .

- صحيح : م، خ دون قوله : (أما شعرت ...) ، و قال : (فهي عليه صدقة و مثلها معها) ، و هو الأرجح .

১৬২৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ যাকাত আদায়ের জন্য 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-কে প্রেরণ করলেন। (তিনি ফিরে এসে বললেন) ইবনু জামীল, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও 'আব্বাস ﷺ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবনু জামীলের আপত্তি করার তেমন কোন কারণ নেই। ইতিপূর্বে সে গরীব ছিলো কিন্তু এখন মহান আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়েছেন। আর খালিদের উপর তোমরা (যাকাত চেয়ে) যুলুম

[১৬২২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫১৪), আহমাদ, দারাকুতনী।

করেছো। কেননা সে তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। আর 'আব্বাস! রসূলুল্লাহর ﷺ চাচা, তার যাকাত ও অনুরূপ খরচের ভার আমাকে বহন করতে হবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ (হে 'উমার!) তুমি কি জানো না, কোন ব্যক্তির চাচা পিতার সমতুল্য?[১৬২৩]

সহীহ ঃ মুসলিম। বুখারীতে তার এ কথা বাদে ঃ "তুমি কি জানো না, কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতার সমতুল্য।" এবং তিনি বলেছেন ঃ (فهي عليه صدقة و مثلها معها), আর এটাই প্রাধান্যযোগ্য।

١٦٢٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ الْعَبَّاسَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ . قَالَ مَرَّةً فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ .

- حسن .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ .

১৬২৪। 'আলী ؓ সূত্রে বর্ণিত। একদা 'আব্বাস ؓ নাবী ﷺ এর নিকট আগাম যাকাত দেয়ার আবেদন করলে তিনি তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেন।[১৬২৪]

হাসান।

٢٣- باب فِي الزَّكَاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ এক শহর হতে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর করা সম্পর্কে

١٦٢٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ زِيَادًا، أَوْ بَعْضَ الأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

[১৬২৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৪৬৩), দারাকুতনী (হাঃ ২), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৩৩০)।

[১৬২৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৬৭৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৮৯০), দারিমী (হাঃ ১৬৩৬), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৩৩১)।

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

– صحيح .

১৬২৫। ইবরাহীম ইবনু 'আত্বা ﷺ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। যিয়াদ কিংবা অন্য কোনো শাসক 'ইমরান ইবনু হুসাইন ﷺ-কে যাকাত আদায়ের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি ফিরে এলে শাসক তাকে জিজ্ঞেস করেন, (যাকাতের) মাল কোথায়? তিনি বললেন, আপনি আমাকে যে মাল নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছেন তা আমরা এমন স্থান হতে আদায় করেছি, যেখান থেকে আমরা রসূলুল্লাহর ﷺ যুগে আদায় করতাম এবং তা এমন খাতে ব্যয় করেছি, যেখানে আমরা রসূলুল্লাহর ﷺ যুগে ব্যয় করতাম।[১৬২৫]

সহীহ।

٢٤– باب مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَحَدُّ الْغِنَى

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ কাকে যাকাত দিবে এবং ধনী কাকে বলে?

١٦٢٦ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ – أَوْ خُدُوشٌ – أَوْ كُدُوحٌ – فِي وَجْهِهِ " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ " خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ " .

– صحيح .

قَالَ يَحْيَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ حِفْظِي أَنَّ شُعْبَةَ لاَ يَرْوِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سُفْيَانُ فَقَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ .

২৬২৬। 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, সে ক্বিয়ামাতের দিন তার মুখমণ্ডলে অসংখ্য যখম, নখের আঁচড়

[১৬২৫] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৮১১)।

ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উপস্থিত হবে। কেউ জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! সম্পদশালী কে? তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা এ মূল্যের স্বর্ণ (যার আছে)।[১৬২৬]

সহীহ।

١٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي، بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِي أَهْلِي اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ " . فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَغْضَبُ عَلَىَّ أَنْ لاَ أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا " . قَالَ الأَسَدِيُّ فَقُلْتُ لَلَقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا . قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ أَوْ زَبِيبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ - أَوْ كَمَا قَالَ - حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ .

- صحيح .

১৬২৭। ‘আত্বা ইবনু ইয়াসার (র) হতে বনী আসাদের এক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও আমার পরিবার-পরিজন বাকী‘ আল-গারকাদ (কবরস্থানে) যাত্রাবিরতী করি। আমার স্ত্রী বললো, আপনি রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে আমাদের আহারের জন্য কিছু খাবার চান। পরিবারের প্রত্যেকেই তাদের প্রয়োজন বর্ণনা করলো। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে দেখি, এক লোক তাঁর নিকট কিছু চাইছে। আর রসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, আমার কাছে তোমাকে দেয়ার মতো কিছু নাই। অতঃপর লোকটি রাগান্বিত অবস্থায় একথা বলতে বলতে চলে গেলো যে, আমার জীবনের শপথ! আপনি কেবল আপনার পছন্দের লোককেই দিয়ে থাকেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি আমার উপর এ জন্যই ক্ষুদ্ধ হয়েছে যে, আমি তাকে দিতে পারলাম না। তোমাদের যে কেউ ভিক্ষা করে, অথচ তার এক ‘উকিয়া বা তার সমপরিমাণ সম্পদ আছে, সে তো উত্যক্ত করার জন্যই ভিক্ষা করে। আসাদী লোকটি বলেন, (আমি ভাবলাম) আমাদের একটি উষ্ট্রী আছে, যা উকিয়ার চাইতে উত্তম, এক উকিয়া হচ্ছে চল্লিশ

[১৬২৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫৯১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৮৪০), আহমাদ (হাঃ ৪২০৭)। সানাদের হাকিম ইবনু জুবাইরের প্রতি শিয়া হওয়ার আরোপ আছে।

দিরহাম। অতঃপর আমি তার কাছে কিছু না চেয়েই ফিরে আসি। পরে রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট কিছু যব ও কিশমিশ এলে তিনি তা থেকে আমাদেরকেও একভাগ দিলেন, অথবা বর্ণনাকার যেমন বলেছেন। এমনকি মহান আল্লাহ আমাদেরকে সম্পদশালী করেন।[১৬২৭]

সহীহ।

١٦٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ " . فَقُلْتُ نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ . قَالَ هِشَامٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ فَلَمْ أَسْأَلْهُ شَيْئًا زَادَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَانَتِ الأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا .

– حسن .

১৬২৮। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায়, অথচ তার কাছে এক উকিয়া মূল্যের সম্পদ আছে, সে নিশ্চিত অসংগতভাবে ভিক্ষা চাইল। আমি (মনে মনে) বললাম, আমার ইয়াকুত নামক উষ্ট্রীটি তো এক উকিয়ার চেয়েও উত্তম। হিশাম বলেন, চল্লিশ দিরহামের চাইতে উত্তম। অতঃপর তার কাছে কিছু না চেয়েই আমি ফিরে আসি। হিশাম তার বর্ণনায় আরো বলেন, রসূলুল্লাহর ﷺ যুগে এক উকিয়া ছিল চল্লিশ দিরহামের সমান।[১৬২৮]

হাসান।

١٦٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَسَأَلاَهُ فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلاَ وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلاَ فَأَمَّا الأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَكَانَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَرَانِي حَامِلاً إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لاَ أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ . فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ

[১৬২৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫৯৫), মালিক (হাঃ ১১)।

[১৬২৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫৯৪), ইবনু হিব্বান (হাঃ ৪৮৬), আহমাদ।

اللَّه صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيه فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ " . وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ " مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا يُغْنِيه وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا الْغِنَى الَّذِي لاَ تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ " قَدْرُ مَا يُغَدِّيه وَيُعَشِّيه " . وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ " أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ " . وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا عَلَى هَذِهِ الأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْتُ .

– صحيح .

১৬২৯। সাহল ইবনুল হানযালিয়্যাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'উয়াইনাহ ইবনু হিস্‌ন ও আকরা' ইবনু হাবিস ﷺ রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট এসে কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে তা দেয়ার নির্দেশ দিয়ে তা লিখার জন্য মু'আবিয়াহ ﷺ-কে আদেশ করেন। অতঃপর আকরা' নিদের্শনামা নিয়ে তা ভাঁজ করে নিজের পাগরীর ভেতর ঢুকিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু 'উয়াইনাহ তার পত্রখানা নিয়ে নাবী ﷺ এর বাড়িতে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি চান যে, আমি 'মুতালাম্মিসের' মতো এমন একটি পত্র নিয়ে আমার সম্প্রদায়ের নিকট যাই যে, আমি নিজেও পত্রের বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ? মু'আবিয়াহ ﷺ তার বক্তব্য রসূলুল্লাহকে ﷺ জানালেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, অথচ তার নিকট এ পরিমাণ সম্পদ আছে যা তাকে ভিক্ষা হতে বিরত রাখতে পারে তার এ কাজ কেবল আগুনই বৃদ্ধি করে। বর্ণনাকারী আন-নুফাইলীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ সে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের কয়লাই বৃদ্ধি করলো। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কি পরিমাণ সম্পদ ভিক্ষা হতে বিরত রাখতে পারে? নুফাইলী অন্যত্র বর্ণনা করেন, কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে ভিক্ষা করা অনুচিত? তিনি বলেছেন ঃ সকাল ও বিকাল খাওয়ার জন্য যথেষ্ট হয় এ পরিমণ সম্পদ থাকা। নুফাইলী অন্যত্র বর্ণনা করেন, একদিন ও একরাত অথবা বলেছেন, একরাত ও একদিন তৃপ্তি সহকারে খেতে যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ সম্পদ।[১৬২৯]

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, আমি এখানে যে শব্দগুলোর দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছি নুফাইলী আমাদেরকে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ।

١٦٣٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، – يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ،

[১৬২৯] আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৩৯১), ইবনু হিব্বান।

قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلاً قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ " .

– ضعيف .

১৬৩০। যিয়াদ ইবনুল হারিস আস-সুদায়ী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা আমি রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করি। অতঃপর তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, এ সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, আমাকে সদাক্বাহ দিন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ মহান আল্লাহ যাকাত বিতরণের ব্যাপারে কোনো নাবী এবং অন্য কারোর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নন। বরং তিনি এ বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি তা আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং যদি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও, তাহলে আমি তোমাকে তোমার প্রাপ্য প্রদান করবো।[১৬৩০]

দুর্বল।

١٦٣١ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلاَ يَفْطُنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ " .

– صحيح : ق .

১৬৩১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একটি বা দু'টি খেজুর অথবা এক বা দুই লোকমা খাবারের জন্য ঘুরে বেড়ায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়। বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যে লোকদের নিকট চায় না এবং তারাও তার অবস্থা অবহিত নয় যে, তাকে কিছু দান করবে।[১৬৩১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১৬৩০] দারাকুতনী, বায়হাক্বী। এর সানদে 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ আফরিক্বীর স্মরণশক্তি দুর্বল। ইবনু মাঈন ও নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। দারাকুতনী বলেন, তিনি শক্তিশালী নন। আহমাদ তাকে বাজে বলেছেন।

[১৬৩১] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৪৭৯) মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

١٦٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو كَامِلٍ - الْمَعْنَى - قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ " وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ " . زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ " لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ وَلاَ يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُومُ " .

- صحيح : دون قوله : (فَذَاكَ الْمَحْرُومُ) ، فإنه مقطوع من كلام الزهري : ق .

وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ " الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ جَعَلاَ الْمَحْرُومَ مِنْ كَلاَمِ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا أَصَحُّ .

১৬৩২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। মুসাদ্দাদ আরো বলেন, তার নিকট নিজেকে অভাবমুক্ত রাখার মত সম্পদ নেই, তা সত্ত্বেও সে চায় না, এবং লোকেরাও তার অভাব সম্পর্কে অবহিত নয় যে, তাকে কিছু দান করবে। বস্তুত এমন ব্যক্তি নিঃস্ব।[১৬৩২]

সহীহ ঃ তার একথা বাদে ঃ "এমন ব্যক্তি নিঃস্ব।" কেননা তা মাক্বতু' এবং যুহরীর উক্তি ঃ বুখারী ও মুসলিম।

মুসাদ্দাদ তার বর্ণনায় "এ ব্যক্তিই মুতা'আফ্ফিফ যে চেয়ে বেড়ায় না।" এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সাওর ও 'আবদুর রাযযাক্ব, মা'মার হতে বর্ণনা করেন যে, 'আল-মাহরূম' শব্দটি যুহরীর উক্তি।

١٦٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ، أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ " إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ " .

- صحيح .

১৬৩৩। 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আদী ইবনুল খিয়ার (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু' ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দেন যে, তারা বিদায় হাজ্জের সময় রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট উপস্থিত হন, তখন

[১৬৩২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫৭২)।

তিনি ﷺ সদাক্বাহ বিতরণ করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর কাছে যাকাত হতে কিছু চাইলেন। তিনি আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আবার চোখ নামালেন। তিনি দেখলেন, তারা উভয়েই স্বাস্থ্যবান। তিনি বললেন ঃ তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে দিবো, কিন্তু এতে ধনী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই।[১৬৩৩]

সহীহ।

١٦٣٤ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الْخُتَّلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ " لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ " . وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهَا " لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ " . وَبَعْضُهَا " لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " . وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ .

- صحيح .

১৬৩৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ধনী এবং সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয়।[১৬৩৪]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, শু'বাহ (র) সা'দ হতে বর্ণনা করেন যে, কর্মক্ষম শক্তিশালী ব্যক্তি।

সহীহ।

٢٥- باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ ধনী হওয়া সত্ত্বেও যার জন্য যাকাত গ্রহণ জায়িয

١٦٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي

[১৬৩৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫৯৭), আহমাদ, বায়হাক্বী, ত্বাবারানী।

[১৬৩৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৬৫২), দারিমী (হাঃ ১৬৩৯), দারাকুতনী (হাঃ ৫)। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ " .

– صحيح بما بعده .

১৬৩৫ । 'আত্বা ইবনু ইয়াসার (র) সূত্রে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ধনীর জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয় । তবে পাঁচ শ্রেনীর ধনীর জন্য তা জায়িয ঃ (১) আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি (২) যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী (৩) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি (৪) কোন ধনী ব্যক্তির দরিদ্রের প্রাপ্ত যাকাতের মাল নিজ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা (৫) মিসকীন প্রতিবেশী তার প্রাপ্ত যাকাত হতে ধনী ব্যক্তিকে উপঢৌকন দেয়া ।[১৬৩৫]

সহীহ ঃ পরবর্তী হাদীসের কারণে ।

١٦٣٦ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عايه وسلم بِمَعْنَاهُ

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثَّبْتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

১৬৩৬ । আবূ সাঈদ আল-খুদরী ؓ সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন... পুর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ ভাবার্থ বর্ণিত ।[১৬৩৬]

সহীহ ।

١٦٣٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ " .

– ضعيف .

[১৬৩৫] মালিক, বায়হাক্বী, হাকিম ।

[১৬৩৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৮৪১), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৩৭৪), বায়হাক্বী, হাকিম ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ فِرَاسٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

১৬৩৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত নেয়া হালাল নয়। তবে সে আল্লাহর পথে জিহাদেরত থাকলে অথবা মুসাফির হলে অথবা দরিদ্র প্রতিবেশী প্রাপ্ত যাকাত হতে তাকে উপঢৌকনস্বরূপ কিছু দিলে অথবা তোমাকে দাওয়াত করে খাওয়ালে তা বৈধ।[১৬৩৭]

দুর্বল।

٢٦- باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ- ২৬ ঃ এক ব্যক্তিকে কি পরিমাণ মাল যাকাত দেয়া যায়?

١٦٣٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ - يَعْنِي دِيَةَ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ .

- صحيح : ق مطولاً ، و سيأتي في (٤٥٢٠) .

১৬৩৮। বুশাইর ইবনু ইয়াসার (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ ﷺ নামক এক আনসারী তাকে বলেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দিয়াত হিসেবে একশো যাকাতের উট দান করেছেন। অর্থাৎ সেই আনসারীর দিয়াত যিনি খায়বারে নিহত হয়েছিলেন।[১৬৩৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম দীর্ঘভাবে। সামনে তা আসছে (৪৫২০ নং হাদীসে)।

٢٧- باب مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ যে অবস্থায় যাকাত চাওয়া জায়িয

١٦٣٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ

[১৬৩৭] আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৩৬৮) এর সানাদে 'আতিয়্যাহ আওফী দুর্বল।

[১৬৩৮] বুখারী (হাঃ ১৪৭৯) মুসলিম।

يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا " .

– صحيح .

১৬৩৯। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, ভিক্ষাবৃত্তি হচ্ছে ক্ষতবিক্ষতকারী। মানুষ এর দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করে। কাজেই যার ইচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি করে স্বীয় মুখকে ক্ষতবিক্ষত রাখুক। আর যে ইচ্ছে তা পরিহার করুক। তবে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে চাওয়া কিংবা নিরুপায় হয়ে কিছু চাওয়ার বিষয়টি ভিন্ন।[১৬৩৯]

সহীহ।

١٦٤٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ، قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا " . ثُمَّ قَالَ " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ " . أَوْ قَالَ " سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ " . " وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا الْفَاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ – ثُمَّ يُمْسِكُ وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا " .

– صحيح : م .

১৬৪০। ক্বাবীসাহ ইবনু মুখারিক আল-হিলালী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি অন্যের ঋণের জামিনদার হলাম। পরে আমি নাবী ﷺ -এর নিকট গেলে তিনি বললেন ঃ হে ক্বাবীসাহ! আমাদের কাছে যাকাতের মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আমরা তা থেকে তোমাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিবো। পরে তিনি বললেন, হে ক্বাবীসাহ! তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য সওয়াল করা বৈধ নয়। (১) যে ব্যক্তি কোন ঋণের জামিনদার হয়েছে ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত তার জন্য সওয়াল করা হালাল, পরিশোধ হয়ে গেলে সে বিরত থাকবে। (২) যে

[১৬৩৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ৬৮১), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫৯৮), আহমাদ।

ব্যক্তির সমস্ত মাল আকস্মিক দুর্ঘটানায় ধ্বংস হয়ে গেছে, তার জীবন ধারণের পরিমাণ সম্পদ পাওয়া পর্যন্ত তার জন্য সওয়াল করা হালাল। (৩) যে ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ কবলিত, এমনকি তার গোত্র-সমাজের তিনজন বিবেচক ও সুধী ব্যক্তি বলে যে, অমুক ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ পীড়িত। তখন জীবন ধারণের পরিমাণ সম্পদ পাওয়া পর্যন্ত তার জন্য সওয়াল করা বৈধ, এরপর তা থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর বলেন, হে ক্বাবীসাহ! এ তিন প্রকারের লোক ছাড়া অন্যদের জন্য সওয়াল করা হারাম এবং কেউ করলে সে হারাম ভক্ষণ করলো।[১৬৪০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٦٤١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَقَالَ " أَمَا فِي بَيْتِكَ شَىْءٌ " . قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ . قَالَ " ائْتِنِي بِهِمَا " . فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقَالَ " مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ " . قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ . قَالَ " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ . فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ " اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ " . فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ " اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا " . فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ " .

– ضعيف .

১৬৪১। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ এর নিকট এক আনসারী ব্যক্তি এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার ঘরে কিছু আছে কি? সে বললো, একটি কম্বল আছে, যার কিছু অংশ আমরা পরিধান করি এবং কিছু অংশ বিছাই। একটি পাত্রও আছে, তাতে আমরা পানি পান করি। তিনি বললেন, সেগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো, লোকটি

[১৬৪০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫৭৮), দারিমী, আহমাদ।

তা নিয়ে এলে রসূলুল্লাহ ﷺ তা হাতে নিয়ে বললেন ঃ এ দুটি বস্তু কে কিনবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এগুলো এক দিরহামে নিবো। তিনি দুইবার অথবা তিনবার বললেন ঃ কেউ এর অধিক মূল্য দিবে কি? আরেকজন বললো, আমি দুই দিরহামে নিতে পারি। তিনি ঐ ব্যক্তিকে তা প্রদান করে দিরহাম দু'টি নিলেন এবং ঐ আনসারীকে তা প্রদান করে বললেন ঃ এক দিরহামে খাবার কিনে পরিবার-পরিজনকে দাও এবং আরেক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি তাই করলো। রসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে তাতে একটি হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ যাও, তুমি কাঠ কেটে এনে বিক্রি করো। পনের দিন যেন আমি আর তোমাকে না দেখি। লোকটি চলে গিয়ে কাঠ কেটে বিক্রি করতে লাগলো। অতঃপর সে আসলো, তখন তার নিকট দশ দিরহাম ছিলো। সে এর থেকে কিছু দিয়ে কাপড় এবং কিছু দিয়ে খাবার কিনলো। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ভিক্ষা করে বেড়ানোর চেয়ে এ কাজ তোমার জন্য অধিক উত্তম। কেননা ভিক্ষার কারণে ক্বিয়ামাতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে একটি বিশ্রি কালো দাগ থাকতো। ভিক্ষা করা তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারোর জন্য বৈধ নয়। (১) ধুলা-মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুকের জন্য; (২) ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি; (৩) যার উপর রক্তপণ আছে, অথচ সে তা পরিশোধ করতে অক্ষম।[১৬৪১]

দুর্বল।

٢٨ – باب كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ ভিক্ষাবৃত্তি অপছন্দনীয়

١٦٤٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ، – يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ – عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الأَمِينُ، أَمَّا هُوَ إِلَىَّ فَحَبِيبٌ وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ تِسْعَةً فَقَالَ " أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " . وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ قُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ قَالَ " أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا " . وَأَسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً قَالَ " وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا " . قَالَ فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ .

– صحيح : م .

[১৬৪১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১২১৮), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ব্যবসা, হাঃ ৪৫২০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ তিজারাত, হাঃ ২১৯৮), আহমাদ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ هِشَامٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ سَعِيدٌ .

১৬৪২। 'আওফ ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাতজন অথবা আটজন অথবা নয়জন রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করবে না? অথচ আমরা কয়েকদিন আগেই বাই'আত নিয়েছি, তাই আমরা বললাম, আমরা তো আপনার কাছে বাই'আত হয়েছি। এমনকি তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। অতঃপর আমরা আমাদের হাত প্রসারিত করে বাই'আত গ্রহণ করলাম। একজন বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো বাই'আত করেছি, তাহলে এখন আবার কিসের উপর বাই'আত হবো? তিনি বললেন ঃ তোমরা এক আল্লাহর 'ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করবে এবং আমীরের কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে। তিনি সংক্ষেপে নিচু স্বরে বললেন ঃ মানুষের কাছে কিছু সওয়াল করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এদের কেউই (সফরে) একটি ছড়ি নীচে পড়ে গেলেও অন্যকে তা তুলে দিতে অনুরোধ করেননি।[১৬৪২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٦٤٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ " . فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا . فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا .

– صحيح .

১৬৪৩। সাওবান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে নিশ্চয়তা দিবে যে, সে অন্যের কাছে কিছু চাইবে না, তাহলে আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার হবো। সাওবান ﷺ বলেন, আমি। এরপর তিনি কারো কাছে কিছু সওয়াল করেননি।[১৬৪৩]

সহীহ।

[১৬৪২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ৪৫৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ জিহাদ, হাঃ ৫৯৬৭)।

[১৬৪৩] আহমাদ (৫/২৭৫)।

٢٩– باب فِي الاِسْتِعْفَافِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ কারো নিকট কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা

١٦٤٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا، مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ " مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ " .

– صحيح : ق .

১৬৪৪। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট কতিপয় আনসারী কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে দান করলেন, তারা পুনরায় চাইলে তিনি তাদেরকে পুনরায় দান করলেন। এভাবে দান করতে করতে তাঁর সম্পদ শেষ হয়ে গেলো। তখন তিনি বললেন ঃ আমার কাছে সম্পদ থাকলে আমি তোমাদেরকে না দিয়ে তা জমা করে রাখি না। কেউ সওয়াল থেকে পবিত্র থাকতে চাইলে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। যে অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন এবং যে ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে তাই দান করেন। ধৈর্য্যের চেয়ে অধিক ব্যাপক কিছু দান করা হয়নি।[১৬৪৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٦٤٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ح حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، – وَهَذَا حَدِيثُهُ – عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى عَاجِلٍ "

– صحيح .

[১৬৪৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৪৬৯) মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

১৬৪৫। ইবনু মাসউদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুর্ভিক্ষে পড়ে মানুষের দুয়ারে দুয়াতে চেয়ে বেড়ায়, তার ক্ষুধা কখনো বন্ধ হবে না। আর যে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হয়েছে শিঘ্রই মহান আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন, হয়ত দ্রুত মৃত্যুর দ্বারা অথবা সম্পদশালী বানিয়ে।[১৬৪৫]

সহীহ।

١٦٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ، أَنَّ الْفِرَاسِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَ بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ " .

- ضعيف .

১৬৪৬। ইবনুল ফিরাসী (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকদের কাছে কিছু চাইতে পারি? নাবী ﷺ বললেন ঃ না। যদি তোমাকে চাইতেই হয় তাহলে নেককার লোকদের কাছে চাও।[১৬৪৬]

দুর্বল।

١٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ - رضى الله عنه - عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ . قَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ " .

- صحيح : ق .

[১৬৪৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যুহদ, হাঃ ২৩২৬), তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব। আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ।

[১৬৪৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫৮৬), আহমাদ। সানাদের মুসলিম ইবনু শাখশীকে হাফিয বলেন, মাক্ববুল। আর ইবনুল ফিরাশী সম্পর্কে হাফিয বলেন, নাবী (সাঃ) এর সূত্রে তাকে চেনা যায়নি।

১৬৪৭। ইবনুস সাঈদী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ﷺ আমাকে যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত করেন। আমি তা আদায়ের পর তার নিকট পৌঁছিয়ে দিলে তিনি আমার কাজের পারিশ্রমিক প্রদানের নির্দেশ দেন। আমি বললাম, আমি এ কাজ আল্লাহর ওয়াস্তে করেছি, তাই এর বিনিময় আল্লাহর কাছেই চাই। তিনি বললেন, তোমাকে যা দেয়া হয় গ্রহণ করো। কেননা আমি রসূলুল্লাহর ﷺ সময় এ কাজ করেছিলাম। তিনি আমাকে পারিশ্রমিক দিলে আমিও তোমার মত বলেছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ চাওয়া ছাড়াই তোমাকে যা কিছু দেয়া হয় তা খাও এবং সদাক্বাহ করো।[১৬৪৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٦٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا وَالْمَسْأَلَةَ " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ " الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ " . وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ " الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ " . وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْ حَمَّادٍ " الْمُتَعَفِّفَةُ " .

– صحيح : ق ، و رواية (المتعففة) شاذة .

১৬৪৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে যাকাত গ্রহণ, তা থেকে বিরত থাকা এবং ভিক্ষা সম্পর্কে উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম বলেছেন। উপরের হাত হলো দাতার হাত এবং ভিক্ষার হাত হলো নীচের হাত।[১৬৪৮]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, নাফি' হতে আইয়ূব সূত্রে বর্ণিত হাদীসে মতভেদ আছে। 'আবদুল ওয়ারিস বলেন, এমন হাতই উপরের হাত যা ভিক্ষা হতে বিরত থাকে এবং অনেকেই হাম্মাদ ইবনু যায়িদ হতে আইয়ূব সূত্রে বলেছেন, দানকারীর হাতই উপরের হাত। আরেক বর্ণনাকারী বলেন, (তা হচ্ছে) ভিক্ষা হতে বিরত হাত।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। এছাড়া তার "ভিক্ষা হতে বিরত হাত।" কথাটি শায।

١٦٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الأَيْدِي

[১৬৪৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ আহকাম, হাঃ ৭১৬৩) মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

[১৬৪৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৪২৯) মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

ثَلاَثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى فَأَعْطِ الْفَضْلَ وَلاَ تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ " .

– صحيح .

১৬৪৯। মালিক ইবনু নাদলাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (দানের) হাত তিন প্রকার। (১) আল্লাহর হাত সবার উপরে (২) অতঃপর দানকারীর হাত (৩) এবং ভিক্ষার হাত সবার নীচে। কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করো এবং প্রবৃত্তির কাছে অক্ষম হয়ো না।[১৬৪৯]

সহীহ।

٣٠– باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ বনু হাশিমকে যাকাত প্রদান

١٦٥٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا . قَالَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " .

– صحيح .

১৬৫০। আবূ রাফি' ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাখযূম গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের উদ্দেশে প্রেরণ করলে তিনি আবূ রাফি' ﷺ-কে বলেন, তুমি আমার সাথে গেলে তুমিও তা থেকে কিছু পাবে। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে নিবো। অতঃপর তিনি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি ﷺ বললেন ঃ কোন সম্প্রদায়ের মুক্তদাস তাদেরই একজন। আর আমাদের জন্য যাকাত হালাল নয়।[১৬৫০]

সহীহ।

[১৬৪৯] আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৪৪০)।

[১৬৫০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৬৫৭), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৬১১), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৩৪৪)।

١٦٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلاَّ مَخَافَةُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً .

- صحيح .

১৬৫১। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ রাস্তায় পড়ে থাকা একটি খেজুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি শুধু এ কারণেই তুলে নেননি যে, হয়ত ওটা যাকাতের (খেজুর)।[১৬৫১]

সহীহ।

١٦٥٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ " لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا " .

- صحيح : م .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا .

১৬৫২। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ পথে একটি খেজুর পেয়ে বলেন ঃ আমি এটি যাকাতের খেজুর হওয়ার আশংকা না করলে এটি খেতাম।[১৬৫২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٦٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ .

- صحيح .

১৬৫৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট একটি উটের জন্য প্রেরণ করেন- যা তিনি তাকে যাকাতের মাল হতে দান করেছিলেন।[১৬৫৩]

সহীহ।

[১৬৫১] আহমাদ (৩/১৮৪)।

[১৬৫২] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৪৩১) মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত), আহমাদ।

[১৬৫৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৩৩৯)।

Contents

١٦٥٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، – هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ – عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ زَادَ أَبِي يُبْدِلُهَا لَهُ .

– صحيح .

১৬৫৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত। তাতে এ কথাটি অতিরিক্ত আছে ঃ আমার পিতা তা পরিবর্তন করে নিয়েছেন।[১৬৫৪]

সহীহ।

٣١– باب الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ ফকীর যাকাত থেকে ধনীকে উপঢৌকন দিলে

١٦٥٥ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَحْمٍ قَالَ " مَا هَذَا " . قَالُوا شَىْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " .

– صحيح : ق .

১৬৫৫। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহর ﷺ খিদমাতে গোশত পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি ধরনের গোশত? লোকেরা বললো, এটা বারীরাহকে সদাক্বাহ দেয়া হয়েছিলো। তিনি বললেন ঃ এটা তার জন্য সদাক্বাহ, কিন্তু আমাদের জন্য উপঢৌকন।[১৬৫৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٢– باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ কেউ স্বীয় সদাক্বাহ কৃত বস্তুর ওয়ারিস হলে

١٦٥٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ

[১৬৫৪] পূর্বেরটি দেখুন।

[১৬৫৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৪৯৫) মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ . قَالَ " قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ " .

– صحيح : م ، بزيادة قضيتين أخريين، و سيأتي كذالك (٢٨٧٧) .

১৬৫৬। বুরাইদাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট এসে বললো, আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম। তিনি ঐ দাসীটি রেখে মারা গেছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি দানের সওয়াব পেয়েছো এবং সে উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার কাছে ফিরে এসেছে।[১৬৫৬]

সহীহ ঃ মুসলিম। قضيتين أخريين অতিরিক্ত যোগে। যেমন সামনে আসছে হাদীস (২৮৭৭ নং)।

٣٣– باب فِي حُقُوقِ الْمَالِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মালের হাক্ব সমূহ

١٦٥٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ .

– حسن .

১৬৫৭। 'আবদুল্লাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহর ﷺ যুগে 'মাউন' গণ্য করতাম বালতি, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি ছোট-খাটো বস্তু ধারে আদান-প্রদান করাকে।[১৬৫৭]

হাসান।

١٦٥٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلاَّ جَعَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا

[১৬৫৬] **মুসলিম** (অধ্যায় ঃ যাকাত), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সিয়াম, হাঃ ১৭৫৯), আহমাদ।
[১৬৫৭] **নাসায়ী**।

كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " .

– صحيح : م، خ مختصراً .

১৬৫৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ধনী ব্যক্তি তার হাক্ব (যাকাত) আদায় না করলে ক্বিয়ামাতের দিন সোনা ও রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তার ললাটে, তার পার্শ্বদেশে ও তার পৃষ্ঠদেশে সেঁক দেয়া হবে। এমন শাস্তি অব্যাহত থাকবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করার দিন পর্যন্ত, যে দিন হবে তোমাদের গণনা অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এরপর সে নিজের গন্তব্যস্থান চাক্ষুস দেখবে, জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আর যে মেষপালের মালিক তার যাকাত দেয় না ক্বিয়ামাতের দিন সেগুলো পূর্বের চেয়েও সংখ্যায় অধিক ও মোটা-তাজা অবস্থায় উপস্থিত হবে এবং তাকে শিং দিয়ে গুতা মারবে ও খুর দিয়ে দলিত করবে। ওসবের কোনোটিই বাঁকা শিংবিশিষ্ট বা শিংবিহীন হবে না। যখন সর্বশেষ জানোয়ারটি তাকে দলিত করে চলে যাবে, তখন প্রথমটিকে আবার তার কাছে আনা হবে। এরূপ চলতে থাকবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করার দিন পর্যন্ত, যে দিনটি হবে তোমাদের হিসাব মতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এরপর সে তার গন্তব্যস্থান প্রত্যক্ষ করবে, জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আর যে উটের মালিক উটের যাকাত প্রদান করে না ক্বিয়ামাতের দিন ঐ উট পূর্বের চাইতেও সংখ্যায় অধিক ও মোটা-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। তাকে এক বিশাল সমভূমিতে উপুড় করে শোয়ানো হবে এবং পশুগুলো তাকে খুর দিয়ে দলন করতে থাকবে। সর্বশেষ পশুটি তাকে অতিক্রম করার পর প্রথমটিকে পুনরায় তার কাছে ফিরে আনা হবে। এরূপ চলতে থাকবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করার দিন পর্যন্ত, যেদিন হবে তোমাদের গণনা অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর সে তার গন্তব্যস্থল প্রত্যক্ষ করবে, হয়তো জান্নাত অথবা জাহান্নাম।[১৬৫৮]

সহীহ ঃ মুসলিম। বুখারী সংক্ষেপে।

[১৬৫৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত), বায়হাক্বী, আহমাদ।

١٦٥٩ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ . قَالَ فِي قِصَّةِ الإِبِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ " لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا " . قَالَ " وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا " .

– صحيح : م، خ مختصراً .

১৬৫৯। আবূ হুরাইরাহ রাঃ নাবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাতে উটের ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি তার হাক্ব আদায় করে না। এর হাক্ব হচ্ছে, পানি পান করার দিন তার দুধ দোহন করা।[১৬৫৯]

সহীহ ঃ মুসলিম। বুখারী সংক্ষেপে।

١٦٦٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ - يَعْنِي لأَبِي هُرَيْرَةَ - فَمَا حَقُّ الإِبِلِ قَالَ تُعْطِي الْكَرِيمَةَ وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ وَتَسْقِي اللَّبَنَ .

– حسن بما بعده .

১৬৬০। আবূ হুরাইরাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপই বলতে শুনেছি। বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরাহ রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলেন, উটের হাক্ব কি? তিনি বললেন, উত্তমটি দান করা, অধিক দুগ্ধবতী দান করা, তার পৃষ্ঠে আরোহণ করতে দেয়া, পুরুষ উট দ্বারা প্রজনন করতে দেয়া এবং দুধ (অভাবীদের) পান করতে দেয়া।[১৬৬০]

হাসান, পরবর্তী হাদীসের কারণে।

١٦٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الإِبِلِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ " وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا " .

– صحيح : م، جابر .

[১৬৫৯] **মুসলিম** (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

[১৬৬০] **নাসায়ী** (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৪৪১), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৩২২)।

১৬৬১। 'উবাইদ ইবনু 'উমাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! উটের হাক্ব কি? অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে ঃ তার দুধ ধার দেয়া।[১৬৬১]

সহীহ ঃ মুসলিম। জাবির হতে।

١٦٦٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ .

– صحيح .

১৬৬২। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ নিদের্শ দিয়েছেন 'দশ ওয়াসাক্ব খেজুর কাটলে এক কাঁদি খেজুর মিসকীনদের জন্য মাসজিদে ঝুলিয়ে রাখবে।[১৬৬২]

সহীহ।

١٦٦٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ " . حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ .

– صحيح : م .

১৬৬৩। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার উটে আরোহণ করে সেটিকে ডানে-বামে হাঁকাতে লাগলো। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যার অতিরিক্ত সওয়ারী আছে সে যেন তা যার কোনো সওয়ারী নেই তাকে দান করে এবং যার অতিরিক্ত পাথেয় আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে দান

[১৬৬১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত), দারিমী (হাঃ ১৬১৮)।
[১৬৬২] আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ২৪৬৯)।

করে যার পাথেয় নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের ধারণা হলো যে, আমাদের অতিরিক্ত সম্পদ রাখার কোন অধিকার নেই।[১৬৬৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٦٦٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } قَالَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ . فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ " . فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ " أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ " .

- ضعيف .

১৬৬৪। ইবনু 'আব্বাস ﷛ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "যারা সোনা-রূপা সঞ্চিত করে রাখে..." (সূরাহ আত-তাওবাহ ঃ ৩৪), মুসলমানদের উপর তা ভারী মনে হলো। তখন 'উমার ﷛ বললেন, আমিই তোমাদের পক্ষ হতে এর সূষ্ঠু সমাধান নিয়ে আসবো। অতঃপর তিনি গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর নাবী! এ আয়াতটি আপনার সঙ্গীদের উপর কষ্টকর অনুভূত হচ্ছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয় মহান আল্লাহ তোমাদের অতিরিক্ত মাল পবিত্র করার জন্যই যাকাত ফারয করেছেন। আর তিনি উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা ফারয করেছেন এজন্যই যেন তা তোমাদের পরবর্তীদের জন্য থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর 'উমার ﷛ আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। তিনি ﷺ তাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করবো না? তা হলো, নেককার স্ত্রী। সে তার দিকে তাকালে সে তাকে আনন্দ দেয় এবং তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং সে যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্ব ও তার সম্পদের হিফাযাত করে।[১৬৬৪]

দুর্বল।

[১৬৬৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ লুক্বতাহ), আহমাদ।

[১৬৬৪] হাকিম, বায়হাক্বী। ইমাম হাকিম বলেন, সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। সানাদের হাবীব ইবনু সালিম ও তার পরের জনকে শু'বাহ দুর্বল বলেছেন (আত-তাক্বরীব ১/১২৯)।

٣٤- باب حَقِّ السَّائِلِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ যাঞ্চাকারীর অধিকার সম্পর্কে

١٦٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ " .

- ضعيف .

১৬৬৫। হুসাইন ইবনু 'আলী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ (তোমাদের সম্পদে) যাঞ্চাকারীর অধিকার রয়েছে, যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে।[১৬৬৫]

দুর্বল।

١٦٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ شَيْخٍ، قَالَ رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

- ضعيف .

১৬৬৬। 'আলী (রাঃ) হতে নাবী (সাঃ)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত।[১৬৬৬]

দুর্বল।

١٦٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ " .

- صحيح .

[১৬৬৫] আহমাদ, বায়হাক্বী। সানাদ দুর্বল। এর সানাদের ই'য়ালা ইবনু আবূ ইয়াহইয়াকে আবূ হাতিম মাজহুল বলেছেন।

[১৬৬৬] বায়হাক্বী। সানাদ দুর্বল। সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে।

১৬৬৭। উম্মু বুজাইদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বাই'আত গ্রহণকারিণীদের একজন। তিনি তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন। মিসকীন আমার দরজায় এসে দাড়ায়, কিন্তু তাকে দেয়ার মতো কিছুই আমি পাই না। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ তাকে দেয়া মতো কিছু না পেলে অন্তত রান্না করা পশুর একখানা পায়া হলেও তার হাতে তুলে দাও।[১৬৬৭]

সহীহ।

٣٥- باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّة

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ অমুসলিম নাগরিকদেরকে সদাক্বাহ দেয়া

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ " نَعَمْ فَصِلِي أُمَّكِ " .

– صحيح : ق .

১৬৬৮। আসমা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়) আমার মা-যিনি ইসলাম বিদ্বেষী ও কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি সদ্ব্যবহার পাবার আশায় আমার নিকট আসলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা আমার কাছে এসেছেন, অথচ তিনি ইসলাম বিদ্বেষী মুশরিকা। আমি কি তার সাথে সদাচরণ করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার মায়ের সাথে অবশ্যই সদাচরণ করবে।[১৬৬৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٦- باب مَا لاَ يَجُوزُ مَنْعُهُ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ যে বস্তু চাইলে বাধা দেয়া নিষেধ

١٦٦٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ، - رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ أَبِيهَا، قَالَتِ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صلى الله

[১৬৬৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৬৬৫), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫৭৩), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

[১৬৬৮] **বুখারী** (অধ্যায় ঃ হেবা, হাঃ ২৬০) মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

عليه وسلم فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصه فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه مَا الشَّىْءُ الَّذي لاَ يَحلُّ مَنْعُهُ قَالَ " الْمَاءُ " . قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّه مَا الشَّىْءُ الَّذي لاَ يَحلُّ مَنْعُهُ قَالَ " الْمِلْحُ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه مَا الشَّىْءُ الَّذي لاَ يَحلُّ مَنْعُهُ قَالَ " أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ " .

– ضعيف .

১৬৬৯। বুহায়সাহ (র) তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমার পিতা নাবী ﷺ-এর (শরীরে চুমু দেয়ার) অনুমতি চাইলেন। অতঃপর তিনি তাঁর জামার ভেতরে প্রবেশ করে চুমা দিতে লাগলেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন বস্তু চাইলে নিষেধ করা হালাল নয়? তিনি বললেন ঃ পানি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন বস্তু চাইলে নিষেধ করা হালাল নয়? তিনি বললেন ঃ লবণ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কোন বস্তু চাইলে নিষেধ করা হালাল নয়? তিনি বললেন ঃ তোমার কোন ভালো কাজ করাটাই তোমার জন্য কল্যাণকর।[১৬৬৯]

দুর্বল।

٣٧– باب الْمَسْأَلَة في الْمَسَاجد

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ মাসজিদে যাঞ্চা করা

١٦٧٠ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ بَكْرٍ السَّهْميُّ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابت الْبُنَانيِّ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبي لَيْلَى، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبي بَكْرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم " هَلْ منْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مسْكينًا " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه – دَخَلْتُ الْمَسْجدَ فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِي يَد عَبْد الرَّحْمَن فَأَخَذْتُهَا منْهُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْه .

– ضعيف : و هو الصحيح دون قصة السائل .

১৬৭০। 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্র (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে আজ মিসকীনকে আহার করিয়েছে? আবূ

[১৬৬৯] আহমাদ, বায়হাক্বী। সানাদে সাইয়ার এবং তার পিতা দু'জনেই মাক্ববুল। এছাড়া বুহায়সাহ ও তার পিতা- এর দু'জন অজ্ঞাত।

বাক্‌র ﷺ বললেন, আমি মাসজিদে ঢুকেই এক ভিক্ষুকের সাক্ষাত পেলাম। আমি 'আবদুর রহমানের হাতে এক টুকরা রুটি পেয়ে তার থেকে সেটা নিয়ে ভিক্ষুককে দান করলাম।[১৬৭০]

দুর্বল ঃ তবে ভিক্ষুকের ঘটনা বাদে সহীহ।

٣٨– باب كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চাওয়া অপছন্দনীয়

١٦٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقِلَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ " .

– ضعيف .

১৬৭১। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহর নামের দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া উচিৎ নয়।[১৬৭১]

দুর্বল।

٣٩– باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ কেউ আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চাইলে তাকে দান করা

١٦٧٢ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ " .

– صحيح .

[১৬৭০] হাকিম, বায়হাক্বী, ত্বাবারানী। ইমাম হাকিম বলেন, মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ' গ্রন্থে বলেন, এটা তাঁদের উভয়ের পক্ষ থেকে আশ্চর্যকর ব্যাপার! কেননা ইমাম যাহাবী নিজেই সানাদের মুবারক ইবনু ফাযালাহকে 'যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমাদ ও নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। তাছাড়া তিনি তাদলীস করতেন এবং তিনি এ হাদীসটি আন আন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

[১৬৭১] ইবনু 'আদী 'কামিল' (৩/২৫৭)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদের সুলায়মান ইবনু মু'আযের স্মরণশক্তি দুর্বল হওয়ার তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

১৬৭২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিরাপত্তা চায়, তাকে নিরাপত্তা দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে ভিক্ষা চায়, তাকে দাও। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে দাওয়াত করে তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে তোমরা তার উত্তম প্রতিদান দাও। প্রতিদান দেয়ার মতো কিছু না পেলে তার জন্য দু'আ করতে থাকো, যতক্ষণ না তোমরা অনুধাবন করতে পারো যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো।[১৬৭২]

সহীহ।

٤٠– باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যে ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পদ দান করতে চায়

١٦٧٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا . فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى " .

– ضعيف : إنما يصح منه جملة : (خير الصدقة ...) ، أنظر حديث أبي هريرة الآتي .

১৬৭৩। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-আনসারী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট অবস্থানকালে এক ব্যক্তি একটি ডিম পরিমাণ স্বর্ণ নিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি এ স্বর্ণ খনি থেকে পেয়েছি, এটি দান হিসেবে গ্রহণ করুন। এছাড়া আমার আর কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ ﷺ তার মুখ ফিরিয়ে নিলে লোকটি তাঁর ডান পাশে এসে আগের মতই বললো। এরপর সে তাঁর বাম পাশে এসেও তাই বললো। আর তিনিও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অবশেষে সে তাঁর পিছনে এসে অনুরূপ বললে রসূলুল্লাহ ﷺ তা নিয়ে

[১৬৭২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫৬৬), আহমাদ, বুখারীর 'আদ্দাবুল মুফরাদ' (হাঃ ২১৬), ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বী, হাকিম, আবূ নু'আইম। হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ, ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী সহীহ বলেছেন।

এমন জোরে তার দিকে ছুড়ে মারলেন যে, তার শরীরে লাগলে সে অবশ্যই যখম বা আহত হতো। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার সমস্ত মাল আমার কাছে নিয়ে এসে বলে, এটা সদাক্বাহ। পরে সে (সম্বলহীন হয়ে) লোকের কাছে ভিক্ষা করে বেড়ায়। বস্তুত সর্বোত্তম সদাক্বাহ সেটাই যা অভাবমুক্ত থেকে দান করা হয়।[১৬৭৩]

দুর্বল ঃ তবে হাদীসের এ বাক্যটি সহীহ ঃ "সর্বোত্তম সদাক্বাহ সেটাই যা অভাবমুক্ত থেকে দান করা হয়।"

١٦٧٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ " خُذْ عَنَّا مَالَكَ لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ " .

– ضعيف .

১৬৭৪। ইবনু ইসহাক্ব (র) হতে উল্লেখিত সানাদে অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণিত। তাতে আরো রয়েছে ঃ 'তুমি তোমার মাল নিয়ে যাও, আমাদের এর কোনই প্রয়োজন নেই'।[১৬৭৪]

দুর্বল।

١٦٧٥ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ بِهِ وَقَالَ " خُذْ ثَوْبَكَ " .

– حسن .

১৬৭৫। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলে নাবী ﷺ লোকদেরকে বস্ত্র দানের আদেশ করেন। তখন লোকেরা বস্ত্র দান করলো। তিনি ঐ ব্যক্তিকে তা থেকে দু'টি কাপড় দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি আবারো দান করতে উৎসাহিত করলে ঐ ব্যক্তি তার দু'টি কাপড়ের একটি কাপড় দান করায় তিনি তাকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ তোমর কাপড় নিয়ে যাও।[১৬৭৫]

হাসান।

[১৬৭৩] দারিমী (হাঃ ১৬৫৯), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৪৪১), হাকিম, বায়হাক্বী। হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন। কিন্তু এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ইবনু ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন আন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

[১৬৭৪] ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৪৪১)। এর সানাদও পূর্বেরটির ন্যায় দুর্বল।

[১৬৭৫] বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান, হাকিম। হাকিম ও যাহাবী একে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

١٦٧٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " .

- صحيح : خ .

১৬৭৬। আবূ হুরাইরাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম দান। দান আরম্ভ করবে তোমার পোষ্যদের থেকে।[১৬৭৬]

সহীহ ঃ বুখারী।

٤١ - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ সমস্ত সম্পদ দানের অনুমতি সম্পর্কে

١٦٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " .

- صحيح .

১৬৭৭। আবূ হুরাইরাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন ধরনের দান অতি উত্তম? তিনি বললেন ঃ সামান্য সম্পদের মালিক নিজ সামর্থ্যানুযায়ী যা দান করে এবং নিজের পোষ্যদের থেকে আরম্ভ করে।[১৬৭৭]

সহীহ।

١٦٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ

[১৬৭৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৪২৬), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫৪৩)।

[১৬৭৭] আহমাদ (হাঃ ৮৬৭৮) আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৪৪৪), হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী একে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ " . قُلْتُ مِثْلَهُ . قَالَ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ – رضى الله عنه – بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ " . قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . قُلْتُ لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَىْءٍ أَبَدًا .

– حسن .

১৬৭৮। 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সদাক্বাহ করার নির্দেশ দেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার কাছে মালও ছিলো। আমি (মনে মনে) বললাম, আজ আমি আবূ বাক্‌র ﵁ এর অগ্রগামী হবো, যদিও আমি কোন দিন দানে তার অগ্রগামী হতে পারিনি। কাজেই আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে উপস্থিত হলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছো? আমি বললাম, এর সম-পরিমান। 'উমার ﵁ বলেন, আর আবূ বাক্‌র ﵁ তার সমস্ত মাল নিয়ে উপস্থিত হলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছো? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। তখন আমি ('উমার) বললাম, আমি কখনো কোনো বিষয়েই আপনাকে অতিক্রম করতে পারবো না।[১৬৭৮]

হাসান।

٤٢ – باب فِي فَضْلِ سَقْىِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ পানি পান করানোর ফাযীলাত

١٦٧٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعْدًا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ قَالَ " الْمَاءُ " .

– حسن .

১৬৭৯। সাঈদ (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা সা'দ ইবনু 'উবাদাহ ﵁ নাবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, আপনার কাছে কোন সদাক্বাহ অধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন ঃ পানি (পান করানো)।[১৬৭৯]

হাসান।

[১৬৭৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৩৬৭৫), ইবনু আব 'আসিম 'সুনান' (হাঃ ১২৪০), বায়হাক্বী, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী একে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। আহমাদ।

[১৬৭৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৩৬৬৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আদব, হাঃ ৩৬৮৪), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৪৯৭)।

١٦٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

১৬৮০। সা'দ ইবনু 'উবাদাহ হতে ﷺ-নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।[১৬৮০]

١٦٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " الْمَاءُ " قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ .

- حسن .

১৬৮১। সা'দ ইবনু 'উবাদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! উম্মু সা'দ মৃত্যুবরণ করেছেন (তার পক্ষ হতে) কোন সদাক্বাহ সর্বোত্তম হবে? তিনি বললেন ঃ পানি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা'দ) একটি কূপ খনন করে বললেন, এটা উম্মু সা'দের (কল্যানের) জন্য ওয়াক্‌ফ।[১৬৮১]

হাসান।

١٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِشْكَابَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي دَالاَنَ - عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْىٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ " .

- ضعيف .

১৬৮২। আবূ সাঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে মুসলিম কোন বস্ত্রহীন মুসলিমকে কাপড় পরাবে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরাবেন। যে মুসলিম কোন অভূক্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল-ফলাদি খাওয়াবেন। আর

[১৬৮০] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ৩৬৬৮), আহমাদ।
[১৬৮১] সহীহ আবূ দাউদ।

যে মুসলিম কোন পিপাসু মুসলিমকে পানি পান করাবে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের সীলমোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন।[১৬৮২]

দুর্বল।

٤٣- باب فِي الْمَنِيحَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ দুগ্ধবতী পশু ধার দেয়া সম্পর্কে

١٦٨٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى، - وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً .

- صحيح : خ .

১৬৮৩। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ চল্লিশটি বৈশিষ্টপূর্ণ কাজের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে (দুধ পানের জন্য) কাউকে দুগ্ধবতী বকরী দান করা। যে ব্যক্তি নেকীর আশায় এবং অঙ্গীকারের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে এ চল্লিশটি কাজের যে কোনো একটি করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১৬৮৩]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাসসান (র) বলেন, দুগ্ধবতী বকরী ছাড়া (অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে) ঃ সালামের জবাব দেয়া, হাঁচির জবাব দেয়া এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত আমরা পনেরটি কাজ পর্যন্তও পৌঁছাতে পারিনি।

সহীহ ঃ বুখারী।

[১৬৮২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ ক্বিয়ামাতের বর্ণনা, হাঃ ২৪৪৯)। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। সানাদের আবূ খালিদ সম্পর্কে হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন, তার ভুল ও তাদলীস প্রচুর। তাছাড়া তিনি এ হাদীসটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

[১৬৮৩] **বুখারী** (অধ্যায় ঃ হেবা, হাঃ ২৬৩১), আহমাদ।

٤٤- باب أَجْرِ الْخَازِنِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ কোষাধ্যক্ষের সওয়াব সম্পর্কে

١٦٨٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْخَازِنَ الأَمِينَ - الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ - أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ " .

- صحيح : ق .

১৬৮৪। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ সেই ব্যক্তি যে নির্দেশ মতো সন্তুষ্টচিত্তে পরিপূর্ণভাবে কাজ সম্পন্ন করে, এমনকি যাকে যা দান করতে বলা হয় তাকে তাই দান করে, সে দুই দানকারীর একজন।[১৬৮৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٥- باب الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ- ৪৫ ঃ স্ত্রী স্বীয় স্বামীর ঘর হতে দান করা সম্পর্কে

١٦٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ " .

- صحيح : ق .

১৬৮৫। 'আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে নষ্টের উদ্দেশ্যে না রেখে কিছু দান করে, তবে সে দানের কারণে সওয়াব পাবে এবং তার স্বামীও অনুরূপ সওয়াব পাবে উপার্জন করার কারণে। রক্ষণাবেক্ষণকারীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। কিন্তু এতে কারোর সওয়াবে অন্যের কারণে ঘাটতি হবে না।[১৬৮৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১৬৮৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৪৩৮) মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।
[১৬৮৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৪৩৭) মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

١٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأُرَى فِيهِ وَأَزْوَاجِنَا - فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ " الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الرَّطْبُ الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ .

- ضعيف .

১৬৮৬। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াককাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মহিলারা রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট বাই'আত হন তখন তাদের মধ্যে এক স্থুলদেহী মহিলাও ছিলো, সম্ভবত মহিলাটি মুদার গোত্রীয়। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের পিতা, পুত্রের উপর নির্ভরশীল। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমার ধারণা হাদীসে এটাও আছে ঃ এবং আমাদের স্বামীদের উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় তাদের ধন-সম্পদে আমাদের কি পরিমাণ অধিকার আছে? তিনি বললেন ঃ তোমরা যা (রাতাব হিসেবে) খাও এবং দান করো। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আর-রাতাব' হচ্ছে রুটি, তরি-তরকারি ও তাজা খেজুর।[১৬৮৬]

দুর্বল।

١٦٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ " .

- صحيح : ق .

১৬৮৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ স্ত্রী বিনা অনুমতিতে তার স্বামীর উপার্জিত সম্পদ হতে দান করলে অর্ধেক সওয়াব পাবে।[১৬৮৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১৬৮৬] **বায়হাক্বী, হাকিম।** এর সানাদ মুরসাল। হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন, আবূ সাঈদ হতে যিয়াদ ইবনু জুবাইরের বর্ণনা মুরসাল।

[১৬৮৭] **বুখারী (অধ্যায় ঃ নাফাক্বাত, হাঃ ৫৩৬০) মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।**

١٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ .

- صحيح موقوف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ .

১৬৮৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে এমন নারী সম্পর্কে বর্ণিত, যিনি তার স্বামীর ঘর থেকে দান করে থাকেন। তিনি বলেছেন, (দান করা) বৈধ নয়, তবে স্বামী তাকে যা খোরাকী দিয়েছে, তা থেকে করতে পারবে, আর এতে উভয়েই সওয়াব পাবে। স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ থেকে স্ত্রীর দান-খয়রাত করা বৈধ নয়।[১৬৮৮]

সহীহ মাওকুফ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস হাম্মাদের হাদীসকে দুর্বল করে।

٤٦- باب فِي صِلَةِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ নিকটাত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা

١٦٨٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِأَرِيحَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ " . فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ .

- صحيح : م، خ نحوه .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي عَنِ الأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ

[১৬৮৮] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

عَتِيك بْنِ زَيْد بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا . قَالَ الأَنْصَارِيُّ بَيْنَ أُبَىٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ سِتَّةُ آبَاءٍ .

১৬৮৯। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "তোমরা তোমাদের ভালোবাসার বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পুণ্য লাভ করবে না" (সূরাহ আলে 'ইমরান ঃ ৯২), তখন আবূ ত্বালহাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার মনে হচ্ছে, আমাদের রব্ব আমাদের সম্পদের অংশ চান। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে আরীহাতে অবস্থিত আমার ভূমিটি আল্লাহর উদ্দেশে দান করলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি তা তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে দাও। অতঃপর তিনি তা হাসসান ইবনু সাবিত ﷺ এবং উবাই ইবনু কা'ব ﷺ এর মধ্যে বন্টন করে দিলেন।[১৬৮৯]

সহীহ ঃ মুসলিম, অনুরূপ বুখারী।

١٦٩٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " آجَرَكِ اللَّهُ أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ " .

– صحيح : م .

১৬৯০। নাবী ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি দাসী ছিলো, তাকে আমি মুক্ত করে দেই। অতঃপর নাবী ﷺ আমার কাছে এলে আমি তাঁকে বিষয়টি জানাই। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে এর সওয়াব দিন। কিন্তু যদি তুমি তা তোমার মাতুল গোষ্ঠীকে দান করতে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ সওয়াব পেতে।[১৬৯০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٦٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ . فَقَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " .

[১৬৮৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

[১৬৯০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত), আহমাদ।

قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ " . أَوْ قَالَ " زَوْجِكَ " . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ " أَنْتَ أَبْصَرُ " .

– حسن .

১৬৯১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ দান করার নির্দেশ দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমার একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ তুমি তা নিজের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার আরো একটি আছে। তিনি বললেন ঃ তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ করো। সে বললো, আমার আরো একটি আছে। তিনি বললেন ঃ তোমার খাদিমের জন্য সদাক্বাহ করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ তুমিই ভালো জানো (তা কিসে ব্যয় করবে)।[১৬৯১]

হাসান।

١٦٩٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ " .

– حسن .

১৬৯২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ পাপী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার উপর নির্ভরশীলদের রিযিক্ব নষ্ট করে।[১৬৯২]

হাসান।

١٦٩٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، – وَهَذَا حَدِيثُهُ – قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ " .

– صحيح .

১৬৯৩। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় রিযিক্ব বৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবী হতে চায় সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।[১৬৯৩]

সহীহ।

[১৬৯১] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ২৫৩৪), আহমাদ, হাকিম, ইবনু হিব্বান। ইমাম হাকিম ও যাহাবী একে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

[১৬৯২] আহমাদ, বায়হাক্বী, ত্বায়ালিসি, আবূ নু'আইম।

[১৬৯৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয়, হাঃ ২০৬৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সদ্ব্যবহার)।

١٦٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ " .

- صحيح .

১৬৯৪ । 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ ﷺ সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন, আমিই রহমান (দয়ালু), আত্মীয়তার বন্ধন হচ্ছে রহিম, যা আমি আমার নাম থেকে নির্গত করেছি । সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়দেরকে সংযুক্ত রাখে আমিও তাকে সংযুক্ত রাখবো এবং যে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে আমিও তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করি ।[১৬৯৪]

সহীহ ।

١٦٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ الرَّدَّادَ اللَّيْثِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ .

১৬৯৫ । 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ ﷺ সূত্রে বর্ণিত । তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ ।[১৬৯৫]

١٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ " .

- صحيح : ق .

১৬৯৬ । জুবাইর ইবনু মুত্ব'ঈম ﷺ সূত্রে বর্ণিত । নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।[১৬৯৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম ।

[১৬৯৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সদ্ব্যবহার, হাঃ ১৯০৭), বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' (হাঃ ৫৩), বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান, হাকিম ।

[১৬৯৫] আহমাদ (হাঃ১৬৮০), হাকিম, বায়হাক্বী । আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ ।

[১৬৯৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ আদব, হাঃ ৫৯৮৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সদ্ব্যবহার) ।

١٦٩٧ – حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، – قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُلَيْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَهُ فِطْرٌ وَالْحَسَنُ – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا " .

– صحيح : خ .

১৬৯৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ঐ ব্যক্তি নয়, যে বরাবর ব্যবহার করে। বরং প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী ঐ ব্যক্তি, যার আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে তা পুনঃস্থাপন করে।[১৬৯৭]

সহীহ ঃ বুখারী।

٤٧– باب فِي الشُّحِّ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ কৃপণতা সম্পর্কে

١٦٩٨ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا " .

– صحيح .

১৬৯৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কৃপণতার ব্যাপারে সাবধান হও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা কৃপণতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অর্থলোভ তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে, ফলে তারা কৃপণতা করেছে, তাদেরকে আত্মীয়তা ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তাই করেছে এবং তাদেরকে পাপাচারে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে।[১৬৯৮]

সহীহ।

[১৬৯৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ আদব, হাঃ ৫৯৯১), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সদ্ব্যবহার, হাঃ ১৯০৮)।

[১৬৯৮] আহমাদ (হাঃ ৬৪৮৭) আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ। ইবনু হিব্বান হাঃ ৫১৫৪), বায়হাক্বী।

Contents

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي شَىْءٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ أَفَأُعْطِي مِنْهُ قَالَ " أَعْطِي وَلاَ تُوكِي فَيُوكِيَ عَلَيْكِ " .

– صحيح : ق .

১৬৯৯। আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! (আমার স্বামী) যুবাইর ﷺ ঘরে যা উপার্জন করে নিয়ে আসেন তা ছাড়া অন্য কোনো মাল আমার নেই। সুতরাং আমি কি তা থেকে সদাক্বাহ করতে পারি? তিনি বললেন ঃ সদাক্বাহ করো, ধরে রেখো না, তাহলে তোমার (রিযিক্ব) ধরে রাখা হবে।[১৬৯৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٧٠٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُهُ أَوْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعْطِي وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ عَلَيْكِ " .

– صحيح .

১৭০০। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি কতিপয় মিসকীন সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আরেকজনের বর্ণনায় আছে, অথবা কতিপয় মিসকীনকে সদাক্বাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ দান-খয়রাত করো এবং তা গুনে রেখো না। তাহলে তোমাকেও না দিয়ে রেখে দেয়া হবে।[১৭০০]

সহীহ।

আল্‌হামদুলিল্লাহ

(২য় খণ্ড সমাপ্ত)

[১৬৯৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ যাকাত, হাঃ ১৪৩৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যাকাত)।

[১৭০০] আহমাদ (৬/১০৮)।

আসসালামু আলাইকুম| কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ প্রচারের উদ্যেশ্যে আমরা এই নতুন ওয়েবসাইটটির কাজ শুরু করেছি| আমাদের কাজের গতিকে ত্বরাণ্বিত করতে আপনাদের সহযোগীতা, পরামর্শ ও মন্তব্য প্রয়োজন| আপনার নতুন পুরাতন লেখা, অডিও, ভিডিও প্রভৃতি আমাদের সাইটে পোস্ট করে আমাদের সাথে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন| সেই সাথে ফেসবুকে নিয়মিত পোস্ট করে বা ফটোশপের মাধ্যমে ইমেজ তৈরী করে বা সাইটটিকে সুন্দরভাবে ডিজাইন করে দিয়ে আমাদের সহযোগীতা করতে পারেন| আপনাদের সহযোগীতা আমাদের পথ চলায় সহায়ক হবে ইনশাআললাহ| আমাদের সহযোগীতা করতে যোগাযোগ করুন এখানে |